অমৃত-গীতা

পুষ্পদেবী,

সরস্বতী, শ্রুতিভারতী,

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

মহেশ লাইব্রেরী

২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্

কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৬০

প্রকাশ করেছেন :

শ্রীপুষ্পদেবী, সরস্বতী, শ্রুতিভারতী,

১, ডঃ শ্যামাদাস রো, কলি-.৯

ছেপেছেন :—

শ্রীকালীকৃষ্ণ ঘোষ

১০২ বি, কে, পাল এভিনিউ,

কলিকাতা-৫

উৎসর্গ

হিন্দু মিশনের প্রতিষ্ঠাতা ঋষি
পুণ্যময় শ্রীশ্রীসত্যানন্দ স্বামীর স্মরণে—

রোগশয্যারে যোগের আসন করিয়া বুঝালে মোরে,
কল্যাণময় অভয় স্পর্শ রাখিলে ললাটোপরে।
'শিবোহম্' এই মন্ত্রে শিখালে দুঃখ করিতে জয়,
আমার চিত্ত করি আলোকিত তব মুখখানি রয়।
প্রতি বচনেতে শিক্ষা তোমার জ্ঞানদাতা গুরু মম
বলিয়াছ তুমি হওনি ত দূরে হলে যে নিকটতম।
হাত ধরে মোরে চলিতেছ তুমি ; চরণ চিহ্ন ধরি,
আমি চলিতেছি, গঙ্গার জলে গঙ্গার পূজা করি॥

মা পুষ্প

লেখিকার নিবেদন

আমার পুণ্যশ্লোক পিতৃদেব স্বর্গত সুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অন্তিম ইচ্ছা পূরণার্থে পূর্ব্বেই কবিতায় শতশ্লোকী গীতা লিখিয়াছি। তাহার পর এগারো খানি উপনিষদ কবিতায় ব্যাখ্যা ও অনুবাদ করি। এর পর সুধীজনের বারংবার অনুরোধেও সমগ্র গীতায় হাত দিতে ভরসা করি নাই। শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ বৃহদারণ্যক উপনিষদ অনুবাদের পূর্ব্বেই সমগ্র গীতার অনুবাদ করার জন্য আমায় আদেশ করেন। ভরসা যে পাই নাই তা শুধু আর্থিক অসঙ্গতির কথা ভাবিয়া। সমগ্র গীতা আয়তনে বিপুল, ব্যয়াধিক্যও সেই পরিমাণে। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের ঐকান্তিক সহানুভূতি-সূচক অভিমত পাওয়ার পরও গভর্মেণ্ট মাত্র দেড় হাজার টাকা মঞ্জুর করিলেন। শ্রীশ্রীসত্যানন্দ স্বামীর সুযোগ্য শিষ্য ব্রহ্মচারী দেবদাসের আগ্রহ অসীম, তিনি বলেন আপনি লিখুন দিদি আমি যেমন করিয়া হোক ছাপাইব। তবুও ভরসা পাইনা।

এর পর আসিলেন মৌনী ব্রহ্মচারী শিশির কুমার। তিনি বইটির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার উর্দ্ধে, তাঁহাকে জানাই আমার প্রণাম। এত পরিশ্রমের পরও কূলে আসিয়া তরী আটকাইল। তখন অকূলের কাণ্ডারী শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের সুযোগ্য শিষ্য শ্রীমান দ্বিজেন্দ্র নাথ সিংহ মহাশয় এই বইটির প্রকাশনে সাহায্য করিলেন, তাহা না করিলে বইটি প্রকাশ করা কঠিন হইত। তাঁহাকে জানাই আমার কল্যাণাশীর্ব্বাদ। এই গ্রন্থপাঠে কেহ উপকৃত হইলে বা আনন্দপ্রাপ্ত হইলে তাহা ভগবৎ কৃপাই—আমার কৃতিত্ব নহে।

বিনীতা

পুষ্প দেবী

শ্রীশ্রীসত্যানন্দ মহারাজের পত্রাবলী হইতে উদ্ধৃত

আশীর্ব্বাদ করি তোমার চিন্তায় ও কর্মে হিন্দু মিশনের আদর্শ রূপায়িত হউক। তোমার জীবনে গীতার জ্ঞান ও প্রেরণা জাগ্রত হউক, জীবন্ত হউক। তোমার উপনিষদের অনুবাদ যে আদৃত হয়েছে ইহাই আমার পরম শান্তির উৎস। মনে রাখিও শ্রীশ্রীভগবানের কৃপাতেই হয়েছে, গর্ব্ব যেন না হয়। মনে মনে ভাবিবে হে ভগবান, তুমি মূককে যেমন বাচাল করো আমায়ও তেমনি দয়া করেছো। মা তোমার এই ছেলে ভগবানের কাছে কিছুই প্রার্থনা করে না। কামনা করে তোমার প্রাণের শান্তি, তোমার তৃপ্তি, তুমি কৃতকৃত্য হও, তুমি ব্রহ্মে বিচরণ করো।

মা তুমি গীতার সাধিকা। রোগ তপস্যা বলিয়াই গণ্য করিবে, রোগশয্যা তোমার যোগের আসন। তুমি যোগভ্রষ্টা, যোগের সিদ্ধি ও সমাধি লাভের জন্য তোমার জন্ম। সর্ব্ব কর্ম ভগবানে অর্পণ করিয়া পার্থ-সারথীর ধ্যানে তোমার দিন কাটিতেছে। তুমি ধন্যা, আশীর্ব্বাদ করি তোমার সাধনা সিদ্ধ হউক। তোমার যোগক্ষেম স্বয়ং পার্থসারথী বহন কর্ব্বেন। আশীর্ব্বাদ করি শুদ্ধমনে জীবনের কঠোর তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করো। তোমার আলোকে তোমার প্রিয়জনের জীবন আলোকিত করুক। মায়ের স্নেহস্পর্শে মার পুত্র যদি উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যা লাভে সমর্থ হয় তবেই মার পরিশ্রম ও সাধনা সার্থক হবে।

গীতা এবং উপনিষদের চিন্তা ও ধ্যান মানুষকে দেবলোকে নিয়া যায়। তুমি সেই চিন্তায় জীবনের পথ উজ্জ্বল করিয়াছ, ভগবানের আশীর্ব্বাদ তোমার উপর অজস্র ধারায় ঝরিতেছে। অসুস্থ অবস্থায় মন নিয়তই ভগবচ্চরণে থাকে—ইহাই আনন্দের বিষয় ও তপস্যার অনুকূল জানিবে। দেহ তোমার নয়, তুমি দেহের নও তুমি নিত্যবুদ্ধ শুদ্ধ অচিন্ত্য স্বরূপ। আশীর্ব্বাদ করি আত্মশক্তি লাভ করিয়া দুঃখ ও বেদনাকে সহ্য করিতে ও জয় করিতে সমর্থ হও। আমি দূরে নহি, আমি তোমার কাছেই আছি। তোমার অনুবাদ পড়ে আমি খুবই বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছি, ব্রহ্মবিদ্যার আলোকের আভাস দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। এক এক শ্লোকে নূতন আলোক সম্পাতও করিয়াছ। তোমার সাধনা সিদ্ধ হউক। উপনিষদ শুধু অনুবাদ করিলেই হইবে না তাহার তত্ত্ব ও সত্য অনুভব করিতে ও ধ্যানস্থ হইতে হইবে। তোমার রুগ্নদেহ তোমার যাত্রাপথের সহায় হউক। নব নব চেতনা (আধ্যাত্মিক) লাভ কর। উপনিষদ্ ও গীতার অনুবাদ জীবনে সার্থক হউক। জীবনের পথ উজ্জ্বল করুক।

পরম শুভানুধ্যায়ী শ্রীশ্রীগুরুচরণাশ্রিতসেবক
শ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারীর পরম শুভাশীর্ব্বাদবিশেষ—

স্নেহের মা পুষ্প! তোমার অপূর্ব্ব ভাবঢালা পবিত্র হৃদয়ের স্নেহ অনুরাগ শ্রদ্ধাপূর্ণ পত্রখানি পাইয়া বড়ই আনন্দ পাইলাম। বাহিরে দেখা না হইলেও বারংবার মার স্নেহময়ী মূর্ত্তিখানি অন্তরে জাগিয়াছে।

তোমার পদ্যাত্মিকা রচনার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিয়া, গভর্নমেণ্ট তোমাকে উহা সুসম্পন্ন করিবার জন্য ১৫০০ অর্থ সাহায্য দান করিয়াছেন জানিয়া বড়ই আনন্দিত ও গর্ব্বিত হইলাম। তোমার এই অতুলনীয় রচনা চিরস্মরণী কীর্ত্তি হইয়া থাকিবে। কবিতানিহিত প্রাঞ্জল পবিত্র ভাবপূর্ণ ছন্দোবদ্ধ ভাবগুলি অনুভব করিয়া পরম আনন্দিত হইলাম। আশা করি ইহা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইলে অধ্যাত্ম ও জিজ্ঞাসুগণের ভাব সাধনার সহায়ক হইবে। তোমার লেখাগুলি সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে রাখি, অবসর পাইলেই পড়ি। তোমার পবিত্র সুন্দর রচনাবলী পাঠ করিয়া অপূর্ব্ব আস্বাদন পাই। হয়ত কোনও পূর্ব্বজন্মের ঋষিকন্যাই আবার নব ভাবে ভাবিত হইয়া আসিয়াছ ইহাই মনে হয়। অমৃতগীতা কতদূর ছাপা হইল? স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিও। আবার পত্র দিও।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম

:পাঃ খর। বোম্বাই-৫২

শ্রদ্ধেয়া পুষ্পদেবী, আপনার উপনিষদ কাব্যানুবাদ পাইয়া খুবই আনন্দিত হইলাম। এবম্বিধ প্রকাশনের বর্ত্তমান যুগেও জগতে বিশেষ আবশ্যক আছে। ইহা ভারত ও ভারতীর সেবার অন্যতম উপায়। আপনার অসীম অধ্যবসায় ও প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়। প্রাচীন ঋষিদের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ যে আপনার ওপর প্রভূত ভাবে বর্ষিত হইতেছে সে সম্বন্ধে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

আপনি ধন্য, আপনার কুল পবিত্র এবং জননী কৃতার্থ। শুভেচ্ছাদি সহ নমস্কার জানিবেন।

ইতি

আপনাদের

শ্রীসম্বুদ্ধানন্দ

মেয়েদের পৃথিবী

নীলিমা সেন—গঙ্গোপাধ্যায়

দ্বিতীয় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা

শ্রীমতী পুষ্প দেবী—স্বরস্বতী, শ্রুতি ভারতী।

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাহরসংধং নিত্যমগন্ধবচ্চয়ৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে।"

যাঁর রূপ নেই, রস নেই, যিনি গন্ধহীন—স্পর্শহীন, সেই আনাদি অনন্ত শাশ্বত মঙ্গলময়ের সন্ধান যে পেয়েছে সেই যে মৃত্যুকে অতিক্রম করে তাঁর কাছে যেতে পারে।

শ্রীমতী পুষ্প দেবী রোগশয্যায় শুয়ে এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি তাই অমৃতের সন্ধানে সাধনা করতে সুরু করলেন। শরীরে গ্লানি, রোগশয্যায় একটানা কেবল পড়ে থাকায় মনে অশান্তি। কোথায় আছে, যন্ত্রণার শেষ—অশান্তির অবসান? একমাত্র বই-ই পারে সান্ত্বনা দিতে—জ্ঞানের পিপাশাই ভুলিয়ে দিতে পারে বেদনাময় দিনযাপনের গ্লানি। গীতা পড়তে লাগলেন আর লিখতে লাগলেন তার ব্যাখ্যা। বিছানায় শুয়ে শুয়ে গীতার শ্রেষ্ঠ শ্লোকগুলি তিনি কবিতায় অনুবাদ করে ফেললেন। মাসিক পত্রিকাগুলিকে আবেদন জানালেন তাঁর অনুবাদ শ্লোকগুলি প্রকাশ করার জন্য। সসম্মানে ফেরৎ এলো। কোন সম্পাদকই উৎসাহ প্রকাশ করলেন না।

দুঃখ পেলেন; কিন্তু নিরাশ হলেন না। কেন না গীতা, উপনিষদ এবং সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে তিনি তখন অমৃতের স্বাদ খুঁজে পেয়েছেন। লেখার মধ্যেই তাঁর মুক্তি: লেখার মধ্যেই তাঁর বেঁচে থাকার উদ্দীপনা। পূর্ণ উদ্যমে লিখতে লাগলেন গীতার অনুবাদ কবিতা।

এই সময়েই হিন্দু মিশনের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী সত্যানন্দ এলেন অভয় মন্ত্র নিয়ে। তিনি বললেন—'মা তুমি যোগভ্রষ্টা। রোগশয্যা তোমার তপস্যার আসন, তুমি পার্থসারথির ধ্যানে দিন কাটাচ্ছ।"

হিন্দু মিশন পত্রিকায় অতি সমাদরের সঙ্গে তাঁর কবিতায় গীতা প্রকাশিত হতে লাগল। স্বামী সত্যানন্দ বুঝেছিলেন যে ইনিই প্রথম মহিলা আমাদের দেশে যিনি কবিতায় গীতার অনুবাদ করছেন।

তপস্যার পুরস্কার মিলছে একটু একটু করে। তৃপ্তি হচ্ছে বেঁচে থাকায়। হার্ট এ্যাটাকে শয্যাশায়ী হয়ে সংসারের অকেজো ভাঙ্গা আসবাবের মত পড়ে থাকায় কোন সুখ কোন গৌরব আছে? আজ জীবনের মূল্যবোধ ফিরে এলো যেন।

শৈশবে পিতা রায় বাহাদুর সুকুমার চট্টোপাধ্যায়ের উদাত্ত কণ্ঠে যখন বেদপাঠ আর সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি শুনতেন মন ভরে যেত। কিন্তু স্কুলে পড়েন নি সংস্কৃত জানেন না। শুধু তাই নয়—অনেক কিছু জানার আগেই মাত্র বারো বছর বয়সে বিবাহ হল শ্রীশান্তনু কুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে।

পরে তাঁর স্বামী অধ্যাপক হলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের।

লেখাপড়ার ইতি হয়ে গেল বিয়ে হবার সঙ্গে সঙ্গে। স্কুলের মুখ দেখেন নি—বাড়ীতে যেটুকু পড়া হয়েছে—তাতেই জ্ঞানের স্পৃহা রীতিমত জাগ্রত হবার সুযোগ পেয়েছে।

—"ইংরিজী শিখলুম না। বড় আফশোস রয়ে গেল জীবনে। কত কি জানতে পারলুম না।" বললেন পুষ্প দেবী।

যা জানলেন তার হিসাব দিতে গিয়ে আমি নিজেই অভিভূত হয়ে পড়েছি। কি অগাধ জ্ঞান—কত গভীর উপলব্ধি তাঁর হয়েছে, তবেই আজ তিনি তপোবনের ঋষিগণের কণ্ঠনিঃসৃত ব্রহ্মজ্ঞানের আলোক লাভ করেছেন।

—"পড়ার মধ্যে পড়লাম রামায়ণ আর মহাভারত আর রবীন্দ্র সাহিত্য।"

বিয়ের পর অবশ্য লেখার চর্চা করতেন। অন্তরে তাঁর পিতৃবংশের ধারা উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। বাঁকুড়ার চট্টোপাধ্যায় বংশ। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর পিতার খুল্লতাত। বাড়ীর সকলেই জ্ঞানী ব্রহ্মজিজ্ঞাসু।

লেখার চর্চা চলতে লাগল সংসারের কাজের ফাঁকে ফাঁকে। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী প্রভৃতি পত্রিকায় পুষ্প দেবীর নাম প্রায়ই দেখা যেতে লাগল। বেনামীতে কত রচনা তার প্রকাশিত হয়েছে সে যুগে। কেন না রক্ষণশীল পরিবারে মেয়েদের লেখাপড়ার কাজ করা অত্যন্ত গর্হিত বলে গণ্য করা হত।

অবশ্য পরিবারের সে ধারণা তিনি ভেঙ্গে দিয়েছিলেন পরে।

—"তখন বই লিখিনি। —তপুর যখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা সেই সময় প্রথম বই ছাপা হল।"

'তপু' অর্থাৎ তপতী তাঁর কন্যা—"শতশ্লোকী গীতা" প্রকাশে মাকে সাহায্য করেছে অক্লান্তভাবে।

গীতার পর উপনিষদ নিয়ে পড়াশোনা সুরু হল। কবিতায় রূপান্তরিত করতে হবে উপনিষদের ব্যাখ্যা। তিনি বুঝেছেন কবিতার মধ্যেই তাঁর চৈতন্যের প্রকাশ—ছন্দের মধ্যেই প্রাণিত স্পর্শ আছে।

এবারে উপনিষদের অনুবাদ নিয়ে নিল প্রবাসী। ১৯৫২ সালে ঈশ, কেন, কঠ অনুবাদ করলেন। আর লেখিকার শ্রেষ্ঠ সম্মান পেলেন কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের "লীলা পুরস্কার।" এই গ্রন্থটির নাম "উপনিষদ-নির্মাল্য।"

আবার চলল তাঁর সাধনা। অনুবাদ হল—প্রশ্ন, মুণ্ডক্য তৈত্তিরীয় ও ঐতরীয় উপনিষদের। গ্রন্থের নাম " উপনিষদ নৈবেদ্য।" এবার গভর্ণমেণ্ট থেকে এক হাজার টাকা পুরস্কার পেলেন।

১৯৬৩ সালে ধর্মহীন সমাজের কৌতুকচিত্র কতকগুলি গল্পসমষ্টি নিয়ে পুষ্প-পরাগ" প্রকাশিত হল। তাঁর কৌতুক গল্প " মেয়ে দেখা" 'উৎসবের অন্তরালে' 'বড় কে?' 'বিশ্ব কবির কৌতুক' ইত্যাদি গল্পগুলির অনাড়ম্বর প্রকাশ ভঙ্গীতে পাঠকমাত্রই আকৃষ্ট হবে। এমন জীবন্ত চরিত্র অঙ্কন করতে তাঁর কিছু কোথাও অসুবিধা হয়েছে বলে মনে হবে না। প্রবাসীতে বেরুল উপন্যাস "মুখর অতীত"।

১৯৬৪ সালে শ্বেতাশ্বতর আর ছান্দোগ্য উপনিষদের অনুবাদ প্রাকাশিত হল "উপনিষদ অর্ঘ্য" গ্রন্থরূপে। আবার গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক দু'হাজার টাকা লাভ করলেন!

বর্তমানে বৃহদারণ্যকের অতি সুক্ষ্ম দর্শন উদঘাটন করান জন্য উদ্যোগী হয়েছেন।

এগারোটা উপনিষদ অনুবাদ করে ফেললেন—এমন ব্রহ্মবাদিনী এযুগে বিরল। অতীতের তপোবনে একদিন গার্গি, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি মহীয়সী জ্ঞানীদের আবির্ভাব হয়েছিল। আজ শ্রীমতী পুষ্প দেবী তাঁদের অনুসরণ করেও আপন মহিমাতেই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন। প্রকাশিত হল উপনিষদ অঞ্জলি। বৃহদারন্যাক কাব্যানুবাদ।

এতগুলি অনুবাদের জন্য ভাটপাড়া পণ্ডিতসমাজ "সরস্বতী" উপাধিতে ভূষিত করলেন তাঁকে, আর হিন্দু মিশন গীতা জয়ন্তীতে শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী ও ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী দিলেন 'শ্রুতিভারতী, উপাধি। এর পর হল সমগ্র গীতা অমৃতগীতা নামে—তার পর হল ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ ধারাবাহিকভাবে যা ভারত-পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে।

কিন্তু এইখানেই এই অসামান্যা লেখিকার উৎসাহ নিঃশেষ হয়ে যায়নি। তাঁর লেখনী জয়যুক্ত হবে এতে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

শ্রীশ্রীরামঃ শরণম্

মানপত্রম্

তাতাজ্ঞাপরিপূরণোৎসুকতয়া শ্রীপুষ্পদেবী শ্রমাদ্ দুর্বোধোপনিষৎ পদার্থ বিশদান্ ভাষানুবাদোজ্জ্বলান্। গ্রন্থান্ পদ্যময়ান্ বিধায় বিদুষাং যচ্চিত্তমারঞ্জয়ৎ তদ্দদ্মোঽদ্য' সরস্বতীত্যুপপদং তস্যৈ বয়ং প্রীতিতঃ॥ বর্দ্ধয়ামো বয়ং বাচা শুভয়া তাং মনস্বিনীম্। জীবতাজ্জয়তাদেষা পুষ্পদেবী সরস্বতী॥

ইতি—

ভট্টপল্লী বাস্তব্যাঃ

শ্রীহরিচরণ স্মৃতিতীর্থ দেবশর্ম্মা
শ্রীপঞ্চাননতর্কবাগীশ দেবশর্ম্মা
শ্রীশক্তিপদ স্মৃতিতীর্থ দেবশর্ম্মা
শ্রীজানকীজীবন কাব্যব্যাকরণতীর্থ

শ্রীনারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ দেবশর্ম্মা
স্মার্ত্ত বাচস্পতি
শ্রীনিরঞ্জন স্মৃতিতীর্থ দেবশর্ম্মা
শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ দেবশর্ম্মা
কাব্যব্যাকরণতীর্থ

শ্রীমন্মথনাথ তর্কতীর্থ

হিন্দু মিশন

প্রতিষ্ঠাতা: স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী
ত্রিকোণেশ্বর মন্দির
৩২ বি হরিশ চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট

পুষ্পদেবী সরস্বতী করকমলে

হে ভদ্রে !

আপনি ব্রহ্মবিদুষী; আপনার অন্তর ব্রহ্মজ্যোতিতে উদ্ভাসিত তাই আপনার পক্ষে সম্ভব হয়েছে উপনিষদের কঠিন সূত্রগুলিকে সহজবোধ্য বাংলা কবিতার মূল রসকে অক্ষুণ্ণ রেখে প্রকাশ করা। আপনার সার্থক সাধনার স্বীকৃতি স্বরূপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আপনাকে লীলা পুরস্কারে ভূষিত করিয়াছে।

আমরাও শুভ গীতা জয়ন্তী উৎসবের এই সভায় ৫০৬৫ তম গীতা জয়ন্তী উৎসবকার্য-পরিচালক সমিতির পক্ষ হইতে আপনাকে শ্রুতি-ভারতী উপাধি দ্বারা অভিনন্দিত করিতেছি।

ভবদীয়
ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী
ডাঃ গৌরী নাথ শাস্ত্রী
ডাঃ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীআত্মানন্দ ব্রহ্মচারী

ওঁ হরিঃ

অমৃত-গীতা

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন-বিষাদযোগঃ

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়? ॥ ১

শব্দার্থ—

ধৃতরাষ্ট্র (দুর্যোধনের পিতা অন্ধ রাজা) উবাচ (বলিলেন) সঞ্জয়! (হে সঞ্জয়!) ধর্মক্ষেত্রে (দেবতাগণের যজ্ঞস্থল পুণ্য ভূমি) কুরুক্ষেত্রে (কুরুক্ষেত্রে) যুযুৎসবঃ (যুদ্ধাভিলাষী) মামকাঃ (আমার) [পুত্রগণ] এবং পাণ্ডবাঃ (ও পাণ্ডুতনয়রা) সমবেতাঃ (মিলিত হইয়া) কিম্ (কি?) অকুর্বত (করিল)।

অনুবাদ—

অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়েরে কয়
মোর পুত্র পাণ্ডুপুত্র সমবেত হয়।
যুদ্ধ তরে ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যায়
কি করিছে সেথা তারা বল মহাশয়।

ব্যাখ্যা—

ব্যাকুল আকুল মন রাজা ধৃতরাষ্ট্র কন
সঞ্জয়ের প্রতি তবে অধীর বচন।

গৃহবিবাদের তরে ভায়ে ভায়ে যুদ্ধ করে
না জানি কি হবে এতে অনর্থ ঘটন ॥
বল তুমি দেখে শুনে সমবেত রণাঙ্গনে
কি করিছে তারা সবে হয়ে আগুয়ান।
যথা ধর্ম তথা জয় গান্ধারী সতত কয়
তবু হায় অন্ধ স্নেহে ব্যাকুলিত প্রাণ ॥

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্যোধনস্তদা
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২

শব্দার্থ—

সঞ্জয়ঃ (অন্ধ কুরুরাজের অমাত্য) উবাচ (বলিলেন)—তদা তু (তখন) পাণ্ডব-অনীকং (পাণ্ডবদের সৈন্যগণকে) ব্যূঢ়ং (ব্যূহবদ্ধ) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) রাজা (রাজা) দুর্যোধনঃ (দুর্যোধন) আচার্য্যম্ (দ্রোণাচার্য্যের) উপসঙ্গম্য (নিকটে যাইয়া) বচনম্ (কথা) অব্রবীৎ (বলিলেন)।

অনুবাদ—

অন্ধকুরুরাজে তবে সঞ্জয়েতে কয়
পাণ্ডবের সৈন্যগণে ব্যূহাকার রয়।
ইহা দেখি দ্রোণ কাছে যাইয়া তখন
কহিছেন দুর্যোধন এই যে কথন—

ব্যাখ্যা—

সঞ্জয় রাজারে কয় শুন তবে মহাশয়
পাণ্ডবের সৈন্যগণে দেখি ব্যূহাকার।
দুর্যোধন দ্রোণ প্রতি কহেন কাতর মতি
তাঁহার নিকটে গিয়ে যত সমাচার ॥
আচার্য্য গুরু সে দ্রোণ তাঁর পক্ষে করে রণ
তাই তারে জিজ্ঞাসেন হইয়া কাতর ॥

পাণ্ডুপুত্র বলবান্ হল সব আগুয়ান
গুরুর আদেশ চান তবে বীরবর ॥

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রানামাচার্য্য মহতীং চমূম্ ।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩

শব্দার্থ—

আচার্য্য ! (হে গুরুদেব !) তব (আপনার) ধীমতা (বুদ্ধিমান) শিষ্যেণ (শিষ্য) দ্রুপদপুত্রেণ (দ্রুপদের পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্বারা) ব্যূঢ়াং (ব্যূহাকারে স্থিত) পাণ্ডুপুত্রাণাম্ (পাণ্ডবগণের) এতাং (এই) মহতীং (মহতী, বিপুল) চমূং (সেনা) পশ্য (দেখুন) ।

অনুবাদ—

হে আচার্য্য ! বুদ্ধিমান শিষ্য আপনার
ধৃষ্টদ্যুম্ন করিয়াছে ব্যূহ রচনার
পাণ্ডবগণের এই বহু সৈন্যদল
দেখুন আপনি নিজে তাদের সকল ।

ব্যাখ্যা—

দ্রোণে দুর্যোধন কয় দেখ দেখ মহাশয়
ধৃষ্টদ্যুম্ন নামে তব শিষ্য সে ধীমান্ ।
এ ব্যূহ রচনা করি রহিয়াছে দেখ ঘিরি
দ্রুপদের পুত্র সেই জান মতিমান ॥
পাণ্ডুপুত্র সৈন্যদল যেন সে তরঙ্গজল
গর্জিছে সমুদ্রসম ঘন গরজন ।
হে আচার্য্য গুরু মোর ভাঙ্গ মোর ভয় ঘোর
আপনি সকল আসি কর দরশন ।

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি ।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪

শব্দার্থ—

অত্র (এইখানে) যুধি (যুদ্ধে) ভীমার্জ্জুন-সমাঃ (ভীম ও অর্জ্জুন

তুল্য) মহা-ইষ্বাসাঃ (মহাধনুর্ধর) শূরাঃ (বীরগণ) যুযুধানঃ (সাত্যকি) বিরাটঃ চ (ও মৎস্যরাজ) (এবং) মহারথঃ (মহাযোদ্ধা) দ্রুপদঃ (দ্রুপদ) ।

অনুবাদ—

যুদ্ধে এইখানে আছে ভীমার্জ্জুন সম
মহা ধনুর্ধর বীর সাত্যকি বিষম
মৎস্যরাজ বিরাটের সাথে দেখ রয়
মহাযোদ্ধা দ্রুপদ সে সেই জন হয় ।

ব্যাখ্যা—

তবে রাজা দুর্য্যোধন কহে তবে প্রতি দ্রোণ
দেখ দেখ হে আচার্য্য কত বীরগণ ।
ভীম ও অর্জুনসম যাহাদের পরাক্রম
তারা সবে রয় হেথা কত শত জন ।।
সাত্যকি সে ধনুর্ধর বিরাট সে নৃপবর
মৎস্যরাজ বলি যারে জানে সর্বজন ।
দ্রুপদ সে মহাবীর সেও হাতে ধনুতীর
আরো দেখ কতজন করি যে বর্ণন ।।

ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্ ।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ।। ৫

শব্দার্থ—

ধৃষ্টকেতুঃ (শিশুপালের পুত্র) চেকিতানঃ (যদুবংশীয় বীর) চ (ও) বীর্যবান্ (মহাবীর) কাশীরাজঃ (কাশীরাজ) পুরুজিৎ (পুরুজিৎ) কুন্তি-ভোজঃ চ (রাজা কুন্তিভোজ) চ নরপুঙ্গবঃ (ও নরশ্রেষ্ঠ) শৈব্যঃ (শৈব্য) ।

অনুবাদ—

শিশুপাল-পুত্র ধৃষ্টকেতু দেখ রয়
চেকিতান সেই জন যদু কুলে হয় ।

বীর্য্যবান্ কাশীরাজ পুরুজিৎ আর
কুন্তিভোজ নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য নাম যার।

ব্যাখ্যা—

আচার্য্য দ্রোণেরে কন তবে রাজা দুর্যোধন
দেখ শিশুপাল পুত্র ধৃষ্টকেতু এই
চেকিতান নামে বীর যুদ্ধে নামে হয়ে স্থির
অপার বিক্রমশালী জানি মনে যেই ॥
বীর্য্যবান কাশীরাজ পুরুজিৎ মহারাজ
তার সাথে নরশ্রেষ্ঠ কুন্তিভোজদ্বয়
শৈব্য দেখ আসিয়াছে রণদেহ বলি সাজে
কতশত বীর সব দেখ মহাশয় ॥

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬

শব্দার্থ—

চ বিক্রান্ত (ও পরাক্রমশালী) যুধামন্যুঃ (যুধামন্যু) চ বীর্য্যবান্ (ও শক্তিমান্) উত্তমৌজাঃ (উত্তমৌজা) সৌভদ্রঃ (সুভদ্রার পুত্র) দ্রৌপদেয়াঃ (দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র) চ (এবং ঘটোৎকচাদি প্রসিদ্ধ পাণ্ডবগণ) সর্বে (সকলে) এব (ই) মহারথাঃ (মহারথগণ)

অনুবাদ—

পাঞ্চাল দেশের রাজা যুধামন্যু বীর
উত্তমৌজা, অভিমন্যু, পুত্র দ্রৌপদীর।
পঞ্চজন, ঘটোৎকচ হিড়িম্বাতনয়
সকলেই মহারথী বীর সুনিশ্চয়।

ব্যাখ্যা—

যুধামন্যু নামে নৃপ পাঞ্চাল দেশের ভূপ
আর দেখ অভিমন্যু সুন্দর শরীর।

পঞ্চ পুত্র দ্রৌপদীর ঘটোৎকচ মহাবীর
যাহাদের সাথে যুদ্ধে সকলে অস্থির ॥
সকলেই মহারথী কেহ নাহি মানে নতি
বীর বলি সকলেই বিখ্যাত নিশ্চয় ।
হিড়িম্বা তনয় জন মহাবীর অতুলন
অভিমন্যু শিশু বলে জেনো কম নয় ॥

অস্মাকং তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম ।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭

শব্দার্থ—

দ্বিজ-উত্তম (হে বিপ্রবর.) তু (কিন্তু) অস্মাকং (আমাদের) যে (যাঁহারা) বিশিষ্টাঃ (বিশিষ্ট) মম (আমার) সৈন্যস্য (সৈন্যের) নায়কাঃ (নায়ক, নেতা) তান্ (তাঁহাদিগকে) নিবোধ (অবগত হউন) তে (অপনার) সংজ্ঞা-অর্থং (অবগতির জন্য, জ্ঞাপনার্থ) তান্ (তাঁহাদিগের নাম) [আমি] ব্রবীমি (বলিতেছি) ৭

অনুবাদ—

ওহে বিপ্রবর এবে অবধান কর
আমাদের দলে আছে যে যে বীরবর
আর যে যে সৈন্যগণ এই দলে রয়
অবগতি তরে নাম বলি মহাশয় ।

ব্যাখ্যা—

শুন শুন বিপ্রবর আর যে যে বীরবর
আমাদের দলে রয় বলি নাম তার ।
তোমারে জানায়ে তাই একে একে বলে যাই
কোন কোন সৈন্য কোন সেনাপতি আর ॥

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ। ৮

শব্দার্থ—

ভবান্ (আপনি দ্রোণ) ভীষ্মশ্চ (ও ভীষ্ম) কর্ণঃ (কর্ণ) সমিতিঞ্জয়ঃ (সমরজয়ী) কৃপঃ (কৃপাচার্য্য) অশ্বত্থামা চ (ও অশ্বত্থামা) বিকর্ণঃ চ (ও দুর্য্যোধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিকর্ণ) সোমদত্তিঃ (সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা) জয়দ্রথঃ চ (ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ) ৮

অনুবাদ—

আমাদের পক্ষে রহ আচার্য্য আপনি
পিতামহ ভীষ্ম কর্ণ কৃপ যুদ্ধে জিনি
অশ্বত্থামা ও বিকর্ণ ছোট ভাই
সোমদত্ত পুত্র সাথে জয়দ্রথও তাই।

ব্যাখ্যা—

হে আচার্য্য বীরবর তুমি নিজে অগ্রসর
পিতামহ ভীষ্ম বীর জানে সর্বজন।
কর্ণ কৃপ মতিমান যুদ্ধজয়ী আগুয়ান
আমাদের পক্ষে রহ আমি ভাগ্যবান।
অশ্বত্থামা সাথে রয় মোর ছোট ভাই হয়
বিকর্ণ যাহার নাম বড় বীরবর।
সোমদত্ত পুত্র সেই ভূরিশ্রবা নাম সেই
সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ রহে অতঃপর।

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥৯

শব্দার্থ—

অন্যে চ (এবং আরও) বহবঃ (বহু) শূরাঃ (বীর) মৎ-অর্থে (আমার নিমিত্ত) ত্যক্তজীবিতাঃ (প্রাণত্যাগে প্রস্তুত) সর্বে (সকলে)

নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ। (নানা শস্ত্র নিক্ষেপে সমর্থ) যুদ্ধবিশারদাঃ (যুদ্ধ-নিপুণ, সমরদক্ষ) সন্তি (আছেন) ।৯

অনুবাদ—

মোর তরে প্রাণ দিতে প্রস্তুত নিশ্চয়
এমন অনেক বীর রয়েছে হেথায়।
নানা শস্ত্র নিক্ষেপেতে সমর্থ তাহারা
যুদ্ধেতে নিপুণ সব রয়েছে যাহারা ॥

ব্যাখ্যা—

মোর তরে তারা প্রাণ দিতে আগুয়ান
যুদ্ধে সুনিপুণ মহামহাবীর তারা
নানা শস্ত্র নিক্ষেপেতে দক্ষ তারা ভালমতে
রণাঙ্গনে দেখ সব রয়েছে যাহারা।

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥১০

শব্দার্থ—

অস্মাকং (আমাদের) ভীষ্ম-অভিরক্ষিতং (পিতামহ ভীষ্ম দ্বারা সুরক্ষিত) তৎ (সেই) বলং (সৈন্যবল) অপর্য্যাপ্তম্ (অপরিমিত, অজেয়, যুদ্ধজয়ে সমর্থ) এতেষাং (ইহাদের, পাণ্ডবদের) তু (কিন্তু) ভীম-অভিরক্ষিতম্ (ভীম কর্ত্তৃক রক্ষিত) ইদং (এই) বলং (সৈন্যশক্তি) পর্য্যাপ্তম্ (পরিমিত, যুদ্ধজয়ে অসমর্থ)। ১০

অনুবাদ—

হে আচার্য্য পিতামহ ভীষ্মের রক্ষিত
আমাদের সৈন্যগণ জয়েতে সমর্থ।
কিন্তু ভীম চালিত যে অল্প সৈন্যগণ
যুদ্ধ জয়ে অসমর্থ এই জানে মন ॥

ব্যাখ্যা—

পিতামহ ভীষ্ম যুদ্ধ জয়ী শ্রেয়স্তম
তাঁহার অধীনে রয় যত সৈন্যগণ।
অগণন অতুলন মহাবীর পরাক্রম
যুদ্ধে জয়ী হবে তারা জানে মোর মন।
ভীমের অধীনে রয় অল্প যেই সৈন্যচয়
অসম্ভব যুদ্ধে জয় করা তাহাদের।
মনে মোর নাহি ভয় নিশ্চয় হইবে জয়
জয়লক্ষ্মী মাল্য দিবে কণ্ঠে আমাদের।

অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব এব হি ॥১১

শব্দার্থ—

সর্বে (সকল) অয়নেষু (ব্যূহদ্বারে) যথাভাগম্ (যথাস্থানে স্ব স্ব বিভাগ অনুসারে) অবস্থিতাঃ (অবস্থিত হইয়া) ভবন্তঃ (আপনারা) সর্বে এব হি (সকলেই) ভীষ্মম্ এব (ভীষ্মকেই) অভিরক্ষন্তু (রক্ষা করুন)

অনুবাদ—

এখন সকল সৈন্য হয়ে ব্যূহাকার
ভীষ্মেরে ঘিরিয়া রক্ষ প্রবেশের দ্বার।
নিজ নিজ স্থানে থাকি রক্ষহ তাঁহায়
আপনারা সকলেই নিজ জায়গায় ॥

ব্যাখ্যা—

এবে যত সৈন্যগণ ভীষ্মে যেন ঘিরি রন
ব্যূহাকারে রক্ষ সবে প্রবেশের দ্বার
রহি নিজ স্থানে রক্ষ ভীষ্মে এক জ্ঞানে
তাহারে রক্ষিলে জেনো শুভ সবাকার।

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্॥ ১২

শব্দার্থ—

প্রতাপবান্ (প্রতাপশালী) কুরুবৃদ্ধঃ (কুরুকুলের প্রবীণ) পিতামহঃ (পিতামহ, ভীষ্ম) তস্য (তাঁহার) দুর্যোধনের হর্ষ (আনন্দ) সংজনয়ন্ (উৎপাদন করিয়া) উচ্চৈঃ (উচ্চ) সিংহনাদং (সিংহনাদ) বিনদ্য (করিয়া) শঙ্খং (শঙ্খ) দধ্মৌ (বাজাইলেন)।

অনুবাদ—

কুরুকুলে বৃদ্ধ পিতামহ যেই জন
আনন্দেতে সিংহনাদ করিয়া তখন।
শঙ্খ বাজাইয়া করিলেন হর্ষধ্বনি
দুর্যোধনের হৃদয়েতে বাজে সেই বাণী।

ব্যাখ্যা—

তবে ভীষ্ম পিতামহ করে হর্ষধ্বনি সহ
শঙ্খ বাজাইল ভরে দিগন্ত ভুবন।
শুনি সেই শঙ্খধ্বনি দুর্যোধন শুভ গণি
আনন্দে হৃদয় তার মাতিল তখন।

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ॥ ১৩

শব্দার্থ—

ততঃ (অনন্তর) শঙ্খাঃ (অনেক শঙ্খ) ভের্য্যঃ চ (ও অনেক ভেরী) পণব-অনেক-গোমুখাঃ (অসংখ্য ঢাক, মৃদঙ্গ ও শিঙ্গা) সহসা এব (তৎক্ষণাৎ, একসঙ্গে) অভ্যহণ্যন্ত (বাদিত হইল)। স (সেই) শব্দঃ (রণশব্দ) তুমুলঃ (ভীষণ) অভবৎ (হইল)।

অনুবাদ—

এরপর রণবাদ্য উঠিল বাজিয়া
শাঁখ ভেরি মৃদঙ্গেরা উঠিল ধ্বনিয়া।
রণশিঙ্গা বাদ্য করে হইয়া ভীষণ
নানা শব্দে পরিপূর্ণ হল রণাঙ্গন।

ব্যাখ্যা—

যুদ্ধ ক্ষেত্র পূর্ণ করি বাজে শাখ রণভেরী
মৃদঙ্গ ধ্বনিল সেথা হইয়া ভীষণ।
রনশিঙ্গা মহাশব্দ কর্ণ সব করে স্তব্ধ
ঢাকের আওয়াজে সবে করিল নর্ত্তন॥

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ॥ ১৪

শব্দার্থ—

ততঃ (তাহার পর) শ্বেতৈঃ (শ্বেতবর্ণ) হয়ৈঃ (বহু অশ্ব) যুক্তে (সংযুক্ত) মহতি (বৃহৎ). স্যন্দনে (রথে) স্থিতৌ (অবস্থিত) মাধবঃ (শ্রীকৃষ্ণ) চ (এবং) পাণ্ডবঃ এব (অর্জুনও) দিব্যৌ (দিব্য) শঙ্খৌ (শঙ্খদ্বয়) প্রদধ্মতুঃ (বাজাইলেন)।

অনুবাদ—

বহু শ্বেতবর্ণ যুক্ত অশ্বরথ পরি
রণক্ষেত্রে দেখা দেন অর্জুন শ্রীহরি।
দুইজনে মহাবাদ্য বাজান তখন
মহারথে অবস্থিত রথী দুইজন।

ব্যাখ্যা—

উজলিয়া রণাঙ্গন দেখা দেন নারায়ণ
সাথে লয়ে প্রিয় শিষ্য অর্জুনে তখন।
শুভ্র অশ্ব যুক্ত হয় রথ সেই দিব্যময়
সেথা বসি শঙ্খরবে ভরাল গগন॥

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ॥ ১৫

শব্দার্থ—

হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) পাঞ্চজন্যং (পাঞ্চজন্য নামে শাঁখ) **ধনঞ্জয়ঃ** (অর্জুন) দেবদত্ত (দেবদত্ত নামে শাঁখ) ভীমকর্মা (হিরিম্বাদি বধরূপ ভীষণ কর্মকারী ভীম) পৌণ্ড্রং (পৌণ্ড্রনামক) মহাশঙ্খং (**মহাশঙ্খ**) দধ্মৌ (বাজাইলেন)।

অনুবাদ—

পাঞ্চজন্য শাঁখ বাজাইলেন নারায়ণ
দেবদত্ত শাঁখ বাজান অর্জুন তখন।
পৌণ্ড্র নামে শঙ্খধ্বনি করে সেই বীর
ভীম বৃকোদর যেই সকলে অস্থির॥

ব্যাখ্যা—

শ্রীকৃষ্ণ বাজান শাঁখ পাঞ্চজন্য মধুবাক্
তাহার মধুর রবে ভরিল গগন।
দেবদত্ত শঙ্খ ধ্বনি ভরি উঠে রণরণি
অর্জুনের সেই শাঁখ বিখ্যাত ভুবন॥
ভীম বৃকোদর যেই যাঁহার তুলনা নেই
বীরশ্রেষ্ঠ কর্ম যাঁর জগতে অতুল।
বাজালেন মহাশাঁখ শব্দে সবে লাগে তাক
ভয়ে কম্পমান সবে সকলে আকুল॥

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ॥ ১৬

শব্দার্থ—

কুন্তী-পুত্রঃ (কুন্তীতনয়) রাজা (নরপতি) **যুধিষ্ঠিরঃ** (**যুধিষ্ঠির**) অনন্তবিজয়ং (অনন্তবিজয় নামে **শঙ্খ**) **নকুলঃ** (**নকুল**) **সহদেবশ্চঃ**

(ও সহদেব) সুঘোষ মণিপুষ্পকৌ (সুঘোষ ও মণিপুষ্পক নামক শঙ্খদ্বয়) দধ্মৌ (বাজাইলেন)।

অনুবাদ—

রাজা যুধিষ্ঠির নামে কুন্তীর তনয়
বাজালেন শঙ্খ নাম অনন্ত বিজয়।
নকুল বাজান শাঁখ সুঘোষ নামেতে
মণিপুষ্পা বাজে শাঁখ সহদেব হাতে।

ব্যাখ্যা—

রাজা যুধিষ্ঠির তবে বাজালেন শাঁখ যবে
অনন্ত বিজয় নাম বিদিত জগতে
নকুল বাজান শাঁখ মহাশব্দ যার ডাক
সুঘোষ নামেতে শাঁখ জান ভালমতে॥
কনিষ্ঠ সবার যেই সহদেব নামে সেই
বাজালেন যেই শঙ্খ অতি অনুপম
মণিপুষ্পা নাম তার তুলনা নাহিক যার
বাজিল মধুর স্বরে অতুল বিক্রম॥

কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ॥ ১৭

শব্দার্থ—

কাশ্যঃ চ (কাশীরাজ) পরম, ইষ্বাস (মহাধনুর্ধর) মহারথঃ শিখণ্ডী চ ধৃষ্টদ্যুম্নঃ (দ্রুপদ রাজার সন্তানদ্বয়) বিরাটঃ চ (ও রাজা বিরাট) অপরাজিতঃ (অজিত) সাত্যকিঃ চ (ও সাত্যকি)।

অনুবাদ—

মহাধনুর্ধর সেই কাশীর রাজন
শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন এই দুইজন।
অপরাজিত সে জন বিরাট নামেতে
সবে মিলে একসাথে সাত্যকি সাথেতে॥

ব্যাখ্যা—

কাশীরাজ নামে যেই রণেতে অজেয় সেই
তার সাথে শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন রয়।
দ্রৌপদ সন্তানদ্বয় দেখে সবে মহাভয়
অজেয় জগতে তারা কম কেহ নয়॥
বিরাট নামেতে বীর দেখে কাঁপে নহে স্থির
শত্রুদের জিনিবারে সদা যার মন।
সাত্যকি সাথেতে যায় কেহ কম বেশী নয়
অজেয় জগতে তারা সব সেথারণ॥

দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্॥ ১৮

শব্দার্থ—

দ্রুপদ (রাজা দ্রুপদ) দ্রৌপদেয়াঃ চ (দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র) মহাবাহু চ (ও মহাবীর) সৌভদ্রঃ (অভিমন্যু) সর্ব্বশঃ (সকলে) পৃথক পৃথক্ (পৃথক্ ভাবে) শঙ্খান্ (শঙ্খসকল), দধ্মুঃ (বাজাইলেন)

অনুবাদ—

দ্রুপদ রাজার সাথে দ্রৌপদীতনয়
বাজান আপন শাঁখ উচ্চ রব হয়।
সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু নাম যেই
তিনিও বাজান শাঁখ আপনার সেই॥

ব্যাখ্যা—

দ্রুপদ রাজন তবে বাজালেন শঙ্খ রবে
আপনার শঙ্খ রবে ভরিল গগন
দ্রৌপদীর পঞ্চজন পুত্র তরে রণাঙ্গন
ভরাইল শঙ্খনাদে গগন পবন।
সুভদ্রার পুত্র হয় অভিমন্যু সে নিশ্চয়
কিশোর কুমার সেই প্রদীপ্ত পাবক।

স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোহভ্যনুনাদয়ন্‌ ॥ ১৯

শব্দার্থ—

স (সেই) তুমুলঃ (তুমুল) ঘোষঃ (নাদ) নভঃ (আকাশ) পৃথিবীং (এবং পৃথিবীকে) অভ্যনুনাদয়ন্ (প্রতিধ্বনিত করিয়া) ধার্তরাষ্ট্রাণাং (ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদের) হৃদয়ানি (হৃদয়সকল) ব্যদারয়ৎ (বিদীর্ণ করিল)।

অনুবাদ—

সে তুমুল শঙ্খধ্বনি ভরিল আকাশ
প্রতিধ্বনি উঠে তার ঘিরি চারিপাশ।
সেই শব্দে ধৃতরাষ্ট্র-তনয় সকল
হৃদয় বিদীর্ণ করি তোলে মহারোল।

ব্যাখ্যা—

উচ্চ শঙ্খ ধ্বনি সব উঠিল কত না রব
ভরিল তাহার সুরে সকল ভুবন।
প্রতিধ্বনি উঠে তায় দুর্যোধন হৃদে ধায়
বিদীর্ণ হৃদয় তার হইল তখন॥
ঈর্ষ্যার কঠিনাঘাতে দুর্যোধন মনে যাতে
শত গুণ হয়ে তায় করিল আঘাত।
মুখে কথা নাই হায় আকুল হইয়া চায়
ধৃতরাষ্ট্র শত পুত্র সব একসাথ॥

অথ ব্যবস্থিতান্‌ দৃষ্ট্বা ধার্তরাষ্ট্রান্‌ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ॥ ২০

শব্দার্থ—

অথ (অনন্তর) কপিধ্বজঃ (বানরচিহ্নিত পতাকাযুক্ত রথে আরূঢ়) পাণ্ডবঃ (অর্জুন) ধার্তরাষ্ট্রান্ (ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদিগকে) ব্যবস্থিতান্

(যুদ্ধার্থে) দৃষ্টা (দেখিয়া) শস্ত্রসম্পাতে (অস্ত্র চালনে) প্রবৃত্তে (প্রবৃত্ত হইয়া) ধনুঃ (ধনু) উদ্যম্য (তুলিয়া)।

অনুবাদ—

বানর চিহ্নিত রথ কপিধ্বজ নাম
চড়িয়া তাহার পরে পার্থ আগুয়ান।
যুদ্ধ তরে সমাগত যত কুরুদল
নেহারি ধনুক তুলি কহে মহাবল॥

ব্যাখ্যা—

কপিধ্বজ রথোপরি পার্থের সহিত হরি
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ স্থানে দেন দরশন।
দেখি সব জ্ঞাতিজনে যুদ্ধতরে আগমনে
ধনুক তুলিয়া পার্থ কহেন তখন॥

অর্জুন উবাচ

হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত॥ ২১

শব্দার্থ—

মহীপতে (হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র) হৃষীকেশং (শ্রীকৃষ্ণকে) তদা (তখন) ইদং (এই) বাক্যম্ (বাক্য) আহ (বলিলো) অচ্যুত ! (হে কৃষ্ণ !) উভয়োঃ (উভয় সেনামধ্যে) মে (আমার) রথং (রথ) স্থাপয় (স্থাপন করুন)।

অনুবাদ—

শোন ধৃতরাষ্ট্র রাজা ! অর্জুন তখন
কহেন শ্রীহরি প্রতি মধুর বচন।
উভয়ের সেনাদল মাঝখানে তার
শ্রীহরি এ-রথ মোর রাখ একবার।

ব্যাখ্যা—

অর্জুন হরিরে কন রাখ রথ নারায়ণ
উভয়ের সেনামধ্যে কর অবস্থান।

দেখিবারে মন চায় শুন প্রভু মহাশয়
কে কে আছে এর মাঝে করি নিরীক্ষণ॥

যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে॥ ২২

শব্দার্থ—

যাবৎ (যতক্ষণ) অহম্ (আমি) এতান্ (এই সকল) যোদ্ধুকামান্ (যুদ্ধকামী) অবস্থিতান্ (অবস্থিত ব্যক্তিগণকে) নিরীক্ষে (নিরীক্ষণ করি) এবং অস্মিন্ (এই) রণসমুদ্যমে (যুদ্ধোদ্যোগে) কৈঃ সহ (কাহাদের সহিত) ময়া (আমাকে) যোদ্ধব্যম্।(যুদ্ধ করিতেহইবে) ?

অনুবাদ—

অর্জুন বলেন আমি হেরি ততক্ষণ
যুদ্ধকামী ব্যক্তিগণে করি নিরীক্ষণ।
কাহাদের সনে যুদ্ধে রত হতে হবে
তাহাদের সকলেরে দেখে লই তবে।

ব্যাখ্যা—

অর্জুন তখন কন শুন প্রভু নারায়ণ
যুদ্ধেতে আগত যারা আজ এইখানে।
তাদের দেখিয়া লই তবে যুদ্ধে রত হই
কহিলেন পার্থ তবে লয়ে ধনুর্বাণে।

যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ॥ ২৩

শব্দার্থ—

অত্র (এইস্থানে, কুরুক্ষেত্রে) যুদ্ধে (রণে) দুর্বুদ্ধেঃ (দুষ্টবুদ্ধি) ধার্তরাষ্ট্রস্য (ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের) প্রিয়চিকীর্ষবঃ (হিতৈষী যে সকল) এতে (এই বীর পুরুষ) সমাগতাঃ (উপস্থিত) যোৎস্যমানান্ (যুদ্ধাভিলাষী) অহং (আমি) অবেক্ষে (দেখি)।

অনুবাদ—

যুদ্ধতরে সমাগত যেই বীরগণ
ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের হিতৈষী যে জন।
দুষ্টবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র তনয় সকল
দেখি সমাগত আজ যত হীনবল।

ব্যাখ্যা—

অর্জুন হরিরে কন দেখি আমি ততক্ষণ
ধৃতরাষ্ট্র তনয়ের হিতৈষী যে জন।
মোর সাথে যুদ্ধ তরে আসিয়াছে হেথা সেরে
দুর্ব্বুদ্ধিতে রত সব সম দুর্যোধন ॥
যেথা ধর্ম সেথা জয় এই কথা সুনিশ্চয়
তবু এরা হীনমতি তাই সমাগত।
দেখিয়া এদের সবে যুদ্ধে রত হব এবে
জানি এরা হইবেই সকলে নিহত ॥

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪

শব্দার্থ—

ভারত! (রাজা দুষ্মন্তের পুত্র ভারতের বংশধর) হে ধৃতরাষ্ট্র, গুড়াকেশেন (জিতনিদ্র অর্জুন) এবম্ (এইরূপ) উক্তঃ (উক্ত হইয়া) হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) উভয়োঃ (উভয় সেনা মধ্যে) রথ-উত্তমং (উত্তম রথ) স্থাপয়িত্বা (স্থাপন করিয়া)।

অনুবাদ—

ধৃতরাষ্ট্র মহারাজে সম্বোধি তখন
কহিলেন সঞ্জয় যাকিছু কথন।

জিতনিদ্র অর্জুনের একথা শুনিয়া
শ্রীহরি রাখেন রথ সেনা মধ্যে গিয়া।

ব্যাখ্যা-

অর্জুনের কথা শুনি তবে হরি গুণমনি
সৈন্যগণ মাঝে রথ করেন স্থাপন।
সঞ্জয় তখন কয় ধৃতরাষ্ট্র মহাশয়
যাহা দেখি তাই তোমা করিযে বর্ণন॥

ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাং চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ—পার্থ! পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি॥ ২৫

শব্দার্থ—

ভীষ্ম-দ্রোণ-প্রমুখতঃ (ভীষ্ম দ্রোণের সম্মুখে) সর্বেষাং (ও সমস্ত) মহীক্ষিতাং (মহীপতিগণের অগ্রে) উবাচ (বলিলেন) পার্থ (অর্জুন) পশ্য-এতান্ (এই সকল দেখ) সমবেতান্ (সমবেত) কুরূন্ (কৌরব-গণকে)।

অনুবাদ—

ভীষ্ম দ্রোণ সাথে যত মহীপতিগণ
তাহাদের অগ্রে রথ রাখে নারায়ণ।
কহেন হে পার্থ দেখ সমবেত যত
কৌরব গণেরে দেখো রহিয়াছে কত।

ব্যাখ্যা—

ভীষ্ম দ্রোণ যতরাজা বিক্রমেতে মহাতেজা
তাহাদের সম্মুখেতে রাখি রথ খান।
কহিলেন নারায়ণ কর সবে দরশন
যুদ্ধতরে আসিয়াছে যারা এইখান॥

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্
আচার্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬

শব্দার্থ—

পার্থঃ (অর্জুন) তত্র (সেখানে) উভয়োঃ সেনয়োঃ অপি (সেনা-দলের মধ্যে) স্থিতান্ (অবস্থিত) পিতৄন্ (ভূরিশ্রবা প্রভৃতি পিতৃব্য দিগকে) অথ (এবং) পিতামহান্ (ভীষ্মাদি পিতামহগণকে) আচার্যান্ (দ্রোণাদি আচার্যগণকে) মাতুলান্ (শল্যাদি মাতুলগণকে) ভ্রাতৄন্ (দুর্যোধনাদি ভ্রাতৃগণকে) পুত্রান্ (লক্ষণাদি পুত্রগণকে) পৌত্রান্ (পৌত্রতুল্যদের) তথা (এবং) সখীন্ (অশ্বত্থামাদি বন্ধুদের) শ্বশুরান্ (দ্রুপদাদি শ্বশুরগণকে) সুহৃদঃ চ এব (এবং কৃতবর্মাদি মিত্রদের) অপশ্যৎ (দেখিলেন)।

অনুবাদ—

উভয় সেনার মধ্যে অর্জুন তখন
দেখিলেন কাকা মামা পিতামহগণ।
শ্বশুর সুহৃদ কত যত বন্ধু ভাই
দেখিলেন চারিপাশে রহিয়াছে তাই।

ব্যাখ্যা—

অর্জুন দেখেন তবে যেথা যত বন্ধু সবে
পিতৃব্য ও পিতামহ সবে সেথা র'ন।
শ্বশুর সুহৃদ যত রহিয়াছে কত শত
পিতা ভ্রাতা পুত্রোপম যত প্রিয়জন।

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭

শব্দার্থ—

সঃ (সেই) কৌন্তেয়ঃ (কুন্তীপুত্র) অবস্থিতান্ (অবস্থিত) তান্

(সেই) সর্বান্ (সকল) বন্ধুন্ (বন্ধুদিগকে) সমীক্ষ্য (দেখিয়া) পরয়া কৃপয়া (পরম কৃপার দ্বারা) আবিষ্ট (আবিষ্ট) বিষীদন্ (বিষণ্ণ হইয়া) ইদম্ (এইবাক্য) অব্রবীৎ (বলিলেন)।

অনুবাদ—

সেই সব বন্ধুগণে নয়নে হেরিয়া
করুণায় বিগলিত গেলেন হইয়া।
বিষণ্ণ বদনে মনে দুঃখ উপজয়
প্রকাশিয়া সেই ব্যথা তখন কহয়।

ব্যাখ্যা—

চারিদিকে প্রিয়জন হেরিয়া বিষণ্ণ মন
কুন্তীপুত্র পার্থ তবে ব্যাকুল অন্তর
নয়নেতে বহে ধারা দয়ায় আপনা-হারা
কহিলেন নারায়ণে হইয়া কাতর।

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮

শব্দার্থ—

কৃষ্ণ ! (হে কৃষ্ণ !) সমবস্থিতান্ (সমবেত) ইমান্ (এই) স্বজনান্ (আত্মীয়গণকে) যুযুৎসূন্ (যুদ্ধাভিলাষী) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) মম (আমার) গাত্রাণি (সকলঅঙ্গ) সীদন্তি (অবসন্ন হইতেছে) মুখং চ (ও মুখ) পরিশুষ্যতি (বিশুষ্ক হইতেছে)।

অনুবাদ—

অর্জুন কহেন শুন ওহে নারায়ণ
যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত যত বন্ধুগণ
এদের দেখিয়া মোর অবসন্ন প্রাণ
শিহরে সকল অঙ্গ মুখ হল ম্লান।

ব্যাখ্যা—

কাতর অর্জুন কন শুন সখা নারায়ণ
চারিদিকে হেরি সব আত্মীয় স্বজন।
অবসন্ন মন মোর নয়নেতে আসে লোর
শিথিল সকল দেহ বিশুষ্ক বয়ান ॥

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥ ২৯

শব্দার্থ—

বেপথুঃ (কম্প) রোমহর্ষঃ চ (ও রোমাঞ্চ) জায়তে (হইতেছে) হস্তাৎ (হস্ত হইতে) গাণ্ডীবং (গাণ্ডীব নামক ধনু) স্রংসতে (স্খলিত হইতেছে) ত্বক্ চ (এবং চর্ম যেন) পরিদহ্যতে (দগ্ধ হইতেছে)।

অনুবাদ—

শরীর কাঁপিছে মোর রোমাঞ্চ দেহেতে
গাণ্ডীব ধনুক মোর খসে হাত হতে।
চর্ম যেন পুড়ে যায় এত তাপ মনে
যুদ্ধক্ষেত্রে হেরি যত আত্মীয় স্বজনে।

ব্যাখ্যা-

অর্জুন কহেন হরি কি করিয়া প্রাণ ধরি
প্রাণ বুঝি দেহ ছেড়ে এখনি পলায়।
কম্পমান মোর তনু শিহরে যে লোম অণু
গাণ্ডীব ধনুক আর ধরা নাহি যায় ॥
গাত্র মোর যেন দহে ক্ষণ তরে স্থির নহে
আত্মীয় স্বজন সবে হতাহত হয়।
কিলাভ হইবে এতে বুঝি না তা কোনমতে
এই যুদ্ধ করিবারে মন নাহি চায় ॥

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০

শব্দার্থ—

কেশব (কেশী নামক দৈত্যবিনাশী) অবস্থাতুং (অবস্থান করিতে) ন শক্নোমি (পারিতেছিনা) চ মে (ও আমার) মনঃ (মন) ইব (যেন) ভ্রমতি (ভ্রমণ করিতেছে) বিপরীতানি (অশুভ) নিমিত্তানি (নিমিত্ত সকল) পশ্যামি) দেখিতেছি)

কেশব এখানে আমি থাকিতে না পারি
মন মোর ঘুরিতেছে নহে স্থির, হরি।
অশুভ লক্ষণ সদা মনেতে উদয়
দেখিতেছি যাহে সব অমঙ্গল হয় ॥

অনুবাদ—

কহিলেন ধনঞ্জয় শোন, প্রভু দয়াময়
অস্থির পরাণ মোর করে হায় হায়।
অলক্ষণ মনে হয় শুভ যেন কিছু নয়
যুদ্ধেতে বিরতি তরে মম প্রাণ চায়।

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৩১

শব্দার্থ—

কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ) আহবে (যুদ্ধে) স্বজনং (আত্মীয়গণকে) হত্বা (হত্যা করিয়া) চ (এবং) শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) ন অনুপশ্যামি (দেখিতেছি না) চ (এবং) ন বিজয়ং (না যুদ্ধ জয়) ন চ রাজ্যং (ও না রাজ্য) ন সুখানি চ (এবং না সুখ) কাঙ্ক্ষে (আকাঙ্ক্ষা করি)।

অনুবাদ—

ওহে নারায়ণ যুদ্ধে বধিয়া স্বজন
কোন মঙ্গলই ত প্রভু হবে না সাধন।

রাজ্য সুখ ভোগ মোর মন নাহি চায়
চাহিনা এমন সুখ বধিয়া সবায়।

ব্যাখ্যা—

কুসুম কোমল মন   পার্থ কহে জনার্দন
কেমনে বধিব বল প্রিয় পরিজন।
কিবা লাভ রাজ্য পেয়ে   কোন সুখ হবে তাহে
চাহিনা চাহিনা আমি বধিতে স্বজন॥

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ॥ ৩২

শব্দার্থ—

গোবিন্দ! (হে কৃষ্ণ) নঃ (আমাদের) রাজ্যেন (রাজ্যে) কিং (কি প্রয়োজন) ভোগৈঃ (ভোগে) জীবিতেন বা (জীবনে বা) কিং (কি প্রয়োজন) যেষাম্ (যাহাদের) অর্থে (জন্য) নঃ (আমাদের) রাজ্যং (রাজ্য) ভোগাঃ (ভোগসমূহ) সুখানি চ (ও সুখসকল) কাঙ্ক্ষিতং (অভিলষিত)।

অনুবাদ—

হে গোবিন্দ, রাজ্যে কিবা প্রয়োজন
কার তরে রাজ্য সুখ কার তরে ধন?
সুখভোগ কার তরে জীবনে কি ফল
যাহাদের তরে সুখ, নহিলে বিফল।

ব্যাখ্যা—

পার্থ কন নারায়ণে   কিবা প্রয়োজন ধনে
রাজ্য পেয়ে কিবা লাভ সুখ হায় নাই।
প্রিয় প্রিয়জন যত   তারা সব হলে হত
কার সাথে সুখভোগ বুঝিয়া না পায়॥

ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ।
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা॥ ৩৩

শব্দার্থ—

তে (সেই) ইমে (এই) আচার্যাঃ (আচার্য্যগণ) পিতরঃ (পিতৃব্য-গণ) পুত্রাঃ (পুত্রগণ) তথা চ (এবং) পিতামহাঃ এবং (পিতামহ-গণও) মাতুলাঃ (মাতুলগণ) শ্বশুরাঃ (শ্বশুরগণ) পৌত্রাঃ (পৌত্রগণ) শ্যালাঃ (শ্যালাগণ) তথা (এবং) সম্বন্ধিনঃ (সম্বন্ধিগণ, কুটুম্বগণ বা বা জ্ঞাতিগণ) প্রাণান্ (প্রাণের আশা) ধনানি চ (ধনসম্পত্তির মায়া) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) যুদ্ধে (রণে) অবস্থিতাঃ (অবস্থিত, উপস্থিত)।

অনুবাদ—

আচার্য্য পিতৃব্য আর পুত্র পৌত্রগণ
শ্বশুর মাতুল আর পিতামহজন।
শ্যালক স্বজনগণ প্রাণ আশা ছাড়ি
হেথা উপস্থিত আজ সব পরিহরি।

ব্যাখ্যা—

যাঁহাদের লয়ে সাথে সুখ ভোগ করে যাতে
সেই সব প্রিয় বন্ধু আত্মীয় স্বজন।
তাদের করিয়া নাশ ভোগ সুখে কিবা আশ
কিবা হবে রাজ্য লয়ে কিবা হবে ধন ?

এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে॥ ৩৪

শব্দার্থ—

মধুসূদন (মধু নামক দৈত্যবিনাশী, হে কৃষ্ণ !) [ইহাদের দ্বারা আমরা] ঘ্নত অপি (নিহত হইলেও) ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য (ত্রৈলোক্য রাজ্যের) হেতোঃ অপি (হেতুও, নিমিত্তও) এতান্ (ইহাদিগকে) হন্তুং (বধ

করিতে) ন ইচ্ছামি (ইচ্ছা করিনা) মহীকৃতে (কেবলমাত্র পৃথিবীর জন্য) কিং (কি কথা ?)

অনুবাদ—

হে মধুসূদন যদি এরা মোরে মারে
তথাপি মারিতে ইচ্ছা না হয় এদেরে।
তিনলোকে রাজা যদি হই তবু নয়
সামান্য পৃথিবী রাজ্যে কখনত নয়॥

ব্যাখ্যা—

পার্থ ক'ন জনার্দন এদের মারিতে মন
কিছুতেই নাহি চায় রাজ্য নাহি চাই।
ত্রিলোক রাজত্ব লভি তবু এতে সুখী নহে
পৃথিবী রাজত্ব তরে কখন না চাই॥

নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রাতিঃ স্যাজ্জনার্দন।
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ॥ ৩৫

শব্দার্থ—

জন-অর্দন (জননামক অসুরবিনাশী হে কৃষ্ণ !) ধার্তরাষ্ট্রান্ (ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে) নিহত্য (বধ করিয়া) নঃ (আমাদেব) কা (কি) প্রীতিঃ (সুখ) স্যাৎ (হইবে ?) এতান্ (এই সকল) আততায়িনঃ (আততায়িগণকে) হত্বা (হত্যা করিলে) অস্মান্ (আমাদিগকে) পাপম্ এব (পাপই) আশ্রয়েৎ (আশ্রয় করিবে)।

অনুবাদ—

হে কৃষ্ণ বধিয়া ধৃতরাষ্ট্রের নন্দন
কি সুখ আমার বল হবে জনার্দন।
আততায়িগণে বল বধিয়া কি ফল
তাহাতে হইবে লাভ পাপই কেবল।

ব্যাখ্যা—

ওহে হরি নারায়ণ প্রিয়তম জনার্দন
কি ফল করিব লাভ বধিয়া স্বজন ?
ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ বধি শুধু অকারণ
পাপই হইবে মোর এই ভাবে মন।
বাড়ায়ে পাপের ভার হবে কার উপকার
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর জীবন সম্বল
শত পুত্র মারি যদি ব্যথা পাব নিরবধি
লাভ শুধু হবে মোর পাপই কেবল।

তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব॥ ৩৬

শব্দার্থ—

যে ঘরে আগুন দেয়, যে অন্যকে বিষ দেয়, বধের উদ্দেশ্যে অস্ত্রধারী, ধনাপহারী, ভূমি-অপহারী ও দারাপহারী এই ছয়জন আততায়ী।

তস্মাৎ (সেইজন্য) সবান্ধবান্ (সবান্ধব) ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ (ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে) বয়ং (আমাদের) হন্তুং (হত্যা করা) ন অর্হা (উচিত নয়) মাধব (হে কৃষ্ণ) হি (যেহেতু) স্বজনং। (স্ব-জনকে) হত্বা (হত্যা করিয়া) আমরা কথং (কিরূপে) সুখিনঃ (সুখী) স্যাম (হইব)।

অনুবাদ—

অতএব দুর্যোধন ও তার বন্ধুগণ
এদের হত্যায় রত হয়ে অকারণ।
অনুচিত এই কর্মে সুখ কভু নয়
স্বজন বধিয়া বল লাভ কভু হয় ?

ব্যাখ্যা—

পার্থ কন শুন হরি হৃদি দুখে ওঠে ভরি
আত্মীয় ও বন্ধুগণে বিনাশিতে হায়।

কি সুখ হইবে হরি এদের বিনাশ করি
অনুচিত এই কাজ মন নাহি চায় ॥

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭

শব্দার্থ—

যদ্যপি (যদিও) এতে (ইহারা, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ) লোভ-উপহত-চেতসঃ (লোভাভিভূত চিত্ত হইয়া (কুলক্ষায় কৃতং (বংশনাশ জনিত দোষং (দোষ) চ (এবং) মিত্রদ্রোহে (মিত্রের প্রতি শত্রুতায়) পাতকং (পাপ) ন পশ্যন্তি (দেখিতেছি না) ।

অনুবাদ--

রাজ্যলোভে লোভী ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ
কুলক্ষয়ে রত হয়ে যুদ্ধে রত মন
মিত্র প্রতি শত্রুবৎ করে ব্যবহার
লোভ বশে পাপ প্রতি দৃষ্টি নাহি তার ।

ব্যাখ্যা—

কমললোচনে কয় পার্থ তরে সবিনয়
লোভে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র সুত হল আজ ।
কুলক্ষয়ে দুঃখ নাই মিত্রে শত্রু হেরে তাই
স্বজন বধিতে মনে নাই শোক লাজ ॥
আমি ত দেখিনা লাভ শুধু তাহে হবে পাপ
কেন মিছে কুলক্ষয়ে রত হব আমি ।
বল বল নারায়ণ কেমনে বুঝাব মন
অনন্তের কথা বোঝ হে অন্তরয়ামী ॥

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্ ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন ॥ ৩৮

শব্দার্থ—

জন-অর্দন (হে কৃষ্ণ) কুলক্ষয়কৃতং (বংশনাশজনিত) দোষং (পাপ) প্রপশ্যদ্ভিঃ (দর্শনকারী) অস্মাভিঃ (আমাদিগের দ্বারা) অস্মাৎ (এই) পাপাৎ (পাপ হইতে) নিবর্তিতুং (নিবৃত্ত হইতে) কথং (কেন) ন জ্ঞেয়ম্ (জানা হইবে না)

অনুবাদ—

জনার্দন জানিয়া এ দোষ সমুদয়
তবু যদি হই রত করি কুলক্ষয়
এ পাপ হইতে কেন নিবৃত্ত না হব
জানিয়া শুনিয়া কেন একাজ করিব ?

ব্যাখ্যা—

ওগো হরি দয়াময় এতে নাহি মতি হয়
জেনে শুনে পাপে রত কেমনে বা হই।
কুলক্ষয়ে কিবা কাজ দহে হৃদি শোকলাজ
উহাদের মত মোর রাজ্যে লোভ নাই ॥

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥ ৩৯

শব্দার্থ—

কুলক্ষয়ে (বংশনাশে) সনাতনাঃ (চিরাচরিত) কুলধর্মাঃ (কুলোচিতধর্ম) প্রণশ্যন্তি (বিনষ্ট হয়) উত (ও) ধর্মে (কুলধর্ম) নষ্টে (নষ্ট হইলে) অধর্ম (অনাচার) কৃৎস্নং (সমগ্র) কুলম্ (কুলকে) অভিভবতি (অভিভূত করে)।

অনুবাদ—

কুলনাশে ধর্মনাশ হইবে নিশ্চয়
চির আচরিত যাহা তাহা শেষ হয়।
সমগ্র অধর্ম কুল অভিভূত করে
ধর্মের হইবে লোপ বংশ নাশ তরে।

ব্যাখ্যা—

করজোড়ে পার্থ কন শুন শুন নারায়ণ
কুলনাশ হলে কুল কর্ম নাশ হয়।
চির আচরিত যাহা কেমনে হইবে তাহা
কুলের বিনাশ হলে সবি লোপ পায় ॥

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥ ৪০

শব্দার্থ—

কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ) অধর্ম-অভিভবাৎ (অধর্মের প্রভাবে) কুলস্ত্রিয়ঃ (কুলস্ত্রীগণ) প্রদুষ্যন্তি (দুষ্টা হয়)। স্ত্রীষু (স্ত্রীলোকগণ) দুষ্টাসু (দুষ্ট হইলে, পুত্রার্থে বর্ণান্তরে উপাসীনা হইলে ; বার্ষ্ণেয় (বৃষ্ণিবংশজ) বর্ণসঙ্করঃ (বর্ণের মিশ্রণ) জায়তে (উৎপন্ন হয়)।

অনুবাদ—

অধর্মের প্রভাবেতে কুলনারীগণ
দুষ্টা হয়ে করে যত দুষ্ট আচরণ।
ইহা হতে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন যে হয়
পাপের উৎপত্তি এতে শুন মহাশয়।

ব্যাখ্যা—

যুদ্ধে হত হলে নর নারীরা তাহার পর
অরক্ষিত হয়ে রয় সংসারের মাঝে।
দুর্বৃত্তের ছলে পড়ে বিপদেতে তারা পড়ে
বর্ণসঙ্করের জন্ম হয় নানা সাজে ॥

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥ ৪১

শব্দার্থ—

কুলস্য কুলের) সঙ্করঃ (মিশ্রণ) কুলঘ্নানাং (কুলনাশকগণের)

নরকায় এব (নরকেরই) চ এষাং (এবং ইহাদের) পিতরঃ হি (পিতৃপুরুষগণও) লুপ্ত-পিণ্ড-উদক-ক্রিয়াঃ (পিণ্ডদান ও তর্পণ ক্রিয়া লুপ্ত হওয়ায়) পতন্তি (নরকে পতিত হন)।

অনুবাদ—

কুলেতে মিশ্রণ হলে কুলনাশ হয়
শ্রাদ্ধ ও তর্পণ পিতৃকর্ম শেষ হয়।
ফলে পিতৃপুরুষের নরকগমন
কুলনাশ ধর্মনাশ হয় একারণ।

ব্যাখ্যা—

বর্ণসঙ্করেরে দিয়ে পিতৃকর্ম বন্ধ হয়ে
ফল তার হয় জানি বড় দুঃখময়।
পিতৃকর্ম বন্ধ হলে নরকেতে যায় চলে
ক্রমে ক্রমে হয় নানা বিপদ উদয়॥

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ॥ ৪২

অনুবাদ—

বর্ণসঙ্করের ফলে কুল নাশ হয়
সনাতন বর্ণ ধর্ম লোপও নিশ্চয়।
আশ্রম ধর্মের নাশ হয় ইহা হতে
সকল উৎসন্ন হয় যাইয়া বিপথে।

ব্যাখ্যা—

পার্থ কন নারায়ণ বর্ণসঙ্কর যেই জন
তাহাদের কুলধর্ম সব নষ্ট হয়।
শ্রাদ্ধ পিতৃ কর্ম যত সকলি ত হবে গত
পিতৃপুরুষের ক্রিয়া শেষ ত নিশ্চয়॥

উৎসন্ন কুলধর্ম্মানাং মনুষ্যাণং জনার্দ্দণ।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনু শুশ্রুম ॥ ৪৩

শব্দার্থ—

জনার্দন (হে কৃষ্ণ) উৎসন্ন-কুলধর্মাণাং (যাহাদের কুলধর্ম উৎসন্ন হইয়াছে) মনুষ্যাণাং (সেই সকল মনুষ্যের) নিয়তং (দীর্ঘকাল) নরকে (নরকে) বাসঃ (অবস্থিতি) ভবতি (হয়) ইতি (ইহা) [আমরা] অনুষশুশ্রুম (শাস্ত্র ও আচার্য্য মুখে শুনিয়াছি)।

অনুবাদ—

হে কৃষ্ণ যাদের কুলধর্ম লোপ পায়
তাদের নরক বাস হয় যে নিশ্চয়।
গুরু আর শাস্ত্র মধ্যে এই কথা শুনি
কুলধর্মে মহাপাপ এই কথা মানি।

ব্যাখ্যা—

পার্থ কন করজুড়ি সবই তুমি জানো হরি
কুলনাশ ধর্মনাশ আপনিই হয়।
পিতৃকুল শ্রাদ্ধ আদি বন্ধ হয় সব যদি
তাঁদের নরক বাস হইবে নিশ্চয় ॥

অহো বত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম।
যদ রাজ্য সুখ লোভেন হন্তুং স্বজন মুদ্যতাঃ ॥ ৪৪

শব্দার্থ—

অহো বত (হায়) বয়ং (আমরা) মহৎ (মহা) পাপং (পাপ) কর্তুং (করিতে) ব্যবসিতা (প্রবৃত্ত) যৎ (যেহেতু) রাজ্য-সুখ-লোভেন (রাজ্যসুখলোভে) স্বজনং (স্বজনগণকে) হন্তম্ (হত্যা করিতে) উদ্যতাঃ (উদ্যত)।

অনুবাদ—

হায় মোরা মহা পাপে প্রবৃত্ত হইয়া
রাজ্য সুখলোভে মত্ত স্বজন বধিয়া।

সে পাপ করিতে মোরা উদ্যত এখন।
কি হইবে রাজ্য সুখে বধিয়া স্বজন ॥

ব্যাখ্যা—

হায় হায় নারায়ণ কেন পাপে রত মন
ধিক্ রাজ্য লোভে আর স্বজন বধিয়া।
কিবা হবে রাজ্য ধন কিবা তাতে প্রয়োজন
কি হইবে পাপ কার্য্য সাধন করিয়া ॥

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫

শব্দার্থ—

যদি (যদি) অপ্রতীকারম্ (নিজ প্রাণরক্ষায় চেষ্টারহিত) অশস্ত্রং (নিরস্ত্র) মাং (আমাকে) শস্ত্রপাণয়ঃ (শস্ত্রধারী) ধার্তরাষ্ট্রাঃ (ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ) রণে (যুদ্ধে) হন্যুঃ (বধ করেন) তৎ (তবে) মে (আমার) ক্ষেমতরং (শুভতর) ভবেৎ (হইবে)। ৪৫ ॥

অনুবাদ—

এর চেয়ে নিজ প্রাণ রক্ষায় রহিত
ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ আমার সহিত।
যুদ্ধ করি বধ তাঁরা করেন আমায়
সে মরণ ঢের কাম্য মোর মনে হয় ॥

ব্যাখ্যা—

কমল-লোচনে কন অর্জুন বিষণ্ণ মন
এর চেয়ে মৃত্যু ভাল মোর মনে হয়।
নিরস্ত্র হইয়া যদি যুদ্ধ ত্যাগ করি যদি
ধৃতরাষ্ট্র পুত্র হাতে প্রাণ যদি যায় ॥

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৬

শব্দার্থ—

সঞ্জয়ঃ (সঞ্জয়) উবাচ (বলিলেন) অর্জুনঃ (অর্জুন) এবম্ (এই প্রকার) উক্ত্বা (বলিয়া) সংখ্যে (যুদ্ধে) সশরং (শরযুক্ত) চাপং (ধনু) বিসৃজ্য (ত্যাগ করিয়া) শোকসংবিগ্নমানসঃ (শোকাভিভূতচিত্তে) রথ-উপস্থে (রথের উপরে) উপাবিশৎ (উপবেশন করিলেন)। ৪৬ ॥

অনুবাদ —

সঞ্জয় কহিলেন

এই কথা বলি পার্থ শোকাকুল মন।
ধনুর্বাণ ত্যাগ করি বসিল তখন ॥

ব্যাখ্যা—

ধৃতরাষ্ট্ররাজ প্রতি সঞ্জয় সে মহামতি
বলিলেন শুন রাজা অর্জুন তখন।
তেয়াগিয়া ধনুঃশর বসিল রথের পর
মহাবীর ধনঞ্জয় শোকাকুল মন।

শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে অর্জুনবিষাদযোগ নামে
প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাংখ্য যোগ

সঞ্জয় উবাচ

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্ ।
বিষাদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১

শব্দার্থ—

সঞ্জয়ঃ (সঞ্জয়) উবাচ (বলিলেন) মধুসূদনঃ (শ্রীকৃষ্ণ) তথা (এই প্রকারে) কৃপয়া (কৃপাদ্বারা) আবিষ্টম্ (অভিভূত) অশ্রুপূর্ণ-আকুল-ঈক্ষণম্ (অশ্রুপূর্ণতাহেতু দর্শনে অসমর্থ চক্ষুবিশিষ্ট) বিষীদন্তম্ (বিষাদকারী) তম্ (তাঁহাকে) ইদং (এই) বাক্যম্ (বাক্য) উবাচ (বলিলেন) । ১ ॥

অনুবাদ—

সঞ্জয় বলেন তবে অর্জুন তখন,
এই কথা বলি শোক করেন যখন ।
অশ্রু জলে পূর্ণ আঁখি দৃষ্টি নাহি তায়
তখন শ্রীহরি তাঁরে কহেন তখন ।

শ্রীভগবানুবাচ

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্ ।
অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন ॥ ২

শব্দার্থ—

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (কহিলেন) অর্জুন (হে পার্থ) বিষমে (সঙ্কট সময়ে) কুতঃ (কোথা হইতে) ইদং (এই) ন-আর্যজুষ্টম্ (আর্য্যগণের অযোগ্য) অস্বর্গ্যম্ (স্বর্গগতি-রোধক) অকীর্ত্তিকরম্ (অযশস্কর) কশ্মলম্ (মোহ) ত্বা (তোমাতে) সমুপস্থিতম্ (উপস্থিত হইল) । ২ ॥

অনুবাদ—

হরি কন হে অর্জুন সঙ্কট সময়
কোথা হতে তব মনে এই ভাব হয়।
আর্য্যগণ অযোগ্য এ স্বর্গরোধকারি
অথবা যাহাতে হয় এই ভাব তারি ?

ব্যাখ্যা—

কহিলেন নারায়ণ ওহে সখা প্রিয়তম
বিপদ কালেতে কেন হলে ম্রিয়মাণ।
আর্য্যগণে নাহি সাজে কাতরতা তব মাঝে
স্বরগের পথ রোধ কর মতিমান্ ।।

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ।। ৩

শব্দার্থ—

পার্থ (হে অর্জুন) ক্লৈব্যং (কাপুরুষতা) মাস্ম গমঃ (আশ্রয় করিও না) এতৎ (এইরূপ ইচ্ছা) ত্বয়ি ন উপপদ্যতে (তোমাতে উপযুক্ত হইতেছেনা)। পরন্তপ (হে শত্রুদমন) ক্ষুদ্রং (হেয়) হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বা (মনের দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিয়া) উত্তিষ্ঠ (গাত্রোত্থান কর)। ৩ ॥

অনুবাদ—

ওহে পার্থ ক্লীবভাব পরিহার কর
তোমাতে শোভন ইহা নহে বীরবর।
হৃদয়ের দুর্ব্বলতা দূরে পরিহরি
উঠ উঠ সখা মোর শত্রু নাশকারি ॥

ব্যাখ্যা—

বিপদ সঙ্কট কালে বদ্ধ হলে মোহজালে
বীর বলি খ্যাত তুমি এই ভূমণ্ডলে।
শোন পার্থ মম কথা দূর কর দুর্বলতা
বিপদ খণ্ডন কর নিজ ভুজ বলে।।

অর্জুন উবাচ

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।

ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪

শব্দার্থ—

অর্জুনঃ (অর্জুন) উবাচ (বলিলেন) অরিসূদন (হে শত্রুমর্দন) মধুসূদন (মধু দৈত্যের বিনাশক কৃষ্ণ) অহং (আমি) সংখ্যে (যুদ্ধে) পূজা-অর্হৌ (পূজনীয়) ভীষ্মম্ (ভীষ্ম) দ্রোণং চ প্রতি (ও দ্রোণের সহিত) ইষুভিঃ (বাণের দ্বারা) কথং (কিরূপে) যোৎস্যামি (যুদ্ধ করিব)। ৪ ॥

অনুবাদ—

হে মধুসূদন মোর শত্রু নাশকারি
কেমনে বাণের দ্বারা যুদ্ধ বল করি ?
ভীষ্ম দ্রোণ আদি মোর যত পূজ্যজন
কেমনে তাঁদের সনে করি বল রণ ?

ব্যাখ্যা—

কমললোচনে কন অর্জুন কাতর মন
কেমনে এদের সাথে যুদ্ধ বল করি।
ভীষ্ম দ্রোণ পূজ্যজনে কেমনে বধিব রণে
প্রিয়জনে বাণদ্বারা বিঁধিব কি হরি ?

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্ শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহলোকে।

হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥ ৫

শব্দার্থ—

হি (যেহেতু) মহা-অনুভাবান্ (মহানুভব) গুরূন্ (গুরুজনদিগকে) অহত্বা (বধ না করিয়া) ইহলোকে (এই সংসারে) ভৈক্ষ্যম্ অপি (ভিক্ষান্নও) ভোক্তুং (ভোজন করা) শ্রেয়ঃ (উচিত)। তু (কিন্তু) গুরূন্ (গুরুজনদিগকে) হত্বা (বধ করিয়া) রুধিরপ্রদিগ্ধান্ (রুধিরলিপ্ত) অর্থকামান্ (ধনসম্পদ) ভোগান্ (ভোগ্যবিষয়) ইহ এব (এই জগতেই) ভুঞ্জীয় (উপভোগ করিতে হইবে)। ৫ ॥

অনুবাদ—

মহা-অনুভব সব গুরু বধ করে
রাজ্য-ভোগে কিবা লাভ বল দেখি মোরে।
ভিক্ষা অন্ন সেও শ্রেয় মোর মনে হয়
গুরু বধি রাজ্যলাভ শোণিতাক্তময়॥

ব্যাখ্যা—

গুরু আদি প্রিয়জনে যদি আমি বধি রণে
সে ধন সম্পদে মনে তৃপ্তি নাই হায়!
ভিক্ষা অন্ন সেও শ্রেয় প্রিয় না রহিলে কেহ
রক্ত মাখা সিংহাসনে মন নাহি চায়।

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষামস্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ॥ ৬

শব্দার্থ—

যদ্ বা (যদি বা) জয়েম (জয়লাভ করি) যদি বা (কিংবা) নঃ (আমাদিগকে) জয়েয়ুঃ (পরাজিত করেন) নঃ (আমাদের পক্ষে) কতরৎ (কোনটি) গরীয়ঃ (শ্রেয়স্কর) তৎ (তাহাও) ন বিদ্মঃ (বুঝিতে পারিতেছি না)। যান্ (যাঁহাদিগকে) হত্বা (হত্যা করিয়া) ন জিজীবিষামঃ (জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিনা) তে (সেই) ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ এব (ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয়গণই) প্রমুখে (সম্মুখে) অবস্থিতাঃ (অবস্থিত)।

অনুবাদ—

এই যুদ্ধে জয় কিংবা পরাজয় হয়
উভয়ের মধ্যে দুই এক মনে হয়।
বুঝিনা কিসেতে লাভ শত্রু যেই জন
তাদের মারিয়া বেঁচে থাকা অকারণ॥

ব্যাখ্যা—

ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র সব লভে যদি পরাভব
মোর রণে এই যুদ্ধে হত যদি হয়।
তাদের নিহত করি বাঁচিতে না ইচ্ছা করি
মোর কাছে সম তাই জয় পরাজয়॥

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥ ৭

শব্দার্থ—

কার্পণ্য-দোষ-উপহত স্বভাবঃ (দৈন্যদোষে অভিভূতহৃদয়) ধর্ম-সংমূঢ়চেতাঃ (স্বধর্মবিষয়ে বিমূঢ়চিত্ত) [আমি] ত্বাং (আপনাকে) পৃচ্ছামি (প্রশ্ন করিতেছি)। মে (আমার পক্ষে) যৎ (যাহা) শ্রেয়ঃ (মঙ্গলকর) স্যাৎ (হইবে) তৎ (তাহা) নিশ্চিতং (নিশ্চয়পূর্বক) ব্রূহি (বলুন)। অহং (আমি) তে (আপনার) শিষ্যঃ (শিষ্য, শাসনার্হ) ত্বাং (আপনার) প্রপন্নম্ (শরণাগত) মাং (আমাকে) শাধি (উপদেশ করুন)।

অনুবাদ—.

দৈন্য দোষে অভিভূত আমার হৃদয়
বুঝি না কি ভালমন্দ হে মঙ্গলময়।
স্বধর্মে বিমূঢ় আমি জিজ্ঞাসি তোমায়
শরণাগতরে বল করিয়া নিশ্চয়॥

ব্যাখ্যা—

পার্থ কন নারায়ণ মোহে বদ্ধ মূঢ় মন
বোঝেনা যে করণীয় কিবা মোর হয়।
তোমার শরণাগত চলি আমি কথামত
কিবা মোর করণীয় বল দয়াময়॥

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্ যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্॥ ৮

শব্দার্থ—

ভূমৌ (পৃথিবীতে) অসপত্নম্ (শত্রুশূন্য) ঋদ্ধং (সমৃদ্ধ) রাজ্যং (রাজ্য) চ (এবং) সুরাণাম্ অপি (দেবতাদিগেরও) আধিপত্যম্ (আধিপত্য) অবাপ্য (পাইয়া) যৎ (যাহা) মম (আমার) ইন্দ্রিয়াণাম্ (ইন্দ্রিয়গণের) উৎ-শোষণম্ (শোষণকারী) শোকম্ (শোককে) অপনুদ্যাৎ (নিবারণ করিতে পারে) [তাহা] ন হি প্রপশ্যামি (দেখিতেছিনা)। ৮॥

অনুবাদ—

শত্রুশূন্য পৃথিবীর রাজ্য যদি হয়
দেবতার স্বর্গ যদি অনুগত রয়।
তবু মোর ইন্দ্রিয়ের শোক নাহি যায়
ব্যাকুল হৃদয় মম নাহিক উপায়।

ব্যাখ্যা—

অর্জুন কহেন হরি কেমনে হৃদয় ধরি
ব্যাকুল পরান মম অধীর পরান।
শত্রু শূন্য এই ধরা স্বর্গ লাভ সসাগরা
সবে অধিপতি হইলেও নহে শান্ত প্রাণ ॥

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তুষ্ণীং বভুব হ॥ ৯

শব্দার্থ—

সঞ্জয়ঃ (সঞ্জয়) উবাচ (বলিলেন) পরন্তপঃ (শত্রুতাপন) গুড়াকেশঃ (জিতনিদ্র অর্জুন) হৃষীকেশম্ (কৃষ্ণকে) এবম্ (এইরূপ)

উক্ত্বা (বলিয়া) ন যোৎস্যে (যুদ্ধ করিবনা) ইতি (ইহা) গোবিন্দম্ (কৃষ্ণকে) উক্ত্বা (বলিয়া) তুষ্ণীং (নীরব) বভূব হ (হইলেন)। ৯ ॥

অনুবাদ—

সঞ্জয় বলেন, তবে অর্জুন এখন
যুদ্ধ করিব না আমি বলিল বচন।
কৃষ্ণকে বলিয়া কথা নীরব যে রয়
জিতনিদ্র অর্জুনের এই ভাব হয় ॥

ব্যাখ্যা—

সঞ্জয় বলেন শুন ওগো রাজা দিয়ে মন
যুদ্ধ করিব না বলে অর্জুন তখন।
শ্রীহরিরে বলে এই হলেন নীরব যেই
ম্রিয়মাণ পার্থ তবে বিষণ্ণবদন ॥

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ॥ ১০

শব্দার্থ—

ভারত (হে ধৃতরাষ্ট্র) হৃষীকেশঃ (কৃষ্ণ) উভয়োঃ (উভয়) সেনয়োঃ মধ্যে (সেনা দলের মধ্যে) বিষীদন্তম্ (বিষাদকারী) তম্ (তাঁহাকে) প্রহসন্ ইব (ঈষৎ হাসিতে হাসিতে, যেন উপহাস করিয়া) ইদম্ উবাচ (এই বাক্য বলিলেন)। ১০ ॥

অনুবাদ—

ওহে ধৃতরাষ্ট্র শুন শুনি কথা এই
দুদলে বিবাদকারী সৈন্যমধ্যে সেই।
শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাসি উপহাসি কন
অর্জুনের উদ্দেশেতে মধুর বচন ॥

ব্যাখ্যা—

অর্জুনের কথা শুনি প্রভু হরি গুণমণি
উপহাস করি তবে অর্জুনেরে কয়।
দুদলসৈন্যের মাঝে মধ্যমণি হয়ে রাজে
যাঁর কথা হতে এই গীতামৃত হয়॥

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥ ১১

শব্দার্থ—

ত্বং (তুমি) অশোচ্যান্ (যাহাদের জন্য শোক করা উচিত নয় তাহাদের জন্য) অন্বশোচঃ (শোক করিতেছ) চ (অথচ) প্রজ্ঞাবাদান্ (প্রাজ্ঞগণের বচন সকল) ভাষসে (বলিতেছ)। পণ্ডিতাঃ (পণ্ডিতগণ) গতাসূন্ (মৃত ব্যক্তিগণ) চ (এবং) অগতাসূন্ (জীবিত ব্যক্তিগণের জন্য) ন অনুশোচন্তি (শোক করেন না)। ১১॥

অনুবাদ—

শোক অনুচিত করা যাহাদের তরে
তুমি করিতেছ শোক তাহাদেরি তরে।
আবার বলিছ কথা জ্ঞানী জন প্রায়
পণ্ডিত জীবিতে মৃতে শোক নাহি পায়॥

ব্যাখ্যা—

হরি কন দেখ যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা তাহা
তাহাতেই সুমঙ্গল জানিও নিশ্চয়।
মোরা অল্প জ্ঞানী অতি মরণেরে ভাবি ক্ষতি
পণ্ডিত জনের যেন শোক নাহি হয়॥

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্॥ ১২

শব্দার্থ—

জাতু (কদাচিৎ) অহং (আমি) নতু আসম্ (ছিলাম না) ন (ইহা নহে) ত্বম্ (তুমিও) ইমে (ও এই) জনম্ অধিপাঃ (নরপতিগণ) ন (ছিলেন না) ন (ইহাও নহে) অতঃপরম্ বয়ম্ (ইহর পর আমরা) সর্বে (সকলে) ন ভবিষ্যামঃ (থাকিব না) চ ন এব (তাহাও নয়)। ১২॥

অনুবাদ—

পূর্বেও তুমি আমি ছিলাম না নয়
এখনও রহিব তাহা নহেক নিশ্চয়।
সব নৃপতিও তুমি জানিও তেমন
এ দেহ অনিত্য আত্মা নিত্য সে তেমন॥

ব্যাখ্যা—

বর্ত্তমানে দেহ মাঝে আত্মা নিত্য রূপে রাজে
দেহ গত হইলেও থাকিবে যেমন।
আমরা না থাকিলেও আত্মা নিত্য রূপে সেও
অবিনাশী সেই জন জানিও তেমন॥

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥ ১৩

শব্দার্থ—

যথা (যেমন) দেহিনঃ (দেহবিশিষ্ট আত্মার) অস্মিন দেহে (এই দেহে) কৌমারং (কৌমার) যৌবনং (যৌবন) জরা (বার্ধক্য) তথা (সেইরূপ) দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ (এক দেহ ত্যাগের পর অন্য দেহ লাভ) তত্র (তাহাতে) ধীরঃ (জ্ঞানী) ন মুহ্যতি (মোহগ্রস্ত হন না)। ১৩॥

অনুবাদ—

মানুষের দেহে যথা একই দেহমাঝে
বাল্য ও যৌবনজরা একই দেহে সাজে।
তেমনি দেহীর হলে প্রাপ্তি দেহান্তর
তাতে মুহ্যমান নাহি হন জ্ঞানীবর॥

ব্যাখ্যা—

শিশুরে যুবক দেখি স্নেহ পুলকিত আঁখি
তার তরে শোক কেহ করে কি কখন।
তবে কেন এই ভ্রান্তি হলে দেহান্তর প্রাপ্তি
পণ্ডিতেরা নহে কভু শোকেতে মগন ॥

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪

শব্দার্থ—

কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র) মাত্রাস্পর্শাঃ * (ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ) তু (নিশ্চয়ই) শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখদা (শীত উষ্ণ সুখ ও দুঃখ-দায়ী) আগম-অপায়িনঃ (উৎপত্তি ও বিনাশশীল) অনিত্যাঃ (ও অস্থায়ী)। ভারত (হে অর্জুন) তান্ (তাহাদিগকে) তিতিক্ষস্ব (তিতিক্ষা কর, সহ্য কর)। ১৪ ॥

অনুবাদ—

ইন্দ্রিয়ে বিষয় যোগে অনুভব হয়
শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ যাতে বোঝা যায়।
এ সকল দ্বন্দ্ব যেন নিত্য কিছু নয়
হে পার্থ তিতিক্ষা কর সহ্য যাহে হয় ॥

ব্যাখ্যা—

অর্জুনেরে হরি কন শুন পার্থ দিয়া মন
ইন্দ্রিয় বিষয় যোগে অনুভব হয়।
দোঁহেতে বিচ্ছিন্ন হলে সুখ দুঃখ যায় চলে
অনিত্য মনেতে ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫

শব্দার্থ—

পুরুষ-ঋষভ (হে পুরুষশ্রেষ্ঠ) হি (যেহেতু) এতে (এই সকল শীতোষ্ণাদি) সমদুঃখসুখং (দুঃখসুখে সমভাবাপন্ন) যং (যে) ধীরং

(ধীর, জ্ঞানী:) পুরুষং (ব্যক্তিকে) ন ব্যথয়ন্তি (ব্যথিত করে না) সঃ (তিনি) অমৃতত্বায় (অমৃতত্বের, মোক্ষের) কল্পতে (অধিকারী হন)। ১৫ ॥

অনুবাদ—

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ তুমি কর অবধান
সুখে দুঃখে শীত গ্রীষ্মে যার এক জ্ঞান।
তিনিই অমৃত লাভে অধিকারী হন
সুখে দুঃখে বিচলিত নহে যেই জন ॥

ব্যাখ্যা—

কন তবে নারায়ণ শুন পার্থ দিয়ে মন
সুখে দুঃখে বিচলিত যেই নাহি হয়।
শীত গ্রীষ্ম যার কাছে দুই এক হয়ে আছে
আত্মার নিত্যত্ব জ্ঞান মনে যাঁর রয় ॥
মোক্ষ লভে সেই জন মোহ মুক্ত যাঁর মন
অমৃতের অধিকারী হয় সেই জন।
তাঁর হৃদি পদ্মদলে কৌস্তুভ রতন জ্বলে
শোভে যেন ব্রহ্মা তার জুড়িয়া চেতন ॥

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬

শব্দার্থ—

অসতঃ (অসৎ বস্তুর) ভাবঃ (অস্তিত্ব) ন বিদ্যতে (নাই)। সতঃ (সৎবস্তুর) অভাবঃ (নাশ) ন বিদ্যতে (নাই), তু (কিন্তু) তত্ত্ব-দর্শিভিঃ (তত্ত্বদর্শিগণ কর্তৃক) অনয়োঃ (এই) উভয়োঃ অপি (উভয়েরই) অন্তঃ (শেষ) দৃষ্টঃ (উপলব্ধ হইয়াছে)। ১৬ ॥

অনুবাদ—

অসতের সত্তা নাই বিনাশ সতের।
তত্ত্বদর্শী দেখেছেন অন্ত উভয়ের ॥

প্রত্যক্ষ প্রমাণ তবু বিনাশ যা হয়
শীতোষ্ণ অলীক সবি জেনো সুনিশ্চয়॥
পরমার্থ তত্ত্ব জ্ঞান যার সাথে নাই
জ্ঞানী জানে বৃথা তাহা তারে নাহি চাই।

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥ ১৭

শব্দার্থ—

যেন (যাঁহার দ্বারা) ইদং (এই) সর্বম্ (সমগ্র জগৎ) ততম্ ব্যাপ্ত) তৎ তু (তাঁহাকেই) অবিনাশি (বিনাশরহিত) বিদ্ধি (জানিবে) কঃ-চিৎ (কেহ) অস্য (এই) অব্যয়স্য (অব্যয়ের, আত্মার) বিনাশং (বিনাশ) কর্ত্তুম (করিতে) ন অর্হতি (সমর্থ হয় না) ॥ ১৭

অনুবাদ—

অবিনাশী আত্মা জেনো সর্ববত্র ব্যাপিয়া।
রয়েছেন, নাহি পারে নাশিবারে ইহা॥

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত॥ ১৮

শব্দার্থ—

নিত্যস্য (নিত্য) অনাশিনঃ (অবিনাশী) অপ্রমেয়স্য [প্রত্যক্ষাদি] (প্রমাণাতীত) শরীরিণঃ (দেহীর, আত্মার) ইমে (এই) দেহাঃ (দেহসকল) অন্তবন্তঃ (বিনাশশীল) উক্তাঃ (কথিত হইয়াছে)। তস্মাৎ (অতএব) ভারত(হে অর্জুন) যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর)। ১৮॥

অনুবাদ—

অনিত্য দেহেতে দেহী নিত্য অবিনাশী।
অপ্রমেয় জেনে হও যুদ্ধের প্রয়াসী॥

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ ১৯

শব্দার্থ—

যঃ (যিনি) এনং (আত্মাকে) হন্তারং (হন্তা) বেত্তি (ভাবেন) যঃ চ (এবং যিনি) এনং (ইহাকে) হতঃ (নিহত) মন্যতে (মনে করেন) তৌ (তাঁহারা) উভৌ (উভয়ে) [আত্মার স্বরূপ] ন বিজানীত (জানেন না) অয়ং (এই আত্মা) ন হন্তি (কাহাকেও হনন করেন না) ন হন্যতে [নিজেও] (নিহত হন না)। ১৯ ॥

অনুবাদ—

আত্মা হন্তা আত্মা হত অজ্ঞানীতে কয়।
আত্মা নাহি হত্যা করে হত নাহি হয় ॥

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বাঽভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০

শব্দার্থ—

অয়ং (ইনি, আত্মা) কদাচিৎ (কখন) ন জায়তে (জাত হননা) বা ন ম্রিয়তে (বা মৃত হন না) বা (অথবা) ভূত্বা (উৎপন্ন হইয়া) ভূয়ঃ (পুনরায়) অভবিতা (থাকেন না) ন (ইহা নহে)। ন ভূত্বা (না থাকিয়া ভূয়ঃ (পুনরায়) ভবিতা (থাকেন) ন (ইহা নহে)। অয়ম্ (আত্মা) অজঃ (জন্মরহিত) নিত্যঃ (মৃত্যুরহিত) শাশ্বতঃ (অপক্ষয়রহিত) পুরাণঃ (বৃদ্ধিহীন) শরীরে (দেহ) হন্যমানে (হত হলেও) ন হন্যতে (হত হননা)। ২০ ॥

অনুবাদ—

অজ নিত্য আত্মা সে যে মৃত্যু জন্মহীন
জন্মিয়া মরিলে পুনঃ নহে জন্মহীন।
দেহনাশে নাহি নাশ শাশ্বত পুরাণ
আত্মার স্বরূপ এই জানে জ্ঞানবান্ ॥ ২০

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥ ২১

শব্দার্থ—

যঃ (যিনি) এনম্ (ইহাকে, আত্মাকে) অবিনাশিনং (অবিনাশী) নিত্যম্ (নিত্য, বৃদ্ধিহীন) অজম্ (জন্মরহিত) অব্যয়ম্ (ব্যয়হীন) বেদ (জানেন) পার্থ (হে অর্জুন) সঃ (সেই) পুরুষঃ (ব্যক্তি) কথং (কি প্রকারে) কং (কাহাকে) ঘাতয়তি (বধ করান) কম্ (কাহাকে) হন্তি (বধ করেন)। ২১ ॥

অনুবাদ—

যে জানে নিত্যের নাই জন্মমৃত্যু ক্ষয়।
সে কেমনে সাধে কারো হত্যা বা বিলয় ॥

ব্যাখ্যা—

জ্ঞানী জন জানে মনে অবিনাশী আত্মাধনে
জানে হরি ইচ্ছাধীন জন্মমৃত্যু সব।
পারে না সাধিতে কেহ ত্যাজিবারে এই দেহ
না পারে জন্মিতে পুনঃ মানে পরাভব ॥

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২

শব্দার্থ—

নরঃ (মানুষ) যথা (যেমন) জীর্ণানি বাসাংসি (জীর্ণবস্ত্রসকল) বিহায় (ত্যাগ করিয়া) অপরাণি নবানি (অন্য নূতন) বস্ত্র (কাপড়) গৃহ্লাতি (গ্রহণ করে, তেমনি) দেহী (আত্মা) জীর্ণানি (জীর্ণ দেহ সকল) বিহায় (ত্যাগ করিয়া) অন্যানি নবানি (অন্য নূতন) শরীরাণি (দেহ সকল) সংযাতি (প্রাপ্ত হন)। ২২ ॥

অনুবাদ—

মানুষ বসন তার জীর্ণ হলে পরে
সে বসন ত্যাগ করি পরে নূতনেরে।

তেমনি এ দেহ যবে হয় পুরাতন
আত্মা তারে ত্যজি করে নূতন গ্রহণ ॥

ব্যাখ্যা—

প্রয়োজন হলে পরে জীর্ণবাস ফেলি দূরে
নরনারী নব বস্ত্র করে পরিধান।
বসন ত্যাগের জন্য কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য
কভু নাহি হয় কারো দেহে বিদ্যমান ॥
তেমনি সময় যবে কারো উপস্থিত হবে
মৃতদেহ যথা তথা রহিবে পড়িয়া।
আত্মা ম্লান নাহি হবে নবদেহে প্রবেশিবে
নাহি করো শোক পূর্ব দেহের লাগিয়া ॥
মোরা অল্প বুদ্ধি ধরি তাই মিছে কেঁদে মরি
আত্মাই জেন সত্য দেহ কিছু নয়।
সবাকার প্রিয় যেই কোলে তুলে নেয় সেই
সেখানেতে সবি সুখ সবি মধুময় ॥

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩

শব্দার্থ—

এনং (এই আত্মাকে) শস্ত্রানি ন ছিন্দন্তি (অস্ত্র ছেদন করিতে পারে না) পাবকঃ (অগ্নি) এনং ন দহতি (ইহাকে দগ্ধ করেনা) আপঃ (এবং জল) এনং ন ক্লেদয়ন্তি (ইহাকে আর্দ্র করেনা) মারুতঃ ন শোষয়তি (বায়ু ইহাকে শুষ্ক করেনা)। ২৩ ॥

অনুবাদ—

এই আত্মা অস্ত্রে এরে কাটিতে না পারে
আগুনে না পারে এরে কভু দহিবারে।

জল দ্বারা ইহা কভু আর্দ্র নাহি হয়।
পবন শোষণ করি শুষ্ক না করয় ॥

ব্যাখ্যা—

আত্মারে কাটিতে পারে সে শক্তি না অস্ত্র ধরে
সর্ব্বভুক্ অগ্নি তারে না পারে দহিতে।
যে জলেতে সিক্ত সব আত্মায় সে পরাভব
না পারে করিতে শুষ্ক প্রবল মারুতে ॥
আত্মা হেন বস্তু নহে ছিন্ন হয় কিংবা দহে
কিংবা শুষ্ক হয়ে যায় অনলে শুষিয়া।
নিত্য সত্য সেই জন অটল ও চিরন্তন
ঈশ্বরের অংশ রহে অমর হইয়া ॥
তবে কেন মিছে শোক মায়া মোহ দূর হোক
সবের আধার সেই তাঁরে সঁপি প্রাণ।
চল পথে হাসি মুখ কি তৃপ্তিতে ভরা বুক
সব কষ্ট সব দুঃখ হবে অবসান ॥

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪

শব্দার্থ—

অয়ম্ (ইনি আত্মা) অচ্ছেদ্যঃ (ছেদ্য নহেন) অদাহ্য (দাহ্য নহেন) অয়ম্ (ইনি) অক্লেদ্যঃ (ক্লেদ্য নহেন) অশোষ্যঃ চ এব (এবং শোষ্য নহেন) অয়ং (ইনি) নিত্যঃ (নিত্য) সর্বগতঃ (সর্বব্যাপী) স্থাণুঃ (স্থির) অচলঃ (নিশ্চল) সনাতনঃ (কারণহীন)। ২৪ ॥

অনুবাদ—

কোন অস্ত্র নাহি পারে করিতে ছেদন
অগ্নি নাহি পারে এরে করিতে দহন।

জল নাহি আর্দ্র করে বায়ু না শুকায়
নিত্য সর্ব্ব ব্যাপী সেই আত্মা জেন তায় ॥

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫

শব্দার্থ—

অয়ম্ (এই আত্মা) অব্যক্তঃ (ইন্দ্রিয়াদির অগোচর) অয়ম্ (ইনি) অচিন্ত্য (মনের অতীত) অয়ম্ (ইনি) অবিকার্যঃ (অবিকারী) উচ্যতে (উক্ত হন) তস্মাৎ (অতএব) এনম্ (ইহাকে, আত্মাকে) এবং (এই প্রকার) বিদিত্বা (জানিয়া) অনুশোচিতুম (অনুশোচনা করা) ন অর্হসি (উচিত নয়)। ২৫ ॥

অনুবাদ—

এই আত্মা ইন্দ্রিয়ের গোচর ত নয়
মনের অতীত ইহা জেন সুনিশ্চয়।
আত্মার সে স্বরূপেরে জানি নিজ মনে
শোক নাহি কর পার্থ যাও তুমি রণে ॥

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে-মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬

শব্দার্থ—

অথ চ (আর যদি) এনং (ইহাকে, আত্মাকে) নিত্যজাতং (প্রত্যেক শরীরের উৎপত্তির সঙ্গে জাত) বা (অথবা) নিত্যং মৃতম্ (প্রত্যেক শরীরের বিনাশের সঙ্গে মৃত) মন্যসে (মনে কর) তথাপি (তাহা হইলেও) মহাবাহো (হে মহাবীর) ত্বম্ (তোমার) এবং (ইহার জন্য) শোচিতুম (শোক করা) ন অর্হসি (উচিত নয়)। ২৬ ॥

অনুবাদ—

সদাই জন্মিছে আত্মা সদাই মরিছে।
এও যদি বল তবে শোক করা মিছে ॥

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭

শব্দার্থ—

হি (যেহেতু) জাতস্য (জাত ব্যক্তির) মৃত্যু (মরণ) ধ্রুবঃ মৃতস্য চ (এবং মৃত ব্যক্তির) জন্ম (পুনর্জ্জন্ম) ধ্রুবং (নিশ্চিত) তস্মাৎ (সেই হেতু) অপরিহার্য্যে (অবশ্যম্ভাবী) অর্থে (বিষয়ে) ত্বং (তোমার) শোচিতুম (শোক করা) ন অহর্সি (উচিত নয়)। ২৭ ॥

অনুবাদ—

জন্মশীল প্রাণীদের মরণ নিশ্চয়
মরিলে আবার জন্ম এও জেন হয়।
অবশ্য ঘটিবে যাহা তার লাগি কেন
মিথ্যা এই হাহাকার, এত শোক কেন ?

ব্যাখ্যা—

প্রভাতে তরুণরবি উদিলে সুন্দর ছবি
পুনঃ দিবা অবসানে অস্তাচলে যায়।
ক্রমে আসে ধীরে নিশি নিশায় সকল দিশি
কেবলে তাহার লাগি করে হায় হায় ॥
আবার কাটিলেরাত উদিত আলোক নাথ
তরুণ অরুণরবি করে ঝলমল।
কেটে যায় সব কালো চারিদিক ভরা আলো
দিবা অবসানে পুনঃ যায় অস্তাচল ॥
জন্মিলে মরণ হবে মরিলেও জনমিবে
ইহা যদি সত্য মান রোধিতে না পারো।
নিশ্চয় ঘটিবে যাহা কেন মিছে ভাব তাহা
অপরিহার্য্যের লাগি শোক কেন করো ?

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥ ২৮

শব্দার্থ—

ভারত (হে অর্জুন) ভূতানি (প্রাণিগণ, তাহাদের শরীরসমূহ) অব্যক্ত-আদীনি (উৎপত্তির আদিতে অব্যক্ত) ব্যক্তমধ্যানি (মধ্যে প্রকাশিত) অব্যক্তনিধনানি এব (বিনাশের পরে প্রনষ্ট)। তত্র (তাহাতে) কা পরিদেবনা (শোক কি ?)। ২৮॥

অনুবাদ—

আদিতে অব্যক্ত দেহ বিনাশেতে নাই।
মধ্যেতে প্রকাশ শুধু বৃথা শোক তাই॥

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতিশ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥ ২৯

শব্দার্থ—

কশ্চিৎ (কেহ) এনম্ (ইঁহাকে, আত্মাকে) আশ্চর্যবৎ (অদ্ভুতভাবে) পশ্যতি (দেখেন) তথা এব চ (সেইরূপ) অন্যঃ (অন্য কেহ) আশ্চর্যবৎ (আশ্চর্য্যরূপে) বদতি (বলেন) অন্যঃ চ (অপর কেহ) এনম্ (ইঁহাকে) আশ্চর্য্যবৎ (অদ্ভুতরূপে) শৃণোতি (শ্রবণ করেন) কশ্চিৎ এব চ (এবং কেহ) শ্রুত্বা অপি (শুনিয়াও) এনং (ইঁহাকে, আত্মাকে) ন বেদ (জানিতে পারে না)। ২৯॥

অনুবাদ—

কেহ দেখে অত্যাশ্চর্য্য আত্মার ধরম
অত্যাশ্চার্য্য বলে কেহ অতি মনোরম।
আত্মার আশ্চর্য্য রূপ শোনে অন্য জন
শুনিয়াও কেহ মর্ম অবগত নন॥

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ৩০

শব্দার্থ—

ভারত (হে অর্জুন) অয়ং (এই) দেহী (আত্মা) সর্বস্য (সকলের) দেহে (শরীরে) (নিত্যম্ (সদা) অবধ্যঃ (অবধ্য)। তস্মাৎ (সেই হেতু) ত্বং (তুমি) সর্বাণি (কোনও) ভূতানি (ভূতের, প্রাণীর জন্য) শোচিতুম্ (শোক করিতে) ন অর্হসি (যোগ্য নও) ।৩০।

অনুবাদ—

সর্বদেহে স্থিত আত্মা বধ্য কভু নয়।
তার তরে শোক তাই উচিত না হয়॥
অমর সে নাশহীন নিত্য সত্য জান
আত্মা তরে শোক তবে কর কি কারণ ?

স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥ ৩১

শব্দার্থ—

স্বধর্ম্মম্ অপি চ (এবং স্বধর্মও) অবেক্ষ্য (লক্ষ্য করিয়া) বিকম্পিতুম্ (ভীত হওয়া) ন অর্হসি (উচিত নয়) হি (যেহেতু) ধর্ম্যাৎ হি যুদ্ধাৎ (ধর্মসঙ্গত যুদ্ধ ব্যতীত) ক্ষত্রিয়স্য (ক্ষত্রিয়ের) অন্যৎ (অন্য) শ্রেয়ঃ (কল্যাণ) ন বিদ্যতে (নাই)। ৩১॥

অনুবাদ—

স্বধর্মেও নাহি মানো অনুচিত ভয়।
ক্ষত্রিয়ের ধর্মযুদ্ধ শ্রেয় অতিশয়॥

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্। ৩২

শব্দার্থ—

পার্থ (হে পার্থ) সুখিনঃ (সুখী, ভাগ্যবান্) ক্ষত্রিয়াঃ (ক্ষত্রিয়গণ)

যদৃচ্ছয়া (অনায়াসে) উপপন্নং চ (প্রাপ্ত) অপাবৃতম্ (উন্মুক্ত) স্বর্গদ্বারম্ (স্বর্গদ্বারের তুল্য) ঈদৃশম্ (এই রকম) যুদ্ধম্ (ধর্মযুদ্ধ) লভন্তে (লাভ করেন) । ৩২ ॥

অনুবাদ—

উন্মোচিয়া স্বর্গদ্বার নিজে উপস্থিত ।
হেন যুদ্ধে ক্ষত্রিয়ের সৌভাগ্য নিশ্চিত ॥

অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি ।
ততঃ স্বধর্মং কীর্তিং চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩

শব্দার্থ—

অথ (অনন্তর) চেৎ (যদি) ত্বম্ (তুমি) ইমং (এই) ধর্ম্যং (ধর্ম-বিহিত) সংগ্রামং (যুদ্ধ) ন করিষ্যসি (না কর) ততঃ (তাহা হইলে) স্বধর্মং (নিজধর্ম) কীর্তিং চ (ও কীর্তি) হিত্বা (হারাইয়া) পাপম্ (প্রত্যবায়) অবাপ্স্যসি (প্রাপ্ত হইবে) । ৩৩ ॥

অনুবাদ—

যদি তুমি হও এই ধর্মযুদ্ধ ত্যাগী ।
স্বধর্ম ও কীর্তি নাশে হবে পাপভাগী ॥

অকীর্তিং চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্ ।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪

শব্দার্থ—

অপিচ (আরও) ভূতানি (প্রাণিগণ) তে (তোমার) অব্যয়াম্ (অক্ষয়) অকীর্তিং (অখ্যাতি) কথয়িষ্যন্তি (বলিবে) সম্ভাবিতস্য (সম্মানিত পুরুষের) অকীর্তিঃ (অখ্যাতি) মরণাৎ চ (মরণ অপেক্ষাও) অতিরিচ্যতে (অধিক হয়) । ৩৪ ॥

অনুবাদ—

চিরস্থায়ী অপযশ গাবে চরাচর ।
মৃত্যু হতে বেশী তাহা গণে মানী নর ॥

ভয়াদ্‌ রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাং চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্‌॥ ৩৫

শব্দার্থ—

মহারথা (মহারথগণ) ত্বাং (তোমাকে) ভয়াৎ (ভয়বশতঃ) রণাৎ (যুদ্ধ হইতে) উপরতং (নিবৃত্ত) মংস্যন্তে (মনে করিবেন) চ (এবং) ত্বং (তুমি) যেষাং (যাহাদের নিকট) বহুমতঃ (সম্মানিত) ভূত্বা (হইয়াছিলে) [তহাদের নিকট] লাঘবম্‌ (লঘুত্ব, হেয়ত্ব) যাস্যসি (প্রাপ্ত হইবে)। ৩৫ ॥

অনুবাদ—

মৃত্যু ভয়ে ভীত তুমি মহারথী ভাবে।
যাহাদের মান্য তুমি তারা লঘু কবে॥

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্‌ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্‌। ৩৬

শব্দার্থ—

তব চ (এবং তোমার) অহিতাঃ (শত্রুগণ) তব (তোমার) সামর্থ্যং (শক্তি) নিন্দন্তঃ (নিন্দা করিয়া) বহূন্‌ (বহু) অবাচ্যবাদান্‌ (অবাচ্য বাক্য) বদিষ্যন্তি (বলিবে) ততঃ (তাহা অপেক্ষা) দুঃখতরং (অধিকতর দুঃখ) নু কিম্‌ (আর কি আছে ?) ৩৬ ॥

অনুবাদ—

সামর্থ্যের মিথ্যা নিন্দা ঘোষে যদি দ্বেষী।
ইহাপেক্ষা দুঃখ আর কিবা বল বেশী॥

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্‌।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥ ৩৭

শব্দার্থ—

কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র!) হতঃ বা (হত হইলে) স্বর্গং (স্বর্গ)

প্রাপ্স্যসি (লাভ করিবে) জিত্বা বা (অথবা জয়লাভ করিলে) মহীম (পৃথিবী) ভোক্ষ্যসে (ভোগ করিবে) তস্মাৎ (অতএব) যুদ্ধায় (যুদ্ধের জন্য) কৃতনিশ্চয়ঃ (দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া) উত্তিষ্ঠ (উত্থিত হও) । ৩৭ ॥

অনুবাদ—

মরিলে লভিবে স্বর্গ পৃথ্বীভোগ জয়ে ।
যুদ্ধ লাগি উঠ পার্থ স্থিরবুদ্ধি হয়ে ॥

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮

শব্দার্থ—

সুখদুঃখে (সুখ দুঃখকে) লাভ-অলাভৌ (লাভ ও ক্ষতিকে) জয়-অজয়ৌ চ (এবং জয় পরাজয়কে) সমে (সমান) কৃত্বা (করিয়া) ততঃ (অনন্তর) যুদ্ধায় (যুদ্ধার্থ) যুজ্যস্ব (প্রস্তুত হও) এবং (এই প্রকারে) পাপম্ (প্রত্যবায়) ন অবাপ্স্যসি (প্রাপ্ত হইবে না) । ৩৮ ॥

অনুবাদ—

সুখ দুঃখ লাভালাভ জয় পরাজয় ।
সমজ্ঞানে যুদ্ধ কর তাহে পাপ নয় ॥

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু ।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯

শব্দার্থ—

পার্থ (হে অর্জুন) সাংখ্যে (আত্মতত্ত্ববিষয়ে) এষা (এই) বুদ্ধিঃ (জ্ঞান) তে (তোমাকে) অভিহিতা (কথিত হইল) তু (কিন্তু) যোগে (কর্মযোগ বিষয়ে) ইমাং (এই বক্ষ্যমাণ জ্ঞান) শৃণু (শ্রবণ কর) যয়া (যে) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধির দ্বারা) যুক্তঃ (যুক্ত হইলে) কর্মবন্ধং (কর্মবন্ধন) প্রহাস্যসি (ছিন্ন করিবে) । ৩৯ ॥

অনুবাদ—

সাংখ্য জ্ঞান বলা হল বলি কর্ম যোগ ।
কর্ম যোগে হলে নিষ্ঠা যাবে কর্মভোগ ॥

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০

শব্দার্থ—

ইহ (ইহাতে) অভিক্রম-নাশঃ (আরব্ধ কর্মের নিষ্ফলতা) ন অস্তি (নাই) প্রত্যবায়ঃ চ (এবং পাপ) ন বিদ্যতে (হয় না)। অস্য (এই) ধর্মস্য (ধর্মের, নিষ্কাম কর্মযোগের) সু-অল্পম্ অপি (অতি অল্পও) মহতঃ (মহা) ভয়াৎ (ভয় হইতে) ত্রায়তে (ত্রাণ করে, রক্ষা করে)। ৪০ ॥

অনুবাদ—

আরম্ভের নাশ নাই, নাই প্রত্যবায়।
এ ধর্মের স্বল্পমাত্রে মহাভয় যায় ॥

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১

শব্দার্থ—

কুরুনন্দন (হে অর্জুন) ইহ (ইহাতে) ব্যবসায়-আত্মিকা (নিশ্চয়-স্বভাবা) বুদ্ধিঃ (জ্ঞান) একা (একনিষ্ঠ হয়)। হি (যেহেতু) অব্যবসায়িনাম্ (অস্থিরচিত্ত সকামীদের) বুদ্ধয়ঃ (বুদ্ধিসকল) বহু-শাখাঃ (বহুভাবে বিভক্ত) অনন্তাঃ চ (অনন্তমুখী)। ৪১ ॥

অনুবাদ—

কর্মযোগে বুদ্ধি স্থির এক লক্ষ্য রয়।
সকামীর বুদ্ধি কিন্তু বহুমুখী হয় ॥

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥ ৪২

শব্দার্থ—

যাম্ (যে) ইমাং (এই) পুষ্পিতাং (পুষ্পিত, আপাত মনোরম) বাক্যং (বাক্য) প্রবদন্তি (বলে) অবিপশ্চিতঃ (অবিবেকী, অল্পমেধা)

বেদবাদরতা (বেদোক্ত কর্মের কথায় অনুরক্ত) পার্থ (হে অর্জুন) নান্যদস্তীতি (স্বর্গাদিফলজনক কর্মব্যতাত অন্য কিছুই নাই) ইতি বাদিনঃ (এইরূপ মতবাদী)। ৪২ ॥

অনুবাদ—

বেদ-উক্ত কর্ম শ্রেষ্ঠ স্বর্গ পুরুষার্থ।
ফলকামীগণ বলে আর সব ব্যর্থ॥

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩

শব্দার্থ—

কামাত্মানঃ (কামনাযুক্ত) স্বর্গপরাঃ (স্বর্গাদি লাভই যাদের প্রধান উদ্দেশ্য) জন্মকর্মফলপ্রদাম্ (জন্মরূপ কর্মফলপ্রদ) ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি (ভোগ ও ঐশ্বর্য্য লাভের উপায়ভূত) ক্রিয়াবিশেষবহুলাং (ক্রিয়া-বিশেষের বাহুল্যবিশিষ্ট)। ৪৩ ॥

অনুবাদ—

জন্ম কর্ম ফলপ্রদ ভোগৈশ্বর্যময়।
মনোহর বেদবাক্যে লোভ অতিশয়॥

ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪

শব্দার্থ—

ভোগ-ঐশ্বর্য্য-প্রসক্তানাং (ভোগ ও ঐশ্বর্যে আসক্ত ব্যক্তিগণের) তয়া (তদ্দারা, এই বাক্য দ্বারা) অপহৃতচেতসাম্ (বিমূঢ়চিত্ত) ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধিঃ (জ্ঞান) সমাধৌ (অন্তঃকরণে) ন বিধীয়তে (উৎপন্ন হয় না, স্থির হয় না)। ৪৫ ॥

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫

শব্দার্থ—

অর্জুন (হে পার্থ) বেদাঃ (বেদসকল) ত্রৈগুণ্যবিষয়া (সকাম-

ব্যক্তিগণের কর্মফল প্রতিপাদক, কামনামূলক) নিঃ-ত্রৈগুণ্যঃ (নিষ্কাম) নিঃ-দ্বন্দ্বঃ (সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বরহিত) নিত্যসত্ত্বস্থঃ (সদা সত্ত্ব-গুণাশ্রিত) নিঃ-যোগক্ষেমঃ (যোগক্ষেমের আকাঙ্ক্ষা রহিত) আত্মবান্ (অপ্রমত্ত) ভব (হও)। ৪৫ ॥

অনুবাদ—

ত্রিগুণ বিষয় বেদ হও গুণাতীত।
যোগক্ষেম দ্বন্দ্ব মুক্ত সদা সত্ত্বে স্থিত ॥

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬

শব্দার্থ—

উদপানে (কূপাদি ক্ষুদ্রজলাশয়ে) যাবান্ (যে সকল) অর্থঃ (প্রয়োজন) তাবান্ (সেই সকল প্রয়োজন) সংপ্লুত-উদকে (প্লাবনের পরিপূর্ণ উদকে) সর্বেষু (সকল) বেদেষু (বেদে) যাবান্ (সে সকল অর্থ বা কর্মফল) তাবান্ (সেই সকল ফল) বিজানতঃ (ব্রহ্মজ্ঞ) ব্রাহ্মণস্য (পুরুষের) [বিজ্ঞানফলের অন্তর্ভুক্ত হয়]। ৪৬ ॥

অনুবাদ—

সর্বত্র প্লাবনে ব্যর্থ যথা জলাশয়।
বেদ প্রয়োজন তথা জ্ঞানীর না হয় ॥
জ্ঞানের প্লাবনে পূর্ণ হয় যার প্রাণ।
ভেদাভেদ সব মুছে ব্রহ্ম বিদ্যমান ॥

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥ ৪৭

শব্দার্থ—

কর্মণি এব (কর্মেই) তে অধিকারঃ (তোমার অধিকার) কদাচন ফলেষু মা (কখনও কর্মের ফলে নাই) কর্মফলহেতুঃ (ফল কামনা দ্বারা

কর্মে প্রবৃত্ত) অকর্মণি (কর্মত্যাগে) তে সঙ্গঃ মা অস্তু (তোমার প্রবৃত্তি না হউক)। ৪৭ ॥

অনুবাদ—

কর্মে অধিকার তব জানিহ নিশ্চয়।
কর্মফলে অধিকার কখনও নয় ॥
নিজেরে ফলের হেতু ভেবোনা কখন।
কর্মেরেও ত্যাগ নাহি কোরো কদাচন ॥

ব্যাখ্যা—:

কর্মে অধিকার তব নিশ্চয় জানিহ সব
কর্মফলে অধিকার তোমার ত নয়।
অর্পিয়া সকল ফল হরি পাদপদ্মতল
জানিও তাহারি কাজ করিছ নিশ্চয় ॥
সেকাজের ফল যাহা তুমি কভু নহ তাহা
আপনারে হেতু ভাবি করিওনা ভুল।
যাঁর কণা ইচ্ছা হলে লৌহ শিলা ভাসে জলে
তাঁহারি ইচ্ছায় ফোটে অরণ্যেতে ফুল ॥
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা এই ভাবে আত্মহারা
আপনার কর্ম করি চলেছে সবাই।
সেইরূপ জেনো মনে কর্ম তব সে কারণে
ফলাফল আশা ছাড়ি কর্ম করা চাই ॥

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮

শব্দার্থ—

ধনঞ্জয় (হে অর্জ্জুন) যোগস্থঃ (যোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়া) সঙ্গং (আসক্তি) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) সিদ্ধি-অসিদ্ধ্যোঃ (সিদ্ধি ও

অসিদ্ধিতে) সমঃ (সমভাবে) ভূত্বা (থাকিয়া) কর্মাণি (সকলকর্ম) কুরু (কর)। সমত্বং (সমতা) যোগঃ (যোগ) উচ্যতে (উক্ত হয়)। ৪৮ ॥

অনুবাদ—

আসক্তি তেয়াগি যোগে কর্ম করি চল।
সমত্বই যোগ জেনো তুল্য ফলাফল ॥

দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯

শব্দার্থ—

ধনঞ্জয় (হে অর্জুন) হি (যেহেতু) কর্ম (কাম্যকর্ম) বুদ্ধিযোগাৎ (সমবুদ্ধিযুক্ত নিষ্কাম কর্ম হইতে) দূরেণ (নিতান্ত) অবরং (নিকৃষ্ট) বুদ্ধৌ (সমত্ব বুদ্ধিতে) শরণম্ (শরণ) অন্বিচ্ছ (অন্বেষণ কর) ফল-হেতবঃ (ফলাকাঙ্ক্ষিগণ) কৃপণাঃ (কৃপণ, হীন দীন)। ৪৯ ॥

অনুবাদ—

শ্রেষ্ঠ নয় কর্ম কভু বুদ্ধিযোগহীন।
ফল ছাড়ি কর কর্ম ফলকামী দীন ॥

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্ ॥ ৫০

শব্দার্থ—

বুদ্ধিযুক্তঃ (নিষ্কাম কর্মযোগী) ইহ (এই লোকেই) সুকৃতদুষ্কৃতে (পুণ্য ও পাপ) উভে (উভয়কে) জহাতি (ত্যাগ করে) তস্মাৎ (সেই জন্য) যোগায় (নিষ্কাম কর্মযোগ) যুজ্যস্ব (অনুষ্ঠান কর) কর্মসু (কর্মে) কৌশলম্ (কুশলতা) যোগঃ (যোগ)। ৫০ ॥

অনুবাদ—

যোগী জন দুই-ই ছাড়ে সুকৃত দুষ্কৃত।
কর্মের কৌশল যোগ যোগে হও স্থিত ॥

পাপ পুণ্য দুই ত্যজি কর্মে ব্রতী হও।
নিষ্কাম কর্মের ভার হাতে তু'লে লও॥

কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥ ৫১

শব্দার্থ—

বুদ্ধিযুক্তাঃ (সমত্ববুদ্ধিযুক্ত বা নিষ্কাম কর্মযোগী) মনীষিণঃ (মনীষিগণ) কর্মজং (কর্মজাত) ফলং (ফল) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ (জন্মরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া) ন-আময়ম্ (সর্ব (উপদ্রবরহিত, সংসারস্পর্শশূন্য) পদং (ব্রহ্মপদ) হি (নিশ্চয়ই) গচ্ছন্তি (লাভ করেন)। ৫১॥

অনুবাদ—

বুদ্ধি যোগে যুক্ত হয় জ্ঞানীগণ যবে।
ফলত্যাগে মুক্ত হয়ে বিষ্ণুপদ লভে॥
সংসার অসার শুধু হরিপদ সার।
এই জ্ঞান লভিলেই মুক্তি হয় তার॥

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥ ৫২

শব্দার্থ—

যদা (যখন) তে (তোমার) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) মোহকলিলং (অবিবেক-রূপ কলুষ) ব্যতিতরিষ্যতি (অতিক্রম করিবে), তদা (তখন) শ্রোতব্যস্য (শ্রোতব্য) শ্রুতস্য চ (ও শ্রুত কর্মফলবিষয়ে) নির্বেদং (নির্বেদ, বিতৃষ্ণা) গন্তাসি (প্রাপ্ত হইবে)। ৫২॥

অনুবাদ—

মোহ ত্যজি বুদ্ধি যবে গুণাতীত হয়।
শ্রুত আর শ্রোতব্যেতে বৈরাগ্য উদয়॥
বিবেকের জ্ঞান দ্বারা কলুষে ত্যজিলে।
হরিভক্তিসার সেই বৈরাগ্যরে মিলে॥

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩

শব্দার্থ—

যদা (যখন) শ্রুতি-বিপ্রতিপন্না (ফলশ্রুতিদ্বারা বিক্ষিপ্ত) তে (তোমার) বুদ্ধিঃ (চিত্ত) সমাধৌ (সমাধিতে) নিশ্চলা (স্থির) অচলা (ধীর) স্থাস্যতি (থাকিবে), তদা (তখন) যোগম্ (তত্ত্বজ্ঞান) অবাপ্স্যসি (প্রাপ্ত হইবে) ।৫৩ ॥

অনুবাদ—

বেদবাক্যে লোকবাক্যে ক্ষিপ্ত তব মন।
ঈশ্বরেতে যুক্ত হলে পাবে যোগধন ॥

বিক্ষিপ্ত তোমার চিত্ত স্থির শান্তি পাবে।
হরির চরণে মতি যখন অর্পিবে ॥

অর্জ্জুন উবাচ

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥ ৫৪

শব্দার্থ—

অর্জ্জুন উবাচ (পার্থ বলিলেন) কেশব (হে কৃষ্ণ) সমাধিস্থস্য (সমাধিস্থ) স্থিতপ্রজ্ঞস্য (যাহার জ্ঞান স্থির হইয়াছে) কা (কি) ভাষা (লক্ষণ) স্থিতধীঃ (স্থিতবুদ্ধি) কিং (কিরূপে) প্রভাষেত (কথা বলেন) কিম্ (কিরূপে) আসীত (অবস্থান করেন) কিম্ (কিরূপে) ব্রজেত (বিচরণ করেন ?) । ৫৪ ॥

অনুবাদ—

হে কেশব কহ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ।
স্থিতি গতি কিবা তাঁর কিরূপ ভাষণ ?

শ্রীভগবানুবাচ

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫

শব্দার্থ—

পার্থ (হে অর্জুন) যদা (যখন) সর্ব্বান্ (সকল) মনোগতান্ (মনের মধ্যে অবস্থিত) কামান্ (কামনাসকল) প্রজহাতি (সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করে) আত্মনি এব (কেবল আত্মাতেই) আত্মনা (নিজের দ্বারা) তুষ্টঃ (সন্তুষ্ট) তদা (তখন) স্থিতপ্রজ্ঞঃ (স্থিরবুদ্ধি) উচ্যতে (উক্ত হন) । ৫৫ ॥

অনুবাদ—

হে পার্থ যখন মনের কামনা সকল।
ত্যাগ করি আত্মমগ্ন রহে অবিচল ॥
আত্মা দ্বারা আত্মতুষ্টি লাভ করে যেই।
তখন সে স্থিরবুদ্ধি জ্ঞানী জন সেই ॥

ব্যাখ্যা—

ক্ষণিকের সুখতরে যাই মোরা দূরান্তরে
বিবিধ পাত্রেতে সুখ ভুঞ্জিবার তরে।
কিন্তু যাঁরা গুণী জ্ঞানী সর্ব্ব সার তাঁরে চিনি
লভিয়া পরমধন অন্যে তুচ্ছ করে ॥
অনিত্য অসার যাহা আমরা লভিয়া তাহা
হারাইয়া পুনঃ তাই করি হায় হায়।
কিন্তু যাঁর ধন্য হৃদি করি ব্রহ্ম উপলব্ধি
হারানর ভয় তাঁর কাছে লাজ পায় ॥
আত্মায় অমৃত লাভে থাকে পরিতৃপ্ত ভাবে
আত্ম-নিমগন তৃপ্তি কি যে অনুপম।

হেন মহাভাব সার অন্তরে বিরাজে যাঁর
জানিনা ত কেবা সুখী আছে তাঁর সম ॥

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬

শব্দার্থ—

দুঃখেষু (দুঃখেতে) অনুদ্বিগ্নমনাঃ (নিরুদ্বেগচিত্ত) সুখেষু বিগতস্পৃহঃ (সুখে যিনি অকাঙ্ক্ষাবিহীন) বীতরাগভয়ক্রোধঃ (অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধহীন) মুনিঃ (মননশীল পুরুষ) স্থিতধীঃ উচ্যতে (তাঁহার মন স্থির হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়)। ৫৬ ॥

অনুবাদ—

দুঃখের বিষয়ে যাঁর উদ্বেগ না হয়
সুখেতে আকাঙ্ক্ষাহীন যাঁহার হৃদয়।
কাম ক্রোধ ভয় হীন শরীর যাঁহার
মুনি সেই স্থিতপ্রজ্ঞ আখ্যা হয় তাঁর ॥

ব্যাখ্যা—

দুঃখের দিনেতে যাঁর নাই মিছে হাহাকার
সুখেতে আকাঙ্ক্ষা যাঁর না হয় উদয়।
ধন্য সেই নরোত্তম কেবা সুখী তাঁর সম
বশীভূত চিত্ত যাঁর নাই কোন ভয় ॥
কাম ক্রোধ যত ভয় নিমেষেতে পায় লয়
স্থির মতিমান্ হন সেই পুণ্যবান্।
স্থির চিত্ত শতদলে ক্ষণেক কভু না টলে
শ্রীহরির সত্য ভক্ত হরিময় প্রাণ ॥
অতিবড় দুঃখদিনে চলে সেই পথ চিনে
জানে মনে যা করান করি শুধু তাই।

হরিপদে মন প্রাণ নিঃশেষে করেছে দান
সুখেদুখে তাই মনে কোন ভেদ নাই ॥

যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭

শব্দার্থ—

যঃ (যিনি) সর্বত্র (সকল বিষয়, বস্তু ও ব্যক্তিতে) ন-অভিস্নেহঃ (আসক্তিবর্জিত) তৎ তৎ (সেই সেই) শুভ-অশুভম্ (প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়) প্রাপ্য (পাইয়া) ন অভিনন্দতি (আনন্দিত হন না) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না) তস্য (তাঁহার) প্রজ্ঞা (আত্মজ্ঞান) প্রতিষ্ঠিতা (প্রতিষ্ঠিত)। ৫৭ ॥

অনুবাদ—

আনন্দ বিরাগ যাঁর নাই শুভাশুভে।
কিছুতেই নাহি টান স্থিতপ্রজ্ঞ তবে ॥
বিষয় ও বস্তুতে যাঁর স্নেহ নাহি হয়।
আনন্দ ও দুঃখে যাঁর মন সম রয় ॥
স্থিতপ্রজ্ঞ কয় তাঁরে সেই সুধী জন।
আত্মজ্ঞান লভে হরি নিবেদিত মন ॥

যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮

শব্দার্থ—

কূর্মঃ (কচ্ছপ) অঙ্গানি ইব (যেমন অঙ্গসকল সঙ্কুচিত করে) [সেইরূপ] যদা (যখন) অয়ং চ (ইনি, এই যোগী) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণকে) ইন্দ্রিয়-অর্থেভ্যঃ (ইন্দ্রিয়-বিষয় হইতে) সর্বশঃ (সর্বপ্রকারে) সংহরতে (প্রত্যাহার করেন) [তখন] তস্য (তাঁহার) প্রজ্ঞা (আত্মজ্ঞান) প্রতিষ্ঠিতা (প্রতিষ্ঠিত)। ৫৮ ॥

অনুবাদ—

স্বীয় অঙ্গ সঙ্কোচন করে কূর্ম যথা।
ইন্দ্রিয়জয়ীর প্রজ্ঞা স্থির হয় তথা॥
জ্ঞানী যোগী আপনারে সরাইয়া লয়।
বিষয় ইন্দ্রিয় হতে সদা দূরে রয়॥

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে॥ ৫৯

শব্দার্থ—

নিরাহারস্য (বিষয়গ্রহণে অসমর্থ) দেহিনঃ (ব্যক্তির) বিষয়াঃ (ইন্দ্রিয়বিষয়সকল) রসবর্জং (বিষয়রস ব্যতীত) বিনিবর্ত্তন্তে (নিবৃত্ত হয়) [কিন্তু] পরং (ব্রহ্ম) দৃষ্ট্বা (দর্শন করিলে) অস্য (ইঁহার) রসঃ (বিষয়াসক্তি) অপি (ও) নির্বর্ত্ততে (নিবৃত্ত হয়)। ৫৯॥

অনুবাদ—

বিষয় নিবৃত্তে নয় বাসনার ক্ষয়।
আত্মার দর্শনে শুধু সর্বরোগ জয়॥
তাঁহারে পাইলে আর কিছু নাহি পায়।
সকলি অসার জানি হরিপদ চায়॥

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥ ৬০

শব্দার্থ—

কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র) হি (যেহেতু) প্রমাথীনি (চিত্তবিক্ষেপকারী) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণ) যততঃ (যত্নশীল) বিপশ্চিতঃ (মেধাবী) পুরুষস্য অপি (পুরুষেরও) মনঃ (মনকে) প্রসভং (বলপূর্বক) হরন্তি (হরণ করে)। ৬০॥

অনুবাদ—

বলবান্ ইন্দ্রিয়ের শক্তি অতিশয়।
যত্নশীল জ্ঞানীরও সে জ্ঞান হরি লয়॥

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬১

শব্দার্থ—

তানি (সেই) সর্বাণি (সকল, ইন্দ্রিয়সমূহ) সংযম্য (সংযত করিয়া) মৎপরঃ (মৎপরায়ণ, আত্মস্থযোগী) যুক্তঃ (সমাহিতভাবে) আসীত (অবস্থান করিবেন) হি (যেহেতু) যস্য (যাঁহার) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়-গণ) বশে (বশীভূত) তস্য (তাঁহার) প্রজ্ঞা (আত্মজ্ঞান) প্রতিষ্ঠিতা (প্রতিষ্ঠিত)। ৬১॥

অনুবাদ—

ইন্দ্রিয় সংযত করি মোর ধ্যানে রত।
জিতেন্দ্রিয় হলে হয় প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত॥

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥ ৬২

শব্দার্থ—

বিষয়ান্ (বিষয়সকল) ধ্যায়তঃ (ধ্যান করিতে করিতে) পুংসঃ (পুরুষের) তেষু (তাহাতে) সঙ্গঃ (আসক্তি) উপজায়তে (উৎপন্ন হয়) সঙ্গাৎ (আসক্তি হইতে) কামঃ (কামনা) সঞ্জায়তে (সঞ্জাত হয়) কামাৎ (কাম হইতে) ক্রোধঃ (রাগ) অভিজায়তে (জন্মে)। ৬২॥

অনুবাদ—

বিষয়ে আসক্তি আসে বিষয়ের ধ্যানে।
আসক্তিতে জন্মে কাম কামে ক্রোধ আনে॥

ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩

শব্দার্থ—

ক্রোধাৎ (ক্রোধ হইতে) সম্মোহঃ (অবিবেক) ভবতি (হয়) সম্মোহাৎ (অবিবেক হইতে) স্মৃতিবিভ্রমঃ (স্মৃতিলোপ) স্মৃতি-ভ্রংশাৎ (স্মৃতিনাশ হইতে) বুদ্ধিনাশঃ (হিতাহিতজ্ঞাননাশ) বুদ্ধি-নাশাৎ (বিবেকনাশ হইতে) প্রণশ্যতি (প্রণষ্ট হয়, পুরুষার্থের অযোগ্য হয়)। ৬৩ ॥

অনুবাদ—

ক্রোধ হইতে জন্মে মোহ মোহে স্মৃতি নাশ।
স্মৃতি ভ্রংশে বুদ্ধি লোপ তা হতে বিনাশ ॥

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪

শব্দার্থ—

তু (কিন্তু) রাগদ্বেষবিযুক্তৈঃ (আসক্তি ও বিদ্বেষ বর্জিত) আত্মবশ্যৈঃ (স্বীয় বশীভূত) ইন্দ্রিয়ৈঃ (ইন্দ্রিয়গণদ্বারা) বিষয়ান্ (বিষয়সমূহ) চরন্ (গ্রহণ করিয়া) বিধেয়-আত্মা (ইচ্ছানুসারে যাঁহার চিত্ত বশীভূত হয় তিনি) প্রসাদম্ (প্রসন্নতা, শান্তি) অধিগচ্ছতি (অধিগত হন, প্রাপ্ত হন)। ৬৪ ॥

অনুবাদ—

রাগ দ্বেষ নাহি যার সংযমী সে হয়।
বিষয়ে সংযুক্ত তবু মনে শান্তি রয় ॥

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫

শব্দার্থ—

প্রসাদে (ভগবৎকৃপায়) অস্য (ইহার) সর্বদুঃখানাং (ত্রিবিধ

দুঃখের) হানি (নিবৃত্ত) উপজায়তে (হয়)। হি (যেহেতু) প্রসন্নচেতসঃ (শুদ্ধচিত্তের) বুদ্ধি (প্রজ্ঞা) আশু (শীঘ্র) পর্য্যবতিষ্ঠতে (ব্রহ্মে নিশ্চল হয়)। ৬৫ ॥

অনুবাদ—

প্রসাদেই হয় শীঘ্র সর্ব্ব দুঃখ নাশ।
প্রসাদেতে বুদ্ধি স্থির নাহি অন্য আশ ॥

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬

শব্দার্থ—

চ (এবং) অযুক্তস্য (অপ্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) নাস্তি (নাই) অযুক্তস্য (অসমাহিত ব্যক্তির) ভাবনা ন (নাই) অভাবয়তঃ চ (পরমার্থচিন্তাশূন্য ব্যক্তির) শান্তিঃ (শান্তি) ন (নাই)। অশান্তস্য (বিষয়তৃষ্ণাযুক্তের) সুখম্ (আনন্দ) কুতঃ (কোথায় ?)

অনুবাদ—

অযুক্তের বুদ্ধি আত্মভাবনা বিমুখ।
শ্রীহরির ধ্যান ছাড়া কোথা বল সুখ ॥
আসক্ত বিষয়ী জনে কোথা তাহা পায়।
শ্রীহরির ধ্যান জ্ঞান কৃপা বিনা হায় ॥

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭

শব্দার্থ—

হি (যেহেতু) চরতাম্ (বিষয়ে ধাবমান্) ইন্দ্রিয়াণাং (ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে) যৎ (যাহাকে) মনঃ (মন) অনুবিধীয়তে (অনুসরণ করে) তৎ (তাহা সেই ইন্দ্রিয়টি) বায়ুঃ (বাতাস) অম্ভসি (জলের উপর) নাবম্ ইব (যেমন নৌকাকে) [উন্মার্গগামী করে] অস্য (সেই অসংযত ব্যক্তির) প্রজ্ঞাং (প্রজ্ঞাকে) হরতি (হরণ করে, বিষয়াভিমুখী করে)। ৬৭ ॥

অনুবাদ—

ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয় চিত্ত যবে।
বাতাহত নৌকা সম মন ক্ষিপ্ত তবে ॥

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮

শব্দার্থ—

মহাবাহো (হে মহাবীর) তস্মাৎ (সেই হেতু) যস্য (যাঁহার) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণ) ইন্দ্রিয়-অর্থেভ্যঃ (শব্দাদি ইন্দ্রিয়বিষয় হইতে) সর্বশঃ (সর্বপ্রকারে) নিগৃহীতানি (নিবৃত্ত হইয়াছে) তস্য (তাঁহার) প্রজ্ঞা (আত্মজ্ঞান) প্রতিষ্ঠিতা (প্রতিষ্ঠিত)। ৬৮ ॥

অনুবাদ—

বিষয়ে না রহে যাঁর ইন্দ্রিয় সকল।
তারি প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত জানিহ কেবল ॥

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯

শব্দার্থ—

সর্বভূতানাং (সকল জীবের পক্ষে) যা (যাহা) নিশা (রাত্রি বা অন্ধকারস্বরূপ) তস্যাং (তাহাতে, পরমার্থ বিষয়ে) সংযমী (জিতেন্দ্রিয়গণ) জাগ্রতি (জাগ্রত থাকেন, ব্রহ্ম দর্শন করেন) যস্যাং (অজ্ঞানরূপ রাত্রিতে) ভূতানি (জীবগণ) জাগ্রতি (জাগ্রত থাকে, সংসার দর্শনকরে) পশ্যতঃ (তত্ত্বদর্শী) মুনেঃ (মুনির পক্ষে) সা (সেই সংসার) নিশা (রাত্রিস্বরূপ)। ৬৯ ॥

অনুবাদ—

আত্মজ্ঞানী মুনী যবে করে জাগরণ।
হেনকালে মূঢ় জীব ঘুমে অচেতন ॥ ৬৯

আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০

শব্দার্থ—

যদ্‌বৎ (যেমন) আপঃ (জলরাশি) আপূর্যমাণম্ (পূর্ণ হইতেছে এমন) অচল-প্রতিষ্ঠং (নির্বিকার, যাহা বেলাভূমি অতিক্রম করেনা এমন) সমুদ্রম্ (সমুদ্র) প্রবিশন্তি (প্রবেশকরে, অথচ তাহাকে বিক্ষুব্ধ করে না) তদ্‌বৎ (সেইরূপ) সর্বে (সকল) কামাঃ (বিষয়সমূহ বা বাসনা) যং (যাঁহাতে) প্রবিশন্তি (প্রবেশ করে) সঃ (তিনি) শান্তিম্ (শান্তি, মোক্ষ) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন) কামকামী (বিষয়কামী জন) ন [মোক্ষ লাভ করেন] না। ৭০ ॥

অনুবাদ—

সমুদ্রেতে পশি নদী ঢালে কত জল।
তাতেও সাগর কভু নহে স্ফীতবল ॥
সকল কামনা রাশি অস্তমিত যাহে।
সেই লভে শান্তিধন কামী নহে ॥

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১

শব্দার্থ —

যঃ (যে) পুমান্ (পুরুষ) সর্বান্ (সকল) কামান্ (কামনা) বিহায় (ত্যাগ করিয়া) নির্মমঃ (মমতাশূন্য) নিরহঙ্কারঃ (বিত্তাবত্তাদি অহঙ্কারশূন্য) নিঃস্পৃহঃ (শরীর ধারণেও স্পৃহাহীন হইয়া) চরতি (বিচরণ করেন) স (তিনি) শান্তিম্ (সকল সংসার, দুঃখের নিবৃত্তিরূপ শান্তি) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন)। ৭১ ॥

অনুবাদ—

কামনা মমতা আর স্পৃহাশূন্য যিনি।
অহঙ্কারমুক্ত হয়ে শান্তি পান তিনি ॥ ৭১

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাঽস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২

শব্দার্থ—

এষা (এইরূপ অবস্থা) ব্রাহ্মীস্থিতি (ব্রহ্মনিষ্ঠার) অবস্থান বলিয়া আখ্যাত) এনং প্রাপ্য (ইহাকে পাইয়া) ন বিমুহ্যতি (বিমুগ্ধ হয়না) অন্তকালেঅপি (মৃত্যুকালেও) অস্যাং স্থিত্বা (এই অবস্থায় থাকিয়া) ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি (মানুষ ব্রহ্মে নির্ব্বাণ লাভ করে)। ৭২ ॥

অনুবাদ—

এই ব্রহ্ম নিষ্ঠা মনে অবস্থান কালে।
কেবা বলো নহে তৃপ্ত এ অবস্থা পেলে ॥
এই অবস্থাতে কারো মৃত্যু যদি হয়।
ব্রহ্মের মাঝেতে সেই নির্ব্বাণ লভয় ॥

ব্যাখ্যা—

শ্রীহরি অর্জুনে কন ব্রহ্মনিষ্ঠা রত মন
রহে যাঁর মুক্তি তাঁর হয় অবহেলে।
অকথিত কিযে সুখ ভরে যায় তার বুক
আপনি বিরাজি তাঁর হৃদয় কমলে ॥
প্রিয়তমে পেয়ে কাছে মন যাঁর ভরে আছে
আর কোন সাধ চিত্তে না হবে উদয়।
যদি ঘটে মৃত্যু সেও হয় যেন মধুময়
জগতের প্রিয়জনে তুচ্ছ মনে হয় ॥
পাইয়া পরশ তাঁর ঘুচে মিছে হাহাকার
ওই পদে সবকিছু করি সমর্পণ।
মৃত্যুর যাতনা যত মিলায় সকল ক্ষত
পরিপূর্ণ সুখে তার তৃপ্ত প্রাণমন ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

কর্মযোগ

অর্জুন উবাচ

জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন।
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিযোজয়সি কেশব ॥ ১

শব্দার্থ—

অর্জুনঃ (অর্জুন) উবাচ (বলিলেন) জনার্দন (হে কৃষ্ণ) চেৎ (যদি) কর্মণঃ (কর্ম অপেক্ষা) বুদ্ধিঃ (জ্ঞান) জ্যায়সী (শ্রেষ্ঠ) তে (আপনার) মতা (মত), তৎ (তাহা হইলে) কেশব (হে কৃষ্ণ) কিং (কিজন্য) ঘোরে (হিংসাত্মক) কর্মণি (কর্মে, যুদ্ধে) মাং (আমাকে) নিযোজয়সি (নিযুক্ত করিতেছেন) ? ১ ॥

অনুবাদ--

বুদ্ধি যোগ শ্রেষ্ঠ যদি হয় কর্ম হতে।
তবে কেন ক্রূর কর্ম বলহ করিতে ?

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২

শব্দার্থ—

ব্যামিশ্রেণ ইব (মিশ্রিত বা সন্দেহ-উৎপাদকরূপে প্রতীয়মান) বাক্যেন (বাক্যের দ্বারা) মে (আমার) বুদ্ধিং (বুদ্ধিকে) মোহয়সি ইব (মোহযুক্ত বা প্রাপ্ত করিতেছেন) যেন (যাহা দ্বারা) অহম্ (আমি) শ্রেয়ঃ (কল্যাণ) আপ্নুয়াম্ (লাভ করিতে পারি) তৎ (সেই) একং (একটি) নিশ্চিত্য (নিশ্চয় করিয়া) বদ (বলুন)। ২ ॥

অনুবাদ—

মিশ্রিত তোমার বাক্যে বুদ্ধি মোহগত।
নিশ্চয় করিয়া বল যাতে লভি হিত ॥

শ্রীভগবানুবাচ

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেণ যোগিনাম্॥ ৩

শব্দার্থ—

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বলিলেন) হে অনঘ (হে নিষ্পাপ অর্জুন) অস্মিন্ (এই) লোকে (জগতে) দ্বিবিধা (দুই প্রকার) নিষ্ঠা (স্থিতি) ময়া (বেদরূপী আমাকর্তৃক) পুরা (কল্পের প্রারম্ভে) প্রোক্তা (উক্ত হইয়াছে) জ্ঞানযোগেন (জ্ঞানযোগের দ্বারা) সাংখ্যানাং (সাংখ্য বা জ্ঞানের অধিকারিগণের) কর্মযোগেন (কর্মযোগের দ্বারা) যোগিনাম্ (কর্মযোগিগণের)। ৩ ॥

অনুবাদ—

বলেছি তোমায় পূর্বে নিষ্ঠা দু'প্রকার।
সাংখ্য যোগে জ্ঞানী কর্মী কর্মযোগে আর ॥ ৩

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪

শব্দার্থ—

কর্মণাম্ (কর্মের) ন আরম্ভাৎ (অনুষ্ঠান ব্যতীত) পুরুষঃ (মানুষ) নৈষ্কর্ম্যং (নিষ্ক্রিয় আত্মস্বরূপে অবস্থিতি) ন অশ্নুতে (লাভ করিতে পারেনা) সংন্নসনাৎ চ এব (কেবলমাত্র কর্ম ত্যাগ হইতে) সিদ্ধিং (নৈষ্কর্ম্য) ন সমধিগচ্ছতি (লাভ করিতে পারে না)। ৪ ॥

অনুবাদ—

কর্মত্যাগেই নৈষ্কর্ম্য লভ্য কভু নয়।
কর্ম ত্যাগে লভে সিদ্ধি তাহাও ত নয় ॥

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫

শব্দার্থ—

জাতু (কখনও) কশ্চিৎ (কেহ) ক্ষণম্ অপি (মুহূর্ত্তমাত্রও) অকর্মকৃৎ (কর্ম না করিয়া) ন হি তিষ্ঠতি (থাকিতে পারে না) হি (যেহেতু) প্রকৃতিজৈঃ (প্রকৃতিজাত) গুণৈঃ (গুণসমূহ) অবশঃ (অধীন, অস্বতন্ত্র) সর্বঃ (সকলকেই) কর্ম কার্য্যতে (কর্ম করায়)।৫॥

অনুবাদ—

ক্ষণকাল কর্ম ছাড়ি কে থাকিতে পারে।
প্রকৃতির বশে কর্ম সবাই যে করে॥ ৫

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥ ৬।

শব্দার্থ—

যঃ (যে) বিমূঢ়-আত্মা (মূঢ়ব্যক্তি) মনসা (মনের দ্বারা) কর্ম-ইন্দ্রিয়াণি (পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়) সংযম্য (সংযত করিয়া) ইন্দ্রিয়-অর্থান্ (ইন্দ্রিয়বিষয়সকল) স্মরন্ (স্মরণ করিয়া) আস্তে (অবস্থান করে) সঃ (সেই ব্যক্তি) মিথ্যাচারঃ (পাপাচার) বলিয়া উচ্যতে (উক্ত হয়)। ৬॥

অনুবাদ—

বাহিরে সংযত কিন্তু মন বিষয়েতে।
সেই মূঢ় মিথ্যাচারী ভুল নাই তাতে॥ ৬

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥ ৭

শব্দার্থ—

অর্জুন (হে পার্থ) তু (কিন্তু) যঃ (যিনি) ইন্দ্রিয়াণি (জ্ঞানেন্দ্রিয়-সমূহ) মনসা (বিবেকযুক্ত মনের দ্বারা) নিয়ম্য (সংযত করিয়া) অসক্তঃ (অনাসক্ত হইয়া) কর্ম-ইন্দ্রিয়ৈঃ (হাত পা পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় দ্বারা)

কর্মযোগম্ (কাজ) আরম্ভতে (আরম্ভ করেন) সঃ (তিনি) বিশিষ্যতে (বিশিষ্ট হন)। ৭॥

অনুবাদ—

মনদ্বারা ইন্দ্রিয়কে করিয়া দমন।
অনাসক্ত কর্মী যিনি সেই মহাজন॥ ৭

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ॥ ৮

শব্দার্থ—

ত্বং (তুমি) নিয়তং (নিত্য) কর্ম (কাজ) কুরু (কর) হি (যেহেতু) অকর্মণঃ (অকর্ম অপেক্ষা) কর্ম (কাজ) জ্যায়ঃ (শ্রেষ্ঠ) অকর্মণঃ (কর্মহান হইলে) তে (তোমার) শরীরযাত্রা অপি (দেহধারণও) ন প্রসিধ্যেৎ (নির্ব্বাহিত হইবে না)

অনুবাদ—

কর্ম ছাড়ি দেহ রক্ষা সম্ভব ত নয়।
নিত্যকর্ম কর পার্থ কর্ম শ্রেষ্ঠ হয়॥ ৮

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ ৯

শব্দার্থ—

যজ্ঞ অর্থাৎ (যজ্ঞের জন্য) কর্মণঃ (কর্মব্যতীত) অন্যত্র (অন্য কর্ম-অনুষ্ঠানে) অয়ং (এই) লোকঃ (কর্মাধিকারী লোক) কর্মবন্ধনঃ (কর্মে আবদ্ধ হয়) কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র) মুক্তসঙ্গঃ (আসক্তিমুক্ত হইয়া) তৎ-অর্থং (তাঁহার নিমিত্ত, ঈশ্বরোদ্দেশ্যে) কর্ম (কাজ) সমাচর (অনুষ্ঠান কর)।

অনুবাদ—

কর্মেতেই কর যজ্ঞ না হয়ে বন্ধন
যজ্ঞরূপে কর কর্ম অনাসক্ত মন।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০

শব্দার্থ—

পুরা (পূর্বে) প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা) সহযজ্ঞাঃ (যজ্ঞের সহিত) প্রজাঃ (জীবগণ) সৃষ্ট্বা (সৃষ্টি করিয়া) উবাচ (বলিয়াছিলেন) অনেন (ইহার দ্বারা, যজ্ঞ করিয়া) প্রসবিষ্যধ্বম্ (বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও)। ১০ ॥

অনুবাদ—

যজ্ঞ সহ প্রজা সৃষ্টি করি প্রজাপতি।
কহিলেন যজ্ঞে বৃদ্ধি যজ্ঞে ইষ্টগতি ॥ ১০

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥১১

শব্দার্থ—

অনেন (ইহাদ্বারা) দেবান্ (দেবতাগণকে) ভাবয়ত (ভাবনাকর) তে (সেই) দেবাঃ (দেবতাগণ) বঃ (তোমাদিগকে) ভাবয়ন্তু (ভাবনা করুন)। পরস্পরং (পরস্পর) ভাবয়ন্তঃ (ভাবনা দ্বারা) পরম্ (পরম) শ্রেয়ঃ (কল্যাণ, মঙ্গল) অবাপ্স্যথ (লাভ করিবে)।১১ ॥

অনুবাদ—

যজ্ঞে তোষি দেবগণে পাও বৃদ্ধি তাতে।
পরস্পর সংবর্দ্ধনে শ্রেয়ো লাভ যাতে।

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২

শব্দার্থ—

দেবাঃ (দেবতাগণ) যজ্ঞভাবিতাঃ (যজ্ঞের দ্বারা আরাধিত হইয়া) ইষ্টান্ (বাঞ্ছিত) ভোগান্ (ভোগ্যবস্তুসকল) বঃ (তোমাদিগকে) দাস্যন্তে (দান করিবেন) হি (যেহেতু) তৈঃ (তাঁহাদিগের দ্বারা।)

দত্তান্ (প্রদত্ত ভোগ্যবস্তু সকল) এভ্যঃ (ইহাদিগকে, দেবতাগণকে) অপ্রদায় (নিবেদন না করিয়া) যঃ (যিনি) ভুঙ্‌ক্তে (ভোগ করেন) সঃ (তিনি) স্তেনঃ এব (চেয়েই)। ১২ ॥

অনুবাদ—

দেবদত্ত ভোগ্য বস্তু দেবে নাহি দানি।
ভুঞ্জ যদি তাহলে ত চোর বলি গণি ॥

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩

শব্দার্থ—

যজ্ঞশিষ্ট-অশিনঃ (যজ্ঞাবশেষভোজী) সন্তঃ (শিষ্টগণ) সর্ব কিল্বিষৈঃ (সর্ব্বপাপ হইতে) মুচ্যন্তে (মুক্ত হন) তু (কিন্তু) যে (যাহারা) আত্মকারণাৎ (নিজের জন্য) পচন্তি (পাক করে) তে (সেই) পাপাঃ (পাপাচারগণ) অঘং (পাপ) ভুঞ্জতে (ভোজন করে)। ১৩ ॥

অনুবাদ—

যজ্ঞশেষ ভোজনেতে পাপ বিদূরিত।
নিজ হেতু রন্ধনেতে পাপই ভুঞ্জিত ॥

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ ॥
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥১৪

শব্দার্থ—

অন্নাৎ (অন্ন হইতে) ভূতানি (প্রাণিগণ) ভবন্তি (উৎপন্ন হয়) পর্জন্যাৎ (মেঘ হইতে) অন্নসম্ভবঃ (অন্নের সৃষ্টি হয়) যজ্ঞাৎ (যজ্ঞ হইতে যে অপূর্ব অদৃষ্ট ফল হয় তাহা হইতে) পর্জন্যঃ (মেঘ) ভবতি (হয়) যজ্ঞঃ (কর্মফল) কর্মসমুদ্ভবঃ (বৈদিক হোমাদি ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন)। ১৪ ॥

অনুবাদ—

অন্ন হতে জীবদেহ অন্ন মেঘ হতে ॥
যজ্ঞ হতে হয় মেঘ যজ্ঞ কর্ম হতে ॥ ১৪

কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥ ১৫

শব্দার্থ—

কর্ম (যজ্ঞাদি কর্ম) ব্রহ্ম-উদ্ভবং (বেদ হইতে উৎপন্ন) বিদ্ধি (জানিবে) ব্রহ্ম (বেদ) অক্ষরসমুদ্ভবং (অক্ষর হইতে বা পরমাত্মা হইতে সম্যগরূপে উদ্ভূত)। তস্মাৎ (অতএব) সর্বগতং (সর্বার্থ-প্রকাশক, সর্বব্যাপী) ব্রহ্ম (বেদ) নিত্যং (সদা) যজ্ঞে (যজ্ঞে) প্রতিষ্ঠিতম্ (অবস্থিত আছেন)। ১৫ ॥

অনুবাদ—

বেদ হতে কর্ম সৃষ্টি বেদে ব্রহ্ম রয়।
সর্বব্যাপী ব্রহ্ম তাই যজ্ঞে সুনিশ্চয় ॥ ১৫

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬

শব্দার্থ—

পার্থ (হে অর্জুন) যঃ (যে) ইহ (এই জগতে) এবং (এই প্রকারে) প্রবর্তিতং (স্থাপিত) চক্রং (কর্ম-চক্র) ন অনুবর্তয়তি (অনুষ্ঠান না করে) ইন্দ্রিয়-আরামঃ (ইন্দ্রিয়াসক্ত) অঘ-আয়ুঃ (পাপী) সঃ (সেই) মোঘং (বৃথা ব্যক্তি) জীবতি (জীবন ধারণ করে)। ১৬॥

অনুবাদ—

এইরূপ কর্মে যার মতি নাহি হয়।
ভোগাসক্ত পাপী সে তো বৃথা দেহ বয় ॥ ১৬।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭

শব্দার্থ—

তু (কিন্তু) যঃ (যেই) মানবঃ (ব্যক্তি) আত্মরতিঃ (পরমাত্মাতে প্রীত) আত্মতৃপ্ত এব চ (ও পরমাত্মাতেই তৃপ্ত) আত্মনি এব চ (এবং পরমাত্মাতেই) সন্তুষ্টঃ (পরিতুষ্ট) স্যাৎ (আছেন) তস্য (তাঁহার) কার্যং (কর্ত্তব্য) ন বিদ্যতে (নাই)। ১৭

অনুবাদ—

আত্মাতেই রতি যার সন্তোষ আত্মায়।
কর্মবাধ্য সে কখনো হয় না ধরায় ॥ ১৭।

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮

শব্দার্থ—

ইহ (এই জগতে) কৃতেন (কর্মানুষ্ঠান দ্বারা) তস্য (তাঁহার, আত্মজ্ঞের) অর্থঃ (প্রয়োজন) ন এব (নাই) অকৃতেন (কর্মের অকরণেও) কঃ-চন (কোন) [প্রত্যবায়] ন (নাই); সর্বভূতেষু চ (এবং কোন প্রাণীতেই) অস্য (ইহার) কঃ-চিৎ (কোন) অর্থ-ব্যপাশ্রয়ঃ (প্রয়োজনসম্বন্ধ) ন (নাই)। ১৮ ॥

অনুবাদ—

কৃত্যে বা অকৃত্যে যার লভ্য কিছু নয়।
প্রয়োজন নাহি তার কারো তরে রয় ॥ ১৮

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥ ১৯

শব্দার্থ—

তস্মাৎ (সেজন্য) অসক্তঃ (আসক্ত না হইয়া) সততং (সর্বদা) কার্য্যং (কর্তব্য) কর্ম (কর্ম) সমাচর (অনুষ্ঠান কর) হি (যেহেতু) পুরুষঃ (মানুষ) অসক্তঃ (নিষ্কাম হইয়া) কর্ম (কর্ম) আচরন্ (অনুষ্ঠান করিলে) পরম্ (মোক্ষ) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়)। ১৯ ॥

অনুবাদ—

কর্মে যদি অনাসক্ত হয় তব মন।
তাহাতেই পাবে মুক্তি পাবে মোক্ষধন ॥ ১৯

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি ॥ ২০

শব্দার্থ—

জনক-আদয়ঃ (জনক প্রভৃতি রাজর্ষিগণ) কর্মণা এব হি (নিষ্কাম কর্ম দ্বারাই) সংসিদ্ধিম্ (মোক্ষ) আস্থিতাঃ (লাভ করিয়াছিলেন) লোকসংগ্রহং এব অপি (লোককল্যাণের দিকেই) সংপশ্যন্ (দৃষ্টি রাখিয়া) [তোমার] কর্তুম্ অর্হসি (কর্ম করা উচিত) । ২০ ॥

অনুবাদ—

কর্মযোগে সিদ্ধ হয় জনকাদি যত।
করি কর্ম কর অন্যে স্বধর্মে নিরত ॥ ২০ ।

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ ২১

শব্দার্থ—

শ্রেষ্ঠঃ (প্রধান) জনঃ (ব্যক্তি) যৎ যৎ (যাহা যাহা) আচরতি (আচরণ করেন) ইতরঃ (সাধারণলোক) তৎ তৎ এব (তাহা তাহাই) [আচরণ করে] সঃ (তিনি) যৎ (যাহা) প্রমাণং (প্রামাণিক বলিয়া) কুরুতে (অনুষ্ঠান করেন) লোকঃ (অন্যলোক) তৎ (তাহাই) অনুবর্ততে (অনুসরণ করে) । ২১ ॥

অনুবাদ—

শ্রেষ্ঠের কর্মেতে হয় আদর্শ স্থাপন।
সেই কর্ম অনুসরি চলে অন্য জন ॥ ২১ ।

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি। ২২

শব্দার্থ—

পার্থ (হে অর্জুন) ত্রিষু (তিন) লোকেষু (লোকে) মে (আমার) কিঞ্চন (কিছু) কর্তব্যং (কর্তব্য) নাস্তি (নাই) ; ন অনবাপ্তম্ (অপ্রাপ্ত) অবাপ্তব্যং চ (ও প্রাপ্তব্য) ন (নাই) [তথাপি] কর্মণি এব (কর্মেই) বর্তে (ব্যাপৃত আছি)। ২২ ॥

অনুবাদ—

অপ্রাপ্য বা প্রাপণীয় মোর কিছু নাই।
তথাপি কর্ত্তব্য কর্ম করি যে সদাই ॥ ২২

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ২৩

শব্দার্থ—

পার্থ (হে অর্জুন) যদি (যদি) অহং (আমি) জাতু (কদাচিৎ) অতন্দ্রিতঃ (অনলস হইয়া) কর্মণি (কর্মে) ন বর্তেয়ং (না প্রবৃত্ত হই) মনুষ্যাঃ (মানবগণ) মম (আমার) বর্ত্ম হি (পথই, মার্গই) সর্বশঃ (সকল প্রকারে) অনুবর্তন্তে (অনুগমন করিবে) ২৩ ॥

অনুবাদ—

অনলস হয়ে যদি কর্ম নাহি করি।
কর্মহীন হবে লোক মোরে অনুসরি ॥ ২৩

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪

শব্দার্থ—

চেৎ (যদি) অহম্ (আমি) কর্ম (কাজ) ন (না) কুর্য্যাম্ (করি) ইমে (এই) লোকাঃ (লোকসকল) উৎসীদেয়ুঃ (বিনষ্ট হইবে) সঙ্করস্য চ (এবং বর্ণসঙ্করের) কর্ত্তা (কারক) স্যাম্ (হইব) ইমাঃ (এই) প্রজাঃ (জীবগণ) উপহন্যাম্ (বিনাশের হেতু হইব)। ২৪ ॥

অনুবাদ—

কর্মহীন হলে হবে বর্ণ-শঙ্কর প্রকাশ।
প্রজাধ্বংস হবে তাতে হবে লোক নাশ। ২৪ ॥

সক্তাঃ কর্ম্ণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫

শব্দার্থ—

ভারত (হে অর্জুন) অবিদ্বাংসঃ (অজ্ঞানিগণ) কর্মণি (কর্মে) সক্তাঃ (আসক্ত হইয়া) যথা (যেরূপ) কুর্বন্তি (কর্ম করেন) বিদ্বান্ (জ্ঞানী) অসক্তঃ (অনাসক্ত হইয়া) লোকসংগ্রহম্ (লোক-কল্যাণ) চিকীর্ষুঃ (করিবার ইচ্ছায়) তথা (সেইরূপ) কুর্যাৎ (কর্ম করিবেন)। ২৫ ॥

অনুবাদ—

আসক্তিতে করে কর্ম অজ্ঞানী যেমন।
অনাসক্ত জ্ঞানী কর্ম করয়ে তেমন ॥ ২৫

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্। ২৬

শব্দার্থ—

কর্মসঙ্গিনাম্ (কর্মে আসক্ত) অজ্ঞানাং (অজ্ঞানিগণের) বুদ্ধিভেদং (বুদ্ধির চালন) ন জনয়েৎ (জন্মাইবে না)। বিদ্বান্ (জ্ঞানী) যুক্তঃ (অবহিত হইয়া) সর্বকর্মাণি (সকলকর্ম) সমাচরন্ (অনুষ্ঠান করিয়া) [তাহাদিগকে] যোজয়েৎ (কর্মে নিযুক্ত রাখিবেন)। ২৬ ॥

অনুবাদ—

অজ্ঞানীর বুদ্ধিভেদ কভু না করিবে।
আচরি স্বধর্ম অজ্ঞে কর্মে নিয়োজিবে ॥ ২৬

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭

শব্দার্থ—

প্রকৃতেঃ (প্রকৃতির বা মায়ার) গুণৈঃ (গুণত্রয় দ্বারা) সর্বশঃ (সর্বপ্রকারে) কর্মাণি (সকল কর্ম) ক্রিয়মাণানি (সম্পন্ন হয়)। অহঙ্কার-বিমূঢ়-আত্মা (অহঙ্কারে যাঁহার বুদ্ধি আচ্ছন্ন তিনি) অহম্ (আমি) কর্তা (কারক) ইতি (এইরূপ) মন্যতে (মনে করেন) ।২৭॥

অনুবাদ—

প্রকৃতির গুণে কার্য্য হয় সম্পাদন।
আমি কর্তা ভাবে মূঢ় অহঙ্কারী জন ॥ ২৭

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮

শব্দার্থ—

মহাবাহো (হে মহাবীর) তু (কিন্তু) গুণকর্মবিভাগয়োঃ (গুণ ও কর্মবিভাগের) তত্ত্ববিৎ (তত্ত্বজ্ঞ) গুণাঃ (সত্ত্বগুণের পরিণাম ইন্দ্রিয়াদি সকল) গুণেষু (তমোগুণের পরিণাম শব্দরসাদি বিষয় সকলে) বর্তন্তে (প্রবৃত্ত রহিয়াছে) ইতি মত্বা (ইহা জানিয়া) ন সজ্জতে (আসক্ত হন না বা কর্তৃত্বাভিমান করেন না)। ২৮ ॥

অনুবাদ—

গুণ কর্ম ভেদ তত্ত্বে তত্ত্বজ্ঞে যে হয়
কর্মমূলে গুণ জেনে অনাসক্ত রয়। ২৮

প্রকৃতেগুর্ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯

শব্দার্থ—

প্রকৃতেঃ (প্রকৃতির) গুণসংমূঢ়াঃ (সত্ত্বাদিগুণবিমূঢ় ব্যক্তিগণ) গুণ-কর্মসু (গুণ এবং কর্মে, দেহেন্দ্রিয়াদিতে ও তাহাদের কর্মে) সজ্জন্তে (আসক্ত হন) কৃৎস্নবিৎ (সর্ববিৎ-আত্মজ্ঞ) তান্ (সেই সকল)

অকৃৎস্নবিদঃ (অল্পজ্ঞ) মন্দান্ (মন্দবুদ্ধিগণকে) ন বিচালয়েৎ (বিচলিত করিবেন না)

অনুবাদ—

প্রকৃতির গুণবশে কর্মাসক্ত যারা।
কর্মে মতি তাহাদের না করিবে ছাড়া। ২৯

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥ ৩০

শব্দার্থ—

সর্বাণি (সকল) কর্মাণি (কর্ম) ময়ি (আমাতে, পরমেশ্বরে) সংন্যস্য (সমর্পণ করিয়া) অধ্যাত্মচেতসা (বিবেকবুদ্ধি দ্বারা) নিরাশীঃ (নিষ্কাম) নির্মমঃ (মমতাহীন) বিগতজ্বরঃ (শোকশূন্য) ভূত্বা (হইয়া) যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর)। ৩০ ॥

অনুবাদ—

সমর্পিয়া কর্ম আর কর্মফল যত।
মমতা ও মোহ ত্যজি হও যুদ্ধে রত॥ ৩০

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ॥ ৩১

শব্দার্থ—

যে (যে সকল) মানবাঃ (মনুষ্য) শ্রদ্ধাবন্তঃ (শ্রদ্ধাযুক্ত) ন-অসূয়ন্তঃ (হিংসাশূন্য হইয়া) মে (আমার) ইদং (এই) মতম্ (মত) নিত্যম্ (সর্বদা) অনুতিষ্ঠন্তি (অনুষ্ঠান করেন) তে অপি (তাহারাও) কর্মভিঃ ([ধর্মাধর্মাখ্য] কর্মের কর্তৃত্ববুদ্ধি হইতে) মুচ্যতে (মুক্ত হন)। ৩১ ॥

অনুবাদ—

মম বাক্যে শ্রদ্ধাবান্ দোষদৃষ্টিহীন।
মম মত অনুসরি বন্ধ হয় ক্ষীণ। ৩১

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্ ।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২

শব্দার্থ—

তু (কিন্তু) যে (যাহারা) এতৎ (এই) মে (আমার) মতম্ (মত বা বাক্য) অভ্যসূয়ন্তঃ (নিন্দা করিয়া) ন অনুতিষ্ঠন্তি (অনুষ্ঠান করে না) তান্ (সেই) অচেতসঃ (অবিবেকীদিগকে) সর্বজ্ঞান-বিমূঢ়ান্ (সকলজ্ঞানরহিত) নষ্টান্ (বিনষ্ট) বিদ্ধি (জানিবে) । ৩২ ॥

অনুবাদ—

দোষ দৃষ্টে মম বাক্যে যার হয় মন।
ইষ্টভ্রষ্ট হতবুদ্ধি মূঢ় সেই জন। ৩২

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩

শব্দার্থ—

জ্ঞানবান্ অপি (জ্ঞানীও) স্বস্যাঃ (স্বীয়) প্রকৃতেঃ (স্বভাবের) সদৃশং (অনুরূপ) চেষ্টতে (চেষ্টা বা কার্য্য করেন) ভূতানি (ভূতগণ বা জীবগণ) প্রকৃতিং (প্রকৃতিকে বা স্বভাবকে) যান্তি (অনুগমন করে) নিগ্রহঃ (শাসন) কিং করিষ্যতি (কি করিবে ?) । ৩৩ ॥

অনুবাদ—

প্রকৃতির বশে কর্ম করে জ্ঞানিগণ।
ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ তাই ব্যর্থ আয়োজন ॥ ৩৩

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪

শব্দার্থ—

ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য (সকল ইন্দ্রিয়ের) অর্থে (বিষয়ে) রাগদ্বেষৌ (আসক্তি ও বিদ্বেষ) ব্যবস্থিতৌ (নির্দ্দিষ্ট আছে) তয়োঃ (সেই দুইটির) বশং (বশে) ন আগচ্ছেৎ (আসিবেনা) হি (যেহেতু)

তৌ (সেই দুইটি) অস্য (ইঁহার, মুমুক্ষু জীবের) পরিপন্থিনৌ (প্রতিকুল)। ৩৪ ॥

অনুবাদ—

বিষয়েতে ইন্দ্রিয়ের রাগ দ্বেষ রয়।
বশীভূত নাহি হোয়ো হলে ইষ্ট নয়। ৩৪

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫

শব্দার্থ—

সু-অনুষ্ঠিতাৎ (উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত) পরধর্ম্মাৎ (পরধর্ম হইতে) বিগুণঃ (দোষযুক্ত) স্বধর্ম্মঃ (নিজের ধর্ম) শ্রেয়ান্ (উৎকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ)। স্বধর্ম্মে (স্বীয় ধর্ম্মে) নিধনম্ (মৃত্যুও) শ্রেয়ঃ (কল্যাণকর) পরধর্ম্মঃ (অন্যের ধর্ম) ভয়াবহঃ (ভয়সঙ্কুল)। ৩৫ ॥

অনুবাদ—

দোষযুক্ত স্বধর্ম্মেও মৃত্যু শ্রেয়স্কর।
দোষহীন পরধর্ম তবু ভয়ঙ্কর ॥
আপনার ধর্ম্মে মৃত্যু হয় যদি তবু।
অপর ধর্ম্মেতে মতি করিবে না কভু ॥ ৩৫।

ব্যাখ্যা—

যতই সুন্দর হয় তবু তাহা ভাল নয়
পরধর্ম আনুগত্য করিও না ভাই।
নিজধর্ম্মে যাই হয় সবি জেন শুভময়
মৃত্যু যদি হয় হোক তাতে ক্ষতি নাই ॥
নিজধর্ম্মে সঁপি প্রাণ হও সবে আগুয়ান
ধর্ম হবে প্রাণ হতে প্রিয় প্রাণাধিক।
পরধর্ম ভয়াবহ সে পথে কভু না যাহ
ধর্ম পথে হরি হবে ধ্রুবতারা ঠিক ॥

অর্জুন উবাচ

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥ ৩৬

শব্দার্থ—

অর্জুনঃ (অর্জুন) উবাচ (বলিলেন)—বার্ষ্ণেয় (বৃষ্ণিবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ হে কৃষ্ণ) অথ কেন (কাহার দ্বারা) প্রযুক্তঃ (প্রেরিত হইয়া) অয়ং পুরুষঃ (এই মানুষ) অনিচ্ছন্ অপি (ইচ্ছা না থাকিলেও) বলাৎ (জোর করিয়া) নিয়োজিতঃ ইব (যেন নিযুক্ত হইয়া) পাপং (পাপ) চরতি (আচরণ করে)। ৩৬॥

অনুবাদ—

হে কৃষ্ণ আপন ইচ্ছা না থাকিলে তবু
কার প্রেরণায় নরে পাপ করে প্রভু।
মন্দ কর্মে যদি তার ইচ্ছা নাহি যায়
তবু বল প্রকাশিয়া কে যেন করায়॥ ৩৬।

ব্যাখ্যা—

পার্থ কন করজোড়ে দয়াময় বল মোরে
অনিচ্ছা থাকিতে কেন নরে পাপ করে।
মনে হয় যেন কেহ আকর্ষিয়া লহে সেহ
পাপ কর্ম আচরণে কিসে মোহ ভরে?
মন্দ কাজে ইচ্ছা যার নাহি হয় করিবার
তবু সেই পাপ কাজে লুব্ধ হয় কেন।
সত্য ও অসত্য জ্ঞান মনে যার বিদ্যমান
তবুও বিপথে মতি হয় তার যেন॥
কহ কহ দয়াময় কেন পাপে মতি হয়
তুমি ইচ্ছাময় সবই জানহ নিশ্চয়।
আমি অতি অভাজন কহ প্রভু নারায়ণ
পাপ পুণ্য তুমি ছাড়া কেহই ত নয়॥

শ্রীভগবানুবাচ

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥ ৩৭

শব্দার্থ—

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বলিলেন) এষঃ (ইহা) কামঃ (কাম) এষঃ (ইহা) ক্রোধঃ (ক্রোধ) রজোগুণসমুদ্ভবঃ (রজোগুণ হইতে উৎপন্ন) মহাশনঃ (ইহার ক্ষুধা অত্যন্ত প্রবল) মহাপাপ্মা (অতিশয় উগ্র) ইহ (মোক্ষের পথে) এনম্ (ইহাকে) বৈরিনং বিদ্ধি (শত্রু বলিয়া জানিবে)। ৩৭॥

অনুবাদ—

রজোগুণ হতে এই কাম ক্রোধ হয়
অত্যন্ত প্রবল উগ্র ক্ষুধা এর রয়।
কাম ক্রোধ দোঁহে যত অনর্থের মূল
জেন মনে ইহা তব মোক্ষ প্রতিকূল। ৩৭॥

ব্যাখ্যা—

পার্থের বচন শুনি হাসি কন গুণমণি
শুন সখা কাম ক্রোধ নরদেহে রাজে।
এরা দোহে ভিন্ন নয় কাম হতে ক্রোধ হয়
ইচ্ছাতে জন্মিলে বাধা রোষ মনমাঝে॥
কামনা পূরণ হলে নিবৃত্ত না হয় ফলে
অগ্নিতে ঘৃতের ন্যায় আরো ওঠে জ্বলে।
মানুষের বুদ্ধি জ্ঞান সব ঘটে অবসান
ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি ব্যাপ্ত করি চলে॥
ইন্দ্রিয় সকল হতে মন বুদ্ধি সবা হতে
শ্রেষ্ঠ আত্মা তারে আগে জানহ নিশ্চয়।
আত্মজ্ঞান হৃদে ধরি ইন্দ্রিয় সংযত করি
মন বুদ্ধি দিয়ে কামে কর পরাজয়॥

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্‌॥ ৩৮

শব্দার্থ—

যথা (যেমন) ধূমেন (ধূমের দ্বারা) বহ্নিঃ (আগুন), মলেন (ময়লার দ্বারা) আদর্শঃ (দর্পণ) আব্রিয়তে (আবৃত হয়) যথা (যেমন) উল্বেন (জরায়ু দ্বারা) গর্ভঃ (গর্ভ) আবৃতঃ (আবৃত থাকে) তথা (সেইরূপ) তেন (তাহার দ্বারা, কামের দ্বারা) ইদম্‌ (ইহা, জ্ঞান বা বিবেকবুদ্ধি) আবৃতম্‌ (আবৃত আছে) ৩৮॥

অনুবাদ—

অগ্নিধূমে, ময়লাতে আয়না ঢাকা হয়।
চর্মে গর্ভ, কামে জ্ঞান আবৃত যে রয় ॥৩৮

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥ ৩৯

শব্দার্থ—

কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র) জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানীর) নিত্য-বৈরিণা (চিরশত্রু) এতেন (এই) কামরূপেণ (তৃষ্ণারূপ) দুষ্পূরেণ (দুষ্পুরণীয়) অনলেন (আগুন দ্বারা) জ্ঞানম্‌ (জ্ঞান বা বিবেকবুদ্ধি) আবৃতঃ (আবৃত থাকে)। ৩৯॥

অনুবাদ—

নিত্য বৈরী এই কাম তৃপ্ত কভু নয়
তৃষ্ণারূপে এই কাম জ্ঞানে ঢেকে রয়।
জ্ঞানী জনে চির শত্রু জেন কাম হয়
বহু কষ্টে এ কামেরে কর তুমি জয়॥

ব্যাখ্যা—

কাম মহাশত্রু জেন ইহা নিজে স্থির মেন
এর কাছে মানিবেনা কভু পরাজয়।
জ্ঞানবুদ্ধি হরে লয় বিবেকের হয় ক্ষয়
তৃষ্ণারূপ কাম যেন না পায় প্রশ্রয়॥

কামের তৃষ্ণার শেষ নাহি জেন অবশেষ
ক্রমে ক্রমে সাধু জনে অসাধু সে করে।
সসর্প গৃহেতে বাস সম ঘটে সর্ব্বনাশ
কামেরে নরক জানি চলো হরি স্মরে ॥ ৩৯

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০

শব্দার্থ—

ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ) মনঃ (মন) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) অস্য (ইহার) অধিষ্ঠানম্ (আশ্রয়) উচ্যতে (উক্ত হয়)। এষঃ (এই কাম) এতৈঃ (ইহা দ্বারা) জ্ঞানম্ (বিবেক জ্ঞান) আবৃত্য (আবৃত করিয়া) দেহিনম্ (দেহাভিমানী জীবকে) বিমোহয়তি (ভ্রান্ত করে)। ৪০ ॥

অনুবাদ—

মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়েতে কাম বাস করে
বিমোহিত করি জীবে জ্ঞান তার হরে।
ইন্দ্রিয় আশ্রয় করি কাম গুপ্ত রয়
ক্ষণ মধ্যে প্রকাশিয়া সব করে লয় ॥ ৪০

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১

শব্দার্থ—

ভরত-ঋষভ (হে ভরতশ্রেষ্ঠ) তস্মাৎ (সেই হেতু) ত্বম্ (তুমি) আদৌ (প্রথমে) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ) নিয়ম্য (নিয়মিত করিয়া) পাপ্মানম্ (পাপরূপ) এনং (ইহাকে) প্রজহি (পরিহার কর) হি (যেহেতু) [ইহা] জ্ঞান-বিজ্ঞান-নাশনম্ (জ্ঞান ও বিজ্ঞাননাশক)।৪১॥

অনুবাদ—

সকল ইন্দ্রিয় পার্থ আগে বশ করি
নাশ কাম জ্ঞান বৈরী বিজ্ঞানের অরি।
এই কাম শ্রেষ্ঠ শত্রু মনে জেন স্থির
কাম জয়ী হয়ে তুমি চল রণে বীর। ৪১ ॥

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২

শব্দার্থ—

ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সকল) পরাণি ([স্থূল দেহ হইতে] শ্রেষ্ঠ) আহুঃ (কথিত হয়) ইন্দ্রিয়েভ্যঃ (ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে) মনঃ (মন) পরং (শ্রেষ্ঠ) মনসঃ তু (মন হইতেও) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) পরা (শ্রেষ্ঠ) তু (কিন্তু) যঃ (যিনি) [যিনি সকলের ভিতরে] সঃ (সেই আত্মা) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) পরতঃ (ঊর্ধ্বে দ্রষ্টা)। ৪২ ॥

অনুবাদ—

দেহ শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়াদি তারো বড় মন
মন হতে বুদ্ধি আত্মা জেন শ্রেষ্ঠ হন।
সবার ভিতরে যেই সবচেয়ে বড়
সেই আত্মা পরমাত্মা মনে চিন্তা কর ॥ ৪২

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩

শব্দার্থ—

মহাবাহো (হে মহাবীর) আত্মনা (আত্মা ও শুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা) আত্মানম্ (আত্মাকে, মনকে) সংস্তভ্য (স্থির করিয়া) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) পরম্ (সাক্ষীকে, আত্মাকে) এবং (এইরূপে) বুদ্ধ্বা (জানিয়া) দুরাসদম্ (দুর্জয়) কামরূপং (তৃষ্ণারূপ) শত্রুং (শত্রুকে) জহি (বিনাশ কর) ।৪৩॥

অনুবাদ—

বুদ্ধির অতীত আত্মা হয়ে অবগত
সমাধিস্থ হয়ে নাশ কাম দুর্বিনীত।
শুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা মনে করি লও জয়
বুদ্ধি দ্রষ্টা শ্রীহরিরে দেখ হৃদিময় ॥
দুর্জয় কামেরে জয়ী স্থির হলে মন।
সেই হৃদে বিরাজেন নিজে নারায়ণ ॥ ৪৩।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়

জ্ঞানযোগ

শ্রীভগবানুবাচ

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্ ।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১

শব্দার্থ-

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বলিলেন)—

অহং (আমি) বিবস্বতে (সূর্য্যকে) ইমম্ (এই) অব্যয়ম (অক্ষয়, ফলবান্) যোগং (যোগ) প্রোক্তবান্ (বলিয়াছিলাম) বিবস্বান্ (সূর্য্য) মনবে (মনুকে) প্রাহ (বলিয়াছিলেন) মনুঃ (মনু) ইক্ষ্বাকবে (ইক্ষ্বাকুকে) অব্রবীৎ (বলিয়াছিলেন) ॥ ১

অনুবাদ—

আমা হতে নিত্য-যোগ সূর্য্য জ্ঞাত হয় ।
সূর্য্য হতে মনু মনু ইক্ষ্বাকুকে কয় । ১

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২

শব্দার্থ—

পরন্তপ (হে শত্রুমর্দন অর্জুন) এবং (এইরূপে) পরম্পরা-প্রাপ্তম্ (পরম্পরা আগত) ইমং (এই যোগ) রাজ-ঋষয়ঃ (রাজর্ষিগণ) বিদুঃ (বিদিত হইয়াছিলেন) ইহ (এই জগতে) সঃ (সেই) যোগঃ (যোগ) মহতা (মহৎ বা দীর্ঘ) কালেন (কালে) নষ্টঃ (নষ্ট হইয়াছে) । ২

অনুবাদ—

রাজর্ষিরা পায় ইহা পরম্পরা ক্রমে।
নষ্ট প্রাপ্ত এই যোগ হল কাল ক্রমে॥ ২।

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্॥ ৩

শব্দার্থ—

ত্বং (তুমি) মে (আমার) ভক্তঃ (ভক্ত) সখা চ (ও সখা) অসি (হও) ইতি (এই জন্য) অয়ং (এই) সঃ (সেই) পুরাতনঃ (প্রাচীন) যোগঃ এব (যোগই) অদ্য (আজ) ময়া (আমার দ্বারা) তে (তোমাকে) প্রোক্তঃ (বলা হইল) হি (যেহেতু) এতৎ (ইহা) উত্তমম্ (উত্তম, গূঢ়) রহস্যম্ (রহস্য)॥ ৩।

অনুবাদ—

পুরাতন গোপনীয় এই যোগ যাহা।
সখা ভক্ত তোমা আজ কহিলাম তাহা॥ ৩।

অর্জ্জুন উবাচ

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্ বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি॥ ৪

শব্দার্থ—

অর্জুনঃ (অর্জুন) উবাচ (বলিলেন) ভবতঃ (আপনার) জন্ম (জন্ম) অপরং (পরবর্ত্তী) বিবস্বতঃ (সূর্য্যের) জন্ম (জন্ম) পরম্ (পূর্ববর্তী)। এতৎ (ইহা) কথং (কিরূপে) বিজানীয়াং (জানিব) ত্বম্ (আপনি) আদৌ (সৃষ্টির প্রারম্ভে) [সূর্যকে] প্রোক্তবান্ (বলিয়াছিলেন) ইতি (ইহা)। ৪॥

অনুবাদ—

সূর্য্যের জনম আগে তব জন্ম পরে
কেমনে বলিলে তাঁকে বল দেখি মোরে? ।৪॥

শ্রীভগবানুবাচ

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫

শব্দার্থ—

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—পরন্তপ অর্জুন (হে শত্রুতাপন অর্জুন) মে (আমার) তব চ (ও তোমার) বহূনি (বহু) জন্মানি (জন্ম) ব্যতীতানি (ব্যতীত হইয়াছে) অহং (আমি) তানি (সেই) সর্বাণি (সকল) বেদ (জানি) ত্বং (তুমি) ন বেত্থ (জান না)। ৫ ॥

অনুবাদ—

তোমার আমার পার্থ জন্ম হল কত।
তুমি নাহি জান তাহা আমি অবগত ॥ ৫

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬

শব্দার্থ—

অজঃ (জন্মরহিত) অব্যয়াত্মা (স্বভাবতঃ অলুপ্তজ্ঞানশক্তিবিশিষ্ট) সন্ অপি (হইয়াও) ভূতানাং (সর্বজীবের) ঈশ্বরঃ (ঈশনশীল, নিয়মনকারী) সন্ অপি (হইয়াও) স্বাম্ (নিজ) প্রকৃতম্ (প্রকৃতিকে) অধিষ্ঠায় (আশ্রয় করিয়া) আত্মমায়য়া (নিজের মায়া দ্বারা) সম্ভবামি (অবতীর্ণ হই)। ৬ ॥

অনুবাদ—

মায়াবলে প্রকৃতিতে হয়ে অধিষ্ঠিত।
অজ নিত্য প্রভু তবু জন্ম ধরি কত ॥ ৬।

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭

শব্দার্থ—

ভারত (হে অর্জুন) যদা (যখন) যদা হি (যখনই) ধর্মস্য (ধর্মের) গ্লানি (পতন) অধর্মস্য (অধর্মের) অভ্যুত্থানম্ (উত্থান) ভবতি (হয়)

তদা (তখন) অহম্ (আমি) আত্মানং (নিজেকে) সৃজামি (সৃষ্টি করি, দেহধারণ করি)। ৭ ॥

অনুবাদ—

ধর্মগ্লানি অধর্মের হয় যবে বাড়।
হেনকালে মোর জন্ম জান তত্ত্ব সার ॥
ধর্মের পতন হলে অধর্মের জয়
ভূলোকের রক্ষা তরে আমার উদয় ॥ ৭ ।

ব্যাখ্যা—

সহজ ধর্মের কথা মানবের মানবতা
ভোলে যবে আপনার বৃথা অহঙ্কারে।
তখনি উদয় হয় নিজে প্রভু দয়াময়
নিজ দুঃখ তুচ্ছ করি পূর্ণ অবতারে ॥
এত ভালো কে বাসিবে এ জগতে সে আসিবে
আপনার বৈকুণ্ঠের সব তেয়াগিয়া।
আমাদের প্রিয়তম নারায়ণ শ্রেয়তম
ভক্ত তরে কাঁদে যার স্নেহভরা হিয়া ॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮

শব্দার্থ—

সাধূনাং পরিত্রাণায় (সৎ ও ভালো লোকেদের উদ্ধারের জন্য) বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ (দুষ্টদের বিনাশের জন্য) ধর্মসংস্থাপনার্থায় (ধর্ম স্থাপনের জন্য) সম্ভবামি যুগে যুগে (আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। ৮ ॥

অনুবাদ—

এ জগতে সাধুদের পরিত্রাণ তরে
পাপীদের বিনাশিতে আসি বারে বারে।

ন্যায় সত্য ধর্ম এই ভাবে রক্ষা করি।
এ কারণে যুগে যুগে হেথা অবতরি ॥ ৮।

ব্যাখ্যা—

গোলোকবিহারী হরি ভূলোকের দুঃখ স্মরি
বারে বারে আসি হেথা অবতার হন।
ধরিয়া নরের কায়া কত কষ্ট কত মায়া
পান সেই জীবব্যথাহারী নারায়ণ ॥
যখনি পাপের ভারে পূর্ণ ধরা একেবারে
তখনি তাঁহার জেন হয়েছে উদয়।
শুধু দশ অবতার নহে জেন শেষ তার
মহা মানবের মাঝে সে যে মূর্ত্ত হয় ॥
বলে সেই স্নেহ ভরে কেন কাঁদ পাপ করে
মন হতে কালি গ্লানি মুছে ফেলে দাও।
সর্বজনে বাসো ভালো সব কালো হবে আলো
জীব শিব জানি সবে বুকে টেনে নাও ॥৮

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥ ৯

শব্দার্থ—

অর্জুন (হে পার্থ) যঃ (যিনি) মে (আমার) এবং (এই প্রকার) দিব্যান্ (অলৌকিক) জন্ম (দেহধারণ) কর্ম চ (এবং কাজ) তত্ত্বতঃ (যথার্থতঃ) বেত্তি (জানেন) সঃ (তিনি) মাম্ (আমাকে) এতি (প্রাপ্ত হন) দেহং (শরীর) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) পুনর্জন্ম (পুনর্জন্ম) ন এতি (প্রাপ্ত হন না)। ৯ ॥

অনুবাদ—

মম দিব্য জন্ম কর্ম তত্ত্বত জানিয়া
দেহ ত্যাগে পায় মোরে জন্ম না ধরিয়া।

আমার এ মায়াময় জন্ম তথ্য সার
জানে যেই সুধী দেহ না ধরেন আর ॥ ৯ ।

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০

শব্দার্থ—

বীতরাগভয়ক্রোধাঃ (আসক্তি, ভয় ও ক্রোধমুক্ত) মন্ময়াঃ (মদ্গত, আমাতে সমাহিতচিত্ত) মাম্ (আমাকে) উপাশ্রিতাঃ (আশ্রয়পূর্বক) জ্ঞানতপসা (জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা) পূতাঃ (শুদ্ধ হইয়া) বহবঃ (অনেকে) মদ্ভাবম্ (আমার ভাব, স্বরূপ) আগতাঃ (লাভ করিয়াছেন) । ১০ ॥

অনুবাদ—

রাগ ভয় ক্রোধ ছাড়ি আশ্রয়ে আমার ।
জ্ঞানে পূত হয়ে যোগী লভে মোরে আর ॥
রাগ ভয় ক্রোধ আদি আসক্তি ত্যাগিয়া ।
যেই মোরে সঁপে চিত্ত শুদ্ধচিত্ত হইয়া ॥
জ্ঞান তপস্যার দ্বারা মোরে প্রাপ্ত হয় ।
ব্রহ্ম লভি সেই জন দুঃখ করে জয় ॥ ১০ ।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ১১

শব্দার্থ—

যে (যাঁহারা) যথা (যে প্রকারে) মাং (আমাকে) প্রপদ্যন্তে (উপাসনা করেন) অহং (আমি) তান্ (তাঁহাদিগকে) তথা এব (সেইরূপ ফল প্রদান দ্বারা) ভজামি (দয়া করি) । পার্থ (হে পৃথা-পুত্র) মনুষ্যাঃ (মানুষেরা) সর্বশঃ (সকল প্রকারে) মম (আমার) বর্ত্ম (পথ) অনুবর্তন্তে (অনুসরণ করে) । ১১ ॥

অনুবাদ—

যে যেভাবে ভজে মোরে চলে যেই পথে ।
সেই ভাবে লভে মোরে চলে মনোরথে ॥

মোক্ষ জ্ঞান কাম্য বস্তু আর্তি নিবারণ।
যে কারণে ডাকে মোরে পায় সেই ধন ॥ ১১ ।

ব্যাখ্যা—

যে জন যা কিছু চায় নিশ্চয় তাহা সে পায়
সকাম নিষ্কাম হোক পায় সেই জন।
কিন্তু যেই সুধী জন পূজে তাঁরে চেয়ে মন
তাঁহারে লভিয়া হয় দুখ নিবারণ ॥
যাঁহার অধিক নাই শুধু তাঁকে ডাক ভাই
তারে পেলে আর সব তুচ্ছ মনে হয়।
জীব-ব্যথাহারী হরি আপনি সে আগুসরি
সর্ব্ব দুঃখ হতে তারে কোলে তুলি লয় ॥ ১১ ।

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা ॥ ১২

শব্দার্থ—

কর্মণাং (কাজের) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) কাঙ্ক্ষন্তঃ (কামনা করিয়া) ইহ (এইজগতে) দেবতাঃ (দেবতাদিগকে) যজন্তে (যজন করে) হি (যেহেতু) মানুষে (নরলোকে) ক্ষিপ্রং (শীঘ্র) কর্মজা (কর্মজনিত) সিদ্ধিঃ (ফল) ভবতি (হয়)। ১২ ॥

অনুবাদ—

কর্মসিদ্ধি তরে পূজি দেবতা সকল
ইহ জন্মে লভে তারা অতি শীঘ্র ফল।
কামনা না করি যেই পূজে সে চরণ
সর্ব্ব দুঃখ সর্ব্ব তাপ হয় নিবারণ। ১২।

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩

শব্দার্থ—

ময়া (আমার দ্বারা) গুণ-কর্ম-বিভাগশঃ (গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুযায়ী) চাতুর্বর্ণ্যং (চারিবর্ণ) সৃষ্টং (উৎপাদিত হইয়াছে)। তস্য (তাহার) কর্তারম্ অপি (স্রষ্টা হইলেও) মাম্ (আমাকে) অব্যয়ম্ (অব্যয়) অকর্তারং (অকর্তা) বিদ্ধি (জানিবে)। ১৩ ॥

অনুবাদ—

গুণ আর কর্মভেদে বর্ণ চতুষ্টয়
সৃজি আমি তবু কর্তা নহি সুনিশ্চয়।
মায়াময় রূপ মোর বুঝিতে কে পারে ?
কর্তা হয়ে কর্তা নই দেখ ব্যবহারে।
কর্ম করি কর্মফলে নাহি অধিকার
আপনি আচরি শিক্ষা দিই বারবার ॥ ১৩

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে ॥১৪

শব্দার্থ—

কর্মাণি (কর্মসমূহ) মাং (আমাকে) ন লিম্পন্তি (স্পর্শ করে না) মে (আমার) কর্মফলে (কর্মফলের) ন স্পৃহা (আকাঙ্ক্ষা নাই) ইতি (এইরূপ) যঃ (যিনি) মাম্ (আমাকে) অভিজানাতি (জানেন) সঃ (তিনি) কর্মভিঃ (কর্মসমূহদ্বারা) ন বধ্যতে (বদ্ধ হননা)। ১৪ ॥

অনুবাদ—

কর্মফলে নাহি স্পৃহা কর্মে লিপ্ত নয়
হেনরূপে জানে মোরে কর্মবদ্ধ নয়।
কর্মের আকাঙ্ক্ষা নাই কর্মে বাধা নই
ফলাফল আশাতীত মোরে লভে সেই ॥ ১৪।

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্ ॥ ১৫

শব্দার্থ—

এবং (এইরূপ) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) পূর্বৈঃ (প্রাচীন) মুমুক্ষুভিঃ অপি (মুমুক্ষুগণ দ্বারাও) কর্ম (নিষ্কাম কর্ম) কৃতং (অনুষ্ঠিত হইয়াছে) তস্মাৎ (অতএব) ত্বং (তুমি) পূর্বৈঃ (প্রাচীনগণ কর্তৃক) পূর্বতরং (পূর্বে) কৃতম্ (অনুষ্ঠিত) কর্ম এব (কর্মই) কুরু (কর)। ১৫ ॥

অনুবাদ—

এই তত্ত্ব জেনে পূর্বে মুক্তিকামী নর।
যা করেছে সেই কর্ম কর নিরন্তর ॥ ১৫ ।

কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১৬

শব্দার্থ—

কিং (কি) কর্ম (কর্ম) কিম্ (কি) অকর্ম (অকাজ) ইতি অত্র (এই বিষয়ে) কবয়ঃ অপি (কবিগণও) মোহিতাঃ (ভ্রান্ত) যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) অশুভাৎ (অশুভ হইতে) মোক্ষসে (মুক্ত হইবে) তৎ (সেই) কর্ম (কর্ম ও অকর্ম) তে (তোমাকে) প্রবক্ষ্যামি (বলিব)। ১৬ ॥

অনুবাদ—

কর্ম ও বিকর্ম তত্ত্বে জ্ঞানী মুগ্ধ হয়
কর্ম তত্ত্ব বলি শোন যাতে দুঃখ ক্ষয়।
পণ্ডিতগণেরও জেন এতে ভ্রান্তি আসে।
যা জানিলে বদ্ধ নাহি হবে কর্মপাশে ॥ ১৬

কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ ॥ ১৭

শব্দার্থ—

কর্মণঃ অপি ([শাস্ত্রবিহিত] কর্মেরও) [তত্ত্ব] বোদ্ধব্যম্ (জ্ঞাতব্য) বিকর্মণঃ চ (এবং নিষিদ্ধ কর্মের তত্ত্ব) বোদ্ধব্যম (জ্ঞাতব্য) অকর্মণঃ

চ (এবং কর্মাভাবের তত্ত্ব) বোদ্ধব্যং (জ্ঞাতব্য) হি (কারণ) কর্মণঃ (কর্ম, কর্মাভাব ও নিষিদ্ধ কর্মের) গতিঃ (তত্ত্ব, যাথার্থ্য) গহনা (জটিল, দুর্জ্ঞেয়)। ১৭ ॥

অনুবাদ—

কর্ম ও অকর্ম তত্ত্ব হয়ে অবহিত
তবে কর্মে রত হও হয়ে স্থিরচিত।
দুর্জ্ঞেয় কর্মের তত্ত্ব নাহি পারাবার
কোন্ কর্মে কি যে ফল বোঝা বড় ভার ॥ ১৭।

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥ ১৮

শব্দার্থ—

যঃ (যিনি) কর্মণি (কর্মে) অকর্ম (কর্মাভাব) চ যঃ (এবং যিনি) অকর্মণি (কর্মাভাবে) কর্ম (কর্ম) পশ্যেৎ (দেখেন) সঃ (তিনি) যুক্তঃ (যোগযুক্ত) কৃৎস্নকর্মকৃৎ (সর্বকর্মের কৃতকৃত্য কর্তা) ১৮ ॥

অনুবাদ—

কর্মে যে অকর্ম জানে বোঝে তথ্য বেশ
অকর্মেতে কর্ম পেয়ে পূজে পরমেশ।
জ্ঞানী যোগযুক্ত সেই জানে তথ্য সার
সর্ব কর্ম কর্তা সেই জানে সারাৎসার ॥ ১৮।

ব্যাখ্যা—

প্রবৃত্তির কর্তা নয় নিবৃত্তিও তার নয়
জানে মনে যা করান করি আমি তাই।
সেই জ্ঞানী সুধীজন কর্ম হতে দূরে র'ন
জানে সেই আত্মা তরে কর্ম কিছু নাই ॥
শরীর ইন্দ্রিয় যত সবি তার পদানত
সুখ দুঃখে তুচ্ছ জানি যোগযুক্ত যেই।
তারি কর্মে অধিকার কর্ম পূজা উপচার
তার কর্ম শ্রেষ্ঠ এতে কোন ভুল নেই ॥

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥ ১৯

শব্দার্থ—

যস্য (যাঁহার) সর্বে (সকল) সমারম্ভাঃ (চেষ্টা) কামসংকল্পবর্জিতাঃ (ফলতৃষ্ণারহিত) বুধাঃ (জ্ঞানীগণ) জ্ঞান-অগ্নি-দগ্ধ-কর্মাণং (জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা দগ্ধকর্মা) তম্ (তাঁহাকে) পণ্ডিতম্ (পণ্ডিত) আহুঃ (বলেন)। ১৯॥

অনুবাদ—

কামনা বাসনা ছাড়ি যিনি কর্মে রত।
জ্ঞানদগ্ধ কর্ম তার বিজ্ঞ বলি খ্যাত॥ ১৯

ব্যাখ্যা—

যাহার সকল কাজ কামনাতে পায় লাজ
জ্ঞান অগ্নি দ্বারা কাজ দগ্ধ যার হয়।
সংকল্পরহিত কর্ম সবাচেয়ে বড় ধর্ম
প্রকৃত পণ্ডিত বলি শাস্ত্রে তারে কয়॥

ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥ ২০

শব্দার্থ—

সঃ (তিনি) কর্মফল-আসঙ্গং (কর্মফলে আসক্তি) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) নিত্যতৃপ্তঃ (সদাতৃপ্ত) নিরাশ্রয়ঃ (নিরালম্বন) কর্মণি (কর্মে) অভিপ্রবৃত্তঃ অপি (প্রবৃত্ত হইয়াও) কিঞ্চিৎ এব (কিছুই) ন করোতি (করেন না)। ২০

অনুবাদ—

ফলাসক্তি ত্যজি কর্ম করে যেই জন
করিলেও কর্ম তিনি কর্তা কভু নন।
কর্ম করে, মনে জানে হরি নারায়ণ
যা করান তাই করি, নিজে কেহ নন॥ ২০।

ব্যাখ্যা—

জনক ঋষির মত এর কাজ অবিরত
সবার কল্যাণ তরে লয় কর্মভার।
আত্মজ্ঞানী এই জন অহং-এতে মত্ত নন
ফল আশা ছাড়ি কাজ করে অনিবার। ২০

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ২১

শব্দার্থ—

নিরাশীঃ (যিনি কামনাশূন্য) যতচিত্ত-আত্মা (যাঁহার হৃদয় ও দেহেন্দ্রিয় সংযত) ত্যক্ত-সর্ব্ব-পরিগ্রহঃ (যিনি সর্ব প্রকার ভোগ্য বস্তু ত্যাগী) কেবলং (অভিমানহীন হইয়াও) শারীরং (শরীররক্ষোপযোগী কর্ম (বাহ্য চেষ্টা) কুর্বন্ (করিয়া) কিল্বিষম্ (অনিষ্ট, পাপ ও পুণ্য) ন আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন না)। ২১॥

অনুবাদ—

নিষ্কাম সকল ভোগ ত্যাগ করে যেই
সংযত ইন্দ্রিয় সব অভিমান নেই।
শরীর ধারণ তরে কর্ম শুধু করে
জ্ঞাননিষ্ঠ যোগী সেই পাপ যায় সরে॥ ২১।

ব্যাখ্যা—

কামনাহীন যে মন সবার আরাধ্য ধন
সেই মনে পেলে হরি তবে পাওয়া যায়।
মন যার জ্ঞানভরা তারি হৃদি মনোহরা
শ্রীহরি মন্দির হৃদি আলোকিত তায়॥
হরিপদে নিজ প্রাণ নিঃশেষে করেছে দান
মনে তার অহঙ্কার নাই কণা লেশ।
পাপ পুণ্য মিছে তার সবি সেথা একাকার
তারি হৃদে বিরাজেন নিজে হৃষীকেশ॥ ২১

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥ ২২

শব্দার্থ—

যদৃচ্ছা-লাভ-সন্তুষ্টঃ (বিনা প্রার্থনায় যাহা পাওয়া যায় তাহাতেই সন্তুষ্ট) দ্বন্দ্বাতীতঃ (সুখে দুঃখে যিনি বিচলিত নন) বিমৎসরঃ (যাঁহার শত্রু নাই) সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ (সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে) সমঃ (যিনি সমান থাকেন) কৃত্বা অপি (কর্ম করিয়াও) ন নিবধ্যতে (নিবদ্ধ হন না) ২২॥

অনুবাদ—

না চাহিতে যা পেয়েছে তাহে সুখী জন
বিরোধী ভাবের যিনি বশীভূত নন।
সিদ্ধি ও অসিদ্ধি যিনি সবের অতীত
কর্ম করিলেও তিনি বন্ধন রহিত॥ ২২।

ব্যাখ্যা—

আমরা যে কাজ করি এই ইহ জন্মভরি
তারি ফল পর জন্মে ভোগ জেন হয়।
কিন্তু যিনি নিজ মন বশীভূত করে রন
কর্মফল ভোগ জেন তাঁর তরে নয়॥
যার কিছু কাম্য নাই ধর্ম পথে চলে ভাই
আপন কর্তব্য পালি রহে তুষ্ট মনে।
শীত গ্রীষ্ম লাভ ক্ষতি সুখে দুঃখে সমমতি
সিদ্ধি ও অসিদ্ধি দোঁহে এক বলি গণে॥
এইরূপে যেই জন কর্ম করে সমাপন
তার ফল তাঁরে কভু নিতে নাহি হয়।
কর্মফল ভোগ তরে জন্মি মোরা বারে বারে
তার জেন মোক্ষ লাভ অতি সুনিশ্চয়॥ ২২।

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥ ২৩

শব্দার্থ—

গতসঙ্গস্য (আসক্তিবর্জিত), মুক্তস্য (অভিমানমুক্ত) জ্ঞান-অবস্থিত-চেতসঃ (আত্মজ্ঞানে অবস্থিতচিত্ত ব্যক্তির) যজ্ঞায় (যজ্ঞের নিমিত্ত) আচরতঃ (আচরণকারীর) সমগ্রং (সমস্ত) কর্ম (কাজ) প্রবিলীয়তে (বিলীন হয়) ২৩॥

অনুবাদ—

মোহমুক্ত জ্ঞানে স্থিত কামনা বিহীন
যজ্ঞার্থে করিলে কর্ম তাহা হয় লীন।
আসক্তিতে মুক্ত মন জ্ঞানী যেই জন
তার কর্ম নিজে হরি করেন গ্রহণ॥ ২৩।

ব্যাখ্যা—

রাগ দ্বেষ নাই যার শুধু হরি প্রেম সার
স্বতঃস্ফূর্ত্ত জ্ঞান তার কর্ম হল শেষ।
যতকিছু কর্ম তার হরি পূজা উপচার
দুহাত বাড়ায়ে নেন নিজে কমলেশ॥
কমল নয়ন তাঁর কণ্ঠেতে কৌস্তুভহার
শিরে শোভে শিখি পাখা গলে বনমালা।
রাতুল চরণ যার হেরি যায় হাহাকার
তাঁহারি পদেতে প্রাণ উজাড়িয়া ঢালা॥ ২৩

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা॥ ২৪

শব্দার্থ—

অর্পণং (হোমাগ্নিতে হবনীয় দ্রব্যের অর্পণ) ব্রহ্ম (ঈশ্বর) এবং হবিঃ (অস্ত কর্ত্তৃক যাহা হবি বা ঘৃত বলিয়া গৃহীত তাহাকে) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম

বলিয়া দর্শন করেন) ব্রহ্ম-অগ্নৌ (হোমাগ্নিকে ব্রহ্মরূপ দর্শন করেন) ব্রহ্মণা (হোমের কর্তাকে) হুতম্ (হোমক্রিয়াকে ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন) তেন (সেই) ব্রহ্মকর্মসমাধিনা (ব্রহ্মরূপ কর্মে সমাহিতচিত্ত ব্যক্তির) গন্তব্যং (প্রাপ্তব্য ফলকে) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন)। ২৪ ॥

অনুবাদ—

ঘৃত অগ্নি হোম হোতা শ্রুবাদি নিচয়
ব্রহ্মে জানি ব্রহ্ম কর্মে ব্রহ্মলাভ হয়।
হবনীয় দ্রব্য আর যজ্ঞ যেই করে
সবের মাঝেতে সেই ব্রহ্মকেই হেরে ॥ ২৪।

ব্যাখ্যা—

সে যজ্ঞের ফল যাহা শ্রীহরিচরণে আহা
সবি মিশে একাকার কিছু নাহি রয়
ব্রহ্মপদে মন যার নিঃশেষে অর্পিত সব
তার কিগো ফল-আশা বিন্দুমাত্র রয় ?
শ্রেষ্ঠ ফল ব্রহ্ম ধন চিত্তে আলোকিত রন
আর চাহিবার তার কিছুই ত নাই।
রাজীব-লোচন হরি নিজে সেথা অবতরি
সব চাওয়া মিটাইয়া দেন জেন ভাই ॥ ২৪।

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫

শব্দার্থ—

অপরে (অন্যান্য) যোগিনঃ (যোগীগণ) দৈবম্ (দেবতাপূজারূপ যজ্ঞম্ এব (যজ্ঞই) পর্য্যুপাসতে (উপাসনা, অনুষ্ঠান করেন)। অপরে (অন্য কেহ) ব্রহ্ম অগ্নৌ (নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে) যজ্ঞেন এব (যজ্ঞের দ্বারা) যজ্ঞম্ (যজ্ঞকে) উপজুহ্বতি (আহুতি দেন) ॥ ২৫।

অনুবাদ—

এইভাবে দৈব যজ্ঞ করে কোন যোগী
ব্রহ্মাগ্নিতে আত্মাহুতি দেয় সুধী যোগী।
কোন যোগী দেবপূজা ভাবি যজ্ঞ করে
কেহ যজ্ঞে ব্রহ্ম দেখি আত্মা সঁপে তারে॥ ২৫

ব্যাখ্যা—

যজ্ঞ অগ্নি মূর্তিমান ব্রহ্মে হেরে মতিমান
তার মাঝে আপনারে অঞ্জলি সে দেয়।
আপনাকে সমর্পিয়া ধন্য হয় তার হিয়া
সে ভক্তেরে হরি নিজে কোলে তুলি নেয়॥
পাইয়া পরশ তাঁর মিটে সব হাহাকার
ব্রহ্মে লীন হয়ে ধন্য হয় সেইজন।
সবকালো আলো হয় অভিন্ন হইয়া যায়
পরশ করিয়া সেই পরশরতন॥

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি॥ ২৬

শব্দার্থ—

অন্যে (অন্য কোন কোন যোগী) শ্রোত্র-আদীনি (কর্ণাদি) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সকলকে) সংযম-অগ্নিষু (সংযম-রূপ অগ্নিতে) জুহ্বতি (আহুতি দেন) অন্যে (অন্য কোন কোন যোগী) শব্দ-আদীন্ (শব্দাদি) বিষয়ান্ (বিষয়সমূহকে) ইন্দ্রিয়-অগ্নিষু (ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে) জুহ্বতি (আহুতি দেন)। ২৬॥

অনুবাদ—

ইন্দ্রিয় অর্পণ করি সংযম অগ্নিতে
কেহবা আহুতি দেয় ইন্দ্রিয় অগ্নিতে।
কর্ণাদি ইন্দ্রিয় কেহ সংযমের তরে
সংযমে আহুতি দেন অতিনিষ্ঠা ভরে॥

ব্যাখ্যা—

ইন্দ্রিয় আহুতি দাও সংযম আগুন নাও
অবিচল দৃঢ়ভাবে সংযমেতে রত।
শব্দাদি শ্রবণ সাথে মন যদি নামে মাতে
জেন তাহা যজ্ঞ সম ফল লভে তত॥
সকল ইন্দ্রিয়চয় হয় যদি হরিময়
রূপে রসে ধ্যানে গানে ভরা থাকে প্রাণ।
নিত্য হোম অহরহ তার মাঝে স্থির রহ
আপনি আসিবে কাছে নিজে ভগবান্॥

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে॥ ২৭

শব্দার্থ—

অপরে (অন্য কোন কোন যোগী) জ্ঞানদীপিতে (জ্ঞান-প্রদীপ্ত) আত্মসংযম-যোগ-অগ্নৌ (আত্মসংযম-যোগরূপ অগ্নিতে) সর্বাণি (সকল) ইন্দ্রিয়কর্মাণি (ইন্দ্রিয়কর্ম) প্রাণকর্মাণি চ (ও প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর কর্ম-সমূহ) জুহ্বতি (আহুতি দেন)। ২৭॥

অনুবাদ—

জ্ঞানদীপ্ত যত চিত্ত যোগাগ্নিতে হয়
দেহ প্রাণ কর্ম তাকে কেহ সমর্পয়।
আত্মাতে সংযম-রূপ বিবেক আগুনে
ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদি দশ দেয় গুণে গুণে॥ ২৭।

ব্যাখ্যা—

সত্যকার জ্ঞানীজন জ্ঞানদীপ জ্বেলে রন
আপন ইন্দ্রিয় সব আহুতি যে দেন।
আত্মার সংযম তরে বিবেকেরে সঙ্গে করে
সকল আহুতি দিয়ে আত্মজ্ঞান নেন॥

যোগরূপ অগ্নি জ্বেলে কাম লোভ মোহ ফেলে
আপনি এসব হতে মুক্তি লভে যেই।
সে হরির প্রিয়তম যোগী সেই শ্রেয়তম
তার যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ এতে ভুল নেই।। ২৭

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাঽপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮

শব্দার্থ—

অপরে (অপর কোন কোন যোগী) দ্রব্যযজ্ঞাঃ (দ্রব্যযজ্ঞনিষ্ঠ) তপোযজ্ঞাঃ (তপোযজ্ঞপরায়ণ) যোগযজ্ঞাঃ (প্রাণায়ামাদি যোগরূপ যজ্ঞপরায়ণ) তথা (এবং) সংশিতব্রতাঃ (দৃঢ়ব্রত) যতয়ঃ (যতিগণ) স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ চ (বেদাভ্যাস ও বেদার্থনিশ্চয়রূপ যজ্ঞপরায়ণ) ।। ২৮।

অনুবাদ—

দ্রব্যযজ্ঞ তপোযজ্ঞ যোগযজ্ঞ আদি ।
স্বাধ্যায় ও জ্ঞানযজ্ঞে দৃঢ়ব্রত যতি ॥ ২৮

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ ২৯

শব্দার্থ—

তথা (আবার) অপরে (অন্যান্য যোগী) অপানে (অপানবায়ুতে) প্রাণং (প্রাণবায়ুকে) প্রাণে (প্রাণবায়ুতে) অপানং (অপানবায়ুকে) জুহ্বতি (আহুতি দেন) এবং প্রাণ-অপানগতী (প্রাণ ও অপান বায়ুর গতিকে) রুদ্ধ্বা (রোধ করিয়া) প্রাণায়ামপরায়ণাঃ (প্রাণায়াম-পরায়ণ হইয়া থাকেন)। ২৯ ॥

অনুবাদ—

প্রাণেতে অপান সঁপি অপানেতে প্রাণ।
উভগতি রোধে কেহ প্রাণায়ামে যান ॥ ২৯

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ ॥ ৩০

শব্দার্থ—

অপরে (অন্যান্য যোগী) নিয়ত-আহারাঃ (সংযতাহারী হইয়া) প্রাণান্ (প্রাণবায়ুসমূহকে) প্রাণেষু (প্রাণবায়ুসকলে) জুহ্বতি (হোম করেন)। এতে (এই) সর্বে (সকল) যজ্ঞবিদঃ অপি (যজ্ঞবিদ্‌গণও) যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ (যজ্ঞ দ্বারা নিষ্পাপ হন)। ৩০ ॥

অনুবাদ—

যজ্ঞবেত্তা যজ্ঞদ্বারা করি পাপক্ষয়
যজ্ঞান্তে অমৃত-ভোজী ব্রহ্মে হয় লয় ॥ ৩০

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১

শব্দার্থ—

যজ্ঞশিষ্ট-অমৃত-ভুজঃ (যজ্ঞাবশেষরূপ অমৃতভোজিগণ) সনাতনম্ (সনাতন) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) যান্তি (লাভ করেন)। কুরুসত্তম (হে কুরুশ্রেষ্ঠ)। অয়ং (এই) লোকঃ (জগৎ) অযজ্ঞস্য (যজ্ঞহীন ব্যক্তির) ন অস্তি (নাই) অন্যঃ (অন্য, ব্রহ্মলোক) কুতঃ (কোথায়) ? ৩১ ॥

অনুবাদ—

যদি কেহ এই সব যজ্ঞ নষ্ট করে
ইহলোক নষ্ট তার পরলোক দূরে ॥ ৩১

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২

শব্দার্থ—

ব্রহ্মণঃ (বেদরূপ ব্রহ্মের) মুখে (দ্বারে) এবং (এইরূপে) বহুবিধাঃ (বহুবিধ) যজ্ঞাঃ (যজ্ঞসমূহ) বিততাঃ (ব্যাখ্যাত হইয়াছে) তান্

(সেই) সর্বান্ (সকলকে) কর্মজান্ (কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কর্মজাত) বিদ্ধি (জানিবে) এবং (এইরূপে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) বিমোক্ষ্যসে (বিমুক্ত হইবে) ৩২ ॥

অনুবাদ—

বেদজাত যজ্ঞ যত কর্ম-সাধ্য হয়।
ইহা জানি পাবে তুমি মুক্তি সুনিশ্চয় ॥
কায়িক বাচনিক আর যজ্ঞ মননেতে।
। কিছু সকল যজ্ঞ পূর্ণ জ্ঞান হতে ॥
আমি আত্মা মুক্ত নিত্য সত্য ইহা জেনে।
যেজন চলিবে পথ মুক্তি লবে জিনে ॥ ৩২।

শ্রেয়ান দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্মাখিলং পার্থ। জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩

শব্দার্থ—

পরন্তপ (শত্রুদমন) দ্রব্যময়াৎ (দ্রব্যদ্বারানিষ্পাদিত) যজ্ঞাৎ (যজ্ঞ অপেক্ষা) জ্ঞানযজ্ঞঃ (জ্ঞানরূপ যজ্ঞ) শ্রেয়ান (প্রশস্ততর) পার্থ (হে অর্জুন) সর্বম্ (সকল) অখিলং (নিরবশেষ) কর্ম (যজ্ঞাদি কর্ম) জ্ঞানে (ব্রহ্মজ্ঞানে) পরিসমাপ্যতে (পরিসমাপ্ত হয়) ৩৩ ॥

অনুবাদ—

দ্রব্যযজ্ঞ হতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযজ্ঞ হয়।
জ্ঞানেতেই সর্ব কর্ম হয়ে থাকে লয় ॥
জ্ঞান যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ তাতে কোন ভুল নাই
জ্ঞান দ্বারা লভ্য হয় জগত গোঁসাই ॥ ৩৩

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪

শব্দার্থ—

[যে বিধি দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়] প্রণিপাতেন (দীর্ঘ প্রণাম দ্বারা) পরিপ্রশ্নেন (বিনীত জিজ্ঞাসা দ্বারা) সেবয়া (গুরুর সেবাদ্বারা) বিদ্ধি (জানিও)। জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানী) তত্ত্বদর্শিনঃ (তত্ত্বদর্শী) তে (তোমাকে) জ্ঞানম্ (ব্রহ্মজ্ঞান) উপদেক্ষ্যন্তি (উপদেশ দিবেন)। ৩৪ ॥

অনুবাদ—

প্রণিপাত সেবা আর জিজ্ঞাসার দ্বারা
তত্ত্বদর্শী হতে জ্ঞান লাভ মৃত্যুহরা।
বিনয়ে লুণ্ঠিত হয়ে যাহা জানিবার
গুরুরে তুষিয়া জান যেই তত্ত্ব সার ॥ ৩৪

যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৫

শব্দার্থ—

পাণ্ডব (হে অর্জুন) যৎ (যাহা আমার দ্বারা উপদিষ্ট জ্ঞান) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) পুনঃ (পুনরায়) এবং (এই প্রকার) মোহম্ (মোহ) ন যাস্যসি (প্রাপ্ত হইবে না। যেন (যাহার দ্বারা) অশেষেণ (নিরবশেষ ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত) ভূতানি (ভূতসকলকে) আত্মনি (আত্মাতে) অথো (এবং) ময়ি (আমাতে) দ্রক্ষ্যসি (দেখিবে)। ৩৫ ॥

অনুবাদ—

আত্মা সর্বভূতময় প্রথমে দেখিয়া।
আমাতে দেখিবে পরে যাবে মোহ মায়া ॥ ৩৫

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬

শব্দার্থ—

সর্বেভ্যঃ (সকল) পাপেভ্যঃ অপি (পাপীগণ হইতেও) চেৎ (যদি) পাপকৃত্তমঃ (পাপিষ্ঠ) অসি (হও) সর্বং (সকল) বৃজিনং

(অর্ণব, দুস্তর পাপ, ধর্মাধর্ম) জ্ঞানপ্লবেন এব (জ্ঞানরূপ পোতদ্বারা) সন্তরিষ্যসি (উত্তীর্ণ হইবে)। ৩৬ ॥

অনুবাদ—

সর্ব্বাপেক্ষা পাপী যদি হও তুমি ভবে।
পাপার্ণবে জ্ঞানতরী পার করি দিবে ॥ ৩৬

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭

শব্দার্থ—

অর্জুন (হে পার্থ) যথা (যেমন) সমিদ্ধঃ (প্রজ্বলিত) অগ্নিঃ (আগুন) এধাংসি (কাষ্ঠরাশিকে) ভস্মসাৎ (ভস্মীভূত) কুরুতে (করে) তথা (সেইরূপ) জ্ঞানাগ্নিঃ (ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অগ্নি) সর্বকর্মাণি (সমস্ত কর্ম) ভস্মসাৎ (ভস্মীভূত) কুরুতে (করে)। ৩৭ ॥

অনুবাদ—

অগ্নি যথা সর্বদ্রব্য করে ভস্মসাৎ।
জ্ঞানাগ্নিও সর্ব কর্ম করে আত্মসাৎ। ৩৭

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮

শব্দার্থ—

ইহ (লোকে বা শাস্ত্রে) জ্ঞানেন (ব্রহ্মজ্ঞানের) সদৃশং (তুল্য) পবিত্রম্ (পবিত্র বা শুদ্ধিকর) নহি বিদ্যতে (কিছু নাই) কালেন (দীর্ঘকাল) স্বয়ং (নিজের প্রযত্নে) যোগসংসিদ্ধঃ (কর্মযোগ সংস্কৃত হইলে) [মুমুক্ষু] আত্মনি (আত্মাতে) তৎ (তাহা, সেই ব্রহ্মজ্ঞান) বিন্দতি (লাভ করেন)। ৩৮ ॥

অনুবাদ—

জ্ঞানাপেক্ষা পূত বস্তু কিছু নাই ভবে।
কালক্রমে এই জ্ঞান সিদ্ধ যোগী লভে ॥ ৩৮

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯

শব্দার্থ—

শ্রদ্ধাবান্ (গুরু ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাসী) তৎপরঃ (জ্ঞাননিষ্ঠ) সংযতেন্দ্রিয়ঃ (জিতেন্দ্রিয়) জ্ঞানং (আত্মজ্ঞান) লভতে (লাভ করেন) জ্ঞানং (আত্মজ্ঞান) লব্ধ্বা (লাভ করিয়া) অচিরেণ (অচিরে) পরাং (পরম) শান্তিম্ (শান্তি, মোক্ষ) অধিগচ্ছতি (অধিগত, প্রাপ্ত হন)। ৩৯ ॥

অনুবাদ—

জিতেন্দ্রিয় শ্রদ্ধাবান্ গুরুনিষ্ঠ যিনি।
লভি জ্ঞান মোক্ষ পান সেই তত্ত্বজ্ঞানী ॥ ৩৯

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০

শব্দার্থ—

অজ্ঞঃ (জ্ঞানহীন) অশ্রদ্দধানঃ (শ্রদ্ধাহীন) চ সংশয়াত্মা (ও সন্দিগ্ধ ব্যক্তি) বিনশ্যতি (বিনষ্ট হয়) সংশয়াত্মনঃ (সংশয়াত্মার) অয়ং (এই) লোকঃ (লোক, সংসার) ন অস্তি (নাই) ন পরঃ চ (পরলোকও নাই) ন সুখম্ (সুখও নাই) । ৪০ ॥

অনুবাদ--

জ্ঞানহীন সংশয়ী যে নাশ প্রাপ্ত হয়।
ইহকাল পরকালে সুখ কভু নয় ॥ ৪০

যোগসংন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১

শব্দার্থ—

ধনঞ্জয় (হে অর্জুন) যোগসংন্যস্তকর্মাণং (যোগদ্বারা কর্মসমূহ যিনি ত্যাগ করিয়াছেন) জ্ঞান-সংছিন্ন-সংশয়ম্ (ব্রহ্মাত্মৈকত্বদর্শনরূপ

জ্ঞানদ্বারা যাঁহার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে) আত্মবন্তং (এইরূপ আত্মবান্ ব্যক্তিকে) কর্মাণি (কর্মরাশি) ন নিবধ্নন্তি (নিবদ্ধ করে না) ৪১ ॥

অনুবাদ—

ঈশ্বরেতে সঁপি ফল জ্ঞানে নাশি দ্বিধা।
জ্ঞানী কভু কর্মফলে নাহি পরে বাঁধা ॥

ব্যাখ্যা—

আত্মাকে ব্রহ্মই জানি যে হয় নিশ্চয়
তার তরে ধর্মাধর্ম ইষ্টানিষ্ট নয় ॥
নিজেই ব্রহ্ম তা জানি আত্মা মাঝে তারে মানি
সত্য দরশন যার পূর্ণরূপে হয় ॥
দুঃখ সুখ তার কাছে দুই এক হয়ে গেছে
ধর্মাধর্ম তার কাছে ভিন্ন আর নয় ॥ ৪১।

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত। ৪২

শব্দার্থ—

ভারত (হে অর্জুন) তস্মাৎ (সেই হেতু) অজ্ঞান-সম্ভূতং (অজ্ঞান জাত) হৃৎস্থং (হৃদয়স্থিত) আত্মার (আত্মার) এনং (এই) সংশয়ম (সংশয়কে) জ্ঞান-অসিনা (জ্ঞানরূপ অসিদ্বারা) ছিত্ত্বা (ছেদন করিয়া) যোগম্ (নিষ্কাম কর্মযোগ) আতিষ্ঠ (আশ্রয় কর) উত্তিষ্ঠ (ও [যুদ্ধার্থ] উত্থিত হও) ৪২ ॥

অনুবাদ—

অজ্ঞান সংশয় যাহা হৃদে স্থিত হয়
জ্ঞান-খড়্গে কাটি তাহা উঠ ধনঞ্জয়।
(নিষ্কাম হইয়া হাতে কাজ করি যাও
ফলাফল মোর পায়ে বিসর্জন দাও)॥ ৪২

জ্ঞানযোগনামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়

সন্ন্যাসযোগ

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রুহি সুনিশ্চিতম্ ॥ ১

শব্দার্থ —

অর্জুনঃ (অর্জুন উবাচ (বলিলেন) কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ) কর্মণাং (কর্মের) সন্ন্যাসং (ত্যাগ) পুনঃ (আবার) যোগং চ (কর্মের অনুষ্ঠান) শংসসি (প্রশংসা করিতেছেন) এতয়োঃ (এই উভয়ের মধ্যে) যৎ (যেটি) শ্রেয়ঃ (উৎকৃষ্টতর) তৎ (সেই) একং (একটি) মে (আমাকে) সুনিশ্চিতম্ (নিশ্চিতরূপে) ব্রুহি (বলুন) ১ ॥

অনুবাদ —

সন্ন্যাস বা কর্মযোগ কিবা শ্রেষ্ঠ হয়।
কৃপা করি বল হরি করি সুনিশ্চয় ॥

শ্রীভগবান উবাচ

সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ২

শব্দার্থ—

সন্ন্যাসঃ (কর্মের ত্যাগ) চ (এবং) কর্মযোগঃ (কর্মযোগ ; কর্মের অনুষ্ঠান) উভৌ (উভয়) নিঃশ্রেয়সকরৌ (মুক্তিদায়ক) তু (কিন্তু) তয়োঃ (তাহাদের মধ্যে) কর্মসন্ন্যাসাৎ (কর্মত্যাগ অপেক্ষা) কর্ম-যোগঃ (নিষ্কাম কর্ম) বিশিষ্যতে (উৎকৃষ্টতর) ॥ ২ ।

অনুবাদ—

সন্ন্যাস ও কর্মযোগ দুই মুক্তিদাতা।
কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ বলি সত্য এই কথা॥
জ্ঞানীর সন্ন্যাস যাহা সে কঠিনতর।
কামনাবিহীন হয়ে কর্ম শুধু কর॥ ২

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে।৩॥

শব্দার্থ—

যঃ (যিনি) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না) ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না) সঃ (তিনি) নিত্যসন্ন্যাসী (কর্মেরত থাকিলেও সদা সন্ন্যাসী) জ্ঞেয়ঃ (জানিবে) মহাবাহো (হে মহাবীর। হি (যেহেতু) নির্দ্বন্দ্বঃ (দ্বন্দ্বহীনব্যক্তি) বন্ধাৎ (সংসারবন্ধন হইতে) সুখং (সুখে) প্রমুচ্যতে (বিমুক্ত হন) ৩॥

অনুবাদ—

নিরাকাঙ্ক্ষ নাই দ্বেষ সেই ত সন্ন্যাস।
দ্বন্দ্বাতীত হলে হবে ছিন্ন মায়াপাশ॥
রাগ দ্বেষ আদি হতে মুক্ত যেই হয়।
তারি হবে মোক্ষলাভ জেন সুনিশ্চয়॥ ৩।

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্।৪॥

শব্দার্থ—

বালাঃ (অজ্ঞ ব্যক্তিগণ) সাংখ্যযোগৌ (জ্ঞানযুক্ত কর্মসন্ন্যাস ও নিষ্কাম কর্ম-যোগকে) পৃথক্ (ভিন্ন) প্রবদন্তি (বলেন) পণ্ডিতাঃ (জ্ঞানীগণ) ন (বলেন না)। একম্ অপি (উভয়ের একটিতেই) সম্যক্

(সম্যগ্‌রূপে) আস্থিতঃ (অবস্থিত হইলে) উভয়োঃ (উভয়ের) ফলম্‌ (ফল) বিন্দতে (লাভ হয়) ৪ ॥

অনুবাদ—

সাংখ্য আর যোগে ভেদ জ্ঞানহীনে কয়
একের সাধনে সিদ্ধি উভয়েরই হয়।
দুজনেরই মিলে মোক্ষ চতুর্বর্গ ফল
শ্রীহরি রাজেন হৃদে পূর্ণ শতদল ॥ ৪ ।

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫

শব্দার্থ—

সাংখ্যৈঃ (জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসীগণ কর্তৃক) যৎ (যে) স্থানং (স্থান বা পদ) প্রাপ্যতে (প্রাপ্ত হয়) যোগৈঃ অপি (নিষ্কাম কর্মযোগিগণ দ্বারাও) তৎ (তাহা) গম্যতে (প্রাপ্ত হয) যঃ (যিনি) সাংখ্যং চ (জ্ঞানযোগ) যোগং চ (ও নিষ্কাম কর্মযোগকে) একং (একই মোক্ষ-ফলপ্রদায়ক) পশ্যতি (দেখেন) সঃ (তিনি) পশ্যতি (যথার্থ দর্শন করেন) ৫ ॥

অনুবাদ—

সন্ন্যাসেতে লভ্য যাহা যোগে লভ্য হয়।
উভয়েতে সমদৃষ্টি তত্ত্বজ্ঞেরই হয় ॥ ৫ ।

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬

শব্দার্থ—

তু (কিন্তু) মহাবাহো (হে মহাবীর) অযোগতঃ (নিষ্কাম কর্মযোগের অনুষ্ঠান ব্যতীত) সন্ন্যাসঃ (জ্ঞাননিষ্ঠাযুক্ত কর্মসন্ন্যাস) আপ্তুম্‌ (প্রাপ্ত হওয়া) দুঃখম্‌ (কষ্টকর) যোগযুক্তঃ (নিষ্কাম কর্মযোগনিষ্ঠ)

মুনিঃ (মননশীল সন্ন্যাসী) ন চিরেণ (অচিরে) ব্রহ্ম (পরমব্রহ্ম) অধিগচ্ছতি (অধিগত হন)। ৬॥

অনুবাদ—

যোগহীন সন্ন্যাসেতে দুঃখ সুনিশ্চয়।
কর্মযোগে ব্রহ্মলাভ অচিরেই হয়॥ ৬

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে॥ ৭

শব্দার্থ —

বিশুদ্ধাত্মা (শুদ্ধচিত্ত) বিজিতাত্মা (যিনি আত্মাকে জয় করিয়াছেন) জিতেন্দ্রিয়ঃ (ইন্দ্রিয়জয়ী) সর্বভূতাত্মভূতাত্মা (সর্বভূতের আত্মাকে নিজের রূপে দর্শনকারী) যোগযুক্তঃ (নিষ্কাম কর্মযোগী) কুর্বন্-অপি (কাজ-করিয়াও) ন লিপ্যতে (বদ্ধ হন না) । ৭॥

অনুবাদ—

যোগযুক্ত শুদ্ধচিত্ত জিতাত্মা যে হয়।
সবেতে নিজেরে হেরে কাজে বদ্ধ নয়॥ ৭

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্। ৮॥

শব্দার্থ—

যুক্তঃ (কর্মযোগী) তত্ত্ববিদ্ (পরমার্থদর্শী) পশ্যন্ (দর্শন করিয়া) শৃণ্বন্ (শ্রবণ করিয়া) স্পৃশন্ (স্পর্শ করিয়া) জিঘ্রন্ (আঘ্রাণ করিয়া) অশ্নন্ (আহার করিয়া) গচ্ছন্ (গমন করিয়া) স্বপন্ (নিদ্রা যাইয়া) শ্বসন্ (শ্বাস লইয়া) ৮॥

অনুবাদ—

শ্রবণ দর্শন ত্যাগ অশন গমন।
আলাপ শয়ন শ্বাস উন্মেষ গ্রহণ॥ ৮

প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্ নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥ ৯

শব্দার্থ—

প্রলপন্ (কথা বলিয়া) বিসৃজন্ (মলমূত্রাদি ত্যাগ করিয়া) গৃহ্ণন্ (গ্রহণ করিয়া) উন্মিষন্ (চক্ষু উন্মীলন করিয়া) নিমিষন্ অপি (এবং নিমীলন করিয়াও) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সকল) ইন্দ্রিয়ার্থেষু (ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে) বর্তন্ত (প্রবৃত্ত হয়) ইতি (ইহা) ধারয়ন্ (ধারণা, নিশ্চয় করিয়া) কিঞ্চিৎ এব (কিছুই ; ন করোমি (আমি করি না) ইতি (ইহা) মন্যেত (মনে করেন)। ৯॥

অনুবাদ—

স্পর্শ নিমেষ আদি করি যোগীগণ।
ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ভাবি লিপ্ত নাহি হন॥ ৯

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ ১০

শব্দার্থ—

যঃ (যে লোক) ব্রহ্মণি (ঈশ্বরে) কর্মাণি (কর্ম সকলে) আধায় (সমর্পণ করিয়া) সঙ্গং (আসক্তি) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) কর্মাণি (কর্মসকল) করোতি (করে) সঃ (সে) পাপেন (পাপের দ্বারা) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হয় না) অম্ভসা (জলের দ্বারা) পদ্মপ (পদ্মপত্রের ন্যায়)॥ ১০।

অনুবাদ—

যে লোক ঈশ্বরে সব করে সমর্পণ।
কর্মফলে আসক্তি যে ত্যাগে রত রন।
পাপ পঙ্কে লিপ্ত কভু সেই নাহি হয়।
পদ্মপত্রে জল যথা নাহি লেগে রয়॥ ১০

ব্যাখ্যা—

কিভাবে করিলে কাজ নাহি পরাজয় লাজ
সকলি তাঁহার পায়ে দাও চিরতরে।
পথ চলিবার কালে তারে গম্য স্থান বলে
যাই যদি তাঁরি মুখ হৃদে ধ্যান করে ॥
শয়নে স্বপনে তিনি সর্বময় প্রিয় যিনি
সকলি তাঁহারি তরে তিনি ছাড়া নয়।
আহারে তাঁহারে স্মরি দানে তাঁরি পূজা করি
কর্মফলে আসক্তি সে কভু নাহি রয় ॥
আপন কর্ত্তব্য কাজ ছাড়ি ভয় দ্বিধালাজ
তাঁহারি আদেশ জানি যাও যদি কবে।
ফলাফলে কদাচন নাহি মনে প্রয়োজন
এ ভাবে করিলে কর্ম পাপ যাবে সরে ॥

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১

শব্দার্থ—

যোগিনঃ (নিষ্কাম কর্মযোগিগণ) সঙ্গং (সঙ্গ, আসক্তি) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) আত্মশুদ্ধয়ে (আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত) কেবলৈঃ (কেবল মমত্ববুদ্ধিশূন্য) কায়েন (কায়) মনসা (মন) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধি) ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি (ও ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারাই) কর্ম (কর্ম) কুর্বন্তি (করেন)। ১১ ॥

অনুবাদ—

অনাসক্ত মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা।
চিত্ত শুদ্ধি তরে কর্ম করে যোগী যারা ॥ ১১

যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২

শব্দার্থ—

যুক্তঃ (নিষ্কাম. কর্মযোগী) কর্মফলং (কর্মফল) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) নৈষ্ঠিকীম্ (জ্ঞাননিষ্ঠা ক্রমে) শান্তিম্ (শান্তি) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন) অযুক্তঃ (সকাম কর্মী) কামকারেণ (কামনাবশতঃ) ফলে (কর্মফলে) সক্তঃ (আসক্ত হইয়া) নিবধ্যতে (আবদ্ধ হন। ১২ ॥

অনুবাদ—

যুক্তযোগী লভে শান্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়ে।
অযুক্ত যে কামকামী ফলে বদ্ধ রহে ॥ ১২

সর্ব্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্ ॥ ১৩

শব্দার্থ—

বশী (জিতেন্দ্রিয়) দেহী (পুরুষ) মনসা (মনের দ্বারা) সর্বকর্মাণি (সকলকাজ) সংন্যস্য (সংন্যাস, ত্যাগ করিয়া) সুখং (সুখে, আত্মা-ব্যতীত বাহ্য বিষয়ে প্রয়োজনশূন্য হইয়া) নবদ্বারে (নয়টি দ্বারবিশিষ্ট) পুরে (দেহনগরে) ন কুর্বন্ (না করিয়া, আত্মকর্তৃত্বরহিত হইয়া) ন কারয়ন্ এব (না করাইয়াও, দেহেন্দ্রিয়াদির কারয়িতৃত্বহীন হইয়াও) আস্তে (অবস্থান করেন)। ১৩ ॥

অনুবাদ—

দেহপুরে বাস করে অহংশূন্য যিনি।
মনদ্বারা কর্মত্যাগী সুখে রন তিনি ॥ ১৩

ব্যাখ্যা—

দেহধারী হয়ে তিনি হন দেহাতীত।
জিতেন্দ্রিয় সেই জন জেন ব্রহ্মে স্থিত ॥ ১৩

ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥ ১৪

শব্দার্থ—

প্রভুঃ (ঈশ্বর) লোকস্য (লোকের) ন কর্তৃত্বং (না কর্তৃত্ব) ন কর্মাণি (না [রথঘট প্রাসাদাদি ঈপ্সিত] বস্তু) ন কর্মফলসংযোগং (না কর্মফলের সংযোগ) সৃজতি (সৃষ্টি করেন) । তু (কিন্তু) স্বভাবঃ (দৈবীমায়া) প্রবর্ততে (প্রবর্তিত হয়) ॥ ১৪

অনুবাদ—

কর্ম কর্তা নহে জীব মূলে ভগবান ।
স্বভাবে করায় কর্ম সেও তাঁর দান ॥ ১৪ ।

ব্যাখ্যা—

এই কথা মনে জানি কর্মে হও রত ।
মনে জেনো নিজে দান কর্ম শুধু ব্রত ॥ ১৪

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ১৫

শব্দার্থ—

বিভুঃ (আত্মা) কস্যচিৎ (কাহারও) পাপং (পাপ) সুকৃতং চ (ও সুকৃতি, পুণ্য) ন আদত্তে (গ্রহণ করেন না) অজ্ঞানেন (অজ্ঞান দ্বারা) জ্ঞানম্ (জ্ঞান ও বিবেক) আবৃতং (আচ্ছন্ন) তেন (সেই হেতু) জন্তবঃ (জন্তুরা) মুহ্যন্তি (মোহগ্রস্ত হয়) ॥ ১৫

অনুবাদ—

জীবের যে পাপ পুণ্য তিনি ভোক্তা নন ।
অজ্ঞানে আবৃত জীব মোহাবিষ্ট হন ॥

ব্যাখ্যা—

আমিত্ব মোহরে তাই সরাইয়া দূরে ।
শ্রীহরি স্থাপন কর হৃদয়েরি পুরে ॥ ১৫

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ ।
তেষামাদিত্যবজ্‌ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্‌ ॥ ১৬

শব্দার্থ—

তু (কিন্তু) আত্মনঃ (আত্মার) জ্ঞানেন (জ্ঞানদ্বারা) যেষাং (যাঁহাদের) তৎ (সেই) [অজ্ঞান] নাশিতম্ (নষ্ট হইয়াছে) আদিত্যবৎ (আদিত্যের মত) তেষাং (তাঁহাদের) জ্ঞানং (জ্ঞান) তৎ (সেই, শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধ) পরম্ (পরমার্থবস্তুকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করে) ১৬ ॥

অনুবাদ—

তত্ত্বজ্ঞানে মিথ্যাজ্ঞান হইলে বিনাশ।
জ্ঞানসূর্য্য পরমাত্মা হয় যে প্রকাশ ॥
সূর্য দ্বারা সব যথা হয় প্রকাশিত
তেমতি দেখে সে সব ব্রহ্মমাঝে স্থিত। ১৬ ॥

তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥ ১৭

শব্দার্থ—

তৎ-বুদ্ধয়ঃ (যাঁহাদের বুদ্ধি ব্রহ্মনিষ্ঠ) তৎ-আত্মানঃ (ব্রহ্মে যাঁহাদের আত্মভাব) তৎ-নিষ্ঠাঃ (ব্রহ্মস্থিত) তৎ-পরায়ণাঃ (ব্রহ্মপরায়ণ) জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ (জ্ঞানদ্বারা যাহাদের পাপ ও পুণ্য ধৌত হইয়াছে) অপুনঃ-আবৃত্তিং (মোক্ষ) গচ্ছন্তি (প্রাপ্ত হন); ১৭ ॥

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ। ১৮

শব্দার্থ—

পণ্ডিতাঃ (জ্ঞানী ব্যক্তিগণ) বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে (যে ব্রাহ্মণের বিনয় আছে তাঁহাতে) গবি (গাভীতে) হস্তিনি (হস্তীতে) শুনি (কুকুরে) চ এব (এবং) শ্বপাকে (চণ্ডালে) সমদর্শিনঃ (সমান ভাবে দর্শন করেন) ॥ ১৮ ।

অনুবাদ—

পণ্ডিত ও জ্ঞানী সেই সমদর্শী জন।
তাঁর কাছে সমজ্ঞান কুকুর ও গোধন ॥
বিদ্যা ও বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণের সঙ্গে।
হস্তীও চণ্ডালে সেই এক বলি গণে ॥ ১৮।

ব্যাখ্যা—

তুল্য দৃষ্টি তারে বলে ভেদাভেদ যায় চলে
ব্রাহ্মণ চণ্ডালে যার কাছে ভেদ নাই।
অমার্জিত ব্যবহার রুচি জ্ঞান নাহি যার
হেন চণ্ডালেও সে যে জানে নিজ ভাই ॥
বিদ্বান বিনয়ী জন মহত্তর যে ব্রাহ্মণ
তার সাথে সমভাব হস্তী ও গোধনে।
সবার হৃদয় মাঝে একই নারায়ণ রাজে
জ্ঞানীজন সবামাঝে তাঁরে শুধু জানে ॥
তাই দৃষ্টি ভেদহীন বহু উচ্চে সমাসীন
শৈল শিখরেতে বসি রহে যেই জন।
তার কাছে ছোট বড় নহে কেহ আত্মার
পরশ মণির স্পর্শে সোনা তারি মন ॥ ১৮

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষংহি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯

শব্দার্থ—

যেষাং (যাঁহাদের) মনঃ (মন) সাম্যে (সমভাবে, সর্বভূতস্থ ব্রহ্মে) স্থিতং (অবস্থিত, নিশ্চল) ইহ (এই জীবনেই) তৈঃ (তাঁহাদের দ্বারা) সর্গঃ (সৃষ্টি, জন্ম) স্থিতঃ (বিজিত, বশীকৃত) হি (যেহেতু), [কুকুরা দিতে স্থিত হইলেও] ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) সমং (সর্বত্র এক) নির্দোষং (দোষ

গুণবর্জিত) তস্মাৎ (সেই হেতু) তে (তাঁহারা) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মে স্থিতাঃ (অবস্থিত) ; ১৯ ॥

অনুবাদ—

সর্বজীবে ব্রহ্ম হেরি স্থিত যার মন
এই জন্মে জন্ম জিত হন সেই জন।
দোষ গুণ সব হতে উর্ধ্বে সেই রয়
জিতেন্দ্রিয় সেই জ্ঞানী ব্রহ্মপদ পায় ॥ ১৯

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং-প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০

শব্দার্থ—

(যিনি) ব্রহ্মবিদ্ (ব্রহ্মকে জানিয়াছেন) ব্রহ্মণি স্থিতঃ (এবং ব্রহ্মে অবস্থান করেন) (তিনি) প্রিয়ং প্রাপ্য (প্রিয় বস্তু পাইয়া) ন উদ্বিজেৎ (উদ্বিগ্ন হন না) (কারণ তাঁহার) স্থিরবুদ্ধিঃ (বুদ্ধি স্থির হইয়াছে) এবং অসংমূঢ়ঃ (মোহ নিবৃত্ত হইয়াছে)। ২০ ॥

অনুবাদ—

ব্রহ্মেরে জানিয়া ব্রহ্মে অবস্থিত যেই
উৎফুল্ল না হয় প্রিয় বস্তু পাইলেই।
পাইলে অপ্রিয় বস্তু নহে ম্রিয়মাণ
মোহমুক্ত সেই জন স্থির সে ধীমান ॥ ২০।

ব্যাখ্যা—

ব্রহ্ম উপলব্ধি করি যেই জন স্মরি হরি
ব্রহ্মে অবস্থান করে নিরমল প্রাণে।
আর কিছু কাম্য নাই শ্রেষ্ঠ যাহা তাহা পাই
প্রিয় বস্তু পাইলেও তুচ্ছ বলি মানে ॥

অপ্রিয় আসিলে কাছে বিরাগ নাহিক পাছে
সকলি অনিত্য মনে জানে ভালো মতে।
নাহি কিছু মোহ আর পেয়ে সেই সারাৎসার
পূর্ণ আনন্দেতে চলে নিজ লক্ষ পথে ॥
স্থির সেই মতিমান সদা হরি সঙ্গ পান
অমৃত রসেতে মন পরিপূর্ণ তার
সে অমিয় পান করে ভাসে সে যে প্রেমভরে
হরি বিরাজেন সদা বক্ষ মাঝে যাঁর ॥ ২০

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে॥ ২১

শব্দার্থ—

বাহ্যস্পর্শেষু (বাহ্য শব্দাদিবিষয়ে) অসক্ত-আত্মা (অনাসক্ত-চিত্ত, প্রীতিবর্জিত) আত্মনি (প্রত্যগাত্মাতে) যৎ (যে) সুখম্ (সুখ) তৎ (তাহা) বিন্দতি (অনুভব করেন) সঃ (সেই) ব্রহ্মযোগ-যুক্তাত্মা (ব্রহ্মে সমাহিতচিত্ত যোগী) অক্ষয়ম্ (অক্ষয়, অব্যয়) সুখম্ (সুখ) অশ্নুতে (লাভ করেন)। ২১॥

অনুবাদ—

ব্রহ্মে সমাহিতচিত্ত যোগী সেই জন
অনাসক্তি দ্বারা লভে চির শান্তিধন।
অনিত্য সকল জেনে বিচলিত নয়
নিত্য সত্য সাথে যোগ সত্য তাঁরি হয়॥ ২১

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥ ২২

শব্দার্থ—

কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র) যে ভোগাঃ সংস্পর্শজা (যে সকল ভোগ ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংস্পর্শ হইতে উৎপন্ন হয়), তে (তাহারা) দুঃখ-

যোনয় এব (দুঃখেরই কারণ) হি (নিশ্চয়) [কারণ তাহারা] আদ্যন্ত-বন্তঃ (আদি ও অন্ত যুক্ত)। বুধঃ (জ্ঞানী ব্যক্তি) তেষু (সেই সকল ভোগে) ন রমতে (আনন্দ লাভ করেন না) । ২২ ॥

অনুবাদ—

ইন্দ্রিয় বিষয় হতে যেই সুখ হয়
আদি অন্ত আছে তার জানহ নিশ্চয়।
সে সুখেতে জ্ঞানী জন রত নাহি হন
জানিও অর্জুন তুমি কুন্তীর নন্দন ॥ ২২

ব্যাখ্যা—

কমল-লোচন হরি পার্থে কন স্নেহ করি
ইন্দ্রিয় সকল হতে যে আনন্দ হয়।
জেনো পার্থ সখা মম নহে তাহা শ্রেষ্ঠতম
আদি অন্ত আছে তার জানিহ নিশ্চয় ॥
সুধীজন তাহা জানি তাহে তৃপ্তি নাহি মানি
আনন্দ আধার যাহা চির দিনতরে।
সেই চিরানন্দময় ব্রহ্মে লীন হতে চায়
পাইয়া পরমানন্দ এরে তুচ্ছ করে না।
সে যে কী অতুলধন পাইয়াছে যেই জন
রাজার সম্পদ তার কাছে কিছু নয়।
সংসার সমুদ্র তার কাছে তুচ্ছ পারাবার
গোষ্পদের মত অবহেলে পার হয় ॥ ২২

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥ ২৩

শব্দার্থ—

যঃ (যিনি) শরীরবিমোক্ষণাৎ (শরীর ত্যাগের) প্রাক্ (পূর্বে) কাম-ক্রোধ-উদ্ভবং (কামও ক্রোধ হইতে উদ্ভূত) বেগম্ (বেগ) ইহ এব

(এই জীবনে) সোঢ়ুং (সহ্য করিতে) শক্নোতি (সমর্থ হন) সঃ (তিনি) যুক্তঃ (যোগী) সঃ (তিনি) সুখী (আনন্দপূর্ণ) নরঃ (লোক) । ২৩ ॥

অনুবাদ—

আজীবন কাম ক্রোধ জয়ী যিনি হন
সেই যোগী নিত্য সুখী আনন্দ মগন ।
কাম ক্রোধ দুই হয় বিষতুল্য জেন
এ দুয়েরে পরিহরি চলে সুধী জন ॥ ২৩

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥ ২৪

শব্দার্থ—

যঃ (যিনি) অন্তঃসুখঃ (আত্মাতেই সুখী) অন্তঃ-আরামঃ (আত্মাতেই ক্রীড়াযুক্ত) তথা (এবং) যঃ (যিনি) অন্তঃ-জ্যোতিঃ এব (আত্মাই যাঁহার জ্যোতি) সঃ (সেই) যোগী (জ্ঞানী) ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্ম-স্বরূপ থাকিয়াই) ব্রহ্ম-নির্বাণম্ (ব্রহ্মানন্দ. মুক্তি) অধিগচ্ছতি (অধিগত, প্রাপ্ত হন) । ২৪ ॥

অনুবাদ—

আত্মাতেই আনন্দেতে যিনি নিমগন
বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে আত্মহারা হন ।
আত্মা সনে যুক্ত যবে পরমাত্মা হয়
অন্তর জ্যোতিতে পূর্ণ সব আলোময় । ২৪

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫

শব্দার্থ—

ক্ষীণকল্মষা (পাপাদিদোষহীন) ছিন্নদ্বৈধাঃ (সংশয়শূন্য)

যতাত্মানঃ (জিতেন্দ্রিয়) সর্বভূতহিতে (সর্বজীবের কল্যাণে) রতাঃ (নিযুক্ত) ঋষয়ঃ (ঋষিগণ) ব্রহ্মনির্বাণম্ (মোক্ষ) লভন্তে (লাভ করেন)। ২৫ ॥

অনুবাদ—

নিষ্কাম কর্মের দ্বারা জিতেন্দ্রিয় জন
জীবের কল্যাণ তরে সদা নিমগন।
এই জন্মে সেই জন মোক্ষ জেন পায়
আপন পরের বোধ লুপ্ত যার হয় ॥ ২৫

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্॥ ২৬

শব্দার্থ—

কামক্রোধ-বিযুক্তানাং (কামক্রোধমুক্ত) যতচেতসাম্ (সংযতচিত্ত বিদিত-আত্মনাম্ (আত্মজ্ঞ) যতীনাং (যতিদিগের) অভিতঃ (উভয়তঃ) দেহত্যাগের পূর্বে ও পরে) ব্রহ্মনির্বাণং (ব্রাহ্মী স্থিতি, মোক্ষ) বর্ততে (বিরাজ করে) ২৬ ॥

অনুবাদ—

কামক্রোধ হতে মুক্ত-আত্ম যেইজন
জীবিত কালেও তিনি ব্রহ্মে লীন রন।
মৃত্যু পরে দেহ আর না করে গ্রহণ
কামক্রোধ হতে মুক্ত জ্ঞানী যেই জন ॥ ২৬

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥ ২৭

শব্দার্থ—

বাহ্যান্ (বাহিরের) স্পর্শান্ (বিষয়সমূহ) বহিঃ (মন হইতে বাহির) কৃত্বা (করিয়া) চক্ষুঃ চ (চক্ষু, দৃষ্টি) ভ্রুবোঃ (ভ্রুযুগলের)

অন্তরে এব (মধ্যেই) স্থাপয়িত্বা (স্থাপন করিয়া) নাসা-অভ্যন্তর-চারিণৌ (নাসিকার মধ্যে বিচরণশীল) প্রাণ-অপানৌ (প্রাণ ও অপান বায়ুকে) সমৌ (সমান, উর্দ্ধ ও অধোগতিশূন্য) কৃত্বা (করিয়া) । ২৭ ॥

অনুবাদ—

বাহিরের সব ভুলি স্থির করি মন
ভ্রুমধ্যে দৃষ্টিরে রাখি হবে নিমগন ।
নাসিকার মধ্যে বিচরণ যেই করে
চিন্তাশূন্য হয়ে সেই সংযত অন্তরে
প্রাণ ও অপান বায়ু সমান করিয়া
উর্দ্ধে ও অধেতে গতি নিরুদ্ধ করিয়া ॥

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮

শব্দার্থ—

যতেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধিঃ (ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সংযমকারী) মোক্ষ-পরায়ণঃ (মুক্তিকামী) বিগত-ইচ্ছা-ভয়-ক্রোধঃ (ইচ্ছা, ভয় ক্রোধশূন্য) যঃ মুনিঃ (যে মুনি) সঃ এব (তিনিই) সদামুক্তঃ (সর্ব্বদা মুক্ত) । ২৮ ॥

অনুবাদ—

ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি সংযত যাহার
কামক্রোধ ভয়শূন্য হৃদয় যাহার
এইভাবে আপনারে যে করে দমন
সেই মুনী হয় তাঁর ব্রহ্ম দরশন ॥

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯

শব্দার্থ—

মাং (আমাকে) যজ্ঞ-তপসাং (যজ্ঞ ও তপস্যার) ভোক্তারং

(ভোক্তা) সর্ব-লোক-মহেশ্বরং (সকল লোকের ঈশ্বর) সর্বভূতানাং (সকল ভূতের) সুহৃদং (মিত্র) জ্ঞাত্বা (আত্মরূপে জানিয়া) শান্তিম্ (মুক্তি) ঋচ্ছতি (প্রাপ্ত হন)। ২৯ ॥

অনুবাদ—

প্রভু ও দেবতা রূপে যজ্ঞ তপস্যায়
আমি ভোক্তা, আমি কর্ত্তা আমি সর্বথায়।
এই ভাবে যেই জ্ঞানী আত্মা বলি জানে
সেই যোগী মোক্ষ লভি পায় মোরে জ্ঞানে।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

—০—

ষষ্ঠ অধ্যায়

জ্ঞানযোগ

শ্রীভগবানুবাচ

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥ ১

শব্দার্থ—

শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ বলিলেন) যঃ (যিনি) কর্মফলং অনাশ্রিতঃ (কর্মফলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া) কার্যং কর্ম (কর্তব্য কর্ম) করোতি (করেন) সঃ চ (তিনিই) সন্ন্যাসী (সাধু) যোগী চ (এবং তিনিই যোগী) নিরগ্নিঃ ন (যজ্ঞত্যাগী প্রকৃত সন্ন্যাসী নহেন) অক্রিয়ঃ চ (কর্মত্যাগী ও) প্রকৃত সন্ন্যাসী বা যোগী নহেন। ১

অনুবাদ—

কর্ম করে ফলাকাঙ্ক্ষা যেজন ত্যজিয়া
প্রকৃত সন্ন্যাসী সেই মুক্ত যার হিয়া।
যজ্ঞ ত্যাগী কর্ম ত্যাগী সাধু সেই নয়
হরি পদে ফল দিলে তবে মুক্তি হয়॥১।

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥ ২

শব্দার্থ—

হে পাণ্ডব যং (যাহাকে) সন্ন্যাসম্ ইতি প্রাহুঃ (সন্ন্যাস বলা হয়) তং যোগং বিদ্ধি (তাহাই যোগ বলিয়া জানিবে) হি (কেননা) অসংন্যস্ত-সংকল্পঃ (যিনি ফল কামনা ত্যাগ করিতে পারেন না) কশ্চন (তিনি কখনও) যোগী ন ভবতি (যোগী হইতে পারেন না)। ২

অনুবাদ—

কর্মফল ত্যাগকেই যোগ বলা হয়
ফলাকাঙ্ক্ষা মনে যার সেই যোগী নয়।
চিত্তবৃত্তি নিরোধেতে যোগ হয় করা
অচঞ্চল মন সঁপে হরি পদে ত্বরা॥ ২

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥ ৩

শব্দার্থ—

যোগম্ (ধ্যানযোগে) আরুরুক্ষোঃ (আরূঢ় হইতে ইচ্ছুক) মুনেঃ (কর্মফলত্যাগীর) কর্ম (নিষ্কাম কর্ম অনুষ্ঠান) কারণম্ (কারণ, সাধন) উচ্যতে (উক্ত হয়) যোগ-আরূঢ়স্য (ধ্যানযোগে আরূঢ় হইলে) তস্য এব (তাঁহারই) শমঃ (সর্বকর্মনিবৃত্তি) কারণম্ (কারণ, সাধন) উচ্যতে (উক্ত হয়) ॥ ৩।

অনুবাদ—

কর্মের সহায়ে হবে যোগে আরোহণ
কর্মে স্থিতি হলে হয় সমাধি মগন।
যোগারূঢ় হলে কর্ম হবে অবসান
উজলি হৃদয় রাজে নিজে ভগবান॥ ৩।

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥ ৪

শব্দার্থ—

যদাহি (যখন) ইন্দ্রিয়ার্থেষু (ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে) কর্মসু (এবং কাজে) ন অনুষজ্জতে (আসক্ত হন না) তদা (তখন) সর্ব্ব-সংকল্প-সন্ন্যাসী (সমস্ত সংকল্পত্যাগী সেই পুরুষ) যোগারূঢ় (যোগী বলিয়া) উচ্যতে (অভিহিত হন।) ৪

অনুবাদ—

অনাসক্ত কর্মফলে বিষয়েতে আর।
সংকল্পের ত্যাগ হলে যোগে স্থিতি তার ॥ ৪

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫

শব্দার্থ—

আত্মনা [বিবেকযুক্ত] (মনদ্বারা) আত্মানম্ (আত্মাকে) উদ্ধরেৎ (ঊর্দ্ধগামী করিবে) ন তু আত্মানম্ অবসাদয়েৎ (আত্মাকে অধোগামী করিবেন না) হি (যেহেতু) আত্মা এব (মনই) আত্মনঃ বন্ধুঃ (আত্মার বন্ধু) আত্মা এব (মনই) আত্মনঃ (আত্মার) রিপুঃ (শত্রু)। ৫

অনুবাদ—

আত্ম দ্বারা আত্মোন্নতি কর দিয়ে মন
নিজেই শত্রু ও মিত্র ভিন্ন রূপে রন।
সুপথে কুপথে যেতে আপনি সে যায়
ঊর্দ্ধে গতি কর মনে ব্রহ্ম শুধু চায়।
শত্রু মিত্র হয় আত্মা আত্মা ত্রাণকর্ত্তা
দুঃখ ত্রাতা যেই আত্মা উদ্ধারের কর্ত্তা ॥ ৫

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬

শব্দার্থ—

যেন আত্মনা (যে আত্মার দ্বারা) আত্মা জিতঃ (মনকে জয় করা হয়) [সঃ] আত্মা (সেই মন) তস্য আত্মনঃ (সেই আত্মার) বন্ধুঃ (কিন্তু) অনাত্মনঃ (যাহার আত্মা জয় করা হয় নাই) আত্মা এব (অসংযত মনই) শত্রুবৎ (শত্রুর ন্যায়) শত্রুত্বে (শত্রুর কার্য্যে) বর্ত্তেত (অবস্থান করে) ॥ ৬।

অনুবাদ—

আত্মাদ্বারা জয় করা হয় যেই মন
বশীভূত আত্মা জেন বন্ধুর মতন।
অজিত চিত্তের আত্মা শত্রু জেনো সেই
শত্রুবৎ বাস করে তার মাঝেতেই। ৬॥

ব্যাখ্যা—

আত্মা দ্বারা নিজ হৃদি   জয় ভাই করো যদি
বশীভূত মন জেন বন্ধুর মতন।
সুখেদুখে সখা সেই   তার চেয়ে মিত্র নেই
কৃষ্ণ-বক্ষে যেইরূপ কৌস্তুভ রতন॥
অজিত চিত্তের মন   শত্রু জেন অনুক্ষণ
গোপনেতে বাস করে যেই দেহমাঝে।
সসর্প গৃহেতে বাস   সম ঘটে সর্ব্বনাশ
প্রলোভিত করে সদা নানা পাপ কাজে॥
তাই বলি নিজ মন   বশে রাখ অনুক্ষণ
পেতে যদি চাও সেই ধ্যানারাধ্য ধন।
নহিলে মিছে সে আশ   হয়ে যাবে সর্ব্বনাশ
পূর্ণ চন্দ্রে গ্রাসিবে সে রাহুর মতন॥

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ॥ ৭

শব্দার্থ—

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য (আত্মজয়ী প্রশান্তচিত্তের, পরমাত্মা (পরমাত্মা) শীতোষ্ণ-সুখদুঃখেষু) শীত উষ্ণ সুখ দুঃখে) তথা (এবং) মান-অপমানয়োঃ (মান অপমান সকল অবস্থাতেই) সমাহিতঃ (সমভাবাপন্ন বা অবিচলিত বা আত্মনিষ্ঠ থাকেন)। ৭

অনুবাদ-

প্রশান্ত চিত্তেতে সেই আত্মজয়ী জন
মান অপমানে তিনি সমভাবে রন।
শীত গ্রীষ্ম সুখ দুঃখ এক কাছে তার
চিত্তজয়ী জন শুধু হরি পদ সার ॥ ৭

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮

শব্দার্থ—

জ্ঞান-বিজ্ঞান-তৃপ্তাত্মা (শাস্ত্রজ্ঞান বা পরমার্থ জ্ঞান দ্বারা যাহার আত্মা তৃপ্ত) কূটস্থঃ (অবিচলিত) বিজিতেন্দ্রিয়ঃ (ইন্দ্রিয়বিজয়ী) সমলোষ্ট্র-অশ্ম-কাঞ্চনঃ (যিনি মাটি পাথর এবং সোনায় সমান জ্ঞান-সম্পন্ন) যোগী (যোগীকে) যুক্তঃ ইতি উচ্যন্তে (যুক্ত বলা হয়)। ৮।

অনুবাদ—

ঐশজ্ঞান দ্বারা তৃপ্ত হৃদয় যাহার
পাথর সোনায় হয় সমজ্ঞান যার।
জিতেন্দ্রিয় নির্বিকার সেই যোগী জন
সকল সময় হরি সহ যুক্ত রন ॥ ৮

সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯

শব্দার্থ—

সুহৃৎ-মিত্র-অরি উদাসীন-মধ্যস্থ-দ্বেষ্য-বন্ধুষু (সুহৃৎ মিত্র শত্রু উদাসীন মধ্যস্থ দ্বেষ্য ও বন্ধু সকলের প্রতি) সাধুষু (সাধুর প্রতি) অপিচ (এবং) পাপেষু (পাপীদের প্রতি) সমবুদ্ধিঃ (সমান বুদ্ধি যার সে) বিশিষ্যতে (প্রশংসনীয়)। ৯

অনুবাদ—

সুহৃদ মিত্র ও শত্রু উদাসীন জন
মধ্যস্থ বিদ্বেষী পাত্রে এক ভাব মন।

পাপী পুণ্যবান জনে সমভাব যার
সেই জন জেনো মনে যোগ্য প্রশংসার। ৯

ব্যাখ্যা—

প্রতিদান নাহি চায় ভালো করি সুখ পায়
সুহৃদ তাহারে কয় বন্ধু জনমাঝে।
তার প্রতি যেই ভাব শত্রু মিত্র ক্ষতি লাভ
পাপী পুণ্যবান্ প্রতি একই মন রাজে॥
উদাসী মধ্যস্থ জন আত্মীয় বিদ্বেষী গণ
যার কাছে পায় একমত ব্যবহার।
বহু উচ্চে স্থান তাঁর প্রাণে সমভাব যাঁর
ধন্য মানি সেই জনে যোগ্য প্রশংসার॥
সামান্য নহে সে জন নরোত্তম জেনো মন
পেয়েছে সে সর্ব্বাতীত শ্রীহরির দেখা।
তাই মনে এক সবি সবামাঝে তাঁরি ছবি
ভালে তাই পুণ্যময় দেবাশিস লেখা॥ ৯

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥ ১০

শব্দার্থ—

যোগী সততং (সর্বদা) রহসি স্থিতঃ (নির্জন স্থানে থাকিয়া) একাকী সঙ্গশূন্য) যতচিত্তাত্মা (সংযত) নিরাশীঃ (আকাঙ্ক্ষাশূন্য) অপরিগ্রহঃ (শাস্ত্রনিষিদ্ধ পরিগ্রহশূন্য) আত্মানং যুঞ্জীত (মনকে সমাহিত করিবে)। ১০॥

অনুবাদ—

একাকী নির্জন স্থানে সমাহিত চিত্ত
আকাঙ্ক্ষাহীন যে আত্মা যোগেতেই স্থিত।

ভোগ্য বস্তু সংগ্রহেতে স্পৃহা নাহি যার
সেই যোগী কাম্য শুধু হরি পদ যার ॥ ১০

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্ ॥ ১১

শব্দার্থ—

শুচৌ দেশে (পবিত্রদেশে) আত্মনঃ (নিজের) স্থিরম্ আসনম্ প্রতিষ্ঠাপ্য (স্থির আসন স্থাপন করিয়া) [আসনটি কিরূপ হইবে ?] ন অত্যুচ্ছ্রিতম্ (অত্যন্ত উচ্চ নহে) নাতিনীচং (অত্যন্ত নীচু নহে) চেলাজিন-কুশোত্তরম্ (সর্বোপরি চেল বা বস্ত্র থাকিবে তাহার নীচে অজিন এবং কুশ থাকিবে)। ১১ ॥

অনুবাদ—

পবিত্র স্থানেতে করি আসন স্থাপন
অতি উচ্চ অতি নীচ নহে পূজাসন।
সর্ব্ব নিম্নে কুশ তার উপরে অজিন
তার পরে বস্ত্র পাতি হও সমাসীন ॥

ব্যাখ্যা--

শুধু সংস্কার নয় জগৎ প্রভাব ময়
পারিপার্শ্বিকের ভাবে সাড়া দেয় মন।
তাঁরে পূজিবার তরে সেইরূপ উপচারে
শুদ্ধি ও সংযমে হও পবিত্র শোভন ॥
বিবাহ বন্ধন তরে কত আয়োজন করে
নৃত্যগীত বেশভূষা কাঞ্চন রতন।
ফুলমালা গন্ধ সার চন্দন কুঙ্কুম আর
সুসজ্জিত চারুবেশ নয়ন লোভন ॥
ইহজন্মে প্রিয় যারা কাছে যবে আসে তারা
তার তরে কত যত্নে করি আয়োজন।

পাইতে সে শ্রেষ্ঠ নিধি জেন সেই মত বিধি
সযত্নে পবিত্র স্থানে পাতহ আসন ।।

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ।। ১২

শব্দার্থ—

তত্র (সেখানে) মনঃ একাগ্রং কৃত্বা (মনকে একাগ্র করিয়া) যত-চিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ (যাহার চিত্তে ইন্দ্রিয়ক্রিয়া সংযত হইয়াছে) আসনে উপবিশ্য (আসনে বসিয়া) আত্মবিশুদ্ধয়ে (মনের শুদ্ধির জন্য) যোগং যুঞ্জ্যাৎ (যোগ অভ্যাস করিবে) । ১২ ।

অনুবাদ—

সে আসনে বসি তবে হয়ে একমন
বাহির ও অন্তর ইন্দ্রিয় করিবে সংযম ।
অভ্যাস করিবে যোগ একাগ্র হইয়া
মনের শুদ্ধির তরে স্থিরচিত্ত নিয়া ॥ ১২

ব্যাখ্যা—

সে আসনে বসি তবে একচিত্ত হয়ে রবে
বাহিরে অন্তরে হরি ছাড়া কেহ নাই ।
চিত্তের সংযম তরে কামক্রোধ ত্যাগ করে
একপ্রাণে একধ্যানে তাঁরে শুধু চাই ।।
হস্তপদ চক্ষু কান বাহির ইন্দ্রিয়জ্ঞান
সবেরই সংযম মানি কর্ত্তব্যেতে রত ।
প্রশান্ত হৃদয় লয়ে একমন প্রাণ হয়ে
স্থির চিত্তে সাধ মন যোগাভ্যাস ব্রত ।।
অভ্যাসে সকলি হয় জেন মনে সুনিশ্চয়
সুখ দুঃখ সবি মনে তুচ্ছ হয়ে যাবে ।

হৃদি পদ্মাসনে হরি বসিবেন আলো করি
সব শূন্য পূর্ণ করি তাঁরে বুকে পাবে ॥

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩

শব্দার্থ—

কায়-শিরোগ্রীবং (শরীর, মস্তক ও গ্রীবা) সমং (সমান) অচলং (স্থিরভাবে) ধারয়ন্ (ধারণ করিয়া) স্থিরঃ (স্থিরঃ হইয়া) স্বং নাসিকাগ্রং (নিজের নাসিকার অগ্রভাগ) সংপ্রেক্ষ্য (দর্শন করিয়া) দিশঃ চ (এবং দিকসকল) অনবলোকয়ন্ (না দেখিয়া) ॥ ১৩।

অনুবাদ—

দেহগ্রীবাশির সবে রাখি সমভাবে
নিশ্চল ভাবেতে তবে বসিয়া থাকিবে ;
আপন নাসিকা অগ্রে রাখিবে নয়ন
বিভিন্ন দিকেতে নাহি করি দরশন ॥ ১৩।

ব্যাখ্যা—

আপনারে গড়ে তোল বাহ্য জ্ঞান সব ভোলো
দেবের পূজার লাগি পুষ্প অর্ঘ্যসম।
দেহ গ্রীবা শির সহ একভাবে স্থির রহ
নিশ্চল নিস্পন্দ ভাব অতি মনোরম ॥
চঞ্চল নয়ন দুটি নাহি করে ছুটাছুটি
ব্যর্থ হাহাকার তার আর যেন নাই।
স্থির হও ওরে মন এল ধ্যানারাধ্য ধন
একাগ্র দৃষ্টিও হল সমাহিত তাই ॥
তার প্রতীক্ষাতে রত ঊর্দ্ধমুখী পুষ্পমত
বাহ্য জ্ঞান হারা হয়ে কর তারি ধ্যান।

বিফল কভু না হবে স্থির জেনো তারে পাবে
সার্থক হইবে সঁপি তাহে মন প্রাণ ॥ ১৩

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪

শব্দার্থ—

প্রশান্তাত্মা (চিত্ত প্রশান্ত রাখিয়া) বিগতভীঃ (ভয় ত্যাগ করিয়া) ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ (ব্রহ্মচারীর-ব্রত পালন করিয়া) মনঃ সংযম্য (মনকে সংযত করিয়া) মচ্চিত্তঃ (আমাকে চিন্তা করিয়া) যুক্তঃ (আমার অর্থাৎ ঈশ্বরে যুক্ত হইয়া) মৎপরঃ (আমি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা প্রার্থনীয় কিছু নাই এই স্থির করিয়া) আসীত (থাকিবে)।

অনুবাদ—

প্রশান্ত হৃদয় হয়ে ভয়শূন্য মন
ব্রহ্মচর্য্য ব্রত যেই করেন পালন।
আমাতেই হৃদি মন অর্পণ করিয়া
করিবে সে যোগধ্যান আমাতে অর্পিয়া ॥ ১৪

ব্যাখ্যা—

প্রশান্ত হৃদয় লয়ে চিন্তা দূর করি দিয়ে
নির্মল হইবে যবে চিত্ত সরোবর।
চিন্তার তরঙ্গগুলি মিলাইয়া গেলে চলি
তবে স্বচ্ছ হৃদিখানি নিস্পন্দ নিথর ॥
মনে যার নাহি ভয় কাম রিপু করে জয়
ব্রহ্মচর্য্য দৃঢ়রূপে যে করে পালন।
সাধি এ কঠিন ব্রত প্রাণ যার আমাগত
সকলি আমার পায়ে করে সমর্পণ ॥
আমারে কামনা করি আমারে হৃদয়ে স্মরি
যোগ যাগ দানধ্যান যাহা কিছু করে।

নাহি তার অন্য আশা সব প্রীতি ভালোবাসা
সকলি তাহার জেন মোরে আশা করে ॥ ১৪

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫

শব্দার্থ—

নিয়ত-মানসঃ (সংযতচিত্ত) যোগী (যোগ অভ্যাসকারী) এবং (এই প্রকারে) আত্মানং (চিত্তকে) সদা (সকল সময়) যুঞ্জন্ (সমাহিত করিয়া) নির্বাণ (আমার স্বরূপভূত) পরমাং (নির্ব্বাণ অর্থাৎ মোক্ষরূপ নিরতিশয় সুখ যাহাতে এইরূপ) মৎসংস্থাম্ শান্তিম্ অধিগচ্ছতি (শান্তি লাভ করে)। ১৫

অনুবাদ—

যোগী সদা এইরূপে হইয়া সংযত
প্রশান্ত ভাবেতে মন করি সমাহিত।
পরম নির্ব্বাণ রূপ মুক্তি পেয়ে নরে
মোর মাঝে অবস্থিত শান্তি লাভ করে ॥ ১৫

ব্যাখ্যা—

সমাধি তাহারে বলে মন চিন্তাশূন্য হলে
নিরমল হৃদে যার নাহিক বিকার।
শান্তমন সমাহিত জেনো তাতে আমি প্রীত
সংযম জানিও মনে সর্ব্ব ব্রতসার ॥
কামক্রোধ রিপু যত দূর করি জ্ঞানীমত
সংসার আসক্তি হতে মুক্ত যদি হও।
নির্ব্বাণ তাহারে কয় মনে কামনার লয়
জানিও লভেছ মোরে আর দূরে নও ॥

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥ ১৬

শব্দার্থ—

অর্জুন (হে পার্থ) অতি-অশ্নতঃ (অতিভোজীর) তু (কিন্তু) যোগঃ (যোগ, ধ্যান) ন অস্তি (হয় না) চ (এবং) একান্তম্ (অত্যন্ত) ন অশ্নতঃ (অনাহারীরও) ন (হয় না) অতি-স্বপ্ন-শীলস্য চ (ও অত্যন্ত নিদ্রালুরও) ন (হয় না) জাগ্রতঃ এব চ (এবং অতি জাগরণশীলের ও) ন (হয় না)। ১৬

অনুবাদ—

অতিভোজী যেই জন যোগ তার নয়
অতি অনাহারী জনে যোগ লভ্য নয়।
নিদ্রালু জনেতে জেন যোগ নাহি করে
জাগরণশীল যেই সেও যায় সরে॥ ১৬

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥ ১৭

শব্দার্থ—

যুক্তাহার-বিহারস্য (পরিমিত আহারবিহারকারীর) কর্মসু যুক্ত-চেষ্টস্য (কর্মে নিয়মিত চেষ্টাকারীর) যুক্ত-স্বপ্ন-অববোধস্য (পরিমিত রূপে নিদ্রিত ও জাগরিত ব্যক্তির) যোগঃ (যোগ) দুঃখহা (সর্বপ্রকার দুঃখবিনাশক) ভবতি (হয়)॥ ১৭

অনুবাদ—

আহার বিহার আর নিদ্রা জাগরণ
সব যার নিয়মিত যোগী সেই জন।
যোগে অধিকার তার সত্য জেন হয়
লভিয়া যোগের ফল দুঃখ দূরে যায়॥ ১৭

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা॥ ১৮

শব্দার্থ—

যদা বিনিয়তং চিত্তম্ (যখন বিশেষভাবে সংযত মন) আত্মনি এব

অবতিষ্ঠতে (আত্মাতেই অবস্থিত হয়) সর্ব্বকামেভ্যঃ নিস্পৃহঃ (সর্ব্ব প্রকার কামনার প্রতি আগ্রহশূন্য) তদা যুক্ত ইতি উচ্যতে (তখন তাঁহাকে যোগযুক্ত বলা হয়)। ১৮

অনুবাদ—

যখন সংযতচিত্ত আপনাতে স্থিত
সবেতে আগ্রহ শূন্য কামনাবর্জিত।
সাধক সে জন তারে যোগযুক্ত কয়
সকল কামনা যার হরি পদে লয় ॥ ১৮

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯

শব্দার্থ—

যথা (যেমন) নিবাতস্থঃ (বায়ুশূন্য স্থানে) দীপঃ (দীপশিখা) ন ইঙ্গতে (কম্পিত হয় না) আত্মনঃ (আত্মবিষয়ক) যোগং যুঞ্জতঃ (যোগ সাধনায় রত) যতচিত্তস্য যোগিনঃ (সংযতচিত্ত যোগীর) সা উপমা স্মৃতা (সেই দৃষ্টান্ত জানিবে)। ১৯ ॥

অনুবাদ—

বায়ুশূন্য স্থানে যথা দীপ স্থির রয়
সংযত চিত্তের যোগী সেইমত হয়।
নিশ্চল প্রদীপ সম স্থির শিখা তার
নির্ব্বিকল্প সমাধির এই ত আকার ॥ ১৯

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০

শব্দার্থ—

যত্র (যে অবস্থায়) যোগ-সেবয়া (যোগ অভ্যাসের দ্বারা) নিরুদ্ধং চিত্তং (সংযত চিত্ত) উপরমতে (শান্ত হয়) যত্র (এবং যে অবস্থায়)

আত্মনা (পবিত্র মন দ্বারা) আত্মানং (পরমাত্মাকে) পশ্যন্ (উপলব্ধি করিয়া) আত্মনি এব (আত্মাতেই) তুষ্যতি (আনন্দ লাভ হয় । ২০ ॥

অনুবাদ—

যোগ অভ্যাসের দ্বারা চিত্ত শান্ত হয়
পবিত্র মনের দ্বারা শ্রীহরিকে পায় ।
তখন আনন্দ শুধু আত্মারে জানিয়া
তৃপ্ত হয় ধন্য হয় হরিময় হিয়া ॥
যোগাভ্যাসে রুদ্ধ চিত্ত শান্ত ভাব ধরে
শুদ্ধ চিত্তে আত্মদৃষ্টি সর্ব দুঃখ হরে ॥ ২০

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্‌বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্ ।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১

শব্দার্থ—

যত্র (যেখানে) অয়ং (ইনি) বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ (বুদ্ধিদ্বারা গ্রাহ্য) অতীন্দ্রিয়ম্ (ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অবিষয়জনিত) আত্যন্তিকং (পরম) যৎ (যে) সুখম্ (সুখ) তৎ (তাহা) বেত্তি (জানেন) চ (এবং) স্থিতঃ (স্থিত হইয়া) তত্ত্বতঃ (আত্ম-স্বরূপ হইতে) ন এব চলতি (বিচলিত হন না) । ২১

অনুবাদ—

শ্রেষ্ঠ সুখ অতীন্দ্রিয় শুদ্ধ চিত্তে হয়
আত্মতত্ত্বে স্থিত হলে তারে যোগ কয় ।
ব্রহ্ম সুখ আনন্দেতে মগ্ন মন যার
দুখে নয় বিচলিত সুখে একাকার ॥ ২১

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২

শব্দার্থ—

যং চ লব্ধ্বা (এবং যাহা অর্থাৎ আত্মস্বরূপ লাভ করিয়া) অপরং

লাভং (অন্য লাভকে) ততঃ অধিকং (তাহা অপেক্ষা অধিক) ন মন্যতে (মনে করেন না) যস্মিন্ স্থিতঃ (যাহাতে অবস্থান করিয়া) গুরুণা অপি দুঃখেন (মহৎ দুঃখের দ্বারাও) ন বিচাল্যতে (বিচলিত হয় না) ॥ ২২

অনুবাদ—

যাঁহারে করিলে লাভ আর নাহি চায়
তাঁহার অধিক লাভ কোথাও না পায়।
যাতে অবস্থান করি কঠিন দুঃখেতে
বিচলিত নহে মন কোন আঘাতেতে ॥ ২২।

ব্যাখ্যা—

যাঁহারে পাইলে পরে সারা হৃদি পূর্ণ করে
আর চাহিবার ধন কিছু নাহি থাকে।
কি এমন নিধি আছে এর পর যারে যাচে
যোগে সিদ্ধি লাভ করি পাওয়া যায় যাঁকে ॥
আত্মার স্বরূপ মন ব্রহ্ম ও সত্য ও জ্ঞান
আত্মা দেহ মনবুদ্ধি ইন্দ্রিয় অতীত।
আত্মা অনুভব হলে বাহ্য সুখ যায় চলে
অসীম যে সুখ হয় তাহা অকথিত ॥
আমরা এ দেহ মনে যাহা পাই সুখ জেনে
তার সনে দুঃখ ভাগ সদা বেশী রয়।
যোগে হলে চিত্ত স্থির তরঙ্গহীন যে নীর
সেথা সব পূর্ণ করি সবি হরিময় ॥

তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্নচেতসা ॥ ২৩

শব্দার্থ—

তং (সেই) দুঃখসংযোগ-বিয়োগং (দুঃখ-সংযোগের বিয়োগরূপ অবস্থা) যোগ-সংজ্ঞিতম্ (সমাধি বলিয়া) বিদ্যাৎ (জানিবে) অনির্বিণ্ন-

চেতসা (নির্বেদরহিত চিত্তদ্বারা) সঃ (সেই) যোগঃ (সমাধি) নিশ্চয়েন (অধ্যবসায় সহকারে) যোক্তব্যঃ (সাধন করা কর্ত্তব্য)। ২৩

অনুবাদ—

সকল দুখের হয় অবসান আত্মায় স্থিতি হলে
সমাধি এ জেন ব্রহ্মেতে স্থিতি বলিয়া সকলে বলে।
সুখ দুঃখ দুই ভাবেরে ত্যজিয়া অভ্যাস ভাই কর
যাহারে পাইলে সব পাওয়া যায় তাঁহারেই মন স্মর॥ ২৩

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥ ২৪

শব্দার্থ—

সংকল্প-প্রভবান্ (সংকল্পজাত) সর্বান্ (সকল) কামান্ (কামনা) অশেষতঃ (নিঃশেষরূপে) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) মনসা এব (মনের দ্বারাই) ইন্দ্রিয়গ্রামং (ইন্দ্রিয়সমূহকে) সমন্ততঃ (সমস্ত দিক হইতে) বিনিয়ম্য (নিবৃত্ত করিয়া)। ২৪।

অনুবাদ—

মনের কামনা যেন লীন হয়ে যায়
মন দ্বারা মন জয় এই ত উপায়।
(এইটি আমার হোক এরূপ চিন্তায়
বিষয় লোভেতে মন দ্রুত নেমে যায়)। ২৪॥

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ ২৫

শব্দার্থ—

ধৃতি-গৃহীতয়া (ধৈর্য্য ধরিয়া) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধি দ্বারা) শনৈঃ শনৈঃ (ধীরে ধীরে) উপরমেৎ (উপরত হইবে) মনঃ (মনকে) আত্ম-সংস্থং (আত্মস্থিত) কৃত্বা (করিয়া) কিঞ্চিৎ অপি (অন্য কিছুই) ন চিন্তয়েৎ (চিন্তা করিবেনা)। ২৫॥

অনুবাদ—

ধৈর্য্য ও বুদ্ধির দ্বারা মনে উপরত
হয়ে তুমি তবে হবে হরি চিন্তাগত ॥
মনকে আত্মার মাঝে করিয়া ধারণ।
করিতে হইবে তবে সমাধি সাধন ॥

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬

শব্দার্থ—

চঞ্চলম্ (চঞ্চল) অস্থিরম্ (অস্থির) মনঃ (মন) যতঃ যতঃ (যে যে বিষয়ে) নিশ্চরতি (ধাবিত হয়) ততঃ ততঃ (সেই সেই বিষয় হইতে) নিয়ম্য (নিবৃত্ত করিয়া) এতৎ (এই মনকে) আত্মনি এব (আত্মারই) বশং (বশে) নয়েৎ (আনিবে)। ২৬।

অনুবাদ—

সমাধি সাধনে রত জ্ঞানী যোগিগণ
বিষয় হইতে মনে করে নিবারণ।
আত্মাতেই মগ্ন হয়ে মন স্থির করে
সাধনায় জয়যুক্ত হয় তার পরে ॥ ২৬।

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্। ২৭

শব্দার্থ—

প্রশান্ত-মনসং (প্রশান্ত-চিত্ত) শান্তরজসং (রজোগুণবৃত্তিশূন্য) অকল্মষম্ (নিষ্পাপ) ব্রহ্মভূতম্ (ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত) এনং (এই) যোগিনং হি (যোগীকেই) উত্তমং (উত্তম) সুখং (সুখ) উপৈতি (আশ্রয় করে)। ২৭

অনুবাদ—

সবেতেই ব্রহ্মে লভি প্রশান্ত যে চিত
দুঃখ আদি ক্লেশ মোহ সবেতে বর্জিত।

ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়ে সুখে নিমগন
.সবেতে ব্রহ্মরে পেয়ে শান্ত সুধীজন ॥ ২৭।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮

শব্দার্থ—

এবং (এই প্রকারে) সদা আত্মানং যুঞ্জন্ (সর্ব্বদা আত্মাকে যোগ-যুক্ত করিয়া) বিগতকল্মষঃ যোগী (নিষ্পাপ যোগী) সুখেন (অনায়াসে) ব্রহ্ম-সংস্পর্শম্ (ব্রহ্মসংস্পর্শজনিত) অত্যন্তং সুখম্ (পরমসুখ) অশ্নুতে (ভোগ করেন) ২৮

অনুবাদ—

আত্মাতে সর্ব্বদা যুক্ত যেই যোগীবর
ব্রহ্মে লভি সঙ্গ সুখ লভে নিরন্তর।

পাপহীন সেই যোগী বশীভূত মন
লভি ব্রহ্ম অনায়াসে মহাসুখী হন ॥ ২৮

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯

শব্দার্থ—

সর্ব্বত্র (সকল স্থানে) সমদর্শনঃ (সমান দর্শন যার) যোগযুক্তাত্মা (যোগ দ্বারা যার আত্মা যুক্ত হইয়াছে) আত্মানং (আত্মাকে) সর্ব্বভূতস্থম্ (সকল প্রাণীর মধ্যে) ঈক্ষতে (দর্শন করে) চ (এবং) সর্ব্বভূতানি (সকল প্রাণীকে) আত্মনি (আত্মার মধ্যে) ঈক্ষতে (দর্শন করে)। ২৯।

অনুবাদ—

যার আত্মা যোগ দ্বারা যুক্ত হয়ে রয়
সর্ব্বত্র সমান দৃষ্টি সেই জন হয়।
সকল প্রাণীর মাঝে আত্মাকে সে দেখে
আত্মার মাঝেও সেই প্রাণী মনে রাখে ॥

ব্যাখ্যা—

করিয়া অভ্যাস যোগ জ্ঞান লভে সেই লোক
ব্রহ্মের সহিত মিশে লভে তথ্যসার।
ব্রহ্মকে আত্মার আত্মা জানিয়া সে পরমাত্মা
এজগতে সবেতেই দেখে একাকার॥
সেখানে যতেক প্রাণী সবি তার অংশ জানি
সবেতে তাঁহারি লীলা দরশন করে।
মনে কি আনন্দ রাশি সকলেরে ভালোবাসি
পূর্ণ ভালবাসা তার বিভু পদে ঝরে।
নাহি মনে আত্ম পর এ জগৎ তাঁরি ঘর
ধনী ও নির্ধন দোঁহে কোন ভেদ নাই।
সমদৃষ্টি লাভ হলে তারি চিত্ত-শতদলে
নিজে অধিষ্ঠান করে জগত গোঁসাই॥

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ ৩০

শব্দার্থ—

যঃ মাং সর্ব্বত্র পশ্যতি (যিনি আমাকে সর্ব্বত্র বা সর্ব্বভূতে দেখেন) সর্ব্বং চ ময়ি (এবং সর্বভূতকে আমাতে) পশ্যতি (দেখেন) অহং তস্য (আমি তাহার) ন প্রণশ্যামি (অদৃশ্য হই না) সঃ চ (তিনিও) মে (আমার) ন প্রণশ্যতি (অদৃশ্য হন না)। ৩০।

অনুবাদ—

সবার ভিতরে মোরে দেখে যেই জন
তাঁহার সম্মুখে আমি রহি সর্ব্বক্ষণ।
সেই যোগী ব্রহ্ম সাথে এক হয়ে যায়
অদৃশ্য না হই আমি সেও নাহি হয়॥

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥ ৩১

শব্দার্থ—

যঃ (যিনি) সর্বভূতস্থিতং (সর্বভূতে অবস্থিত) মাম্ (আমাকে) একত্বম্ (ব্রহ্মৈকত্বভাবে, সর্ব্বভাবে) আস্থিতঃ (প্রতিষ্ঠিত হইয়া) ভজতি (ভজনা করেন) সঃ (সেই) যোগী (জ্ঞানী) সর্বথা (সকল অবস্থায়) বর্তমানঃ অপিঃ (বিদ্যমান থাকিয়াও) ময়ি (আমাতে) বর্ততে (অবস্থিতি করেন) । ৩১ ।

অনুবাদ—

সর্ব্বজীবে আমি আছি আছে যার জ্ঞান
তাহারি সম্মুখে আমি থাকি বিদ্যমান।
সকলেতে মোরে হেরে পূজা যেই করে
জগতেতে থাকিলেও মোক্ষ লাভ করে ॥ ৩১
(কোন অবস্থায় তার কোন ভেদ নাই
অভেদ হইয়া মিশে তুলনা না পাই)

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২

শব্দার্থ—

অর্জুন (হে অর্জুন) যঃ (যে ব্যক্তি) আত্মৌপম্যেন (নিজের উপমা দ্বারা) সর্বত্র (সকল প্রাণীর মধ্যে) সুখং বা যদি বা দুঃখম্ (সুখ বা দুঃখকে) সমং পশ্যতি (সমানভাবে দেখেন) সঃ (তিনি) যোগী (যোগী) পরমঃ (শ্রেষ্ঠ) মতঃ (বিবেচিত হন) । ৩২ ।

অনুবাদ—

হে পার্থ ! নিজের মত ভাবিয়া অপরে
তাহার সুখেতে সুখী নিজে মনে করে।
অপরের দুঃখ যেই দুঃখ বলি মানে
শ্রেষ্ঠ যোগী বলি তারে সকলে বাখানে ॥ ৩২ ।

ব্যাখ্যা—

যিনি আপনার মত পরদুখে বিগলিত
অপরের সুখে সুখী হন যেই জন।
সকলের ভালো চায় আত্মবৎ হেরি তায়
সকলের হিত সাধে দিয়ে প্রাণ মন ॥
হিংসা পাপ দূর হয়ে সে হৃদয়ে যায় বয়ে
পূত মন্দাকিনী ধারা বিশ্ব প্রেমরাশি।
মরতেতে সেই জন স্বর্গ সুখ আস্বাদন
করে জেন সকলেরে শুধু ভালবাসি ॥
বিশ্বপ্রেম সেকি সুধা হরে যেন তৃষ্ণা ক্ষুধা
পায় সেই ধন্য তার সার্থক জনম।
সকলেরে ভালোবেসে আনন্দেতে হেসে হেসে
লাভ করে চিদানন্দ হরি নারায়ণ ॥

অর্জুন উবাচ

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩

শব্দার্থ—

অর্জুনঃ (অর্জুন) উবাচ (বলিলেন) মধুসূদন (হে কৃষ্ণ) ত্বয়া (আপনার দ্বারা) সাম্যেন (সমত্বরূপ) অয়ং (এই) যঃ (যে) যোগঃ (যোগ) প্রোক্তঃ (উক্ত হইল) চঞ্চলত্বাৎ (মনের চাঞ্চল্যবশতঃ) এতস্য (ইহার) স্থিরাম্ (স্থির) স্থিতিম্ (অবস্থিতি) অহং (আমি) ন পশ্যামি (দেখিতেছি না)। ৩৩ ॥

অনুবাদ—

হে কৃষ্ণ সমত্ব যোগ বলিলে যে তুমি
চঞ্চল আমার মন দেখি না ত আমি।
সমত্বই যোগ যদি কহ নারায়ণ
বুঝায়ে আমারে তাহা অধীর এ মন ॥ ৩৩।

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ৩৪

শব্দার্থ—

কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ) মনঃ (মন) হি (নিশ্চয়) চঞ্চলম্ (চঞ্চল) প্রমাথি (দেহ ও ইন্দ্রিয়কে অস্থির করে) বলবৎ (বলশালী) দৃঢ়ম্ (দুর্ভেদ্য) অয়ং (আমি) তস্য (তাহার) নিগ্রহঃ (সংযম) বায়োঃ ইব (বায়ুর ন্যায়) সুদুষ্করম্ (অত্যন্ত কঠিন) মন্যে (মনে করি) ॥ ৩৪ ।

অনুবাদ—

হে কৃষ্ণ চঞ্চল মন অস্থির যে করে
ইন্দ্রিয় সদাই জেন ক্ষুব্ধ করে নরে ।
তারে অবরোধ করা কঠিন যে ভারি
পবনে আবদ্ধ করা সম মনে করি ॥ ৩৪ ।

ব্যাখ্যা—

কাতরে অর্জুন কন বড় এ চঞ্চল মন
ইন্দ্রিয় সকল সদা ব্যস্ত করে নরে ।
অসীম শকতি তার তার কাছে মানে হার
দুর্ভেদ্য কঠিন সে যে এ জগৎ পরে ।
চঞ্চল পবন সম বীর্য্য তার তীব্রতম
বাঁধিয়া রাখিতে তারে শক্তি নাহি পাই ।
কহ প্রভু নারায়ণ জানিতে ব্যাকুল মন
কি ভাবে বাঁধিলে মন সংযত সবাই ॥
কবি কহে শুন ভাই ভাবনার কিছু নাই
সকলি সঁপিয়া দাও শ্রীহরির পায়ে ।
সে হালী ধরিলে হাল নহে আর বানচাল
নির্ভয়ে সংসার পার হবে সেই নেয়ে ॥

শ্রীভগবানুবাচ

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ ৩৫

শব্দার্থ—

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বলিলেন)—

মহাবাহো (হে বীর অর্জুন) অসংশয়ং (নিঃসন্দেহ) মনঃ (মন) দুর্নিগ্রহম্ (যাহাকে নিগ্রহ করা দুরূহ) চলম্ (যাহা চঞ্চল) তু (কিন্তু) কৌন্তেয় (হে অর্জুন) অভ্যাসেন (অভ্যাসের দ্বারা) চ (এবং) বৈরাগ্যেণ (বিষয়-বিতৃষ্ণা দ্বারা) [উহা] গৃহ্যতে (নিগৃহীত হয়) ॥ ৩৫ ।

অনুবাদ—

পার্থ তুমি যা বলেছ নিঃসন্দেহ তাই
মনকে নিগ্রহ করা দুরূহ সদাই।
অভ্যাস ও বৈরাগ্যে হয় বশীভূত মন
শুন সখা প্রিয়তম কুন্তীর নন্দন ॥ ৩৫

ব্যাখ্যা—

হাসিয়া শ্রীহরি কন শুন সখা অনুক্ষণ
বাঁধিতে জলের বাঁধ সাধনা যে চাই।
অভ্যাসে সকলি হয় জেনো মনে সুনিশ্চয়
সংযম করিবে শিক্ষা সব আগে তাই ॥
মনকে একাগ্র করি এক ভাবে রাখ ধরি
যখনি দেখিবে মন হতেছে চঞ্চল।
নিবৃত্ত করিয়া তারে চেষ্টা কর বারে বারে
জেন মনে কভু নাহি হইবে বিফল ॥
আসক্তির অর্থ রাগ অনাসক্তি যে বৈরাগ
এ দোঁহে পার্থক্য মনে বুঝাইয়া দাও।

রোগ বা বার্দ্ধক্য হলে ভোগ শক্তি যায় চলে
মিছে এ অনিত্য সুখ এরে নাহি চাও ॥

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥ ৩৬

শব্দার্থ—

অসংযতাত্মনা (অসংযতচিত্তের পক্ষে) যোগঃ দুষ্প্রাপঃ (যোগ লাভ করা কঠিন) ইতি মে মতিঃ (ইহাই আমার মত)। বশ্যাত্মনা তু (কিন্তু যাহার চিত্ত বশীভূত হইয়াছে) উপায়তঃ (যথাবিহিত উপায় দ্বারা) যততা (সচেষ্ট ব্যক্তি) অবাপ্তুং শক্যঃ (যোগ লাভ করিতে সমর্থ হন) ॥ ৩৬

অনুবাদ—

অসংযতচিত্ত লোকে যোগ নাহি হয়
চিত্ত যার বশীভূত তারে যোগী কয়।
মনেরে করিতে বশ হও সযতন
তাহা হলে লাভ হবে শ্রীহরি চরণ ॥ ৩৬

অর্জুন উবাচ

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি॥ ৩৭

শব্দার্থ—

অর্জুনঃ (অর্জুন) উবাচ (বলিলেন) কৃষ্ণ (হে ভগবান্) শ্রদ্ধয়া উপেতঃ (শ্রদ্ধাযুক্ত) অযতিঃ (যত্নহীন ব্যক্তি) যোগাৎ (যোগ হইতে) চলিতমানসঃ (ভ্রষ্টচিত্ত হইয়া) যোগসংসিদ্ধিম্ (যোগসিদ্ধি) অপ্রাপ্য (প্রাপ্ত না হইয়া) কং (কি, কোন) গতিং (গতি) গচ্ছতি (গমন করেন) ॥ ৩৭

অনুবাদ—

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণে কন ওহে ভগবান
যত্নহীন যোগভ্রষ্ট হন যেই জন।

প্রথমতঃ শ্রদ্ধাবান পরে যত্নহীন
যোগভ্রষ্ট সেই যোগী কিসে হয় লীন ? ৩৭

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮

শব্দার্থ—

মহাবাহো (হে কৃষ্ণ) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মলাভের) পথি (পথে) বিমূঢ়ঃ (মূঢ়) অপ্রতিষ্ঠঃ (নিরাশ্রয়) উভয়বিভ্রষ্টঃ [কর্ম ও ধ্যান] (উভয়মার্গ হইতে ভ্রষ্ট) ছিন্ন-অভ্রম্ ইব (ছিন্ন মেঘখণ্ডের ন্যায়) কচ্চিৎ (কি) ন নশ্যতি (নষ্ট হন না) ॥ ৩৮

অনুবাদ—

কর্মযোগ হতে যোগী হইলে পতিত।
বিনষ্ট কি হয় সেই ছিন্ন মেঘ মত ॥ ৩৮

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯

শব্দার্থ—

কৃষ্ণ (হে ভগবান্) মে (আমার) এতৎ (এই) সংশয়ম্ (সংশয়) অশেষতঃ (নিঃশেষরূপে) ছেত্তুম (ছেদন করিতে) আপনি অর্হসি (যোগ্য) হি (যেহেতু) ত্বৎ-অন্যঃ (আপনি ভিন্ন অন্য কেহ) অস্য (এই) সংশয়স্য (সংশয়ের) ছেত্তা (ছেদক) ন উপপদ্যতে (যোগ্য নয়) ॥ ৩৯

অনুবাদ—

নিঃশেষে সংশয় এই করিতে ছেদন।
তুমি ছাড়া কেবা আছে প্রভু নারায়ণ ॥ ৩৯

শ্রীভগবানুবাচ

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০

শব্দার্থ—

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বলিলেন) পার্থ (হে অর্জুন) তস্য

(তাঁহার) ইহ (ইহলোকে) বিনাশঃ (পাতিত্য) ন বিদ্যতে (হয় না) অমূত্র এব (পরলোকেও) ন [নরকাদিলাভ] (হয় না)। তাত (হে বৎস) হি (যেহেতু) কল্যাণকৃৎ (শুভকারী) কশ্চিৎ (কেহই) দুর্গতিং (অধোগতি) ন গচ্ছতি (প্রাপ্ত হয় না) ॥ ৪০

অনুবাদ—

ইহ পরলোকে তার বিনাশ না হয়।
শুভকর্ম করে যেবা দুঃখ তার নয় ॥ ৪০

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৪১

শব্দার্থ—

যোগভ্রষ্টঃ (যোগচ্যুতব্যক্তি) পুণ্যকৃতাং (পুণ্যকারিগণের) লোকান্ (শুভলোক) প্রাপ্য (লাভ করিয়া) শাশ্বতীঃ (বহু) সমাঃ (বৎসর) উষিত্বা (বাস করিয়া) শুচীনাং (সদাচারবান্) শ্রীমতাং (শ্রীমানের) গেহে (গৃহে) অভিজায়তে (জন্মগ্রহণ করেন)। ৪১

অনুবাদ—

পুণ্যময় লোকে বাস সাঙ্গ যবে হয়।
পুণ্যাত্মা ধনীর গৃহে যোগী জন্ম লয় ॥ ৪১

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২

শব্দার্থ—

অথবা (অথবা) ধীমতাম্ (ধীমান্) যোগিনাম্ (যোগিগণের) কুলে এব (কুলেই) ভবতি (জাত হন) ঈদৃশম্ (এইরূপ) যৎ জন্ম (যে জন্ম) এতৎ হি (ইহাই) লোকে (জগতে) দুর্লভতরং (অতি দুর্লভ)। ৪২

অনুবাদ—

অথবা জনম তার হয় জ্ঞানী কুলে।
দুর্লভ বলিয়া খ্যাত যাহা ভূমণ্ডলে ॥ ৪২

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩

শব্দার্থ—

কুরুনন্দন (হে কুরুপুত্র) তত্র (তথায়, সেই জন্মে) পৌর্বদেহিকম্ (পূর্বদেহে লব্ধ) তৎ (সেই) বুদ্ধিসংযোগং (মোক্ষপর বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধ) লভতে (লাভ করেন)। ততঃ (পূর্বজন্মকৃত সাধনের ফলে) সংসিদ্ধৌ চ (সিদ্ধিলাভের জন্য) ভূয়ঃ (অধিকতর) যততে (যত্ন করেন) ॥ ৪৩।

অনুবাদ—

যোগভ্রষ্ট পূর্বজ্ঞানে হয়ে জ্ঞানবান্।
মোক্ষ লভে দৃঢ়মতি হয় মতিমান্ ॥ ৪৩

পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে ॥ ৪৪

শব্দার্থ—

সঃ (তিনি) অবশঃ অপি (অবশ হইয়াও, যত্ন না করিলেও) তেন (সেই) পূর্ব-অভ্যাসেন এব (পূর্বাভ্যাসের দ্বারাই) হ্রিয়তে (যোগ সাধনে আকৃষ্ট হন) যোগস্য (যোগের স্বরূপ) জিজ্ঞাসুঃ অপি (জানিতে ইচ্ছুক হইয়া) [যোগ মার্গে প্রবৃত্ত যোগভ্রষ্টও] শব্দ-ব্রহ্ম (বেদোক্ত কর্মানুষ্ঠানের ফল) অতিবর্ততে (অতিক্রম করেন) ॥ ৪৪

অনুবাদ—

প্রারব্ধের বশে যোগী যোগনিষ্ঠ হয়।
বেদকর্ম অতিক্রমি ঊর্দ্ধগতি লয় ॥ ৪৪

প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫

শব্দার্থ—

তু (কিন্তু) প্রযত্নাৎ [পূর্ব জন্মকৃত] (প্রযত্ন অপেক্ষা) যতমানঃ (অধিকতর যত্ন করিয়া) সংশুদ্ধ-কিল্বিষঃ (নিষ্পাপ হইয়া) যোগী (যোগী) অনেক-জন্ম-সংসিদ্ধঃ (বহু জন্মের সাধনের ফলে) ততঃ (অনন্তর) পরাং (পরম) গতিম্ (গতি) যাতি (লাভ করেন) ॥ ৪৫।

অনুবাদ—

জন্ম জন্ম সাধনেতে পাপ হলে ক্ষয়।
পূতযোগী পরাগতি লভে সুনিশ্চয় ॥ ৪৫

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন ॥ ৪৬

শব্দার্থ—

যোগী (যোগী) তপস্বিভ্যঃ (তপঃপরায়ণ অপেক্ষা) অধিক (শ্রেষ্ঠ) জ্ঞানিভ্যঃ অপি (শাস্ত্রজ্ঞানবানগণ অপেক্ষা) অধিকঃ (শ্রেষ্ঠ) কর্মিভ্যঃ চ (কর্মিগণ হইতে) অধিকঃ (শ্রেষ্ঠ) মতঃ (আমার মত)। তস্মাৎ (অতএব) অর্জুন (হে পার্থ) যোগী (তুমি যোগী) ভব (হও)। ৪৬ ॥

অনুবাদ—

তপস্বী ও জ্ঞানী হতে হয় শ্রেষ্ঠ যোগী।
কর্মী হতে যোগী শ্রেষ্ঠ হও তুমি যোগী ॥ ৪৬

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭

শব্দার্থ—

যঃ (যিনি) শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্ধাযুক্ত) মদ্গতেন (মদ্গত) অন্ত-রাত্মনা (চিত্তদ্বারা) মাং (আমাকে) ভজনা (ভজনা করেন) সঃ (তিনি) সর্বেষাং (সকল) যোগিনাম্ অপি (যোগীগণের মধ্যেও) যুক্ততমঃ (সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ) মে (আমার) মতঃ (মত, সিদ্ধান্ত) ।। ৪৭

অনুবাদ—

সেই যোগী মোর ভক্ত ভজে শ্রদ্ধা ভরে।
মোর মতে সেই যোগী শ্রেষ্ঠ চরাচরে ॥
তপস্বী হইতে বড় যোগী জেন হয়।
জ্ঞানী হইতেও জেন যোগী বড় হয় ॥
আমাগত চিত্ত হয়ে যেই মোরে স্মরে।
সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করে ॥ ৪৭

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত

সপ্তম অধ্যায়

জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥ ১

শব্দার্থ—

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বলিলেন) পার্থ (হে অর্জুন) ময়ি (আমাতে) আসক্তমনাঃ (নিবিষ্টচিত্ত) মৎ-আশ্রয়ঃ (আমায় আশ্রিত হইয়া) যোগং (যোগ) যুঞ্জন্ (যুক্ত হইয়া) সমগ্রং (পূর্ণ-স্বরূপে) মাম্ (আমাকে) অসংশয়ং (নিঃসংশয়ে) যথা (যেরূপে) জ্ঞাস্যসি (জানিবে) তৎ (তাহা) শৃণু (শ্রবণ কর)। ১।

অনুবাদ—

যাগ যজ্ঞ দান ধ্যান যাহা পার্থ করো
আমাতে শরণাগত হয়ে তবে করো।
পূর্ণরূপে জেনে শুনে করি যোগাভ্যাস
পাইবে হৃদয়ে পূর্ণ ব্রহ্মের প্রকাশ।
যোগযুক্ত হয়ে পার্থ লও মদাশ্রয়
আমার স্বরূপ শোন হয়ে নিঃসংশয় ॥ ১।

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২

শব্দার্থ—

অহং (আমি) তে (তোমাকে) ইদং (এই) সবিজ্ঞানম্ (বিজ্ঞান সহিত, অনুভবের সহিত) জ্ঞানম্ (সদ্‌বিষয়ক জ্ঞান) অশেষতঃ (নিঃশেষে)

বক্ষ্যামি (বলিব) যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিলে) ইহ (এখানে) ভূয়ঃ (পুনঃ) অন্যৎ (অন্য কিছু) জ্ঞাতব্যম্ (জ্ঞাতব্য বিষয়) ন অবশিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকেনা) । ২ ।

অনুবাদ—

জ্ঞান আর বিজ্ঞান সহ কহি সবিশেষ।
জানিলে সে সব তত্ত্ব জানা হবে শেষ ॥ ২

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩

শব্দার্থ—

সহস্রেষু (হাজার হাজার) মনুষ্যাণাং (মানুষের মধ্যে) কশ্চিৎ (কদাচিৎ কেহ) সিদ্ধয়ে (সিদ্ধিলাভের জন্য) যততি (যত্ন করেন) যততাম্ (যত্নশীল) সিদ্ধানাম্ অপি (সিদ্ধগণের মধ্যেও) কশ্চিৎ (কেহ) মাং (আমাকে) তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) বেত্তি (জানিতে পারেন) । ৩ ।

অনুবাদ—

সহস্রেতে সিদ্ধি পেতে কেহ যত্ন করে।
যত্নশীল সিদ্ধ মাঝে কেহ জানে তাঁরে ॥ ৩ ।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ।

শব্দার্থ—

ভূমিঃ (মৃত্তিকা) আপঃ (জল) অনলঃ (অগ্নি) বায়ুঃ খং (আকাশ) মনঃ (সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মন) বুদ্ধি (নিশ্চয়াত্তিকা বুদ্ধি) এবচ (এবং) অহঙ্কারঃ (অহংকার) মে (আমার) অষ্টধা (অষ্ট প্রকারের) ভিন্না (বিভক্ত) প্রকৃতিঃ (ঐশ্বরী মায়া) ইয়ং (এই) ॥ ৪

অনুবাদ—

মৃত্তিকা জল ও বায়ু অনল আকাশ
মন বুদ্ধি অহঙ্কার আমারি বিকাশ।

অষ্টরূপে ভিন্নভাবে আমিই প্রকৃতি
আমার এ অষ্টরূপ এইভাবে স্থিতি ॥ ৪ ।

ব্যাখ্যা—

মৃত্তিকা আকাশ জল অনিল আর অনল
পঞ্চভূতে গড়া জড় জগৎ আমার
মিশাইয়া সাথে তার মন বুদ্ধি অহঙ্কার
প্রাণময় জগতেতে জ্ঞানের সঞ্চার ।
মনবুদ্ধি তারে বলে সংকল্প বিকল্প হলে
কর্ত্তব্য যাহার দ্বারা করি নিরূপন
দেহ ও ইন্দ্রিয় যদি আত্মা ভাবি নিরবধি
তারে কয় অহঙ্কার তাতেই পতন ।
মানুষের মৃত্যু হলে স্থূল দেহ রহে পড়ে
আত্মাসহ মনবুদ্ধি ছেড়ে যায় চলে
এরে সূক্ষ্ম দেহ কয় চোখে দেখা নাহি যায়
যুক্তি দ্বারা অনুভবে এরে জেনো মেলে ॥ ৪ ।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫

শব্দার্থ—

মহাবাহো (হে মহাবীর) ইয়ং (অষ্টবিধ যে প্রকৃতি উক্ত হইয়াছে) তু (কিন্তু) অপরা (নিকৃষ্ট)। ইতঃ (ইহা হইতে) পরাং (শ্রেষ্ঠ) অন্যাং (অন্য) জীবভূতাং (জীবস্বরূপ) মে (আমার) প্রকৃতিং (প্রকৃতি) বিদ্ধি (অবগত হও) ; যয়া (যাহার দ্বারা) ইদং (এই) জগৎ (জগৎ) ধার্যতে (বিধৃত আছে) ।। ৫

অনুবাদ—

হে বীর এ প্রকৃতি যে ইহা শ্রেষ্ঠ নয়
ইহা হতে ভিন্ন প্রকৃতি আছয়ে নিশ্চয় ।

তাহা শ্রেষ্ঠ জীবগণ তাহা হইয়াছে
সমগ্র জগৎ সেই ধারণ করেছে ॥ ৫।

ব্যাখ্যা—

অষ্ট প্রকৃতির কথা বলিয়াছি পূর্বে যথা
অচেতন তাই ইহা নিকৃষ্ট জগতে।
চৈতন্য জীব ও আত্মা এরা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব কথা
এরাই ধরেছে পৃথ্বী কর্মেরে সাধিতে ॥
অসংখ্য জীবের দল ভুঞ্জে তারা কর্মফল
তারি তরে এ জগৎ হয়েছে সৃজিত
পঞ্চভূত নহে সার মন বুদ্ধি অহঙ্কার
অপরা প্রকৃতি বলে হয়েছে বর্ণিত
যখন প্রলয় হয় প্রকৃতিতে পায় লয়
ইহাদের কণাটুকু কিছু নাহি থাকে
আত্মা জীব মহাজ্ঞান এরা নহে ধ্বংসমান
সঙ্কোচ ও বিকাশ রূপে দেখি মোরা একে ॥৫।

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।৬॥

শব্দার্থ—

সর্বাণি ভূতানি (সকল জীব) এতদ্‌যোনীনি (ইহা হইতে উৎপন্ন হয়) ইতি (ইহা) উপধারয় (জানিও) অহং (আমি) কৃৎস্নস্য জগতঃ (সমগ্র জগতের) প্রভবঃ (উৎপত্তি) তথা (এবং) প্রলয়ঃ (প্রলয়স্থান) ॥ ৬

অনুবাদ—

সকল প্রাণীর আমি উৎপত্তির স্থল
আমিই সবের মূল জানিও কেবল।
আমিই জগৎটিরে উৎপন্ন করিতে
ধ্বংসেও আমিই জেনো এই ধরণীতে ॥ ৬।

ব্যাখ্যা—

আমাদের কর্মফল ভুঞ্জি মোরা অবিরল
যখন পাপের ভারে ধরা পূর্ণ হয়।
তখন দয়াল হরি মানবের দুখ স্মরি
প্রলয় করিয়া করে সব দুখ লয়॥
প্রলয়ের সাথে সাথে সকলি বিনষ্ট তাতে
আত্মা ও চৈতন্য শুধু এরা দোঁহে রয়।
এরা নাহি ধ্বংস হয় ঈশ্বরেতে লীন হয়
বিরাট সে একার্ণবে সবি জলময়॥
বিরাট বিশাল রূপ দেখে বিশ্ব স্তব্ধ চুপ
তার মাঝে একেশ্বর নারায়ণ রাজে।
সুনীল অতল জল সেরূপেতে ঝলমল
পূর্ণচন্দ্র শোভে যেন নীলাকাশ মাঝে॥ ৬।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।৭॥

শব্দার্থ—

ধনঞ্জয় (পার্থ) মত্তঃ পরতরং (আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ) অন্যৎ কিঞ্চিৎ (অন্য কিছু) ন অস্তি (নাই) ময়ি পরমেশ্বরে প্রোতং (গ্রথিত, আশ্রিত) সর্বম্ ইদম্ (এই সব পরিদৃশ্যমান জগৎ) সূত্রে মণিগণা ইব (মণিগণ যেমন সূত্রে গ্রথিত থাকে তেমন)।। ৭

ব্যাখ্যা—

সকল ভালোর ভালো রূপে যার বিশ্ব আলো
ঈশ্বর সবার শ্রেষ্ঠ মনে জেন সার।
রত্নহার হৃদি শোভা রমণীর মনোলোভা
সূতায় একত্র গাঁথা রয় সেই হার॥

তেমনি এ বিশ্ব মাঝে যেখানে যা কিছু আছে
সকলি তাঁহাতে গাথা তিনি ছাড়া নয়।
তাঁরি গন্ধে ফুলদল বিতরিছে পরিমল
তাঁহারি সৌরভ যেন পবনেতে কয়॥
যাতে মুগ্ধ হয় মন যেথা যাহা অতুলন
তাঁহারি প্রকাশ তাহা এই বিশ্বমাঝে।
যা কিছু সুন্দর সৃষ্টি করিছে অমিয় বৃষ্টি
সবেতেই বিভাসিত তাঁর রূপ রাজে।। ৭

রসোঽহমপ্‌সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮।

শব্দার্থ—

কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র) অহম্ (আমি) অপ্‌সু (জলে) রসঃ (রস) শশিসূর্যয়োঃ (চন্দ্রে ও সূর্যে) প্রভা (জ্যোতিঃ) সর্ব্ববেদেষু (চারিবেদে) প্রণবঃ (ওঁকার) খে (আকাশে) শব্দঃ (শব্দ) নৃষু (মানবের মধ্যে) পৌরুষম্ (পুরুষকার) অস্মি ॥ ৮

অনুবাদ—

হে পার্থ জলেতে আমি হই রসময়
চন্দ্রে সূর্য্যে জ্যোতি আমি আমি প্রভাময়
বেদেতে প্রণব আমি ওঁকারেতে রই
আকাশে শব্দ ও আমি নানা ভাবে হই।
মানুষে পুরুষকারে আমি বিরাজিত
নানারূপ ধরি আমি শ্রেষ্ঠ ভাবে স্থিত ॥ ৮

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভুতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৯।

শব্দার্থ —

পৃথিব্যাং (পৃথিবীতে) পুণ্যঃ (পবিত্র) গন্ধঃ (গন্ধ) চ বিভাবসৌ (এবং অগ্নিতে) তেজঃ (দীপ্তি) অস্মি (হই) চ (এবং) সর্ব্বভূতেষু) জীবনং (প্রাণ) চ তপস্বিষু (ও তপস্বিগণে) তপঃ (তপ) অস্মি (হই) ।। ৯ ।

অনুবাদ—

পবিত্র গন্ধেতে আমি ধরণীতে রই
আগুনেতে দীপ্তি আমি তেজোময় হই ।
সর্ব্বজীবে প্রাণ হয়ে আমি বিরাজিত
তপস্বীর তপ রূপে জেন আমি স্থিত ।। ৯ ।

বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ ।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ।। ১০ ।

শব্দার্থ—

পার্থ (হে অর্জুন) মাং (আমাকে) সর্বভূতানাং (সর্বজীবের) সনাতনম্ (নিত্য) বীজং (কারণ) বিদ্ধি (জানিবে) অহং (আমি) বুদ্ধিমতাং (বিবেকীগণের) বুদ্ধিঃ (বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি, বিবেকশক্তি) তেজস্বিনাম্ (তেজস্বীগণের) তেজঃ (তেজোশক্তি) অস্মি (হই) ॥১০ ।

অনুবাদ—

হে পার্থ স্থাবর আর জঙ্গমের মাঝে,
সর্ব্ব জীবে থাকি আমি নিত্য নব সাজে ।
বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি রূপে বিবেকীতে স্থিত
তেজস্বীতে তেজ রূপে আমি বিরাজিত ॥ ১০ ।

বলং বলবতা যস্মিং কামরাগবিবর্জিতম্ ।
ধর্মাবিরুদ্ধো ভুতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ।। ১১ ॥

শব্দার্থ—

ভরতর্ষভ (হে ভরতশ্রেষ্ঠ) অহং (আমি) বলবতাং (বলবান-গণের) কামরাগবিবর্জিতম্ (কামরাগি বহীন) বলং (সামর্থ্য) চ (এবং

ভূতেষু (দেহিগণের মধ্যে) ধর্ম-অবিরুদ্ধ (ধর্মের অবিরোধী) কামঃ (কামনা, অভিলাষ) অস্মি (হই) ॥ ১১ ।

অনুবাদ—

ভরতকুলের শ্রেষ্ঠ পার্থ! জেন আমি কোথা রই
কামনা রাগেরে ছাড়িয়া যে বল আমি সেই বল হই।
ধর্ম মতেতে কাম অভিলাষ সেথা আমি প্রকাশিত
দেহীর দেহেতে প্রয়োজন রূপে আমি হই বিরাজিত ॥ ১১ ।

ব্যাখ্যা—

কন নারায়ণ শুন অর্জ্জুন
আমি ছাড়া কেহ নয়।
বলবান জনে বল হই মনে
দুষ্ট দলনময় ॥
কামরূপে আমি বহি দিবা যামী
মুনী ঋষি জন চাওয়া।
দেহের কামেতে চায় যেই পেতে
ধর্ম মানিয়া পাওয়া ॥
ক্ষুধায় আহার জল তৃষ্ণায়
শ্রমে নিদ্রার রূপে।
আমি বিরাজিত সদা প্রকাশিত
রহি অন্তরে চুপে ॥ ১১ ।

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২ ।

শব্দার্থ—

যে চ এব (এবং যে সকল) সাত্ত্বিকাঃ (সাত্ত্বিক) ভাবাঃ (চিত্ত-পরিণাম) যে (যে সকল) রাজসাঃ (রাজসিক) তামসাঃ (তামসিক

চিত্ত পরিণাম) তান্ (সেই সকল) মত্তঃ এব (আমা হইতেই) ইতি (ইহা) বিদ্ধি (জানিবে)। তু (কিন্তু) অহং (আমি) ন তেষু (তাহাদিগের অধীন নই) তে (তাহারা) ময়ি (আমার অধীন) ॥১২।

অনুবাদ—

সাত্ত্বিক ও রাজসিক তামসিক ভাব
মানুষের কর্মফলে লভে যে যা ভাব।
আমা হতে হয় তাহা এতে ভুল নেই
আমি বশীভূত তবু নহে তাহাতেই ॥ ১২

ব্যাখ্যা—

আপনার কর্ম ফলে ভুঞ্জে প্রাণী দলে দলে
সাত্ত্বিক বা রাজসিক তামসিকময়।
যার যাহা প্রাপ্য হয় সবি জেন আমা ময়
আমি ছাড়া জগতেতে কোন কিছু নয় ॥
আমি তবু তাই নই আপনাতে নিজে রই
শুদ্ধ সত্ত্ব চিরমুক্ত আমি চিরকাল।
আমার অধীনে রয় এ জগতেতে যা যা হয়
আমি শুধু ধরে থাকি দৃঢ় হাতে হাল ॥ ১২।

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥ ১৩।

শব্দার্থ—

এভিঃ (এই, পূর্বোক্ত) ত্রিভিঃ (তিন) গুণময়ৈঃ (সত্ত্বাদিগুণ-জাত) ভাবৈঃ (ভাবের দ্বারা) মোহিতম্ (ভ্রান্ত হইয়া) ইদং (এই) সর্বম্ (সমস্ত) জগৎ (জগৎ, প্রাণিনিচয়) এভ্যঃ (এই সকল হইতে) পরম্ (অতীত) অব্যয়ম্ (অনাদি) মাম্ (আমাকে) ন অভিজানাতি (জানিতে পারেনা) ॥ ১৩।

অনুবাদ-

সুখ দুঃখ মোহ এই তিনভাব লয়ে
জগতেতে সব প্রাণী মোহে মুগ্ধ রহে।
সবার অতীত মোর সত্য রূপ যাহা
উপাধি বর্জিত রূপ জানে না ত তাহা ॥ ১৩।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪।

শব্দার্থ—

এষা (এই) গুণময়ী (ত্রিগুণময়ী) মম (আমার) দৈবী (অলৌকিকী) মায়া (মায়া শক্তি) দুরত্যয়া (অতিক্রম করা কঠিন) যে (যাহারা) মাম্ এব (কেবল আমায়) প্রপদ্যন্তে (আশ্রয় করে) তে (তাহারা) এতাং মায়াম্ (এই মায়াকে) তরন্তি (অতিক্রম, করে) ॥ ১৪।

অনুবাদ--

অলৌকিক গুণময়ী মায়া শক্তি মম
এরে অতিক্রম করা দুরূহ বিষম।
যে মানব করে মোরে পূজা আরাধন
সেই পারে করিবারে মায়া অতিক্রম ॥ ১৪।

ব্যাখ্যা—

অলৌকিক মোহ মায়া জেন সবি বৃথা ছায়া
ইহাদের মোহে মুগ্ধ হোয়োনা সবাই।
ধ্রুব সত্য যেই জন পূজ তারে অনুক্ষণ
অতুলন ধন সেই তুলনা যে নাই ॥
তাহারে পাইলে বুকে মন ভরে উঠে সুখে
সত্য মিথ্যা ভুল ভ্রান্তি নাহি রহে আর।
তৃষিত তাপিত চিত সে অমৃতে হয় প্রীত
ডুবে যায় পেয়ে সেই শান্তি পারাবার ॥

স্মরি হৃদে মুখ তাঁর পালিবে কর্ত্তব্যভার
তাঁরে হেরি সহনীয় হবে সব দুখ।
বিভাসিত রূপ হেরি পাপ মায়া যাবে সরি
দ্বিধা ভ্রান্তি দূরে সবি মনে পাবে সুখ ॥ ১৪।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াং প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫।

শব্দার্থ—

দুষ্কৃতিনঃ (পাপকারী) মূঢ়াঃ (মোহগ্রস্ত) নরাধমাঃ (অধম নর) মায়য়া (মায়াদ্বারা) অপহৃতজ্ঞানাঃ (বিবেকহীন হইয়া) আসুরং (অসুরসুলভ) ভাবম্ (স্বভাব) আশ্রিতাঃ (আশ্রয় করিয়া) মাং (আমাকে) ন প্রপদ্যন্তে (ভজনা করে না) ॥ ১৫।

অনুবাদ—

নরাধম নরগণ হয়ে মোহময়
মিথ্যা ব্যবহারে যারা পাপে রত রয়।
আসুরি স্বভাব যার নাহি পূজে মোরে
তাহারা আমার থেকে যায় দূরে সরে ॥ ১৫।

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬।

শব্দার্থ—

ভরত-ঋষভ (হে ভরত বংশের শ্রেষ্ঠব্যক্তি) অর্জুন (অর্জুন) চতুর্বিধা জনাঃ (চার প্রকারের লোক) সুকৃতিনঃ (যাহারা পূর্ব্বে পুণ্য করিয়াছে তাহারা) মাং ভজন্তে (আমাকে ভজনা করে)—আর্ত্তঃ (ক্লিষ্ট ও রোগাদিদ্বারা অভিভূত) জিজ্ঞাসুঃ (তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু) অর্থ-অর্থী (ইহলোকে ও পরলোকে ধনকামী ও সুখার্থী) জ্ঞানী চ (এবং-যাহারা জ্ঞানী) ॥ ১৬

অনুবাদ—

হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ পার্থ বীরবর
মোরে পূজা করে চার প্রকারের নর।
ঐশ্বর্য্যকামী ও যার জ্ঞান লাভে আশ
ব্যথিত ও জ্ঞানীগণ আসে মোর পাশ ॥ ১৬।

ব্যাখ্যা—

দুঃখ পেয়ে কত জন ডাকে তাঁরে অনুক্ষণ
কেহ ডাকে শুধু তাঁরে জানিবার তরে।
কেহবা ঐশ্বর্য্য চায় কেহ জ্ঞান আশে যায়
তারে ডাকে নানা আশে নানা ভাবে নরে ॥
এমনি অবুঝ মন বুঝেও বোঝে না মন
দুঃখী ডাকে দুঃখ দূর করিবার তরে।
জ্ঞানী গ্রন্থ পাঠ করে তর্কে দূরে রহে সরে
বোঝেনা মিটিবে দুঃখ তারে পেলে পরে ॥
অবুঝ মানব মন স্বার্থান্বেষী অনুক্ষণ
সকামে ডাকিতে তারা ব্যস্ত যে সদাই।
নিষ্কাম ভাবে যে জন ডাকে তাঁরে অনুক্ষণ
সেই শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে কোন দ্বিধা নাই ॥
মিছে তর্ক সে বিচার তাঁর পূজা সর্ব্বসার
নিষ্কাম সকাম হোক কিছু বৃথা নয়।
ধ্রুব ডাকে রাজ্য চেয়ে শেষে তৃপ্ত তাঁরে পেয়ে
তাঁরে পেলে আর সব তুচ্ছ মনে হয় ॥ ১৬

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

শব্দার্থ—

তেষাং (তাঁহাদের মধ্যে) নিত্যযুক্তঃ (সদা আমাতে সমাহিত) এক-ভক্তিঃ (একনিষ্ঠ) জ্ঞানী (তত্ত্বজ্ঞ) বিশিষ্যতে (বিশিষ্ট, উৎকৃষ্ট হন) হি (যেহেতু) অহং (আমি) জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানীর) অত্যর্থম্ (অত্যন্ত) প্রিয়ঃ (প্রিয়) সঃ চ (তিনিও) মম (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) । ১৭ ॥

অনুবাদ—

এ চারি ভক্তের মধ্যে নিত্যযুক্ত জন
আমাতে যে একনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানী মন ।
সেই মোর শ্রেষ্ঠ প্রিয় জ্ঞান তত্ত্ব সার ।
আমি ছাড়া কোন কিছু গতি নাহি আর ॥ ১৭ ।

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্ ।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥ ১৮

শব্দার্থ—

এতে (ইহারা) সর্বেএব (সকলেই) উদারাঃ (উদার) তু (কিন্তু) জ্ঞানী (তত্ত্বজ্ঞ) আত্মা এব (আত্মস্বরূপ) [ইহা] মে (আমার) মতম্ (নিশ্চয়) হি (যেহেতু) সঃ (সেই) যুক্তাত্মা (সমাহিতচিত্ত পুরুষ) অনুত্তমাং (উৎকৃষ্ট) গতিং (গতিস্বরূপ) মাম্ এব (আমাকেই) আস্থিতঃ (আশ্রয় করিয়াছে) ॥১৮

অনুবাদ—

শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী এ কারণে জানে সে নিশ্চয়
আমি তার সে আমার মিথ্যা কভু নয় ।
ভক্তিমান্ জ্ঞান তার বৃথা কিগো হয় ।
আমি তার প্রিয় সে যে মোর প্রিয় হয় ॥ ১৮ ।

বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে ।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥ ১৯

শব্দার্থ—

বহূনাং (বহু) জন্মনাম্ (জন্মের) অন্তে (শেষে) জ্ঞানবান্ (জ্ঞানবান) মাং (আমাকে) সর্বং (সব জগৎ) বাসুদেব (কৃষ্ণই) ইতি (এইরূপে) প্রপদ্যতে (ভজনা করেন) সঃ (সেইরূপ) মহাত্মা (মহাপুরুষ) সুদুর্লভঃ (অতি দুর্লভ) ॥ ১৯ ।

অনুবাদ—

জ্ঞানী মোর বড় প্রিয়, যে জানে নিশ্চয় ।
এ জগতে জীবে শিব সব হরিময় ॥
এ জ্ঞান হয় যার সেই মহাজন ।
দুর্লভ জনম তাঁর মহাত্মা সে জন ॥ ১৯ ।

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০

শব্দার্থ—

তৈঃ (সেই) তৈঃ (সেই) কামৈঃ [পুত্র কীর্তি স্বর্গাদি] (কামনাদ্বারা) হৃতজ্ঞানাঃ (বিবেকবুদ্ধিহীন ব্যক্তিগণ) তং (সেই) তং (সেই) নিয়মম [উপবাসাদি] (নিয়ম) আস্থায় (অনুশীলন করিয়া) স্বয়া (স্বীয়) প্রকৃত্যাঃ (স্বভাব দ্বারা) নিয়তাঃ (বশীভূত হইয়া) অন্যদেবতাঃ (অন্য ক্ষুদ্র দেবতাগণকে) প্রপদ্যতে (ভজনা করেন) ॥ ২০

অনুবাদ—

কামনায় বশীভূত হতবুদ্ধি যারা ।
আমা ছাড়া অন্য দেবে পূজা করে তারা ॥
সর্বজীবে যেই জানে সেই নারায়ণ ।
সবাকার মাঝে তাঁরি মিলে দরশন ॥ ২০ ।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি ।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ ২১ ।

শব্দার্থ—

যঃ (যে) যঃ (যে) ভক্তঃ (ভক্ত) যাং (যে) যাং (যে) তনুং (দেবতামূর্ত্তি) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধার সহিত) অর্চিতুম্ (অর্চ্চনা করিতে) ইচ্ছতি (ইচ্ছা করেন) তস্য তস্য (তাঁহার তাঁহার, সেই সেই ভক্তের) তাম্ এব (তাহাতেই, সেই সেই মূর্ত্তিতেই) অচলাং (অচলা, নিশ্চলা) শ্রদ্ধাম্ (শ্রদ্ধা, ভক্তি) অহম্ (আমি) বিদধামি (বিধান করি) ॥ ২১

অনুবাদ—

যে ভক্ত যেরূপে করে আমার ভজন।
তাহাতে নিশ্চলা ভক্তি করি যে অর্পণ॥
সেই রূপে হৃদি তার আলো করি রই।
সবারই ভেতর আমি এক ছাড়া নই॥ ২১।

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥ ২২

শব্দার্থ—

সঃ (সেই ভক্ত) তয়া (সেই) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধার সহিত) যুক্তঃ (সংযুক্ত হইয়া) তস্য (তাঁহার, সেই দেবতার) আরাধনম্ (আরাধনা) ঈহতে (চেষ্টা করেন) চ ততঃ (এবং তাঁহার নিকট হইতে) ময়া এব (আমার দ্বারাই) বিহিতান্ (বিহিত) তান্ (সেই) কামান্ (কামনা-সমূহ) হি (অবশ্য) লভতে (লাভ করেন)॥ ২২

অনুবাদ—

সে ভক্ত সে দেব কাছে যা কামনা করে।
অন্তরালে থাকি আমি দিই তাহা তারে॥
আমিময় এ জগত যেখানে যা হয়।
সকল দেবের মাঝে সব আমাময়॥ ২২

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥২৩

শব্দার্থ—

তু (কিন্তু) অল্পমেধসাম্ (অল্পবুদ্ধি) তেষাং (তাঁহাদের) তৎ (সেই) ফলম্ (ফল) অন্তবৎ (অস্থায়ী) ভবতি (হয়) । দেবযজঃ (দেবোপাসকগণ) দেবান্ (দেবগণকে) যান্তি (প্রাপ্ত হন) অপি (ও) মদ্ভক্তাঃ (আমার ভক্তগণ) মাম্ (আমাকে) যান্তি (প্রাপ্ত হন) ॥ ২৩ ।

অনুবাদ—

অল্পবুদ্ধিগণ লভে অস্থায়ী সে ফল ।
আমারে না চেয়ে পূজা একান্ত বিফল ॥
আমারেই চেয়ে যারা পায় দেবতারে ।
আমারেই লভি সেথা মোক্ষ লাভ করে ॥ ২৩

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪

শব্দার্থ—

অবুদ্ধয়ঃ (বুদ্ধিহীনগণ) মম (আমার) অব্যয়ম্ (অক্ষয়) অনুত্তমম্ (উৎকৃষ্ট) পরং (শ্রেষ্ঠ) ভাবম্ (ভাব) অজানন্তঃ (না জানিয়া) অব্যক্তং (অব্যক্ত) মাম্ (আমাকে) ব্যক্তিম্ (প্রকাশ) আপন্নং (প্রাপ্ত) মন্যন্তে (মনে করে) ॥ ২৪

অনুবাদ—

বুদ্ধিহীন লোকেরাই না জেনে স্বরূপ ।
আমারে না পূজে পূজে ভিন্ন ভিন্নরূপ ॥
নানা দেবতার মূর্ত্তি তাই পূজা করে ।
ধ্রুব সত্য নিত্য মূর্ত্তি সেই নাহি স্মরে ॥

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ ২৫

শব্দার্থ—

অহং (আমি) যোগমায়াসমাবৃতঃ (যোগমায়াদ্বারা আবৃত) সর্ব্বস্য

প্রকাশঃ ন (সকলের নিকট প্রকাশিত হই না)। [সেইজন্য] মূঢ়ঃ (মোহাবৃত) অয়ং লোকঃ (এই জগৎ) অজম্ (জন্মহীন) অব্যয়ম্ (নিত্য, অক্ষয়) মাম্ (আমাকে) ন অভিজানাতি (জানেনা) ।। ২৫

অনুবাদ—

সংসারে মায়া মোহে ঢাকা আমি রই।
সকলের সমুখেতে প্রকাশিত নই ॥
মূর্খ জনে আমারে যে জানিতে না পারে।
ভক্তের সমুখে রই প্রকাশি নিজেরে ।। ২৫

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬

শব্দার্থ—

অর্জুন (হে পার্থ) সমতীতানি (অতীত) চ বর্ত্তমানানি (ও বর্ত্তমান) ভবিষ্যাণি চ (ও ভবিষ্যৎ) ভূতানি (স্থাবর জঙ্গমাদি সকলকে) অহং (আমি) বেদ (জানি) তু (কিন্তু) মাং (আমাকে) কশ্চন (কেহ) ন বেদ (জানিতে পারে না) ॥ ২৬

অনুবাদ—

অতীত ও বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ যাহা।
ইহাতে যতেক জীব মোর জ্ঞাত তাহা ॥
আমাকে সে জানে শুধু ভক্ত সেই জন।
সে কারণ ভক্ত জেন সর্ব্ব জ্ঞাত রন ॥

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্ব-মোহেন ভারত।
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭

শব্দার্থ—

পরন্তপ (হে শত্রুনিপাতকারী) ভারত (অর্জুন) সর্গে (সৃষ্টি সময়ে) ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন (ইচ্ছা ও দ্বেষ হইতে সৃষ্ট) দ্বন্দ্ব-মোহেন

(দ্বন্দ্বনিমিত্তক মোহ দ্বারা) সর্বভূতানি (সকল প্রাণী) সম্মোহং (মোহাভিভূত) যান্তি (হয়) ॥ ২৭

অনুবাদ—

যে কালেতে প্রাণীগণ জন্মলাভ করে।
ইচ্ছাদ্বেষজাত দ্বন্দ্ব তার বুদ্ধি হরে ॥ ২৭

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮

শব্দার্থ—

তু (কিন্তু) যেষাং (যে সকল) পুণ্যকর্মণাম্ (পুণ্যকারী) জনানাং (ব্যক্তির) পাপম্ (পাপ) অন্তগতং (ক্ষীণ) দ্বন্দ্ব-মোহনির্মুক্তাঃ (বিরুদ্ধ সুখ দুঃখ হইতে মুক্ত) তে (সেই সকল) দৃঢ়ব্রতাঃ (ব্রতনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ) মাং (আমাকে) ভজন্তে (ভজনা করে) ॥ ২৮

অনুবাদ—

পাপ দ্বন্দ্ব মোহ হীন পুণ্যকর্মা যারা
স্থিরবুদ্ধি দৃঢ়মতি মোরে ভজে তারা ॥ ২৮

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্ বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্ ॥ ২৯

শব্দার্থ—

জরামরণমোক্ষায় (জরা মরণ হইতে মুক্তির জন্য) যে মাম্ আশ্রিত্য যতন্তি (যাঁহারা আমাকে আশ্রয় করিয়া চেষ্টা করেন) তে (তাঁহারা) তৎ (সেই) ব্রহ্ম (পরম ব্রহ্মকে) কৃৎস্নম্ (সমস্ত) অধ্যাত্মং (শুদ্ধ আত্মাকে) অখিলং (সকল) কর্ম চ (তাঁহার সাধনভূত সরহস্য কর্মও) বিদুঃ (জানিতে পারেন) ॥ ২৯

অনুবাদ—

জরা মৃত্যু দুঃখ হতে মুক্তি তরে যারা।
আমার শরণাগত, শান্তি পায় তারা ॥

জন্ম-মৃত্যু-ক্ষয় হেতু হলে মমাশ্রিত।
ব্রহ্ম-জীব-কর্মতত্ত্ব হবে তুমি জ্ঞাত ॥ ২৯।

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০

শব্দার্থ—

যে চ (যাহারা) মাং (আমাকে) স-অধিভূতঅধিদৈবং (অধিভূত ও অধিদৈবের সহিত) স-অধিযজ্ঞং চ (এবং অধিযজ্ঞের সাহিত) বিদুঃ (জানেন, উপাসনা করেন) তে (সেই) যুক্তচেতসঃ (সমাহিতচিত্ত ব্যক্তিগণ) প্রয়াণকালে অপি (মৃত্যুকালেও) মাং (আমাকে) বিদুঃ (বিস্মৃত হন না)।

অনুবাদ—

সমাহিত চিত্ত যার সেই জ্ঞানী জন।
মৃত্যু কালে স্থির মোর পান দরশন ॥
অধিভূত অধিদৈব অধিযজ্ঞ জ্ঞান।
জ্ঞানীজন যুক্তযোগী স্থির মোরে পান। ৩০

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত

অষ্টম অধ্যায়

অর্জুন উবাচ

কিং তদ্ ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১

শব্দার্থ—

অর্জুন উবাচ (বলিলেন) হে পুরুষোত্তম তৎ (সেই) ব্রহ্ম কিং (ব্রহ্ম কি) কিম্ অধ্যাত্মং (অধ্যাত্ম কি) কিং চ কর্ম (কর্মই বা কি) অধিভূতং কিং প্রোক্তং (অধিভূত কাহাকে বলে) কিং চ অধিদৈবম্ উচ্যতে (কাহাকেই বা অধিদৈব বলা হয়) ॥ ১

অনুবাদ—

কিবা কর্ম কিবা ব্রহ্ম অধিভূত আর।
অধ্যাত্ম ও অধিদৈব চাহি জানিবার। ১

অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২

শব্দার্থ—

মধুসূদন (মধু নামে দৈত্যনাশক) অস্মিন্ (এই) দেহে (শরীরে) অধিযজ্ঞ (অধিযজ্ঞ) কঃ (কে) অত্র (এই দেহে) কথং (কিরূপে অবস্থিত) প্রয়াণকালে চ (এবং মৃত্যুসময়ে) নিয়ত-আত্মভিঃ (সংযতচিত্ত ব্যক্তিগণ দ্বারা) কথং (কি উপায়ে) জ্ঞেয়ঃ (জ্ঞাত) অসি (হন)। ২

অনুবাদ—

অধিযজ্ঞ দেহে কেবা কি ভাবে সে স্থিত।
মৃত্যুকালে যুক্তযোগীর কি সে তুমি জ্ঞাত? ২

শ্রীভগবানুবাচ

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩

শব্দার্থ—

শ্রীভগবান উবাচ—(শ্রীভগবান্ কহিলেন) পরমং অক্ষরং ব্রহ্ম (পরম অক্ষর বা অবিনাশী জগতের মূলকারণ তিনিই ব্রহ্ম) স্বভাবঃ অধ্যাত্মম্ উচ্যতে (জীবরূপে ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপকেই অধ্যাত্ম বলা হয়) ভূত-ভাবোদ্ভবকরঃ বিসর্গঃ (জীবগণের সৃষ্টি ও স্থিতিকর দেবোদ্দেশে দ্রব্যাদি ত্যাগরূপ যজ্ঞকে) কর্মসংজ্ঞিতঃ (কর্ম বলে)। ৩।

অনুবাদ—

পরম অক্ষর সেই অবিনাশী জন।
তিনিই এ জগতের মূল নিজে হন ॥
তাহাকেই ব্রহ্ম বলি সকলেতে কয়।
ব্রহ্মের প্রকৃত যাহা অধ্যাত্মতা হয় ॥
আত্মত্যাগ দ্বারা হয় সৃষ্টিস্থিতি যেই।
উন্নতি সাধিত যাহে কর্ম হয় তাই ॥ ৩

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ॥ ৪

শব্দার্থ—

দেহভৃতাং (দেহধারিগণের মধ্যে) বর (শ্রেষ্ঠ) [হে অর্জুন] ক্ষরঃ (নশ্বর) ভাবঃ (বস্তু) অধিভূতং (অধিভূত) পুরুষঃ (হিরণ্যগর্ভ) অধিদৈবতম্ (অধিদৈবত) চ অত্র (এবং এই) দেহে (শরীরে) অহম্ এব (আমিই) অধিযজ্ঞঃ (অধিযজ্ঞঃ) ॥ ৪

অনুবাদ—

বিনশ্বর পদার্থের অধিভূত নাম।
অধিদেব কার্য্যব্রহ্ম শোন গুণবান ॥

দেহস্থিত আমি হই অধিযজ্ঞ খ্যাত।
এই সব তত্ত্ব তুমি হও অবগত ॥ ৪

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫

শব্দার্থ—

অন্তকালে (মৃত্যুর সময়) যঃ (যে ব্যক্তি) মাম্ এব স্মরন্ (কেবল আমাকে স্মরণ করিয়া) কলেবরং মুক্ত্বা (দেহ ত্যাগ করিয়া) প্রয়াতি (যায়) সঃ (সে) মদ্ভাবং যাতি (আমার ভাব প্রাপ্ত হয়) অত্র (এই বিষয়ে) সংশয়ঃ নাস্তি (সন্দেহ নাই) ॥ ৫

অনুবাদ—

অন্তকালে যেই জন মোরে শুধু চায়।
স্থির জেনো সেইজন আমাকেই পায় ॥
পরলোকে মোর ভাব প্রাপ্ত হয় সেই।
ধ্রুব সত্য এই কথা কিছু ভুল নেই ॥ ৫

ব্যাখ্যা—

আসিলে শেষের ক্ষণ দৃঢ় করি হৃদি মন
শুধু সেই দয়াময়ে যেই জন চায়।
জেনো মনে সুনিশ্চয় নিজে আসি দয়াময়
দাঁড়ান শিয়রে তার দুঃখ দূরে যায় ॥
হেরি সেই মুখখানি, দূরে যায় সর্ব্বগ্লানি
প্রিয়জনে হারাইতে নাহি রয় ভয়।
মৃত্যুর যাতনা যত অমৃত প্রলেপ মত।
সব দাহ জুড়াইয়া সবি মধুময় ॥ ৫

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬

শব্দার্থ—

কৌন্তেয় (হে অর্জুন) বা-অপি (অথবা) যং যং ভাবং (যে যে ভাব) স্মরন্ (স্মরণ করিয়া) অন্তে (মৃত্যুর সময়) কলেবরম্ ত্যজতি (দেহত্যাগ করে) সদা (সর্ব্বদা) তদ্ভাবভাবিতঃ (সেই ভাবের দ্বারা ভাবিত হইয়া) তং তং এব (সেই সেই ভাব) এতি (প্রাপ্ত হয়) ।। ৬

অনুবাদ—

যে ভাব স্মরণ করি দেহত্যাগ করে ।
মৃত্যুর পরেতে সেই ভাব পায় নরে ॥
জীবনে প্রধান্ হয় যে ভাবনা যার ।
মৃত্যুকালে সেই চিন্তা জাগে বারবার ॥ ৬

ব্যাখ্যা—

বলিছেন নারায়ণ মৃত্যুকালে যেই মন
সেইরূপ গতি হয় জীব সবাকার ।
সারাটা জীবন ভরে কাটে যার যাহা স্মরে
সে অভ্যাস মৃত্যু কালে ভুলে থাকা ভার ॥
দুর্বল তখন মন লুপ্ত ধীরে এ চেতন
শুধু সবচেয়ে প্রিয় স্মরণেতে জাগে ।
তাই বলি অনুক্ষণ ডাকো ধ্যানারাধ্য ধন
সে দুটি অভয় পদে শরণ যে ম্যাগে ॥
মরণে না থাকে ভয় নাহি থাকে ক্ষতি যায়
শ্রীহরি চরণ স্মরি সে লভে মরণ ।
অতুলন রূপে হরি লন তারে কোলে করি
জাগে হৃদে সর্ব্বসার সে দুটি চরণ ॥ ৬

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ॥ ৭

শব্দার্থ—

তস্মাৎ (অতএব) সর্বেষু কালেষু (সকল সময়েই) মাম্ অনুস্মর (আমাকে স্মরণ কর) যুধ্য চ (এবং যুদ্ধ কর)। ময়ি (আমাতে) অর্পিত-মনোবুদ্ধিঃ (মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিলে) মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যসি (প্রাপ্ত হইবে) অসংশয়ঃ (ইহা নিঃসন্দেহ) ॥ ৭।

অনুবাদ—

অতএব আমাকেই স্মরণ করিয়া।
যুদ্ধ কর মনবুদ্ধি আমাতে অর্পিয়া ॥
তাহলে আমারে প্রাপ্ত হইবে নিশ্চয়।
ধ্রুব সত্য এই কথা সন্দেহ না হয় ॥ ৭

ব্যাখ্যা—

কমল-লোচন হরি পার্থে কন স্নেহভরি
মনবুদ্ধি মোর প'র কর সমর্পণ।
জানি মোরে শিবময় কর যুদ্ধ নাহি ভয়
ফলাফল সবি মোরে করিয়া অর্পণ ॥
জন্ম মৃত্যু সর্ব্বক্ষণ চিন্ত যদি নারায়ণ
জেনো সখা আমাতেই হয়ে যাবে লয়।
পুনর্জন্ম নাহি হবে নিশ্চয় আমারে পাবে
জ্ঞানীগণ সব ছেড়ে শুধু মোরে চায় ॥
যেই জন কর্ম করে শুধু চিত্তশুদ্ধি তরে
বিশ্বহিত কর্ম তার হৃদে বিশ্ব-প্রেম।
নিজহিতে লক্ষ্য নাই কর্মে রত সর্ব্বদাই
জেনো পার্থ তার কর্ম নিকষিত হেম ॥ ৭

অভ্যাস-যোগ-যুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮

হে পার্থ, অভ্যাস-যোগ-যুক্তেন (হে পার্থ, অভ্যাসের দ্বারা যোগযুক্ত) চেতসা নান্যগামিনা (অনন্যচিত্তে) দিব্যং (জ্যোতির্ম্ময়) পরং পুরুষং (পরম পুরুষকে) অনুচিন্তয়ন্ (অর্থাৎ পরমেশ্বরকে চিন্তা করিতে করিতে) তমেব (তাহাকেই) যাতি (লাভ করে) ॥ ৮ ।

অনুবাদ—

হে পার্থ অভ্যাস দ্বারা যোগযুক্ত হয়ে,
শ্রীহরি চরণ স্মরি যেজন পূজয়ে।
জ্যোতির্ময় পুরুষেরে করে যেই ধ্যান
সেই জন লাভ করে হরি ভগবান।
একচিত্তে অভ্যাসেতে করিলে চিন্তন।
স্বপ্রকাশ পরমাত্মা লভ্য তবে হন ॥ ৮।

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯

শব্দার্থ—

কবিং (সর্ব্বজ্ঞ) পুরাণম্ (অনাদি) অনুশাসিতারম্ (সর্বনিয়ন্তা) অণোঃ অণীয়াংসম্ (সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম) সর্ব্বস্য ধাতারম্ (সর্ব্বলোকের পালক) অচিন্ত্যরূপম্ (যাহার স্বরূপ মনের অগোচর) আদিত্যবর্ণং (সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতির্ময়) তমসঃ (অন্ধকারের) পরস্তাৎ (পারে অবস্থিত) ॥ ৯ ।

অনুবাদ—

সবার পালক যিনি, মন বুদ্ধি যাঁর
জানিবারে নাহি পারে মহিমা অপার।
সূর্য্যের মতন যাঁর বর্ণ জ্যোতির্ময়।
মোহান্ধ অতীত যেই অগোচর হয় ॥
সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্ম যিনি অচিন্ত্য স্বরূপ।
বলিবার নহে যাহা ভাষা হয় চুপ ॥ ৯

প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।১০

শব্দার্থ—

প্রয়াণকালে (মৃত্যুকালে) ভক্ত্যা (ভক্তির সহিত) যুক্তঃ (সংযুক্ত) অচলেন (একাগ্র) মনসা (মনে, চিত্তে) যোগবলেন (চিত্তৈশ্বর্য্য দ্বারা) ভ্রুবোঃ (ভ্রূযুগলের) মধ্যে চ এব (মধ্যেই) প্রাণম্ (প্রাণকে) সম্যক্ (সম্যগ্‌রূপে) আবেশ্য (ধারণ করিয়া) সঃ (তিনি) তং (সেই) পরং (শ্রেষ্ঠ) দিব্যম্ (দিব্য) পুরুষম্ (পুরুষকে) উপৈতি (প্রাপ্ত হন)॥ ১০

অনুবাদ—

মৃত্যু কালে ভ্রূর মধ্যে প্রাণ বায়ু স্থির।
ভক্তি আর যোগ বলে লভে তাঁকে ধীর॥ ১০

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে॥ ১১

শব্দার্থ—

বেদবিদঃ (বেদার্থজ্ঞগণ) যৎ (যাহাকে) অক্ষরং (অবিনাশী পুরুষ) বদন্তি (বলেন) বীতরাগা (বিষয়াসক্তিশূন্য) যতয়ঃ (যতিগণ) যৎ (যাহাতে) বিশন্তি (প্রবেশ করেন) যৎ (যাঁহাকে) ইচ্ছন্তঃ (জানিতে ইচ্ছা করিয়া) ব্রহ্মচর্য্যং (ব্রহ্মচর্য্য) চরন্তি (পালন করেন) তৎ (সেই) পদং (পদ) তে (তোমাকে) সংগ্রহেণ (সংক্ষেপে) প্রবক্ষ্যে (বলিব)॥ ১১

অনুবাদ—

পরমাত্মা বলে যারে বেদজ্ঞ যে জন।
রাগহীন যতিগণ যাতে লীন হন॥
ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী যাঁরা তাঁকে পায়।
বলিব সে বিষ্ণুপদ সংক্ষেপে তোমায়॥ ১১

সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥ ১২

শব্দার্থ—

সর্বদ্বারাণি (সকল ইন্দ্রিয়দ্বারা) সংযম্য (.সংযত করিয়া) মনঃ চ (ও মনকে) হৃদি (হৃৎপদ্মে) নিরুধ্য (নিরোধ করিয়া) আত্মনঃ (নিজের) প্রাণম্ (প্রাণকে) মূর্ধ্নি (মূর্ধাদেশে, ভ্রূযুগলের মধ্যে) আধায় (ধারণ করিয়া) যোগধারণাম্ (যোগাভ্যাসে) আস্থিতঃ (স্থিত, প্রবৃত্ত হইয়া) ॥ ১২

অনুবাদ—

সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার করিয়া সংযত
মনেরে হৃদয় পদ্মে করে যেই স্থিত।
ভ্রূ যুগল মধ্যে প্রাণ স্থাপন করিয়া
যোগাভ্যাসে রত যেই আমারে স্মরিয়া ॥ ১২

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥ ১৩

অনুবাদ—

ওঁ এই একাক্ষর যে করি স্মরণ।
মৃত্যুকালে যেই নেয় আমার শরণ ॥
দেহ ত্যজি মোক্ষ গতি সেই জন পায়।
অন্তকালে সব ভুলি আমারে যে চায় ॥ ১৩

ব্যাখ্যা—

দেহ ত্যজিবার কালে যেই জন মায়া ভুলে।
আমার অভয় পদে লভয়ে শরণ ॥
আমি তারে নিই তুলে আমার অমৃত কোলে।
স্তন হতে স্তনান্তরে শিশুকে যেমন ॥

আমার পরশ লভি মুছে যায় দুখ সবি
নূতন জনম পেয়ে সুখে সুখময়।
নাহি মৃত্যু নাহি ভয় সে কোল অমৃতময়
জীবব্যথাহারি হরি নিজে তারে লয়।।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ ১৪

শব্দার্থ—

অনন্যচেতাঃ (অনন্যচিত্তে) যঃ মাং (যে আমাকে) নিত্যশঃ (প্রতিদিন) সততং (সর্ব্বদা) স্মরতি (স্মরণ করে) হে পার্থ (হে অর্জুন) নিত্যযুক্তস্য তস্য যোগিনঃ (সদা সমাহিত সেই যোগীর পক্ষে) অহং সুলভঃ (আমি সুলভ)।

অনুবাদ—

অন্যচিন্তা ছাড়ি যেই মোর পূজা করে।
যার চিত্তে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান মোর তরে॥
সমাহিত সেই যোগী মোরে জেন পায়।
সব ছাড়ি একমনে মোরে যেই চায়॥
নিত্যকাল একচিত্তে স্মরিলে আমারে।
অনায়াসে সেই যোগী লাভ করে মোরে।। ১৪

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥ ১৫

শব্দার্থ—

পরমাং (পরম) সংসিদ্ধিং (মোক্ষ) গতাঃ (প্রাপ্ত হইয়া) মহাত্মানঃ (মহাত্মাগণ) মাম্ (আমাকে) উপেত্য (লাভ করিয়া) দুঃখ-আলয়ম্ (দুঃখের আগার) অশাশ্বতম্ (অনিত্য) পুনঃ-জন্ম (পুনর্জন্ম) ন আপ্নুবন্তি (প্রাপ্ত হন না)। ১৫

অনুবাদ—

মোরে লভি মুক্ত হন সে মহাত্মা জন।
অনিত্য সংসারে আর জন্ম নাহি লন॥
মহাত্মাগণেরা পরম সিদ্ধিরে পাইয়া।
আমারেই করে লাভ মোরেই চাহিয়া॥
দুঃখের আলয় রূপ পুনর্জন্ম তার।
হয় না করিতে ভোগ জেন বারবার॥ ১৫

ব্যাখ্যা—

এ জগতে প্রতি পদে পাই দুঃখ কত মতে
এর হাতে পরিত্রাণ কারোই ত নাই॥
তাই জ্ঞানী গুণীজন স্থির করি হৃদি মন।
তাঁহারে কামনা করে তাঁরে শুধু চাই॥
মুক্তি পেলে এ জনমে আর যেন কোন ক্রমে
না হয় আসিতে এই দুঃখের আগারে॥
স্বর্গ চিরস্থায়ী নয় পুণ্য ফল হলে ক্ষয়।
পুনরায় জন্মে নর দুঃখ ভোগ তরে॥
কিন্তু পেলে নারায়ণ আর জন্ম নাহি লন।
সব দুঃখ সব ক্লেশ হয় অবসান॥
তাই বলি পূজ ভাই এক প্রাণে তাঁরে চাই।
যাঁরে পেলে তৃপ্ত হয় তাপিত পরাণ। ১৫

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ১৬

শব্দার্থ—

অর্জুন (হে পার্থ) আ-ব্রহ্মভুবনাৎ (পৃথিবী হইতে ব্রহ্মভুবন পর্য্যন্ত) লোকাঃ (লোকসমূহ) পুনঃ আবর্ত্তিনঃ (পুনরাবর্ত্তনশীল)। কৌন্তেয় (কুন্তীপুত্র) মাম্ (আমাকে) উপেত্য (প্রাপ্ত হইয়া) তু (কিন্তু) পুনঃ-জন্ম (পুনর্জন্ম) ন বিদ্যতে (হয় না)। ১৬।

অনুবাদ—

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনে কন কুন্তীর নন্দন।
পৃথিবী হইতে এই ব্রহ্ম যে ভুবন ॥
সকলই পুনরাবর্ত্তনশীল জেন হয়।
শুধু মোরে পাইলেই ফিরিতে না হয় ॥
ব্রহ্মলোক হতে জীব আসে বারবার।
লভিলে আমারে হয় রুদ্ধ জন্ম দ্বার ॥ ১৬

সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ১৭

শব্দার্থ—

সহস্রযুগপর্য্যন্তং (সহস্রযুগব্যাপী) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মার) যৎ (যে) অহঃ (দিন) যুগ-সহস্র-অন্তাং (সহস্রযুগশেষে) রাত্রিং (রাত্রি) যে (যাঁহারা) বিদুঃ (জানেন) তে (সেই) জনাঃ (জনগণ) অহঃ-রাত্র-বিদঃ (দিনরাত্রির পরিমাণজ্ঞ)। ১৭।

অনুবাদ—

শতবর্ষ মহাযুগে রাত্রি দিন হয়।
ব্রহ্মার সে রাত্রি দিন যিনি জ্ঞাত হয় ॥
বলি পার্থ শোন তত্ত্ব গূঢ় অতিশয়।
অহোরাত্রবিৎ তাকে সর্ব লোকে কয় ॥ ১৭

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮

শব্দার্থ—

অহরাগমে (ব্রহ্মার দিন সমাগমে) সর্ব্বাঃ ব্যক্তয়ঃ (সকল প্রকাশিত বস্তু, চরাচর জগৎ) অব্যক্তাৎ (অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে) প্রভবন্তি (আবির্ভূত হয়)। রাত্র্যাগমে (রাত্রি হইলে) তত্র এব অব্যক্তসংজ্ঞকে (সেই অব্যক্ত নামক প্রকৃতিতেই) প্রলীয়ন্তে (প্রলীন হয়)। ১৮

অনুবাদ—

দিবাগমে চরাচর অব্যক্ত জগৎ।
প্রকৃতি হইতে জেনো হয় আবির্ভূত॥
আবার হইলে রাত্রি প্রকৃতিতে লীন।
অব্যক্ত রূপেতে হয় সমগ্র বিলীন॥১৮

ব্যাখ্যা—

ব্রহ্মার জনম দিয়ে বেদরাশি পাঠাইয়ে
লীলাময় এই বিশ্ব করেন সৃজন।
বেদ মত অনুসরি ব্রহ্মা সব সৃষ্টি করি
হরি শক্তি দিয়ে করে জগৎ গঠন॥
আমাদের চারশত আটত্রিশ কোটিবর্ষ
ব্রহ্মার তাহাতে মাত্র হয় এক দিন।
রাতও সেই মত ঠিক মিলায় সকল দিক
ব্রহ্মার রাত্রিতে সব প্রলয় মগন॥
চারিদিকে সৃষ্ট যাহা ব্রহ্মার দিবসে তাহা
জন্ম ও বৰ্দ্ধিত হয় সাগর জঙ্গম।
আসিলে ব্রহ্মার নিশি মিলায় সকল দিশি
সৃষ্টি ও প্রলয় দুই একই নিয়ম॥ ১৮

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥ ১৯

শব্দার্থ—

পার্থ (হে অর্জুন) সঃ এব (সেই) অয়ং (এই) ভূতগ্রামঃ (ভূত-সমূহ) ভূত্বা ভূত্বা (পুনঃ পুনঃ জন্মিয়া) রাত্রি-আগমে (রাত্রি সমাগমে) প্রলীয়তে (লয় প্রাপ্ত হয়) অহঃ-আগমে (দিন সমাগমে) অবশঃ ([স্বীয় কর্মের] অধীন হইয়া) প্রভবতি (উৎপন্ন হয়)। ১৯

অনুবাদ—

ব্রহ্মার সে রাত্রি দিনে জন্ম আর লয়।
পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন অবশেতে হয় ॥ ১৯

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০

শব্দার্থ—

তু (কিন্তু) তস্মাৎ (সেই) অব্যক্তাৎ ([জীবগণের বীজভূত অবিদ্যারূপ] অব্যক্ত হইতে) পরঃ (ব্যতিরিক্ত) অন্যঃ (অত্যন্ত বিলক্ষণ) অব্যক্তঃ (ইন্দ্রিয়ের অগোচর) সনাতনঃ (অক্ষর) যঃ (যে) ভাবঃ (পরব্রহ্ম) সঃ (তিনি) সর্বেষু ভূতেষু (সমস্ত জীব) নশ্যৎসু (নষ্ট হইলে) ন বিনশ্যতি (বিনষ্ট হন না)। ২০

অনুবাদ—

ইহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এক অনাদি অব্যয়।
সর্ব্ব বস্তু বিনাশেও নাই যার লয়। ২০

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তেতে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১

যঃ অব্যক্তঃ অক্ষর ইতি উক্তঃ (যিনি অব্যক্ত এবং অবিনাশী বলিয়া উক্ত হন) তং (তাহাকে) পরমাং গতিম্ আহুঃ (শ্রেষ্ঠ গতি বলা হয়) যং প্রাপ্য (যাহাকে পাইলে) ন নিবর্ত্তন্তে (আর ফিরিতে হয়না) তৎ মম পরমম্ ধাম (তাহা আমার পরম ধাম)। ২১

অনুবাদ—

বেদোক্ত অব্যক্ত যাহা শ্রেষ্ঠ গতি হয়।
লভিলে সে ধাম মোর জন্ম মৃত্যু ক্ষয় ॥
যাঁহারে পাইলে পরে শেষ সব চাওয়া।
তাহারে পাইলে হৃদে শেষ আসা যাওয়া ॥ ২১

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্॥ ২২

শব্দার্থ—

হে পার্থ! (হে অর্জুন!) ভূতানি যস্য অন্তঃস্থানি (জীবগণ যাঁহাতে অবস্থিত) যেন ইদং সর্ব্বং ততম্ (যাঁহা দ্বারা এই জগৎ ব্যাপ্ত) সঃ পরঃ পুরুষঃ (সেই পরম পুরুষ) তু (কিন্তু) অনন্যয়া ভক্ত্যা লভ্যঃ (অনন্য ভক্তি দ্বারা লভ্য)॥ ২২

অনুবাদ—

হে পার্থ সকল জীব যার মাঝে রয়।
সমগ্র জগৎ যাতে ব্যাপ্ত তিনিময়॥
সেই জনে পাওয়া যায় শুধু ভক্তি দিয়ে।
হৃদি পদ্মাসনে তাঁরে শুধু এঁকে নিয়ে॥
যাঁর মধ্যে স্থিত বিশ্ব বিশ্বব্যাপী যিনি।
ভক্তিতেই লভ্য তিনি অন্য নাহি জানি॥ ২২

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ॥ ২৩

শব্দার্থ—

ভরতর্ষভ (হে ভরতশ্রেষ্ঠ) যত্র কালে (যে কালে) প্রয়াতাঃ তু (প্রয়াণ করিলে) যোগিনঃ (যোগীগণ) অনাবৃত্তিম্ (মুক্তি) আবৃত্তিং চ (ও পুনর্জন্ম) যান্তি এব (প্রাপ্ত হয়) তং (সেই) কালং (কালের কথা) বক্ষ্যামি (বলিব)॥ ২৩

অনুবাদ—

আবৃত্তি ও অনাবৃত্তি যে যে কালে হয়।
সেকালের গতি বিধি বলি ধনঞ্জয়॥
কি ভাবে লভিলে মৃত্যু যোগী জ্ঞানী জন।
মোক্ষ ও পুনর্জন্ম করেন লভন॥ ২৩

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪

শব্দার্থ—

অগ্নিঃ (আগুন) জ্যোতিঃ (প্রভা) অহঃ (দিন) শুক্লঃ (শুক্লপক্ষ) ষণ্মাষাঃ উত্তরায়নম্ (উত্তরায়ণের ছয়মাস) তত্র (সেই মার্গে) প্রয়াতাঃ (প্রয়াণ করিয়া) ব্রহ্মবিদঃ (ব্রহ্ম উপাসক) জনাঃ (ব্যক্তিরা) ব্রহ্ম (ব্রহ্মলোকে) গচ্ছতি (গমন করেন) ॥ ২৪

অনুবাদ—

অগ্নি জ্যোতি শুক্লপক্ষ আর ছয়মাস।
এই সব দেবতারা যথা করে বাস ॥
দিবস উত্তরায়ণ পথে যার গতি।
দেহত্যাগে সে ব্রহ্মজ্ঞ লভে ব্রহ্মে স্থিতি ॥ ২৪

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্তে ॥ ২৫

শব্দার্থ—

ধূমঃ (ধূম) রাত্রিঃ (রাত্রি) তথা (এবং) কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণপক্ষ) ষণ্মাসাঃ দক্ষিণায়ণম্ (দক্ষিণায়নের ছয়মাস) তত্র (সেই মার্গে) যোগী (কর্মী) চান্দ্রমসং (চন্দ্রের) জ্যোতিঃ (জ্যোতি) প্রাপ্য (পাইয়া) নিবর্ততে (প্রত্যাবর্তন করে) ॥ ২৫

অনুবাদ—

ধূমরাত্রি কৃষ্ণ পক্ষ আর ছয়মাস।
এই সব দেবতারা যথা করে বাস ॥
দক্ষিণায়নের গতি চন্দ্রলোকে হয়।
যেথা হতে পুনঃ জন্ম হয় সুনিশ্চয় ॥ ২৫

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥ ২৬

শব্দার্থ—

হি (যেহেতু) জগতঃ (জগতের) শুক্লকৃষ্ণে (শুক্ল বা দেবযান ও কৃষ্ণ বা পিতৃযান) এতে (এই দুই) গতী (গতি) শাশ্বতে (সনাতন) মতে (কথিত হয়) একয়া (একটি দ্বারা, শুক্লমার্গ দ্বারা) অনাবৃত্তিম্ (অপুনরাবৃত্তি, মোক্ষ) যাতি (প্রাপ্ত হয়) অন্যয়া (অন্যটি দ্বারা) পুনঃ (আবার) আবর্ততে (প্রত্যাবর্তন করে) ॥ ২৬

অনুবাদ—

শুক্ল কৃষ্ণ দুই মার্গ আছে ধনঞ্জয়।
কৃষ্ণে জন্ম শুক্লে নয় ইহা সুনিশ্চয় ॥ ২৬

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন ॥ ২৭

শব্দার্থ—

পার্থ (হে অর্জুন) এতে (এই) সৃতী (মার্গদ্বয়কে) জানন্ (জানিয়া) কঃ-চন (কোনও) যোগী (উপাসক বা কর্মী) ন মুহ্যতি (মোহগ্রস্ত হন না) তস্মাৎ (সেই হেতু) অর্জুন (হে পার্থ) সর্বেষু (সকল) কালেষু (সময়ে) যোগযুক্তঃ (সমাহিত) ভব (হও) ॥ ২৭

অনুবাদ—

মার্গদ্বয় জেনে যোগী মোহগত নয়।
সদাকাল যোগযুক্ত হও ধনঞ্জয় ॥ ২৭

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥ ২৮

শব্দার্থ—

বেদেষু (বেদপাঠে) যজ্ঞেষু (যজ্ঞানুষ্ঠানে) তপঃসু (তপশ্চর্য্যায়) দানেষু চ এব (এবং দানকর্মেও) যৎ (যে) পুণ্যফলং (পুণ্য-ফল বা সুকৃতি) প্রদিষ্টম্ (শাস্ত্রোপদিষ্ট আছে) ইদং (ইহা) বিদিত্বা

(জানিয়া) যোগী (ধ্যাননিষ্ঠ-ব্যক্তি) তৎ (সেই) সর্বম্ (সমস্ত ফল) অত্যেতি (অতিক্রম করেন) আদ্যম্ (আদিকারণ) পরং (প্রকৃষ্ট) স্থানম্ চ (ব্রহ্মপদ) উপৈতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ২৮

অনুবাদ—

বেদপাঠ যজ্ঞ দানে যে যে ফল হয়
তপস্যার ফল যাহা সর্ব লোকে কয়।
অতিক্রমি এই সব স্থিরমতি যোগী
ব্রহ্মানন্দে স্থিত হয়ে ব্রহ্মপদ ভোগী ॥ ২৮

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

নবম অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১

শব্দার্থ—

শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান বলিলেন) ইদং (এই) গুহ্যতমং (অতিগূঢ়) বিজ্ঞানসহিতং (কার্য্যকারণ তত্ত্বজ্ঞানের সহিত) জ্ঞানম্ (ঈশ্বরসম্বন্ধে জ্ঞান) অনসূয়বে (দোষদৃষ্টিহীন) তে প্রবক্ষ্যামি (তোমাকে বলিব) যৎ জ্ঞাত্বা অশুভাৎ মোক্ষ্যসে (যাহা জানিলে অমঙ্গল হইতে মুক্তি লাভ করিবে) ॥ ১

অনুবাদ—

অতিগূঢ় ব্রহ্মজ্ঞান অনুভূতি কথা।
দোষ দৃষ্টি হীন যাহা বলি শুন হেথা ॥
সকল বিপদ হতে অমঙ্গল যায় ॥
বুঝাব যাহাতে শুধু জ্ঞান সবে পায় ॥ ১

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্ ॥ ২

শব্দার্থ—

ইদম্ (ইহা, এই ব্রহ্মবিদ্যা) রাজবিদ্যা (সকল বিদ্যার রাজা) রাজগুহ্যম্ (অতিগুহ্য, গুরূপদেশ ব্যতীত বোধের অগম্য) উত্তমম্ (উত্তম) পবিত্রম্ (বিশুদ্ধিকর) প্রত্যক্ষ-অবগমং (সাক্ষাৎ ফলপ্রদ) ধর্ম্ম্যং (ধর্ম্মসঙ্গত) কর্ত্তুম্ (অনুষ্ঠান করিতে) সুসুখম্ (সুখসাধ্য) [চ] অব্যয়ম্ (ও অক্ষয়) ॥ ২

অনুবাদ—

গুহ্য হতে গুহ্যতম পবিত্র অক্ষয়।
সুখসাধ্য মুক্তিপ্রদ সর্বধর্মময় ॥ ২

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ ধর্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥ ৩

শব্দার্থ—

পরন্তপ (হে শত্রুদমন) অস্য (এই) ধর্মস্য (ব্রহ্মজ্ঞান নামক ধর্মের প্রতি) অশ্রদ্ধধানাঃ (শ্রদ্ধাবিহীন) পুরুষাঃ (ব্যক্তিগণ) মাম্ (আমাকে) অপ্রাপ্য (না পাইয়া) মৃত্যু-সংসার-বর্ত্মনি (মৃত্যুসঙ্কুল সংসার পথে) নিবর্তন্তে (প্রত্যাগমন করে) ॥ ৩

অনুবাদ—

শ্রদ্ধাহীন এই ধর্মে নাহি পায় মোরে।
ধর্মচ্যুত হয়ে ভবে মৃত্যু পথে ঘোরে ॥ ৩

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ ॥ ৪

শব্দার্থ—

অব্যক্ত-মূর্তিনা (অব্যক্তমূর্তি বা ইন্দ্রিয়ের অগোচর) ময়া (আমার দ্বারা) ইদং (এই) সর্বং (সমগ্র) জগৎ (বিশ্ব) ততম্ (ব্যাপ্ত) সর্ব-ভূতানি (সমস্ত জীব) মৎস্থানি (আমাতে অবস্থিত) অহং চ (আমি) তেষু (তাহাতে) ন অবস্থিতঃ (অবস্থিত নহি অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে আমি সীমাবদ্ধ নই) ॥ ৪।

অনুবাদ—

ইন্দ্রিয়ের অগোচর মূর্তি যে আমার।
আমাতেই ব্যাপ্ত জেন বিশ্ব চরাচর ॥
ব্রহ্মাদি যেখানে যাহা স্থিত আমাতেই।
সকলে আমারই মধ্যে আমি সবে নেই ॥

আমাতে আশ্রিত সব আমারে যে ধরে
এমন কিছুই নাই জগৎ সংসারে।
বিশ্বব্যাপী আছি আমি অব্যক্ত যে হই।
আমাতেই সর্বভূত—আমি তাতে নই॥ ৪

ব্যাখ্যা—

এ ধরার জলে স্থলে যত কিছু ফুলে ফলে
সারা বিশ্ব-ব্যাপ্ত করি তাঁহারি প্রকাশ।
প্রস্ফুটিত শতদল বহে তারি পরিমল
নবোদিত অরুণেতে তাহারি বিভাস॥
স্থির নীলাকাশখানি তারি শোভা দেয় আনি
তাঁহারি আশ্রয়ে রয় যত জীবগণ।
আত্মমগ্ন সেই জন কাহারো আশ্রিত নন
স্বয়ম্ভূ করেন শুধু সবার পালন॥
সে মহিমা গাহিবারে ভাষা শক্তি যায় হেরে
স্তব্ধ হয়ে করি ধ্যান সেই পদ দুটি।
তাঁহারি পূজার তরে জন্মি যেন বারেবারে
পাদ্য অর্ঘ্য রচিবারে পুষ্প হয়ে ফুটি॥ ৪

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥ ৫

শব্দার্থ—

ভূতানি চ (প্রাণীরাও) ন মৎস্থানি (আমাতে অবস্থিত নয়) মে (আমার) ঐশ্বরম্ (ঐশ্বরীয়) যোগম্ (মাহাত্ম্য) পশ্য (দেখ)। মম (আমার) আত্মা (স্বরূপ) ভূতভৃৎ (ভূতগণের ধারক) ভূতভাবনঃ চ (ও ভূতগণের উৎপাদক) ন ভূতস্থঃ (ভূতগণের মধ্যে অবস্থিত নহে)॥ ৫

অনুবাদ—

আমার যথার্থ রূপ কর দরশন।
সর্ব্ব বিবর্জ্জিত আমি ভাবে নিমগন॥
সবেতে রহিয়া আমি সব ছেড়ে রই।
রক্ষা করি থাকি ধরে নিজে ধৃত নই॥ ৫।

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥ ৬

শব্দার্থ—

যথা (যেমন) নিত্যং (সর্ব্বদা) আকাশস্থিতঃ সর্বত্রগঃ মহান্ বায়ুঃ (সর্বত্র গতিশীল মহাবায়ু আকাশে অবস্থিত) তথা (তেমনি) সর্ব্বাণি ভূতানি (সকলভূত) মৎস্থানি (আমাতে অবস্থিত) ইতি (ইহা) উপধারয় (জানিবে)॥ ৬

অনুবাদ—

সর্বগামী যথা বায়ু আকাশেতে রয়।
তথা আমি সর্বভূতে কিন্তু লিপ্ত নয়॥ ৬

সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥ ৭

শব্দার্থ—

কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র) সর্বভূতানি (সকলভূত) কল্পক্ষয়ে (প্রলয়-কালে) মামিকাম্ (আমার) প্রকৃতিং (ত্রিগুণাত্মিকা মায়াতে) যান্তি (লীন হয়) পুনঃ (আবার) কল্প-আদৌ (সৃষ্টিকালে) তানি (সেই জীব সকল) অহম্ (আমি) বিসৃজামি (সৃষ্টি করি)॥ ৭

অনুবাদ—

কল্পক্ষয়ে জীব সব প্রকৃতিতে লয়।
কল্পারম্ভে পুনঃ সৃষ্টি আমা হতে হয়॥ ৭

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮

শব্দার্থ—

স্বাম্ (স্বীয়) প্রকৃতিং (অবিদ্যারূপ প্রকৃতি) অবষ্টভ্য (বশীভূত-করিয়া) প্রকৃতেঃ বশাৎ (প্রকৃতির বশে) ইমং (এই) কৃৎস্নম্ (সমগ্র) অবশং (জন্মমৃত্যুর অধীন) ভূতগ্রামম্ (ভূতগণকে) পুনঃ পুনঃ (বারং-বার) বিসৃজামি (সৃষ্টি করি) ॥ ৮

অনুবাদ—

অবিদ্যা মায়ারে আমি বশীভূত করে।
জন্ম মৃত্যুময় জীবে সৃজি বারে বারে ॥ ৮

ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু ॥ ৯

শব্দার্থ—

ধনঞ্জয় (হে অর্জুন) তেষু (সেই সকল) কর্মসু (কাজে) অসক্তম্ (অনাসক্ত) উদাসীনবৎ (এবং উদাসীনের ন্যায়) আসীনম্ (অবস্থিত, বিদ্যমান) মাং (আমাকে) তানি (সেই সকল) কর্মাণি (কর্ম) ন নিবধ্নন্তি (আবদ্ধ করিতে পারে না) ॥ ৯।

অনুবাদ—

হে পার্থ উদাসী সম থাকি আমি তাতে।
তাই কর্ম নাহি পারে বাঁধিতে আমাকে ॥ ৯

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে ॥ ১০

শব্দার্থ—

কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র) ময়া (আমার) অধ্যক্ষেণ (অধ্যক্ষতা বা অধিষ্ঠানের দ্বারা) প্রকৃতিঃ (ত্রিগুণাত্মিকা মায়া) স-চর-অচরম্ (স্থাবর

জঙ্গমাত্মক জগৎ) সূয়তে (সৃষ্টি করে)। অনেন (এই) হেতুনা (কারণে) জগৎ (এই বিশ্ব) বিপরিবর্ততে (বিবিধরূপে পরিবর্তিত হয়) ॥ ১০

অনুবাদ—

আমা হতে বিশ্ব সৃষ্টি জেন তাহা তুমি।
চরাচর সৃষ্টি মূলে প্রকৃতিস্থ আমি ॥ ১০

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১

শব্দার্থ—

মম (আমার) ভূত-মহা-ঈশ্বরং (সকল জীবের ঈশ্বর) পরং (প্রকৃষ্ট) ভাবম্ (পরমাত্মতত্ত্ব) অজানন্তঃ (না জানিয়া) মূঢ়াঃ (মূঢ়গণ) মানুষীং (মানব) তনুম্ (দেহ) আশ্রিতম্ (আশ্রিত) মাং (আমাকে) অবজানন্তি (অবজ্ঞা করে) ॥ ১১ ।

অনুবাদ—

নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ আমি মুক্ত আমি হই।
সকলের আত্মারূপে আমি যেন রই ॥
মানুষের দেহে থাকি তাই মূঢ়গণ।
আমারে মানুষ ভাবি করে অকারণ ॥
সর্বোপরি স্থান মোর আমি যে ঈশ্বর।
আত্মারূপে বিরাজিত, নহি আমি নর ॥ ১১ ।

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২

শব্দার্থ—

মোঘ-আশাঃ (নিষ্ফলকাম) মোঘ-কর্মাণঃ (বিফলকর্মা) মোঘজ্ঞানাঃ (নিষ্ফলজ্ঞান) বিচেতসঃ (বিবেকশূন্য মানুষেরা) মোহিনীং (মোহকরী বুদ্ধি) রাক্ষসীম্ (ও তামসী) আসুরীং চ (ও আসুরী) প্রকৃতিং (স্বভাব) শ্রিতাঃ এব (প্রাপ্ত হয়) ॥ ১২ ।

অনুবাদ—

রাক্ষসী আসুরী ভাব করিলে আশ্রয়।
আশা কর্ম জ্ঞান আদি সব নষ্ট হয়॥ ১২।

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥ ১৩

শব্দার্থ—

পার্থ (হে অর্জুন) তু (কিন্তু) মহাত্মানঃ (মহাত্মাগণ) দৈবীং (দেবসুলভ) প্রকৃতিম্ (স্বভাব) আশ্রিতাঃ (আশ্রয় করিয়া) অনন্য-মনসাঃ (অনন্যমনা হইয়া) ভূত-আদিম্ (ভূতগণের কারণ) অব্যয়ম্ (অবিনাশী) মাং (আমাকে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) ভজন্তি (ভজনা করেন)॥ ১৩।

অনুবাদ—

হে পার্থ মহাত্মগণ সত্ত্বভাব লয়ে।
আমার অর্চ্চনা করে এক মন হয়ে॥
সর্ব্ব জীবে শিবরূপে দেখে হরিময়।
জানে সেই আমি ছাড়া কেহ কোথা নয়॥ ১৩।

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥ ১৪

শব্দার্থ—

(তাঁহারা) সততং (সর্বদা) মাং (আমার) কীর্তয়ন্তঃ (কীর্ত্তন করিয়া) দৃঢ়ব্রতাঃ (দৃঢ়ব্রত) যতন্তঃ চ (ও যত্নশীল হইয়া) ভক্ত্যা (ভক্তির সহিত, পরমপ্রীতিপূর্বক) নমস্যন্তঃ (নমস্কার করিয়া) নিত্যযুক্তাঃ চ (ও সদা সমাহিত হইয়া) মাম্ (আমাকে) উপাসতে (উপাসনা করেন)॥ ১৪।

অনুবাদ—

ব্রহ্মচর্য্যে স্থিত সেই দৃঢ়চিত জন।
ভক্তি ভরে করে শুধু আমারি ভজন॥

মন প্রাণ সমাহিত করি মোর তরে।
আমারি কীর্ত্তন করে মোর গুণ স্মরে ॥
ভক্তি প্রীতিসহ মোরে প্রণমি সে জন।
আমারি মহিমা গায় পুলকিত মন ॥ ১৪ ।

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫

শব্দার্থ—

অন্যে অপি চ (এবং অন্য কেহ কেহ ও) জ্ঞানযজ্ঞেন (ভগবদ্-বিষয়ক জ্ঞানরূপ যজ্ঞের দ্বারা) যজন্তঃ (পূজা করিয়া) মাম্ (আমাকে) উপাসতে (উপাসনা করেন) একত্বেন (ব্রহ্মাত্মৈকত্বরূপ পরমার্থ দ্বারা) পৃথক্ত্বেন (বিষ্ণু, চন্দ্র ও আদিত্যাদিরূপে পৃথক্‌ভাবে ভগবান অবস্থিত) [জানিয়া] বিশ্বতঃ-মুখম্ (বিশ্বরূপে, সর্বতোমুখে) বহুধা (বহু প্রকারে) [উপাসনা করেন] ॥ ১৫ ।

অনুবাদ—

জ্ঞানরূপ যজ্ঞ দ্বারা কেহ পূজা করে।
আমার একত্ব স্মরি কেহ পূজে মোরে ॥
কেহবা পৃথক্ ভেবে পূজে বহুমাঝে।
কেহ পূজে সব মাঝে ভগবানই রাজে ॥
কেহ জ্ঞানে কেহ ভেদে অভেদেতে আর।
কত ভাবে মোরে পূজে কি বলিব আর ? ॥ ১৫ ।

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥ ১৬

অহং (আমি) ক্রতুঃ (অগ্নিষ্টোমাদি শ্রৌত যজ্ঞ) অহং (আমি) যজ্ঞ (স্মার্ত্তযজ্ঞ) অহং (আমি) স্বধা (শ্রাদ্ধাদি) অহম্ (আমি) ঔষধম্ (ভেষজ) অহম্ (আমি) মন্ত্রঃ (মন্ত্র) অহম্ (আমি) আজ্যম্

(হোমের ঘৃত) অহম্ এব (আমিই) অগ্নিঃ (হোমাগ্নি) অহং (আমি) হুতম্ (হোমক্রিয়া) ॥ ১৬ ।

অনুবাদ—

আমি যজ্ঞ পঞ্চ যজ্ঞ আমি যজ্ঞ হবি ।
আমিই ভেষজ মন্ত্র যজ্ঞ অগ্নি সবি ॥
আমিই হোমের ক্রিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ আদি ।
আমি শ্রৌত আমি হই অগ্নিষ্টোমাদি ॥
কর্ম মন্ত্র স্বধা যজ্ঞ হোম অগ্নি যত
ঔষধেও আমি আছি আমি যজ্ঞ ঘৃত ॥ ১৬

পিতাহহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ।
বেদ্যং পবিত্রমোকার ঋক্ সাম যজুরেবর চ ॥ ১৭

শব্দার্থ—

অহম্ (আমি) অস্য জগতঃ (এই জগতের) পিতা, মাতা, ধাতা (কর্মফল দাতা) পিতামহঃ (পিতামহ) বেদ্যং (আমিই জ্ঞানের বিষয়) পবিত্রং (আমি জগৎ পবিত্র করি) ওঁকারঃ (নাদব্রহ্ম) ঋক্ (ঋগ্বেদ) সাম (সামবেদ) যজুঃ এব চ (এবং যজুর্বেদস্বরূপ) ॥ ১৭

অনুবাদ—

আমি জগতের পিতা আমি পিতামহ ।
আমি মাতা আমি ধাতা আমি জ্ঞান সহ ॥
পবিত্র ওঁকার আমি আমিই ত বেদ
আমি ঋক সাম যজু আমি চতুর্ব্বেদ ॥ ১৭

ব্যাখ্যা—

পবিত্র ওঁকার সুর তারি রূপে ভরপুর
এধরার সকলের জনক জননী ।
সকল জ্ঞানের মূল নাহি তার সমতুল
সর্ব্ব কর্মফল বিধায়ক সেই তিনি ॥

জ্ঞাতব্য যা কিছু আছে সেও সবি তাঁরি কাছে
বেদ মাঝে কর্ম্ম তাঁর জ্ঞানেরি ঘোষণা।
ব্রহ্মের স্বরূপ সেই তাঁরে ছাড়া কিছু নেই
চতুর্ব্বেদে যত কিছু তাঁহারি প্রেরণা॥
আমাদের যত কালো সে পরশে হয় আলো
তাঁরে ছাড়া শাস্ত্র গ্রন্থ কিছুই ত নয়।
অতুলন রূপ তার হরে শত দুখ ভার
ক্ষণিক সে দৃষ্টিপাতে সর্বদুঃখ ক্ষয়॥ ১৭

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥ ১৮

শব্দার্থ—

গতিঃ (ফল) ভর্ত্তা (পোষণ কর্ত্তা) প্রভু (নিয়ন্তা) সাক্ষী (দ্রষ্টা) নিবাসঃ (ভোগের স্থান) শরণং (রক্ষক) সুহৃৎ (বন্ধু) প্রভবঃ (স্রষ্টা) প্রলয়ঃ (সংহর্ত্তা) স্থানং (আধার) নিধানং (প্রলয়ের স্থান) বীজং (কারণ) অব্যয় (পরিবর্ত্তনহীন)॥ ১৮

অনুবাদ—

আমি গতি আমি স্বামী আমিই নিবাস।
সাক্ষী আমি প্রভু আমি সবার আশ্বাস॥
আমিই রক্ষক বন্ধু স্রষ্টা ও আধার।
অব্যয় কারণ আমি জানিও সবার॥ ১৮

ব্যাখ্যা—

যবে মোরা পুণ্য করি স্বর্গলাভ ত্বরা করি
পাপ করিলেই হয় নরকে গমন।
শ্রীহরিই নানা মতে স্বরগে ও নরকেতে
যেথা যাই সেইখানে করেন পালন॥

সুখ দুঃখ তাঁরি দেয়া আমাদের কোলে নেয়া
যখন যা কিছু করি সঁবি দেখে সেই।
মোদের আশ্রয় ভূমি জীবনরক্ষক স্বামী
শুভার্থী তাঁহার সম কেহ আর নাই॥
তাহাতেই সৃষ্টি লয় তাহাতে বিলীন হয়
এ জগতে সেই জানি উৎপত্তির মূল।
অতল সমুদ্র সম সেই রূপ নিরূপম
উৎপত্তি ও লয় মাঝে নাহি তার কুল॥ ১৮

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্লাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন॥ ১৯

শব্দার্থ—

অর্জুন (হে অর্জুন) অহম্ (আমি) তপামি (তাপ দান করি) চ (এবং) অহং (আমি) বর্ষং (জল) নিগৃহ্লামি (আকর্ষণ করি), উৎসৃজামি চ (ও বর্ষণ করি) অমৃতং চ এব (দেবতাদের অমৃত) মৃত্যুঃ চ (এবং মর্ত্ত্যাদিগের মৃত্যু), অহম্ (আমি) সৎ (স্থূল, দৃশ্য) অসৎ চ (ও সূক্ষ্ম, অদৃশ্য)॥ ১৯

অনুবাদ—

সূর্য্য হয়ে আমি তাপ বিকিরণ করি।
জলরূপে বর্ষণেতে আমিই ত ফিরি॥
অমরে অমৃত আমি মৃত্যু মর জনে।
আমি স্থূল আমি সূক্ষ্ম আমি সর্ব্ব জনে॥ ১৯

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥ ২০

শব্দার্থ—

ত্রৈবিদ্যাঃ (ত্রিবেদজ্ঞগণ) যজ্ঞৈঃ (যজ্ঞ দ্বারা) মাম্ (আমাকে) ইষ্ট্বা (পূজা করিয়া) সোমপাঃ (যজ্ঞশেষ সোমরস পান করিয়া)

পূতপাপাঃ (পাপমুক্ত হইয়া) স্বর্গতিং (স্বর্গগমন) প্রার্থয়ন্তে (প্রার্থনা করেন) তে (তাহারা) পুণ্যম্ (পুণ্যফলস্বরূপ) সুরেন্দ্রলোকম্ (ইন্দ্রলোক) আসাদ্য (প্রাপ্ত হইয়া) দিবি (স্বর্গে) দিব্যান্ (অপ্রাকৃত, মানুষ্যদেহে অপ্রাপ্য) দেবভোগান্ (দেবভোগ্যসকল) অশ্নন্তি (ভোগ করেন) ॥ ২০

অনুবাদ—

ত্রিবেদজ্ঞ যজ্ঞকর্ম্ম করি অনুষ্ঠান।
শ্রদ্ধাভরে ভজি মোরে সুরলোকে যান ॥
সোমপানে ধৌতপাপ হয়ে জ্ঞানিগণ।
অবশেষে সুরলোক তাঁরা প্রাপ্ত হন ॥ ২০

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে। ২১

শব্দার্থ—

তে (তাঁহারা) তৎ (সেই) বিশালং (বিস্তীর্ণ) স্বর্গলোকং (স্বর্গলোক) ভুক্ত্বা (ভোগ করিয়া) পুণ্যে (পুণ্য, সৎকর্মফল) ক্ষীণে (ক্ষীণ হইলে) মর্ত্যলোকং (মনুষ্য লোকে) বিশন্তি) (প্রবেশ করেন) এবং (এইরূপে) ত্রয়ী ধর্মম্ (ত্রিবেদোক্ত ধর্ম) অনুপ্রপন্নণঃ (অনুষ্ঠান পরায়ণ) কাম-কামাঃ (ভোগেচ্ছুগণ) গত-আগতং (সংসারে যাতায়াত) লভন্তে (লাভ করেন) ॥ ২১

অনুবাদ—

ভোগ করি সুবিশাল পূত স্বর্গলোক্।
পুণ্যক্ষয়ে পুনঃ তারা আসে মর্ত্তলোক ॥
এভাবে আশ্রয় করি বেদধর্ম যত।
জন্ম মৃত্যু লভে তারা হয়ে মোহগত।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ২২

শব্দার্থ—

অনন্যাঃ মাং চিন্তয়ন্তঃ (অনন্যমনে আমাকে চিন্তা করিয়া) যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে (যাহারা আমার পূজা করেন) অহং নিত্যাভিযুক্তানাং (আমি সর্ব্বদা যোগপরায়ণ) তেষাং (তাহাদের) যোগক্ষেমং বহামি (মঙ্গলামঙ্গলের ভার বহন করি) ॥ ২২

অনুবাদ—

যাহারা অনন্য মনে মোর চিন্তা করে।
একমনে এক প্রাণে মোর পূজা করে॥
যোগপরায়ণ সেই নিত্য যুক্ত জন।
তার ভার নিজে আমি করি যে বহন॥ ২২

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতা।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥ ২৩

শব্দার্থ—

হে কৌন্তেয় শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ যে ভক্তাঃ (হে অর্জ্জুন শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যে ভক্তগণ) অন্যদেবতাঃ অপি যজন্তে (অন্য দেবতারও পূজা করেন) তে অপি (তাহারাও) অবিধিপূর্ব্বকম্ মাম্ এব যজন্তি (অবৈধভাবে বা অজ্ঞতাবশতঃ আমারই ভজনা করেন) ॥ ২৩

অনুবাদ—

শ্রদ্ধাযুক্ত ভক্তিমান অন্যদেবে পূজে।
অজ্ঞানেতে তারা কিন্তু আমাকেই ভজে॥
জানুক বা না জানুক তার পূজা লই।
ভকতিতে বশীভূত জেন আমি হই॥ ২৩

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥ ২৪

শব্দার্থ—

হি (যেহেতু) অহম্ এব (আমিই) সর্ব্বযজ্ঞানাং (সকল যজ্ঞের)

ভোক্তা চ প্রভুঃ চ (ভোক্তা ও ফলদাতা) তে (তাহারা, অন্য দেবতার ভক্তগণ তু মাং তত্ত্বেন ন অভিজানন্তি (কিন্তু আমার প্রকৃত তত্ত্ব জানে না) অতঃ (এই জন্য) চ্যবন্তি (বা চ্যুত হয়, প্রত্যাবর্তন করে) ॥ ২৪

অনুবাদ—

সর্ব্ব কর্ম ফলদাতা আমারে না চেনে।
আমার প্রকৃত রূপ কিছুই না জানে ॥
পথভ্রষ্ট হয়ে তারা শুধু ঘুরে মরে।
সব দুঃখহারী মোরে যে না কভু স্মরে ॥ ২৪

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥ ২৫

শব্দার্থ—

দেবব্রতাঃ (দেবোপাসকগণ) দেবান্ (দেবগণকে) যান্তি (লাভ করেন) পিতৃব্রতাঃ (পিতৃভক্তগণ) পিতৄন্ (অগ্নিষ্বাত্ত ও অর্যমাদি পিতৃগণকে) যান্তি (প্রাপ্ত হন) ভূত-ইজ্যাঃ (ভূতোপাসকগণ) ভূতানি (বিনায়ক মাতৃগণ চতুর্ভগিনী প্রভৃতি জীবগণকে) যান্তি (লাভ করেন) মদ্‌যাজিনঃ (আমার পূজকগণ) মাম্ অপি (আমাকেই) যান্তি (প্রাপ্ত হন) ॥ ২৫

অনুবাদ—

দেবগণ পিতৃগণ জীবগণ পূজি।
তত্তৎ লোকেতে যায় মোরে খুঁজি খুঁজি ॥
আমারে যাচ্‌না করে যে পূজে আমায়।
সর্ব্বত্র আমারে জেন নিশ্চয় সে পায় ॥ ২৫

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬

শব্দার্থ—

পত্রং (পাতা) পুষ্পং (ফুল) ফলং (ফল) তোয়ং (জল) যঃ

(যে ব্যক্তি) ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্ব্বক) প্রযচ্ছতি (আমাকে প্রদান করে) অহং (আমি) প্রযতাত্মনঃ (সেই শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির) ভক্ত্যুপহৃতং (ভক্তিপূর্ব্বক প্রদত্ত) তৎ (সেই বস্তু) অশ্নামি (গ্রহণ করি)।। ২৬

অনুবাদ—

পত্র পুষ্প ফলে জলে পূজা করে যেই
ভক্তি ভরে দিলে পরে আমি তাহা নিই।
শুদ্ধ চিত্ত যেই ব্যক্তি দেয় তাহা মোরে
ভক্তি ভরা অর্ঘ্য সেই নিই ত্বরা ক'রে ॥ ২৬

ব্যাখ্যা—

নারায়ণে বেসে ভালো দেয় যেই ফুলফল
তার পূজা নিজে হরি করেন গ্রহণ।
ভালোবেসে পূজে তাই অন্য কিছু কাম্য নাই
সেই পূজা শ্রেষ্ঠ পূজা শুনহ কথন ॥

জন্মাষ্টমী উপবাস সম্বন্ধে আছযে ভাষ
শাস্ত্র পূজে অবতীর্ণ হবেন বলিয়া
মূর্খ যত গোপজন জন্ম নিলে নারায়ণ
আনন্দে খাইতে সবে গেল যে ভুলিয়া
ভালবেসে এই পূজা সকল পূজার রাজা
এর তরে তিথিক্ষণে নাহি প্রয়োজন
বরষি অমৃত রাশি শ্রীহরি মধুর হাসি
রাজেন হৃদয়ে তাঁর অতুলন ধন ॥

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্‌। ২৭॥

শব্দার্থ—

কৌন্তেয় (হে অর্জুন) যৎ করোষি (যাহা কর) যৎ অশ্নাসি (যাহা ভোজন কর) যৎ জুহোষি (যাহা আহুতি দাও) যৎ দদাসি (যাহা

দান কর) যৎ তপস্যসি (যে তপস্যা কর) তৎ (তাহা) মদর্পণম্ কুরুষ্ব (আমাকে অর্পণ কর) ॥ ২৭

অনুবাদ—

হে অর্জুন য়খন যাহা কিছু কর।
আহার আহুতি কিংবা যাহা দান কর ॥
তপস্যা বা যাহা করো দাও সবি মোরে।
আমারে অর্পণ করো আমারেই স্মরে ॥ ২৭।

ব্যাখ্যা—

মোরা সারাদিন ধরি যখন যা কিছু করি
সবি যদি সঁপে দিই শ্রীহরির পদে।
সার্থক সকলি তবে তাঁরে লভি ধন্য হবে
চলি যাব কাজ সারি পূর্ণ মনোরথে ॥
তাহারে স্মরিলে পরে পাপ লাজে যাবে সরে
সহজ সরল হবে স্বচ্ছন্দ জীবন।
পথে যেতে হলে ভুল মিলিবে স্বচ্ছন্দ কুল
ধ্রুবতারা হয়ে রবে নিজে নারায়ণ ॥
থাকিতে এমন তরি তবু মোরা ডুবে মরি
‘এর চেয়ে ক্ষতি জেনো নেই কোন খানে।
যখন যা কাজ করো সবি সমর্পণ করো
পরাণে অসীম সুখ নির্ভরতা আনে ॥ ২৭

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি। ২৮

শব্দার্থ—

এবং (এই প্রকারে) কর্মবন্ধনৈঃ (তুমি কর্ম বন্ধনের) শুভাশুভ ফলৈঃ মোক্ষ্যসে (শুভাশুভ ফল হইতে মুক্ত হইবে) সন্ন্যাস-যোগ-

যুক্তাত্মা (আমাতে সর্ব্ব কর্ম সমর্পণ করিয়া যোগে মন স্থির করিলে) বিমুক্তঃ মাম্-উপ-এষ্যসি (তুমি মুক্ত হইয়া আমাকে পাইবে)। ২৮॥

অনুবাদ—

এইভাবে শুভাশুভ হতে মুক্ত হলে।
জানিহ নিশ্চয় মনে আমারেই মেলে॥
সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পিয়া সমাহিত হবে।
হৃদি পদ্ম আলো করি আমারে যে পাবে॥
মুক্ত হবে ফলাফলে মোরে যুক্ত হয়ে।
হৃদয়ে পাইবে মোরে সবি আলোকিয়ে॥২৮॥

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্।২৯॥

শব্দার্থ—

অহং সর্ব্বভূতেষু সমঃ (আমি সর্ব্বভূতে সমান) ন মে দ্বেষ্যঃ প্রিয়ঃ চ ন অস্তি (আমার প্রিয় বা অপ্রিয় কেহ নাই) তু যে মাম্ ভক্ত্যা-ভজন্তি (তথাপি যাহারা আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করে) তে ময়ি (তাহারা আমাতে) অহম্ অপি চ তেষু (আমিও তাহাদের মধ্যে থাকি)। ২৯॥

অনুবাদ—

সব জীবে সমভাবে জেন আমি রই।
সকলে আমার প্রিয়, অপ্রিয় ত নই॥
শুধু ভক্তি বক্ষে ভরি যারা ডাকে মোরে।
সর্ব্বক্ষণ বন্দী আমি তাদেরই অন্তরে॥ ২৯

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ॥ ৩০

শব্দার্থ—

সুদুরাচারঃ অপি (অতি দুরাচারীও) চেৎ অনন্যভাক্ মাং ভজতে

(যদি অনন্যভক্ত হইয়া আমাকে ভজন করে) সঃ সাধুঃ এব মন্তব্যঃ (সে সাধু বলিয়াই গণ্য হইবে) হি সঃ সম্যক্ ব্যবসিতঃ (কারণ সে সাধুসংকল্পযুক্ত)। ৩০ ॥

অনুবাদ—

অতি দুরাচারী যদি সত্য ভক্তি লয়ে।
মোরে পূজে ভক্তি ভরে যত্নশীল হয়ে ॥
তাহার সংকল্প আমি করি যে পূরণ।
কল্পতরু নাম তাই আমি নারায়ণ ॥ ৩০

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১

শব্দার্থ—

(সঃ) ক্ষিপ্রং ধর্মাত্মা ভবতি (সে শীঘ্রই ধার্মিক হয়) শশ্বৎ শান্তিং নিগচ্ছতি (চির শান্তি লাভ করে) কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র) প্রতি-জানীহি (নিশ্চয় জানিও) মে ভক্তঃ ন প্রণশ্যতি (আমার ভক্ত কখনও নষ্ট হয় না)। ৩১

অনুবাদ—

চিরশান্তি করে লাভ ধার্মিক সে জন।
মোর ভক্ত বিনষ্ট সে না হয় কখন ॥
শান্তি ধর্ম লাভ তার হইবে নিশ্চয়।
আমারে যে পূজে তার জয় সুনিশ্চয় ॥ ৩১

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৩২

শব্দার্থ—

পার্থ (হে পৃথাপুত্র) যে (যাহারা) পাপযোনয়ঃ অপি (পাপজন্মা) স্যুঃ (হয়) স্ত্রিয়ঃ (স্ত্রী) বৈশ্যাঃ (বৈশ্য) তথা (এবং) শূদ্রাঃ (শূদ্র)

তে অপি (তাহারাও) মাং (আমাকে) ব্যপাশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) পরাং (পরম) গতিম্ (হি গতিই) যান্তি (লাভ করে) ॥ ৩২ ।

অনুবাদ—

হে পার্থ নিকৃষ্টজন্ম শূদ্র নারীগণ ।
একমনে করে যদি আমার ভজন ॥
মুক্তি পায় চিরতরে জানিহ নিশ্চয়
আমারে পূজিলে মুক্তি ঠিক তার হয় ॥ ৩২

কিং পুনর্ব্রাহ্মণা পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা ।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥ ৩৩

শব্দার্থ—

পুণ্যাঃ (পুণ্যাত্মা) ব্রাহ্মণাঃ (ব্রাহ্মণগণ) তথা (এবং) ভক্তাঃ (ভক্ত) রাজা-ঋষয়ঃ (রাজর্ষিগণের) কিং পুনঃ (আর কথা কি) অনিত্যম্ (অস্থায়ী) অসুখম্ (সুখহীন) ইমং (এই) লোকম্ (মনুষ্যদেহ) প্রাপ্য (পাইয়া) ভজস্ব (আমাকে ভজনা করে) ॥ ৩৩

অনুবাদ—

পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণ আর ভক্ত মহর্ষিরা ।
সন্দেহ কি বলো তায় পাবে মোরে তারা ॥
অনিত্য ও দুঃখকর জন্মি এই ভবে ।
ভজ মোরে নিরন্তর তাহে দুঃখ যাবে ॥ ৩৩

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪

শব্দার্থ—

মন্মনা ভব (তোমার মন আমাতে অর্পণ কর) মদ্ভক্তঃ (আমাকে ভক্তি কর) মদ্যাজী (আমাকে পূজা কর) মাং নমস্কুরু (আমাকে প্রণাম কর । [এই প্রকারে] মৎপরায়ণঃ [সন্] (মন্নিষ্ঠ, আমার শরণাগত হইয়া) আত্মানং (মনকে) [আমাতে] যুক্ত্বা (সমাহিত

করিয়া) মাম্-এব (পনমানন্দরূপ আমাকেই) এষ্যসি (প্রাপ্ত হইবে) । ৩৪ ॥

অনুবাদ—

তোমার ও হৃদি মন আমাতে অর্পিয়া।
প্রণমি আমারে পূজ ভক্তিযুক্ত হিয়া ॥
এইভাবে সারা মনে আমারে জড়ালে।
পাই বে সে শ্রেষ্ঠ গতি আমারে মানিলে ॥ ৩৪

ব্যাখ্যা—

হৃদি বিল্ব তরুমূলে পূজ তাঁরে ভক্তিফুলে
সংকল্প করহ দৃঢ় তাঁরে পেতে হবে।
সর্ব্বদা আপনমনে চিন্ত হরি নারায়ণে
ক্রমে ক্রমে বাকি সব দূরে চলে যাবে ॥
সবচেয়ে কাম্য সেই তাঁরে ছাড়া ইষ্ট নেই
তাঁরে ছাড়া এ জীবনে সকলি অসার।
তার দেয়া কাজ সারি দাঁড়াব প্রণাম করি
বলিব এসেছি কাছে দেখ একবার ॥
এতদিন সুখে দুখে তোমারে পুজেছি বুকে
আজ আর ঠেলে দিতে পারিবে না পায়।
ভুলিব না অন্য ধনে শুধু প্রাণ তোমা জানে
রাখ শুধু ওই দুটি শান্তি পদ-ছায় ॥ ৩৪

(নবম অধ্যায় সমাপ্ত)

দশম অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যৎ তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া॥ ১

শব্দার্থ—

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) হে মহাবাহো, ভূয় এব মে (পুনরায় আমার) পরমং বচঃ শৃণু (পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার কথা শোন) যৎ প্রীয়মাণায় (তুমি প্রীতিযুক্ত বলিয়া) তে (তোমাকে) অহং হিতকাম্যয়া বক্ষ্যামি (আমি তোমার হিতার্থে বলিতেছি)॥ ১

অনুবাদ—

কৃষ্ণ কন শুন পার্থ দিয়া তব মন।
তোমারি হিতার্থে আমি বলি যে বচন॥
আমার কথায় তৃপ্ত হৃদয় তোমার।
সে কারণে বুঝাইতে বাসনা আমার॥
মোর বাক্যে প্রীত তুমি তাই তব হিতে।
পুনঃ কহি শ্রেষ্ঠ বাক্য দাও মন তাতে॥ ১

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদিহি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ। ২

শব্দার্থ—

সুরগণাঃ (দেবতাগণ) মহর্ষয়ঃ (মহর্ষিগণ) মে (আমার) প্রভবং (উৎপত্তি) ন বিদুঃ (জানেন না) হি (কারণ) অহম (আমি) দেবানাং (দেবতাগণের) মহর্ষীণাং চ (ও মহর্ষিগণের) সর্বশঃ (সর্বপ্রকার) আদিঃ (আদি কারণ)॥ ২

অনুবাদ—

দেবতা মহর্ষি মোর জন্ম নাহি জানে।
আমি সকলের আদি জানে জ্ঞানীগণে ॥ ২

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩

শব্দার্থ—

যঃ (যে) মাম্ (আমাকে) অনাদিম্ (আদিহীন) অজম্ (জন্মহীন) লোক-মহেশ্বরং (সর্ব্বলোকের ঈশ্বর) বেত্তি (জানেন) সঃ (সে) মর্ত্ত্যেষু (মনুষ্যমধ্যে) অসংমূঢ়ঃ (মোহহীন) সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে (সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হয়) ॥ ৩

অনুবাদ—

জনমরহিত মোরে জানে যেই জন।
সর্ব্বলোক অধিপতি বলে যার মন ॥
অনাদি স্বরূপ মোর যেই জন জানে।
সর্ব্ব পাপ মোহ মুক্ত হয় লভি জ্ঞানে ॥ ৩

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ং চাভয়মেব চ ॥ ৪

শব্দার্থ—

বুদ্ধিঃ জ্ঞানম্ অসংমোহঃ (মোহশূন্যতা) ক্ষমা সত্যং দমঃ (বাহ্যেন্দ্রিয়-সংযম) শমঃ (অন্তরিন্দ্রিয় সংযম) সুখং দুঃখং ভবঃ (উৎপত্তি) (বিনাশ) ভয়ং (ও ত্রাস) চ অভয়মেব চ (এবং অভয়) ॥ ৪

অনুবাদ—

বুদ্ধি জ্ঞান অসংযাম ক্ষমা সত্য দম।
অভয় অযশ মৃত্যু সুখ দুঃখ শম ॥
অন্তর সংযম সহ বুদ্ধি জ্ঞান ক্ষমা।
ইন্দ্রিয় সংযম যার সুখ দুখ সমা ॥

ভয় ও অভয় যার দুয়ে এক ভাব।
সত্য যার বীজ মন্ত্র নির্মল স্বভাব ॥ ৪

অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্‌বিধাঃ ॥ ৫

শব্দার্থ—

অহিংসা (প্রাণিপীড়ন না করা) সমতা চ (ও সমচিত্ততা) তুষ্টিঃ (সন্তোষ) তপঃ [ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক শরীর পীড়ন) দানং (দান) যশঃ (ধর্ম-নিমিত্ত কীর্তি) অযশঃ (অধর্ম্ম নিমিত্ত অকীর্তি) [এতে (এই সকলে] ভূতানাং (ভূতসমূহের, প্রাণিগণের) পৃথক্-বিধাঃ- [স্বকর্ম্মনুসারে] (বিভিন্ন) ভাবাঃ (ভাবসমূহ) মত্তঃ এব (আমা হইতেই) ভবন্তি (উৎপন্ন হয়)। ৫

অনুবাদ—

অহিংসা অভয় আর সন্তোষ সমতা।
আমা হতে স্বষ্ট সব নহে ভিন্ন তথা ॥
তপস্যা দান ও যশ মনোবৃত্তি যত।
সবেতেই মুলাধারে বিরাজি সতত ॥ ৫

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬

শব্দার্থ—

সপ্ত মহর্ষয়ঃ (ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষি) পূর্ব্বে (পুরাকালের) চত্বারঃ (সনকাদি চার জন মহর্ষি) তথা (এবং) মনবঃ (চতুর্দশ মনু) মদ্ভাবাঃ (মদ্‌গতচিত্ত অতএব আমার শক্তিসম্পন্ন) মানসাঃ জাতাঃ (আমার সংকল্প-জাত) লোকে (এই জগতে) যেষাম্ (যাঁদের, মনু ও মহর্ষিদের) ইমাঃ (এই) প্রজাঃ (প্রজাসমূহ) (স্বষ্ট হইয়াছে) ॥ ৬

অনুবাদ—

সপ্তঋষি মনু সব সনকাদি চার।
মন হতে জন্ম মোর প্রজা স্বষ্টি তার ॥

আমাতে সকল সৃষ্টি স্থাবর জঙ্গম
আমারই মানস পুত্র আমি সর্ব্বোত্তম ॥ ৬

এতাং বিভূতিং যোগং চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭

শব্দার্থ—

যঃ (যিনি) মম (আমার) এতাং (এই) বিভূতিং (বিভূতি) যোগং চ (ও যোগ) তত্ত্বতঃ (যথার্থরূপে) বেত্তি (জানেন) সঃ (তিনি) অবিকম্পেন (অবিচলিত) যোগেন (তত্ত্বজ্ঞানস্থৈর্য্য দ্বারা) যুজ্যতে (যুক্ত হন)। অত্র (ইহাতে) ন সংশয়ঃ (সন্দেহ নাই) ॥ ৭

অনুবাদ—

আমার বিভূত যোগ জানে যেই জন।
তত্ত্বজ্ঞান লভি যেই বিচলিত নন ॥
আমারে জানিয়া তার সব পাওয়া হয়।
শোকেতে সান্ত্বনা তার দুঃখ করে জয় ॥ ৭

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৮

শব্দার্থ—

অহং (আমি) সর্ব্বস্য (সকল বস্তুর) প্রভবঃ (উৎপত্তি স্থল) মত্ত (আমা হইতে) সর্বং (সকল বস্তু) প্রবর্ততে (প্রবর্তিত হয়) ইতি (ইহা) মত্বা (মনে করিয়া) ভাবসমন্বিতাঃ বুধাঃ (ভক্তিযুক্ত পণ্ডিতগণ) মাং ভজন্তে (আমাকে ভজনা করেন) ॥ ৮

অনুবাদ—

সকল বস্তুই জেনো উৎপন্ন আমাতে।
মোর ইচ্ছা অনুসারে চলিছে জগতে ॥
ইহা জানি ভক্তিযুক্ত হয়ে জ্ঞানিগণ।
আমারে পূজিয়া করে মোর আরাধন ॥ ৮

ব্যাখ্যা—

সেই সব মূলাধার অন্য কিছু নাহি আর
এই গূঢ় তত্ত্ব কথা যেই জন জানে।
আর কিছু নাহি চায় সকলি সঁপিয়া তায়
অন্য সব তুচ্ছ করি তাহারেই মানে ॥
অমৃতের স্বাদ পেলে বল দেখি তাহা ফেলে
কোন জন ভিন্ন স্বাদ করে আস্বাদন।
পেলে সেই অতুলন ছাড়ে বল কোন জন
তাই ভক্ত তাঁরে শুধু করে আরাধন ॥
কি কব তাহার শোভা মুনিজন মনোলোভা
রক্ত কোকনদ সম সে চরণ দুটি।
এ মন ভ্রমর মম ফিরে লুব্ধ ভিক্ষু সম
হারাইয়া সব জ্ঞান ও চরণে লুটি ॥ ৮

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ ৯।

শব্দার্থ—

মচ্চিত্তাঃ (তাহারা আমার কথা চিন্তা করে) মদ্গতপ্রাণাঃ (আমাকে বিনা তাহারা প্রাণধারণ করিতে পারেনা) পরস্পরম্ বোধয়ন্তঃ (তাহারা আমার কথা পরস্পরকে বুঝাইয়া থাকে) মাং নিত্যং কথয়ন্তঃ (সর্ব্বদা আমার কথা বলে) তুষ্যন্তি চ (তুষ্ট হয়) রমন্তি চ (এবং আনন্দ পায়)। ৯ ॥

অনুবাদ—

তাহারা আমার কথা শুধু চিন্তা করে।
আমা বিনা তারা কভু প্রাণ নাহি ধরে ॥
পরস্পরে মোর কথা থাকে বুঝাইয়া।
আনন্দিত মোর কথা আলাপ করিয়া ॥ ৯

ব্যাখ্যা—

এই ভাবে যত জ্ঞানী তাঁরে ধ্রুব লক্ষ্য জানি
তাঁরি কথা অন্তরেতে করে আলাপন।
তাঁরে ছাড়া বাঁচা ভার সেই সত্য সারাৎসার
সেই কথা কহি রহে আনন্দে মগন ॥
কায়মনোবাক্যে তারা ওই নামে আত্মহারা
মন প্রাণ ভরা শুধু নারায়ণময়।
সারাদিন সব কাজে মনে মুখ চাঁদ রাজে
শ্রীহরিরে স্মরি তাঁর সবি মধুময় ॥
সেরূপ নয়নে ভাসে সে বাণী শ্রবণে আসে
আত্মহারা হৃদি শুধু তাঁরে করে ধ্যান।
হয়ে বাহ্যজ্ঞান হারা কি যে সুখ লভে তারা
ও চরণে সমর্পণ করে মন প্রাণ ॥ ৯

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ১০।

শব্দার্থ —

তেষাম্ (তাহাদিগকে) সততযুক্তানাং (যাহারা সর্ব্বদা আমাতেই মন যুক্ত করিয়া রাখিয়াছে) প্রীতিপূর্ব্বকং ভজতাং (যাহারা প্রীতি-পূর্ব্বক ভজন করে) তং বুদ্ধিযোগম্ দদামি (সেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করি) যেন (যাহার দ্বারা) তে মাম্ উপযান্তি (তাহারা আমার নিকট আগমন করে)।১০ ॥

অনুবাদ—

এই সব জ্ঞানী যারা তাহাদের মন।
আমাতে করিয়া যুক্ত করে সমর্পণ ॥
আমি তাহাদের সেই বুদ্ধি দান করি।
যাহাতে আমারে পায় মোর পূজা করি ॥ ১০

ব্যাখ্যা—

শ্রীহরিরে নিজ মন করে যেই সমর্পণ
তার তুল্য ভাগ্যবান্ কেহ আর নয়।
যা কিছু বেদনারাশি সে আনন্দে যায় ভাসি
জগতের ধূলিকণা সবি হরিময়॥
তখন সে দয়াময় নিজে তার বোঝা বয়
হাত ধরে লয়ে শ্রেষ্ঠ কাম্য পথে।
ধন্য সেই মহামতি নাহি মানে ক্ষয় ক্ষতি
সাধে সে কর্ত্তব্য কাজ পূর্ণ মনোরথে॥
উদিলে প্রভাত রবি হেরি তাতে তাঁর ছবি
সারাটি দিনের কাজ সঁপে সেই পায়।
লভিয়া আশিস তাঁর দূরে যায় দ্বিধা ভার
নির্ভয়ে লভে সে শান্তি সে চরণ ছায়॥ ১০

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ ১১

শব্দার্থ—

তেষাম্ (তাহাদিগের) অনুকম্পা-অর্থম-এব (অনুগ্রহার্থই) অহম্ (আমি) আত্মভাবস্থঃ (তাঁহাদিগের বুদ্ধিতে স্থিত হইয়া) ভাস্বতা (সম্যক দর্শনজনিত ভাস্কর) জ্ঞান-দীপেন (বিবেকরূপ প্রদীপ দ্বারা) অজ্ঞানজং (অবিবেকজনিত) তমঃ (মিথ্যাপ্রত্যয়রূপ মোহান্ধকার) নাশয়ামি (নাশ করি)। ১১

অনুবাদ—

কৃপা করি দিই আমি সবে তত্ত্ব জ্ঞান।
জ্ঞানদীপে নাশি সব মোহের অজ্ঞান॥
সে আলোয় কেটে যায় অজ্ঞানের আলো।
সত্য নিত্য প্রকাশিত দূরে যায় কালো॥ ১১

আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে॥ ১৩

শব্দার্থ—

আহুঃ (বলিয়া থাকেন) ত্বাম্‌-ঋষয়ঃ (আপনাকে ঋষিগণ) সর্ব্বে (সকলে) দেবর্ষিঃ নারদঃ তথা (দেবর্ষি নারদও) অসিতো দেবলো ব্যাসঃ (অসিত, দেবল, ব্যাস প্রভৃতি) স্বয়ঞ্চৈব (নিজেও) ব্রবীষি মে (আমাকে বলিতেছেন)। ১৩

অনুবাদ—

অসিত দেবল ব্যাস কহে এইরূপ।
তুমিও কহিলে তাই তুমি যে তদ্রূপ॥ ১৩

সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্‌ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ॥ ১৪

শব্দার্থ—

কেশব (হে কৃষ্ণ) মাং (আমাকে) যৎ (যাহা) বদসি (বলিতেছেন) এতৎ (এই) সর্বম্‌ (সকল) ঋতং (সত্য) মন্যে (মনে করি)। হি (যেহেতু) ভগবন্‌ (হে ঈশ্বর) তে (আপনার) ব্যক্তিং (আবির্ভাব) ন দেবাঃ (না দেবতাগণ) ন দানবাঃ (ও না দানবগণ) বিদুঃ (জানেন)॥ ১৪

অনুবাদ—

হে কৃষ্ণ যা বল মোরে সত্য বলি জানি।
তোমার এ আবির্ভাব কেবা বল জানি॥
দেবতা অসুর কেহ নহে অবগত।
তোমার এ লীলা খেলা কেবা বল জ্ঞাত ?॥ ১৪

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে॥ ১৫

শব্দার্থ—

পুরুষ-উত্তম (হে পুরুষশ্রেষ্ঠ) ভূতভাবন (জীবোৎপাদক) ভূত-ঈশ (হে জীবগণের নিয়ন্তা) দেবদেব (হে দেবতাদিগের প্রকাশক) জগৎপতে (হে বিশ্বপতি) ত্বং (আপনি) স্বয়ম্ এব (নিজেই) আত্মনা (বাহ্য সাধন ব্যতীত) আত্মানং (আপনার শক্তিবিশিষ্ট নিজেকে) বেত্থ (জানেন)। ১৫

অনুবাদ—

জীবেশ দেবতা প্রভু হে জীবপালক।
নিজেই নিজেকে জান জগৎ-ধারক ॥
বিশ্বপতি নিজে তুমি সৃষ্টি স্থিতি ময়।
তোমারে বর্ণিবে বল কি ভাবে তা হয় ? ১৫ ॥

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬

শব্দার্থ—

যাভিঃ (যে যে) বিভূতিভিঃ (বিভূতির দ্বারা) ত্বম্ (আপনি) ইমান্ (এই) লোকান্ (লোকসমূহ) ব্যাপ্য (ব্যাপিয়া) তিষ্ঠসি (রহিয়াছেন) দিব্যাঃ (দিব্য, অপ্রাকৃত) আত্মবিভূতয়ঃ (আত্মবিভূতি-সকল) অশেষেণ (নিঃশেষে) হি (আপনিই) বক্তুম্ (বলিতে) অর্হসি (সমর্থ হন)। ১৬

অনুবাদ—

যে সকল বিভূতিতে সমগ্র ব্যাপিয়া।
আপনি রয়েছ তুমি যে রূপ হইয়া ॥
বর্ণিবারে কেবা পারে তুমি ছাড়া আর।
দিব্য আত্মবিভূতিরে বলে সাধ্য কার ? ১৬

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ ময়া ॥ ১৭

শব্দার্থ—

যোগিন্ (হে যোগি, হে যোগমায়াপরিবৃত) সদা (সর্বদা) পরিচিন্তয়ন্ (চিন্তা করিতে করিতে) কথং (কিরূপে) ত্বাম্ (আপনাকে) অহম্ (আমি) বিদ্যাম্ (জানিব) ভগবন্ (হে ভগবান) কেষু কেষু (কি কি) ভাবেষু চ (বস্তুতে) ময়া (আমার দ্বারা) [আপনি] চিন্ত্যঃ (ধ্যেয়) অসি (হন)। ১৭

অনুবাদ—

কোন কোন ভাবে বল জানিব তোমাকে।
বিস্তার করিয়া তাহা কহগো আমাকে ॥ ১৭

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥ ১৮

শব্দার্থ—

জনার্দ্দন (হে কৃষ্ণ) আত্মনঃ (স্বীয়) যোগং (সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ঐশ্বর্য্য) বিভূতিং চ (ও ভিন্ন ভিন্ন ধ্যেয় বস্তু) বিস্তরেণ (বিস্তৃতভাবে) ভূয়ঃ (আবার) কথয় (বলুন) হি (কারণ) অমৃতম্ (আপনার কথামৃত) শৃণ্বতঃ (শ্রবণ করিতে) মে (আমার) তৃপ্তিঃ (পরিতোষ) ন অস্তি (হইতেছে না)। ১৮

অনুবাদ—

বিভূতি ও তবৈশ্বর্য্য কহ বিস্তারিয়া
যে অমৃত পিয়ে মোর তৃপ্ত নহে হিয়া ॥ ১৮

শ্রীভগবানুবাচ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১৯

শব্দার্থ—

হন্ত (হে) কুরুশ্রেষ্ঠ (কুরুকুলের শ্রেষ্ঠ) দিব্যাঃ (দিব্য, অলৌকিক) আত্ম-বিভূতয়ঃ (আমার বিভূতিসমূহ) প্রাধান্যতঃ (প্রধানভাবে)

তে (তোমাকে) কথয়িষ্যামি (বলিব) হি (যেহেতু) মে (আমার) বিস্তরস্য (বিস্তৃত বিভূতির) অন্তঃ (শেষ) ন অস্তি (নাই)। ১৯

অনুবাদ—

আমার বিভূতি হয় অনন্ত অপার।
প্রসন্ন হইয়া কহি যাহা শ্রেষ্ঠ তার ॥ ১৯

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০

শব্দার্থ—

গুড়াকেশ (হে জিতনিদ্র অর্জুন) অহম্ (আমিই), সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ (সকল ভূতের অন্তরে অবস্থিত) আত্মা (প্রত্যক্ চৈতন্য) অহম্ আদিঃ চ (আমিই প্রাণীগণের সৃষ্টি) মধ্যম্ চ (ও স্থিতি) ভূতানাম্ (প্রাণিগণের) অন্তঃ এব চ (লয়েরও কারণ) ॥ ২০ ।

অনুবাদ—

জিতনিদ্র পার্থ শোন সকল জীবের।
আমিই অন্তর আত্মা হই সকলের ॥
প্রাণীগণে সৃষ্টি স্থিতি লয় আমি হই।
সর্ব্ব প্রাণী হৃদয়েতে আমিই ত রই ॥ ২০

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১

শব্দার্থ—

অহম্ (আমি) আদিত্যানাম্ (দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে) বিষ্ণুঃ (বিষ্ণু নামক আদিত্য) জ্যোতিষাম্ (প্রকাশকদিগের মধ্যে) অংশুমান্ (কিরণশালী) রবিঃ (সূর্য্য) মরুতাম্ (উনপঞ্চাশ বায়ুর মধ্যে) মরীচিঃ (মরীচি নামক বায়ু) অস্মি (হই) নক্ষত্রাণাম্ (নক্ষত্রগণের মধ্যে) অহং (আমি) শশী (চন্দ্র) ॥ ২১

অনুবাদ—

দ্বাদশ আদিত্য মধ্যে বিষ্ণু নামে রই।
প্রকাশের মধ্যে আমি সূর্য্য রূপ লই ॥
বায়ুতে মরীচি আমি তারাকুলমাঝে।
নিশাপতি চন্দ্র হই মনোহর সাজে ॥

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২

শব্দার্থ—

বেদানাং (চারিবেদের মধ্যে) সামবেদঃ (সামবেদ) অস্মি (হই) দেবানাম (দেবতাগণের মধ্যে) বাসবঃ (ইন্দ্র) অস্মি (হই) ইন্দ্রিয়াণাং (ইন্দ্রিয়সকলের মধ্যে) মনঃ (প্রবর্ত্তক মন) অস্মি (হই) ভূতানাম্ চ (এবং প্রাণিদেহে) চেতনা (অভিব্যক্ত বুদ্ধিবৃত্তি) অস্মি (হই)। ২২

অনুবাদ—

বেদমধ্যে সামবেদ ইন্দ্র দেবতাতে।
প্রাণীতে চৈতন্য আমি মন ইন্দ্রিয়েতে ॥ ২২

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩

শব্দার্থ—

রুদ্রাণাং (একাদশ রুদ্রের মধ্যে) শঙ্করঃ (শঙ্কর) অস্মি (হই) যক্ষরক্ষসাম্ (যক্ষ ও রক্ষগণের মধ্যে) বিত্ত-ঈশঃ (কুবের) বসূনাং চ (ও অষ্টবসুর মধ্যে) পাবকঃ (অগ্নি) আমি (হই) শিখরিণাম্ (ও পর্বতগণের মধ্যে) অহম্ (আমি) মেরুঃ (মেরু পর্বত) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—

যক্ষরক্ষে কুবের আমি শঙ্কর রুদ্রেতে।
বসুতে পাবক আমি সুমেরু পর্ব্বতে ॥ ২৩

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ॥ ২৪

শব্দার্থ—

পার্থ (হে অর্জুন) মাং (আমাকে) পুরোধসাং চ (ও পুরোহিত-গণের মধ্যে) মুখ্যং (প্রধান) বৃহস্পতিম্ (বৃহস্পতি) বিদ্ধি (জানিবে) অহং (আমি) সেনানীনাম্ (সেনাপতিগণের মধ্যে) স্কন্দঃ (কার্ত্তিকেয়) সরসাম্ (দেবখাত জলসমূহের মধ্যে) সাগরঃ (সাগর) অস্মি (হই)॥ ২৪

অনুবাদ—

সেনাধ্যক্ষে স্কন্দ আমি জলেতে সাগর
পুরোহিতে বৃহস্পতি খ্যাত চরাচর॥ ২৪

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ॥ ২৫

শব্দার্থ—

অহং (আমি) মহর্ষিণাং (মহর্ষিগণের মধ্যে) ভৃগুঃ (ভৃগুমুনি) অস্মি (হই) গিরাম্ (শব্দের মধ্যে) একম্-অক্ষরম্ (একাক্ষর ওঁ) যজ্ঞানাং (যজ্ঞগণের মধ্যে) জপ-যজ্ঞঃ (জপরূপ যজ্ঞ) স্থাবরাণাং (স্থাবর পদার্থের মধ্যে) হিমালয়ঃ (হিমালয় পর্বত) অস্মি (হই)॥ ২৫॥

অনুবাদ—

মহর্ষিতে ভৃগু আমি যজ্ঞ মধ্যে জপ।
স্থাবরেতে হিমালয় বাক্যেতে প্রণব॥ ২৫

অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ॥ ২৬

শব্দার্থ—

সর্ব-বৃক্ষাণাম্ (বৃক্ষসকলের মধ্যে) অশ্বত্থঃ (অশ্বত্থ বৃক্ষ) দেবর্ষীণাং

চ (ও দেবর্ষিগণের মধ্যে) নারদঃ (নারদ) গন্ধর্বাণাং (গন্ধর্বদিগের মধ্যে) চিত্ররথঃ (চিত্ররথ) সিদ্ধানাং (সিদ্ধগণের মধ্যে) কপিলঃ মুনিঃ (কপিলমুনি) ॥ ২৬

অনুবাদ—

দেবর্ষিতে নারদ আমি অশ্বত্থ বৃক্ষেতে।
গন্ধর্বতে চিত্ররথ কপিল সিদ্ধতে ॥ ২৬

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্॥ ২৭

শব্দার্থ—

অশ্বানাম্ (অশ্বগণের মধ্যে) অমৃত-উদ্ভবম্ (অমৃতের জন্য সমুদ্রমন্থন-কালে উদ্ভূত) উচ্চৈঃশ্রবসম্ (উচ্চৈঃশ্রবা) গজেন্দ্রাণাং (শ্রেষ্ঠ হস্তিগণের মধ্যে) ঐরাবতং (ঐরাবত) নরাণাং চ (ও মনুষ্যগণের মধ্যে) নর-অধিপম্ (রাজা) মাম্ (আমাকে) বিদ্ধি (জানিবে) ॥ ২৭

অনুবাদ—

অমৃতজ অশ্ব আমি উচ্চৈঃশ্রবা নাম।
হস্তীমধ্যে ঐরাবত রাজা গুণধাম ॥ ২৭

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পানামস্মি বাসুকিঃ॥ ২৮

শব্দার্থ—

আয়ুধানাম্ (আয়ুধসকলের মধ্যে) অহং (আমি) বজ্রং (দধীচির অস্থিজাত বজ্র) ধেনূনাম্ (গাভীসকলের মধ্যে) কামধুক্ (কামধেনু) অস্মি (হই) প্রজনঃ (সন্তানোৎপাদক) কন্দর্পঃ চ (কামও) অস্মি (হই) সর্পানাম্ (সাপের মধ্যে) বাসুকিঃ (সর্পরাজ বাসুকী) অস্মি (হই) ॥ ২৮

অনুবাদ—

দধীচির হাড়ে গড়া বজ্র অস্ত্রে হই।
গাভীমধ্যে কামধেনু হয়ে আমি রই ॥

প্রাণী সৃষ্টি তরে আমি কন্দর্প রূপেতে।
বাসুকী হইয়া থাকি সাপ কুল মাঝে ॥ ২৮

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৄণামর্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্॥ ২৯

শব্দার্থ—

নাগানাম্ (নাগগণের মধ্যে) অনন্তঃ (নাগরাজ অনন্ত) অস্মি (হই) যাদসাম্ চ (ও জলদেবতাগণের মধ্যে) অহম্ (আমি) বরুণঃ (রাজা বরুণ) পিতৄণাম্ (পিতৃগণের মধ্যে) অর্যমা (পিতৃরাজ অর্যমা) সংযমতাম্ চ (ও নিয়ামকগণের মধ্যে) যমঃ (যম) অহম্ (আমি) অস্মি (হই)॥ ২৯

অনুবাদ—

নাগেতে অনন্ত রূপে নাগরাজ হই।
জলদেবতার মাঝে বরুণেতে রই॥
পিতৃগণ মধ্যে আমি অর্যমা রূপেতে।
নিয়ামক মধ্যে রই যমই মৃত্যুতে॥ ২৯

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোহহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্॥ ৩০

শব্দার্থ—

অহম্ (আমি) দৈত্যানাং (দিতিবংশীয়গণের মধ্যে) প্রহ্লাদঃ (প্রহ্লাদ) অস্মি (হই) কলয়তাম্ চ (ও গণাকারীদের মধ্যে) কালঃ (কাল) মৃগাণাং চ (ও পশুগণের মধ্যে) অহং (আমি) মৃগেন্দ্রঃ (সিংহ) পক্ষিণাম্ চ (ও পক্ষীগণের মধ্যে) বৈনতেয়ঃ চ (বিনতাসুত গরুড়)॥ ৩০

অনুবাদ—

দৈত্যেতে প্রহ্লাদ রূপে ভক্তশ্রেষ্ঠ হই।
সংখ্যাকারী মধ্যে আমি কাল রূপে রই॥

পশু মধ্যে সিংহ রূপে পশুরাজ আমি।
পক্ষী মধ্যে গরুড়, শ্রেষ্ঠ দিবা যামী ॥ ৩০

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥ ৩১

শব্দার্থ—

অহম্ (আমি) পবতাম্ (পাবনদিগের মধ্যে) পবনঃ (বায়ু) শস্ত্রভৃতাম্ (শস্ত্রধারিগণের মধ্যে) রামঃ (দাশরথি) অস্মি (হই) ঝষাণাম্ (মাছের মধ্যে) মকরঃ চ (এবং মকর) অস্মি (হই) স্রোতসাম্ (নদীসকলের মধ্যে) জাহ্নবী (গঙ্গা) অস্মি (হই) ॥ ৩১

অনুবাদ—

বহমান মধ্যে আমি বায়ু হয়ে রই।
অস্ত্রধারী রূপে শ্রেষ্ঠ রাম আমি হই ॥
মৎস্য মধ্যে মকরেতে মোর অধিষ্ঠান।
নদী মধ্যে গঙ্গা যাতে পাপে পরিত্রাণ ॥ ৩১

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২

শব্দার্থ—

অর্জুন (হে পার্থ) সর্গানাম্ (আকাশাদি সৃষ্ট বস্তুর) আদিঃ (উৎপত্তি) অন্তঃ (প্রলয়) মধ্যং চ (ও স্থিতি) অহম্ এব (আমিই) বিদ্যানাম্ (বিদ্যাসমূহের মধ্যে) অধ্যাত্মবিদ্যা (মোক্ষপ্রদ আত্মবিদ্যা) চ প্রবদতাম্ (এবং তার্কিকগণের বাদ বিতণ্ডার মধ্যে) অহম্ (আমি) বাদঃ (বাদ)। ৩২।

অনুবাদ—

আদি আমি অন্ত আমি মধ্য আমি হই।
সর্ব পদার্থেতে আমি উৎপত্তিতে রই ॥

বিদ্যা মধ্যে আত্ম বিদ্যা শ্রেষ্ঠ সকলের।
আমিই পরম তথ্য বাদ বিচারের ॥ ৩২

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাঽহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩

শব্দার্থ—

অক্ষরাণাম্ (বর্ণসকলের মধ্যে) অকারঃ (অকার) অস্মি (হই) সামাসিকস্য চ (ও সমাসসমূহের মধ্যে) দ্বন্দ্বঃ (উভয়পদপ্রধান দ্বন্দ্ব সমাস) অহম্ এব (আমিই) অক্ষয়ঃ (ক্ষয়হীন, অক্ষীণ) কালঃ (কালের কাল পরমেশ্বর) অহং (আমি) বিশ্বতোমুখঃ (সর্বতোমুখ) ধাতা (কর্মফলদাতা) ॥ ৩৩

অনুবাদ—

অক্ষরের মধ্যে আমি হই যে অকার।
সমাস মাঝেতে শ্রেষ্ঠ দ্বন্দ্ব হই তার ॥
আমিই অক্ষয় কাল সর্ব্ব ফলদাতা।
ক্ষয়হীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আমিই বিধাতা ॥ ৩৩

মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ৩৪

শব্দার্থ—

অহম্ চ (ও আমি) সর্বহরঃ (সর্বগ্রাসী) মৃত্যুঃ (মৃত্যু) ভবিষ্যতাম্ চ (ভাবী কল্যাণসমূহের মধ্যে) উদ্ভবঃ (অভ্যুদয় ও তৎপ্রাপ্তির কারণ) নারীণাং (মেয়েদের মধ্যে) কীর্ত্তি শ্রীঃ বাক্ স্মৃতি মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা চ (কীর্ত্তি আদি ধর্মের সপ্ত পত্নী)। ৩৪।

অনুবাদ—

আমি ধন-প্রাণহারী মৃত্যুরূপ ধরি।
প্রলয়েতে সর্বহারী আমিই শ্রীহরি ॥
ভাবী কল্যাণেতে আমি মূল জেন তার।
কীর্ত্তি মেধা ধৃতি ক্ষমা বাক্‌রূপ আর ॥

শ্রীরূপেও আমি জেন ধর্মপত্নী হই।
সবের মাঝেতে আমি শ্রেষ্ঠ হয়ে রই ॥ ৩৪

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥ ৩৫

শব্দার্থ—

অহম্ (আমি) সাম্নাং (সামসমূহের মধ্যে) বৃহৎসাম (মোক্ষ-প্রতিপাদক সামবিশেষ) ছন্দসাম্ (ছন্দোবিশিষ্ট ঋক্‌সমূহের মধ্যে) গায়ত্রী (গায়ত্রী) মাসানাম্ (বার মাসের মধ্যে) অহম্ (আমি) মার্গ-শীর্ষঃ (অগ্রহায়ণ) তথা (এবং) ঋতূনাং (ষড়্ ঋতুর মধ্যে) কুসুম-আকরঃ (বসন্ত) ॥ ৩৫

অনুবাদ—

সামের ভিতর আমি বৃহৎসাম হই।
ছন্দ মাঝে গায়ত্রীতে আমি জেন রই ॥
অগ্রাণ মাসেতে রই বার মাস মাঝে।
ঋতু মাঝে বসন্তেতে অপরূপ সাজে ॥ ৩৫

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥ ৩৬

শব্দার্থ—

অহম্ (আমি) ছলয়তাম্ (ছলনাকারিগণের মধ্যে) দ্যূতম্ (অক্ষ-ক্রীড়ারূপ ছল) তেজস্বিনাম্ (তেজস্বীগণের মধ্যে) তেজঃ (প্রভাব) অস্মি (হই) অহম্ (আমি) জয়ঃ (জয়) ব্যবসায়ঃ (অধ্যবসায়) সত্ত্ব-বতাম্ (ও সাত্ত্বিকগণের) সত্ত্বম্ (সত্ত্ব গুণ) অস্মি (হই) ॥ ৩৬

অনুবাদ—

অক্ষক্রীড়ারূপে আমি ছল রূপে রই।
তেজস্বী জনের মাঝে আমি তেজ হই ॥
বিজয়ীর বিজয়েতে, উদ্যমি জনেতে।
অধ্যবসায়েতে রই, সত্ত্ব সাত্ত্বিকেতে ॥ ৩৬

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ॥ ৩৭

শব্দার্থ—

অহং (আমি) বৃষ্ণীনাং (বৃষ্ণিবংশীয়গণের বা যাদবগণের মধ্যে) বাসুদেবঃ (কৃষ্ণ) অস্মি (হই) পাণ্ডবানাং (পাণ্ডবগণের মধ্যে) ধনঞ্জয়ঃ (অর্জুন) মুনীনাম্ (সর্বপদার্থজ্ঞানীদিগের মধ্যে) ব্যাস (বেদব্যাস) কবীনাম অপি (সূক্ষ্মার্থ বিবেকীগণের মধ্যে) কবিঃ উশনাঃ (কবি শুক্র) অস্মি (হই) ॥ ৩৭

অনুবাদ—

যাদবগণের মধ্যে সখা কৃষ্ণ হই।
পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয়ে রই॥
মুনি মধ্যে বেদব্যাস মধ্যে স্থিত আমি।
বিবেকীগণের মধ্যে শুক্রাচার্য্য আমি॥ ৩৭

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্॥ ৩৮

শব্দার্থ—

অহম্ (আমি) দময়তাম্ (দমনকারিগণের মধ্যে) দণ্ডঃ (দণ্ড) অস্মি (হই) জিগীষতাম্ (জয়েচ্ছুগণের) নীতিঃ (নীতি) অস্মি (হই) গুহ্যানাং (গোপনীয় বিষয়সমূহের) মৌনম্ এব চ (তুষ্ণীম্ভাব) জ্ঞানবতাম্ (জ্ঞানীজনের) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) অস্মি (হই) ॥ ৩৮

অনুবাদ—

দমনকারীর আমি দণ্ড রূপে রই।
জয়েচ্ছুগণের নীতিরূপে আমি হই॥
গোপনীয় তথ্য মাঝে আমি মৌনতম।
জ্ঞানীগণে জ্ঞান আমি আমি জ্ঞানতম॥ ৩৮

যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥ ৩৯

শব্দার্থ—

হে অর্জুন (অর্জুন) যৎ চ (যাহা কিছু) সর্বভূতানাং (সর্বভূতের) বীজং তৎ অপি অহং (বীজ বা উৎপত্তির কারণ তাহা আমি) ময়া বিনা (আমা ব্যতীত) যৎ স্যাৎ তৎ চরাচরং ভূতং ন অস্তি (যাহা থাকিতে পারে স্থাবর বা জঙ্গম এরূপ কিছুই নাই) ৩৯ ॥

অনুবাদ—

অর্জুন সবের আদি আমি জেন হই।
আমি ছাড়া এজগতে কোন কিছু নাই ॥
স্থাবর জঙ্গমময় যত কিছু আছে।
ব্রহ্মময় এজগৎ আমি তার মাঝে ॥ ৩৯

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ॥ ৪০

শব্দার্থ—

পরন্তপ (হে অর্জুন) মম (আমার) দিব্যানাং (দিব্য) বিভূতীনাং (বিভূতিসমূহের) অন্তঃ (সীমা) ন অস্তি (নাই) এষঃ তু (এই) বিভূতেঃ (বিভূতির) বিস্তরঃ (বিস্তার) ময়া (আমার দ্বারা) উদ্দেশতঃ (সংক্ষেপে) প্রোক্তঃ (বলা হইল) ॥ ৪০

অনুবাদ—

বিস্তারিয়া বর্ণিলাম বিভূতি আমার।
অন্তহীন সে বিভূতি কহি মাত্র সার ॥ ৪০

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্। ৪১

শব্দার্থ—

বিভূতিমৎ (ঐশ্বর্যযুক্ত) শ্রীমৎ (লক্ষ্মীযুক্ত) উর্জ্জিতম্ এব বা-(বা

বলশালী) যৎ যৎ সত্ত্বং (যে যে জিনিষ) তৎ তৎ এব (সেই সেই, তাহাই) মম তেজঃ-অংশসম্ভবম্ (আমার তেজের অংশ হইতে উৎপন্ন) ত্বম্ অবগচ্ছ (তুমি জানিও) । ৪১ ॥

অনুবাদ—

যা কিছু ঐশ্বর্য্যশালী শক্তিশালী যাহা ।
আমা হতে জেন তুমি উৎপন্ন যে তাহা ॥
শক্তিমান প্রভাযুক্ত বস্তু সমুদয় ।
মম অংশ হতে জাত জেন ধনঞ্জয় ॥ ৪১

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন ।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৪২

শব্দার্থ—

অথবা অর্জুন (অথবা হে অর্জুন) এতেন বহুনা জ্ঞাতেন তব কিম্ (এত অধিক জানিবার তোমার কি প্রয়োজন) অহং ইদং কৃৎস্নং জগৎ (আমি এই সমস্ত জগৎ) একাংশেন (এক অংশের দ্বারা) বিষ্টভ্য (ব্যাপিয়া) স্থিতঃ (অবস্থিত আছি) ॥ ৪২

অনুবাদ—

হে পার্থ ইহার বেশী কি জানিবে বলো ।
আমি সমস্ত ব্যাপী স্বর্গ রসাতল ।।
কি আর বলিব বল করিয়া বিস্তৃত ।
আমার একাংশে হয় এ জগত ধৃত ॥ ৪২

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ।।

একাদশ অধ্যায়

অর্জুন উবাচ

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।

যৎ ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম॥ ১

শব্দার্থ—

অর্জুনঃ উবাচঃ (অর্জুন বলিলেন) মৎ-অনুগ্রহায় (আমার প্রতি অনুগ্রহের জন্য) পরমং (পুরুষার্থপ্রদ) গুহ্যম্ (অতিগুহ্য) অধ্যাত্ম-সংজ্ঞিতম্ (অধ্যাত্ম নামক) যৎ (যে) বচঃ (বাক্য) ত্বয়া (আপনার দ্বারা) উক্তং (বলা হইয়াছে) তেন (তদ্দ্বারা) মম (আমার) অয়ং (এই) মোহ (ভ্রমঃ) বিগতঃ (দূর হইয়াছে)। ১।

অনুবাদ—

অর্জুন বলেন হরি তুমি দয়া করে।
অধ্যাত্ম যে কথাগুলি বল স্নেহ ভরে॥
তাহা শুনি ভুল মোর দূরে সরে যায়।
মোহ ভ্রান্তি কর্মে মোর বাধা নাহি দেয়॥ ১।

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।

ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্॥ ২

শব্দার্থ—

কমল-পত্র-অক্ষ (পদ্মপলাশলোচন) ত্বত্তঃ (আপনা হইতে) ভূতানাং (জীবগণের) ভব-অপ্যয়ৌ (উৎপত্তি ও প্রলয়) ময়া (আমার দ্বারা) বিস্তরশঃ হি (বিস্তৃতভাবেই) শ্রুতৌ (শ্রুত হইল) অব্যয়ং (অক্ষয়) মাহাত্ম্যম্ অপি চ (এবং নিরুপাধিক ও সোপাধিক সর্বাত্মত্বাদি-রূপ মহিমাও) শ্রুত হইল (শোনা হল)॥ ২

অনুবাদ—

হে পদ্মপলাশ আঁখিধারি ভগবান।
তোমা হতে জীব সৃষ্ট আমি শুনিলাম॥
তোমাতে উৎপত্তি প্রভু তোমাতেই লয়।
অপার মহিমা তব বলে শেষ নয়॥ ২

এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম॥ ৩

শব্দার্থ—

পরমেশ্বর (হে পরমেশ্বর) যথা (যেরূপ) ত্বম্ (আপনি) আত্মানম্ (আত্মতত্ত্ব) আত্থ (বলিয়াছেন) এতৎ (ইহা) এবম্ (এইরূপ) [তথাপি] পুরুষোত্তম (তবুও পুরুষোত্তম) তে (আপনার) ঐশ্বরং [জ্ঞান ঐশ্বর্য্য শক্তি বল বীর্য্য ও তেজোযুক্ত] ঈশ্বরীয়) রূপম্ (রূপ) দ্রষ্টুম্ (দেখিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি)॥ ৩

অনুবাদ—

পরমেশ আত্মতত্ত্ব কহিলে বিস্তারি।
ঐশ্বরিক রূপ প্রভু দেখি ইচ্ছা ভারি॥
নিজ মুখে কহিলে যে স্বরূপ তোমার।
দেখিতে সেরূপ বড় বাসনা আমার॥ ৩

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্॥ ৪

শব্দার্থ—

প্রভো (হে প্রভু) যদি তৎ (যদি তাহা, সেই বিশ্বরূপ) ময়া (আমার দ্বারা) দ্রষ্টুম্ (দৃষ্ট হইতে) শক্যম্ (সমর্থ) ইতি (ইহা) মন্যসে (মনে করেন) ততঃ (তাহা হইলে) যোগ-ঈশ্বর (হে যোগীদের ঈশ্বর) ত্বং (আপনি) মে (আমাকে) অব্যয়ম্ (অবিনাশী) আত্মানম্ (জগদাত্মরূপ) দর্শয় (দেখান)॥ ৪

অনুবাদ—

তোমার ঈশ্বর রূপ হে মধুসূদন।
যোগ্য যদি ভাব মোরে করাও দর্শন ॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫

শব্দার্থ—

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) পার্থ (হে অর্জুন) মে (আমার) দিব্যানি (অলৌকিক) নানাবিধানি (নানাবিধ) নানাবর্ণ-আকৃতীনি চ (এবং নানাবর্ণ ও আকৃতিবিশিষ্ট) শতশঃ (শতশত) অথ (অনন্তর) সহস্রশঃ (সহস্র সহস্র) রূপাণি (রূপসকল) পশ্য (দেখ) ॥ ৫

অনুবাদ—

স্নেহভরে পার্থে তবে কন ভগবান্।
দেখ হে আমার রূপ তুমি মতিমান্ ॥
আমার এ দিব্যরূপ অতি চমৎকার।
নানাবর্ণ নানাকৃতি সহস্র প্রকার ॥ ৫

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥ ৬

শব্দার্থ—

ভারত (হে অর্জুন) আদিত্যান্ (দ্বাদশ আদিত্য) বসূন্ (অষ্টবসু) রুদ্রান্ (এক দশ রুদ্র) অশ্বিনৌ (অশ্বিনীকুমারদ্বয়) তথা (ও) মরুতঃ (উনপঞ্চাশ মরুৎ) পশ্য (দেখ) চ (এবং) বহূনি (বহু) অদৃষ্ট-পূর্বাণি (অদৃষ্টপুর্ব) আশ্চর্যাণি (অদ্ভুতবস্তু) পশ্য (দেখো) ॥ ৬

অনুবাদ—

দ্বাদশ আদিত্য দেখো বসু অষ্টজন।
একাদশ রুদ্র উনপঞ্চাশ পবন ॥

আশ্চর্য্য অদ্ভুত আরো দেখ কত শত।
আমার দেহেতে পার্থ রয়েছে সতত ॥ ৬

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭

শব্দার্থ—

গুড়াকা-ঈশ (হে জিতনিদ্র অর্জুন) ইহ (এই) মম (আমার) দেহে (শরীরে) একস্থং [অবয়বরূপে] (একত্র অবস্থিত) কৃৎস্নং (সমগ্র) সচর অচরম্ (স্থাবরজঙ্গমসহিত) জগৎ (বিশ্ব) অন্যৎ (এবং অন্য) যৎ (যাহা) দ্রষ্টুম্ (দেখিতে) ইচ্ছসি (ইচ্ছা কর) অদ্য (আজ) পশ্য (দেখ) ॥ ৭

অনুবাদ—

আমার বিরাট দেহে একসাথে রয়।
স্থাবর জঙ্গম বিশ্বে যেথা যাহা হয় ॥
অন্য যা দেখিতে চাহ সব তুমি দেখো।
আমা মাঝে সব রয় শুধু ইহা শেখো ॥ ৭

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্। ৮

শব্দার্থ—

অনেন (এই) স্বচক্ষুষা এব (নিজের [চর্ম] চক্ষু দ্বারাই) তু (কিন্তু) মাং (আমাকে) দ্রষ্টুম্ (দেখিতে) ন শক্যসে (সমর্থ হইবে না) তে (তোমাকে) দিব্যং চক্ষুঃ (অলৌকিক জ্ঞান চক্ষু) দদামি (দিতেছি)। মে (আমার) ঐশ্বরম্ (ঈশ্বরীয়) যোগম্ (অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি) পশ্য (দর্শন কর) ॥ ৮

অনুবাদ—

নহে যোগ্য আঁখি তব হেরিতে এরূপ।
দিব্য চক্ষু দিই তাই হের ঐশরূপ ॥

তোমার ও নয়নেতে মোরে না হেরিবে।
সে কারণে দিব্য চক্ষু তুমি যে লভিবে॥
সেই চক্ষে মোর রূপ করহ দর্শন।
বিশাল বিরাট রূপ না যায় বর্ণন ॥ ৮

ব্যাখ্যা—

শ্রীহরি পার্থেরে কন যেই আঁখি সাধারণ
আবৃত তাহাই জেনো অজ্ঞানতা দিয়ে।
ঐশ্বরিক রূপ মোর দেখিতে ব্যাকুল যদি
তবে তাহা দেখো এই দিব্যচক্ষু নিয়ে ॥
অজ্ঞানেতে ঢাকা আঁখি তাই তাঁরে নাহি দেখি
বুঝিনা তাহারি রূপ এজগৎ জুড়ে।
তাঁর কৃপা হলে পরে অজ্ঞানতা যায় সরে
নেহারে শ্রীহরিময় এই পৃথ্বী ভরে ॥
এই দীনা তনয়ার মুখে নাহি বাক্য আর
লেখনী অচল তার হৃদি ধ্যানে রত।
বুঝিবার নহে যাহা বলিবার নহে তাহা
সমগ্র জগৎ জেনো সে চরণে নত ॥ ৮

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমম রূপমৈশ্বরম্॥ ৯

শব্দার্থ—

সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন) রাজন্ (হে রাজা) মহাযোগ-ঈশ্বরঃ (মহাযোগেশ্বর) হরিঃ (নারায়ণ) এবম্ (এইরূপ) উক্ত্বা (বলিয়া) ততঃ (তদনন্তর) পার্থায় (পার্থকে) ঐশ্বরম্ (ঈশ্বরীয়) পরমং রূপম্ (পরম বিশ্বরূপ) দর্শয়ামাস (দেখাইলেন) ॥ ৯

অনুবাদ—

এই কথা বলি পার্থে যোগেশ্বর হরি।
দেখালেন ঐশরূপ অতি মনোহারী ॥ ৯

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥ ১০

শব্দার্থ—

অনেকবক্ত্রনয়নম্ (অনেক মুখ ও চোখবিশিষ্ট) অনেক-অদ্ভুত-দর্শনম্ (বহু অদ্ভুত রূপবিশিষ্ট) অনেক দিব্য-আভরণং (অনেক দিব্য অলঙ্কারযুক্ত) দিব্য-অনেক উদ্যত-আয়ুধম্ (অনেক উদ্যত দিব্য অস্ত্র-বিশিষ্ট) ॥ ১০

অনুবাদ—

বহু চোখ বহু মুখ অদ্ভুত দর্শন।
ভূষণ আয়ুধ দিব্য না যায় গণন ॥ ১০

ব্যাখ্যা—

সে রূপের অগণন মুখ আঁখি আভরণ
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার তাহাতে সজ্জিত।
নানা অস্ত্র শোভে করে রূপ ঝলমল করে
নেহারিয়া মুগ্ধবাক্ অর্জুন বিস্মিত ॥ ১০

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ । ১১

শব্দার্থ—

দিব্য-মাল্য-অম্বরধরং (দিব্য মাল্য ও দিব্য বস্ত্রে শোভিত) দিব্য-গন্ধ-অনুলেপনম্ (দিব্যগন্ধ দ্বারা অনুলিপ্ত) সর্ব-আশ্চর্য্য-ময়ং (অত্যন্ত আশ্চর্য্যময়) দেবম্ (দ্যুতিমান্) অনন্তং (অসীম) বিশ্বতো-মুখম্ (সর্বত্র মুখবিশিষ্ট) ॥ ১১

অনুবাদ—

দিব্যমাল্যাম্বরধারী দিব্যগন্ধ তার।
সর্বাশ্চর্য্যময় দেব অনন্ত আকার ॥ ১১

ব্যাখ্যা—

নাহি আদি অন্ত তার বিশাল সে পারাবার।
বিশ্বরূপে সর্বময় এ জগৎ ভরি ॥
দিব্যাম্বর দিব্য গন্ধ মাল্য শোভে কত শত।
রোমাঞ্চিত ধনঞ্জয় সে রূপ নেহারি ॥ ১১

দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২

শব্দার্থ—

দিবি (আকাশে) যদি (যদি) সূর্যসহস্রস্য (সহস্র সূর্য্যের) ভাঃ (প্রভা) যুগপৎ (একসঙ্গে) উত্থিতা (সমুদিত) ভবেৎ (হয়) সা (তাহা) তস্য (সেই) মহাত্মনঃ (মহাত্মার) ভাসঃ (প্রভার) সদৃশী (তুল্য) স্যাৎ (হইতে পারে) ॥ ১২

অনুবাদ—

আকাশে উদয় যদি সহস্র সূর্যের।
তবে সম প্রভ হয় সে মহারূপের ॥ ১২

ব্যাখ্যা—

সহস্র অরুণ সম দীপ্ত তেজ মনোরম
বর্ণিবার ভাষা হায় খুঁজে নাহি পাই।
তুলনা কি করে কব সবি হয় ক্ষীণপ্রভ
অতুলন অনুপম অকথিত ভাই ॥ ১২

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩

শব্দার্থ—

তদা (তখন) পাণ্ডবঃ (অর্জুন) তত্র (তথায়, সেই বিশ্বরূপ) দেবদেবস্য (দেবদেবের) শরীরে (দেহে) অনেকধা (দেবতা, পিতৃগণ ও

মনুষ্যাদি নানাভাবে) প্রবিভক্তম্ (বিভক্ত) কৃৎস্নং (সমগ্র) জগৎ (বিশ্ব) একস্থম্ (একত্রস্থিত) অপশ্যৎ (দেখিলেন)।। ১৩

অনুবাদ—

তখন অর্জুন এই বিশ্বরূপ মাঝে।
দেখেন শ্রীহরি দেহে সব কিছু রাজে।
একাধারে বিদ্যমান সারাটি ভুবন।
সবকিছু এক সাথে করেন দর্শন।। ১৩

ব্যাখ্যা—

তখন গাণ্ডীবধারী দেখে দিব্য চক্ষু ভরি
তাঁহার সে বিশ্বরূপ ব্যাপিয়া ভুবন।
জগতে যাকিছু আছে সবই সেই দেহে রাজে
বিরাট সে বিশ্বরূপ দেখে কাঁপে মন।।
শুধু এ পৃথিবী নয় তাঁর সৃষ্টি সমুদয়
ইন্দ্র বায়ু অগ্নি যমও তাঁহারি সৃজিত।
দেবতার দেব তিনি দেবঃদেব বলে জানি
কমললোচন হরি ত্রিলোকবন্দিত।।
অতল সমুদ্র বারি হইলেও মনোহারি
বিশালতা হেরি তার জাগে মনে ভয়।
তেমনি হেরি এরূপ ভয়ে পার্থ স্তব্ধ চুপ
সঘনে ডাকিছে মনে কোথা দয়াময়? ।। ১৩

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত।। ১৪

শব্দার্থ—

ততঃ (তদনন্তর) সঃ (সেই) ধনঞ্জয়ঃ (অর্জুন) বিস্ময়-আবিষ্টঃ (বিস্ময়ান্বিত) হৃষ্টরোমা (রোমাঞ্চিত হইয়া) দেবং ([বিশ্বরূপধারী]

ভগবানকে) শিরসা (মস্তকদ্বারা) প্রণম্য (প্রণাম করিয়া) কৃতঃ-অঞ্জলিঃ (করজোড়ে) অভাষত (বলিলেন) ॥ ১৪

অনুবাদ—

রোমাঞ্চিত ধনঞ্জয় বিস্ময়ের ভরে।
প্রণমি শ্রীভগবানে কন যুক্তকরে॥

ব্যাখ্যা—

বিস্মিত সে ধনঞ্জয় প্রণমি হরিরে কয়
রোমাঞ্চিত হৃদি মোর বিশ্বরূপ হেরি
কৃতাঞ্জলি করি আমি হে প্রভু জগৎস্বামী
দেখালে যে অপরূপ বিশ্বরূপধারী ॥ ১৪

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥ ১৫

শব্দার্থ—

অর্জুন উবাচ (অর্জুন বলিলেন) দেব (হে দেব) তব (আপনার) দেহে (বিশ্বরূপে) সর্বান্ (সমস্ত) দেবান্ (দেবতা) তথা (এবং) ভূত-বিশেষসঙ্ঘান্ (স্থাবর ও জঙ্গম ভূতসমূহ, চরাচর জগৎ) দিব্যান্ (দিব্য) ঋষীন্ (ঋষীগণকে) সর্বান্ চ (এবং সকল) উরগান্ (বাসুকী প্রভৃতি সর্পকে) কমল-আসনস্থম্ চ (ও পৃথিবীপদ্মস্থ মেরুকর্ণিকাসনে স্থিত) ঈশং (সৃষ্টিকর্ত্তা) ব্রহ্মাণম্ (ব্রহ্মাকে) পশ্যামি (দেখিতেছি) ॥ ১৫

অনুবাদ—

হে দেব তোমার দেহে হেরি দেবগণে।
সর্ব প্রাণী একত্রেতে ব্রহ্মা পদ্মাসনে॥
নেহারি সকল ঋষি আছে অগণন।
দেবরূপী নাগ কত না যায় গণন ॥ ১৫

ব্যাখ্যা—

প্রণমি সে ঋষি মুনি নিজে দেব পদ্মযোনি
রয়েছেন পদ্মোপরি মৃণাল আসনে

বিষধর সর্পরাশি সেও ওই দেহরাশি
অসীম এ বিশ্বরূপ নেহারি নয়নে ॥ ১৫

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬

শব্দার্থ—

বিশ্ব-ঈশ্বর (হে জগদীশ্বর) বিশ্বরূপ (হে বিশ্বরূপ) অনেক-বাহু-উদর-বক্ত্রনেত্রম্ (অসংখ্য বাহু, উদর, মুখ ও নেত্রবিশিষ্ট) অনন্ত-রূপম্ (অনন্ত রূপধারী) ত্বাং (আপনাকে) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বত্র) পশ্যামি (দেখিতেছি) পুনঃ (এবং) তব (আপনার) ন অন্তং (না অন্ত) (ন মধ্যং (না মধ্য) ন আদিং (না আদি) পশ্যামি (দেখিতেছি) ॥ ১৬

অনুবাদ—

নাহি আদি নাহি মধ্য নাহি কোন খানে অন্ত
বিস্ময় ব্যাকুল নেত্রে নেহারিয়া যাই।
অগণিত মুখশত আঁখি বাহু কত মত
বিশাল উদর গর্ভ শেষ যেন নাই ॥ ১৬

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭

শব্দার্থ—

কিরীটিনং (কিরীটযুক্ত) গদিনং (গদাধারী) চক্রিণং চ (ও চক্রধারী) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বত্র) দীপ্তিমন্তম্ (দীপ্তিমান) তেজোরাশিং (তেজঃপুঞ্জশালী) দুর্নিরীক্ষ্যং (দুর্দর্শ) দীপ্ত-অনল-অর্ক-দ্যুতিম্ (প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট) অপ্রমেয়ম্ (অপরিচ্ছিন্ন) ত্বাং (আপনাকে) সমন্তাৎ (সর্ব্বদিকে) পশ্যামি (দেখিতেছি) ॥ ১৭

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা—

যে দিকেতে মেলি আঁখি শুধু ওই রূপ দেখি
অফুরান রূপ তব ওগো পরমেশ।

গদা পদ্ম চক্রধারী কি কিরীট মনোহারি
অপূর্ব ও রূপ হেরি আমি নিখিলেশ ॥

সূর্য্য ও অগ্নির জ্যোতি তেজোময় মহাদীপ্তি
একত্র হইয়া যদি প্রকাশ হে হয়।

সেও বুঝি সহ্য হয় তবু এই দীপ্তিময়
পরিমাণহীন রূপ চক্ষু নাহি সয় ॥

সেও বুঝি সহ্য হয় তবু এই দীপ্তিময়।
পরিমাণহীন রূপ চক্ষু নাহি সয় ॥ ১৭

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বত ধর্ম গোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮

শব্দার্থ—

ত্বম্ (আপনি) অমারং (পরব্রহ্ম) পরমং (শ্রেষ্ঠ) মেদিতব্যং (জ্ঞাতব্য) ত্বম্ (আপনি) অস্য (এই) বিশ্বস্য (বিশ্বের) পরং (পরম) নিধানং (আশ্রয়) ত্বম্ (আপনি) অব্যয়ঃ (নিত্য) শাশ্বত ধর্ম গোপ্তাঃ (সনাতনধর্মের রক্ষক) ত্বং (আপনি) সনাতনঃ (চিরন্তন) পুরুষঃ (পরমাত্মা) মে (আমার) মতঃ (অভিমত) ॥ ১৮

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা—

তুমিই পরমব্রহ্ম মোক্ষার্থীর ধ্যানগম্য
তার চির কামনার সাধনার ধন।
অক্ষয় বিরাট তুমি বিশ্বের আশ্রম ভূমি
সবের আধার তুমি ওহে অতুলন ॥

আদি তুমি সনাতন ধর্ম্মরক্ষা নিয়ন্ত্রণ
হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ সবি তোমা হতে হয়।
তুমি নিত্য নিরঞ্জন দয়াময় জনার্দ্দন
অব্যয় ও অবিনাশী নাহি তব ক্ষয় ॥ ১৮

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্যমনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্‌।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্‌॥ ১৯

শব্দার্থ—

ন আদি-মধ্য-অন্তম্‌ (আদি মধ্য ও অন্তহীন) অনন্ত-বীর্যম্‌ (অনন্ত শক্তিশালী) অনন্তবাহুং (অসংখ্য বাহুবিশিষ্ট) শশিসূর্য্যনেত্রম্‌ (চন্দ্র ও সূর্যরূপ নেত্রবিশিষ্ট) স্বতেজসা (স্বীয় তেজোদ্বারা) ইদং (এই) বিশ্বং (জগৎ) তপন্তম্‌ (সন্তাপকারী) ত্বাং (আপনাকে) পশ্যামি (দেখিতেছি) ॥ ১৯

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা—

অনন্ত তোমার রূপ হেরি বিশ্ব মুগ্ধ চুপ
তেমনি প্রভাব হেরি বাহু শত শত।
চন্দ্র সূর্য্য আঁখি তব একি হেরি অভিনব
হেরিয়া বিরাট রূপ চক্ষু হয় নত॥
কিবা তেজ দীপ্তিময় বিশ্ব যেন দগ্ধপ্রায়
ভীষণ আনন যেন জ্বলন্ত অনল।
স্বর্গ মর্ত্ত ব্যবধান সবি যেন বিদ্যমান
তোমাতেই ব্যাপ্ত সব তুমিই সকল॥ ১৯

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ।
দৃষ্ট্বাঽদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবোগ্রং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্‌॥ ২০

শব্দার্থ—

মহাত্মন্‌ (হে ভগবান) দ্যাবা-পৃথিব্যোঃ (স্বর্গ ও পৃথিবীর) ইদম্‌ (এই) অন্তরম্‌ (মধ্যস্থল, অন্তরীক্ষ) একেন (একমাত্র) ত্বয়া হি (আপনার দ্বারাই) ব্যাপ্তং (পরিব্যাপ্ত আছে) সর্ব্বাঃ চ (ও সকল) দিশঃ (দিক) তব (আপনার) ইদম্‌ (এই) অদ্ভুতং (অদৃষ্টপূর্ব্ব) উগ্রং (উগ্র) রূপম্‌ (বিশ্বরূপ) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) লোকত্রয়ং (ত্রিলোক) প্রব্যথিতম্‌ (ভীত হইতেছে) ॥ ২০

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা—

উগ্রমূর্ত্তি অলৌকিক বর্ণনার যা অতীত
নেহারিয়া বিরাট সে ভয়াল স্বরূপ।
কাঁপে ত্রিভুবনবাসী বাহিরে অন্তরে আসি
ভয়ে যেন সারাদেহ স্পন্দহীন চুপ ॥ ২০

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥ ২১

শব্দার্থ—

অমী (ঐ যুধ্যমান) সুরসঙ্ঘাঃ (মনুষ্যধারী বসু আদি দেবগণ) ত্বাং হি (আপনাতেই) বিশন্তি (প্রবেশ করিতেছেন)। কেচিৎ (কেহ কেহ) ভীতাঃ (ভীত হইয়া) প্রাঞ্জলয়ঃ (অঞ্জলি সহকারে) গৃণন্তি (গুণ বর্ণনা করিতেছেন) মহর্ষি সিদ্ধসঙ্ঘাঃ (মহর্ষিগণ ও সিদ্ধগণ) স্বস্তি (জগতের কল্যাণ হউক) ইতি উক্ত্বা (ইহা বলিয়া) পুষ্কলাভিঃ (প্রচুর) স্তুতিভিঃ (স্তুতি দ্বারা) ত্বাং (আপনাকে) স্তুবন্তি (স্তব করিতেছেন) ॥ ২১

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা—

প্রবেশিয়া দেহে তব হেরি কত শত দেব
কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করে অনিবার।
সিদ্ধদেহ ঋষি কত স্তব করে কত মত
কল্যাণ করহে বলি ডাকে বারে বার ॥ ২১

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে। ২২

শব্দার্থ—

রুদ্র-আদিত্যাঃ (রুদ্র ও আদিত্যগণ) বসবঃ (বসুগণ) যে চ (এবং যে সকল) সাধ্যাঃ (সাধ্যনামক দেবতা) বিশ্বে (বিশ্বদেব)

অশ্বিনৌ (অশ্বিনীকুমারদ্বয়) মরুতঃ চ (এবং মরুদ্‌গণ) উষ্মপাঃ (পিতৃগণ) গন্ধর্ব-যক্ষ-অসুর-সিদ্ধসঙ্ঘাঃ চ (এবং হাহা হুহু প্রভৃতি গন্ধর্ব, কুবের প্রভৃতি যক্ষ, বিরোচন প্রভৃতি অসুর এবং কপিলাদি সিদ্ধগণ) সর্ব এব (সকলেই) বিস্মিতাঃ (বিস্ময়যুক্ত, চমৎকৃত হইয়া) ত্বাং (আপনাকে) বীক্ষন্তে (দর্শন করিতেছেন) ॥ ২২

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা—

দ্বাদশ আদিত্যগণ আর ঋষি অষ্ট জন
একাদশ রুদ্র সহ এক যোগ হয়ে।
গন্ধর্ব্ব অসুর রক্ষ দ্বাদশ দেবতা যক্ষ
অশ্বিনী ও পিতৃগণ নির্বাক হেরিয়ে ॥ ২২

রূপং মহৎ তে বহুবক্ত্রনেত্রং মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥ ২৩

শব্দার্থ—

মহাবাহো (হে মহাবাহু) তে (আপনার) বহুবক্ত্রনেত্রং (বহুমুখ ও বহুচক্ষুযুক্ত) বহু-বাহু-উরু-পাদম্ (বহু উরু ও বহু চরণ বিশিষ্ট) বহু (বহুবাহু) উদরং (বহু উদর বিশিষ্ট) বহু-দংষ্ট্রা-করালং (বহু দন্ত দ্বারা ভীষণ) মহৎ (মহতী) রূপং (আকৃতি) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) লোকাঃ (সমস্ত প্রাণী) প্রব্যথিতাঃ (ব্যথিত) তথা (সেইরূপ) অহম্ (আমিও) [ভীত] ॥ ২৩

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা—

অগণিত মুখ কত নেত্র বাহু উরু পদ
ভীষণ উদর দন্ত সংখ্যা নাহি যায়।
ওহে মহাবাহু তব হেরি রূপ ভয়ঙ্কর
ব্যথিত-অন্তর মোরা ভীত সবে হায় ॥ ২৩

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্ ।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥ ২৪

শব্দার্থ—

বিষ্ণো (হে বিষ্ণু) নভস্পৃশং (আকাশস্পর্শী) দীপ্তম্ (তেজোময়) অনেকবর্ণাং (নানাবর্ণবিশিষ্ট) ব্যাত্ত-আননং (বিস্ফারিতমুখবিশিষ্ট) দীপ্তবিশালনেত্রম্ (উজ্জ্বল চক্ষুবিশিষ্ট) ত্বাং (আপনাকে) দৃষ্টা হি (দেখিয়াই) প্রব্যথিত-অন্তরাত্মা (ব্যথিত-হৃদয়) ধৃতিং (ধৈর্য) শমং চ (ও শান্তি) ন বিন্দামি (পাইতেছি না) ॥ ২৪

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা—

নভস্পর্শী তেজোময় বিস্তৃতবদনচয়
নানা রূপ বর্ন তাহে হতেছে প্রকাশ ।
অগ্নি সম তার মাঝে ভীষণ নয়ন রাজে
কমললোচন বলি না হয় বিশ্বাস । ২৪

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি ।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫

শব্দার্থ—

দেব-ঈশ (দেবেশ্বর) দংষ্ট্রা-করালানি (দন্ত দ্বারা বিকৃত) কাল-অনল-সন্নিভানি চ (ও প্রলয়-অগ্নি-সদৃশ) তে (আপনার) মুখানি (মুখসকল) দৃষ্টা এব (দেখিয়াই) দিশঃ (দিক্‌সমূহ) ন জানে (জানিনা, দিক ভ্রম হইতেছে) শর্মচ (ও শান্তি) ন লভে (পাইতেছি না) জগন্নিবাস (হে জগদাশ্রয়) প্রসীদ (প্রসন্ন হউন) ॥ ২৫

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা—

মহাপ্রলয়ের অগ্নি উদ্‌গারিছে যেন বহ্নি
ব্যাকুল অন্তর আমি দিশাহারা প্রায় ।

মনে মোর নাই সুখ, ভীত হয়ে পাই দুঃখ,
প্রসন্ন হওগো প্রভু জগৎ আশ্রয় ॥ ২৫

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাঽসৌ সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬

শব্দার্থ—

অবনিপালসঙ্ঘৈঃ সহ (নৃপতিমণ্ডল সহ) অমী (এই সকল) ধৃতরাষ্ট্রস্য (ধৃতরাষ্ট্রের) সর্বে (সকল) পুত্রাঃ এবং (পুত্রগণ) তথা (এবং) ভীষ্মঃ (ভীষ্ম) দ্রোণঃ (দ্রোণ) অসৌ চ (এবং ঐ) সূত-পুত্রঃ (কর্ণ) অস্মদীয়ৈঃ অপি (আমাদেরও) যোধমুখ্যৈঃ সহ ([ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি] প্রধান যোদ্ধৃগণসহ) ॥ ২৬

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা—

এ কী হেরি পুনর্বার ধৃতরাষ্ট্র পুত্র আর
কত রাজা ভীষ্ম দ্রোণ আর কর্ণ বীর ।
পাণ্ডবেরও কত শত যোদ্ধা দেখি অবিরত
তোমার মুখেতে ধায় সবে যেন স্থির ॥ ২৬

বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি ।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চুর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৭

শব্দার্থ—

ত্বাং (আপনাতে) ত্বরমাণাঃ (দ্রুতবেগে) তে (আপনার) দংষ্ট্রা-করালাণি (দন্তদ্বারা বিকৃত) ভয়ানকানি (ভীষণ) বক্ত্রাণি (মুখগহ্বর সমূহে) বিশন্তি (প্রবেশ করিতেছেন) কেচিৎ (কেহ কেহ) চুর্ণিতৈঃ (চূর্ণিত) উত্তম-অঙ্গৈঃ (মস্তক) দশন-অন্তরেষু (দন্ত-সন্ধিস্থলে) বিলগ্নাঃ (সংলগ্ন) সংদৃশ্যন্তে (দৃষ্ট হইতেছেন) ॥ ২৭

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা—

ভীষণ দশন তব চর্ব্বিত চর্ব্বণ সম
দংশিছে তাদের তব অধীর দশন ।

চূর্ণ মাথা তাহাদের ভক্ষিত মাংসের মত

তব দন্তসন্ধিস্থলে রয়েছে যেমন ॥ ২৭

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।

তথা তবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি ॥ ২৮

শব্দার্থ—

যথা (যেমন) নদীনাং (নদীসমূহের) বহবঃ (বহু) অম্বুবেগাঃ (জলস্রোত) অভিমুখাঃ (অভিমুখ হইয়া) সমুদ্রম্ এব (সমুদ্রেই) দ্রবন্তি (দ্রুতবেগে প্রবেশ করে) তথা (সেইরূপ) অমী (ঐ সকল) নরলোকবীরাঃ (নরলোকের বীরগণ) তব (আপনার) অভিবিজ্বলন্তি (সর্ব্বত্র প্রজ্বলন্ত) বক্ত্রাণি (মুখসকলে) বিশন্তি (প্রবেশ করিতেছে)॥ ২৮

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা—

ক্ষুদ্র যত তরঙ্গিণী যেথা যত প্রবাহিণী

সবে যথা সিন্ধু পানে মিলিবারে চায়।

সেইরূপ বীর যত তব মুখে অবিরত

প্রজ্বলিত গহ্বরেতে ঝাঁপ দিতে যায় ॥ ২৮

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।

তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯

শব্দার্থ—

যথা (যেমন) সমৃদ্ধ-বেগাঃ (অতিবেগে ধাবিত) পতঙ্গাঃ (পতঙ্গগণ) নাশায় (বিনাশের নিমিত্ত) প্রদীপ্তং (প্রদীপ্ত) জ্বলনং (অগ্নিতে) বিশন্তি (প্রবেশ করে) তথা (সেইরূপ) লোকাঃ অপি (লোকগণও) সমৃদ্ধবেগাঃ (দ্রুতগতিতে) নাশায় এব (মৃত্যুর জন্যই) তব (আপনার) (মুখবিবরে) বিশন্তি (প্রবেশ করিতেছে)॥ ২৯

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা—

জ্বলন্ত অনল হেরি মোহিত পতঙ্গ প্রায়

ছুটে গিয়ে তারা যেন আগুনেতে পশে।

সেইরূপে জীব সব এ কি হেরি অভিনব
তোমার মুখেতে ধায় মরণেরই আশে ॥ ২৯

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ৩০

শব্দার্থ—

জ্বলদ্ভিঃ (জ্বলন্ত) বদনৈঃ (মুখসমূহ দ্বারা) সমগ্রান্ (সমস্ত) লোকান্ (লোককে) গ্রসমানঃ (গ্রাস করিয়া) সমন্তাৎ (চারিদিকে) লেলিহ্যসে (লেহন, ভক্ষণ করিতেছেন) বিষ্ণো (হে ভগবান) তব (আপনার) উগ্রাঃ (তীব্র) ভাসঃ (প্রভাসমূহ) তেজোভিঃ (তেজরাশি দ্বারা) আপূর্য (পূর্ণ করিয়া) সমগ্রং (সমগ্র) জগৎ (বিশ্বকে) প্রতপন্তি (সন্তপ্ত করিতেছে) ॥ ৩০

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা—

বিশাল ও মুখ পরে সারা বিশ্ব গ্রাস করে
কী অপূর্ব্ব তৃপ্তি তব বদনমণ্ডলে।
তীব্র পূর্ণ তেজোময় রূপে বিশ্ব দগ্ধপ্রায়
পূর্ণ দিবাকরসম দীপ্ত ঝলমলে ॥ ৩০

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১

শব্দার্থ—

উগ্ররূপঃ (উগ্রমূর্ত্তি) ভবান্ (আপনি) কঃ (কে) মে (আমাকে) আখ্যাহি (বলুন) তে (আপনাকে) নমঃ অস্তু (প্রণাম করি) দেববর (হে দেবশ্রেষ্ঠ) প্রসীদ (প্রসন্ন হউন) ॥ ৩১

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা—

জানিনা কি দেব তুমি কৃতাঞ্জলি করি আমি
এ সংহার মূর্ত্তি কেন প্রকাশ সম্মুখে।

কহ মোরে কৃপা করি ওহে দয়াময় হরি
কিছুই না বুঝে আমি মরি মনদুঃখে ॥ ৩১

শ্রীভগবান্ উবাচ

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বা ন ভবিষ্যন্তি সর্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২

শব্দার্থ—

শ্রীভগবান্ (শ্রীভগবান) উবাচ (বলিলেন) লোকক্ষয়কৃৎ (লোকক্ষয়কারী) প্রবৃদ্ধঃ (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত) কালঃ (কাল) অস্মি (আমি হই) লোকান্ (লোকসমূহ) সমাহর্তুম্ (সংহার করিতে) ইহ (এক্ষণে) প্রবৃত্তঃ (প্রবৃত্ত হইয়াছি) ত্বা (তোমাকে) ঋতে অপি (ব্যতীতও) প্রত্যনীকেষু (বিপক্ষদলে) যে (যে সকল) যোধাঃ (যোদ্ধা) অবস্থিতাঃ (অবস্থিত) সর্বে (কেহই) ন ভবিষ্যন্তি (থাকিবেনা) ॥ ৩২

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা—

দয়াময় কন তবে কেহ না অমর ভবে
আমিই করাল কাল মৃত্যুরূপ ধরি।
দুর্জ্জন নিধন তরে আসিয়াছি লীলাভরে
নানারূপে অবতরি আমিই শ্রীহরি ॥
ভীষ্ম দ্রোণ মহারথী বধ নাহি কর যদি
তুমি আপনার হাতে দুর্ব্বলতা বশে।
তবু এরা নাহি রবে অমর কে কোথা কবে
মারিলে নিমিত্ত হয়ে লভিবে সে যশে ॥ ৩২

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩

শব্দার্থ—

তস্মাৎ (অতএব) ত্বম্ (তুমি) উত্তিষ্ঠ (উত্থিত হও) যশো লভস্ব

(যশ লাভ কর) শত্রূন্ জিত্বা (শত্রুদিগকে জয় করিয়া) সমৃদ্ধম্ রাজ্যম্ (নিষ্কণ্টক, সমৃদ্ধ রাজ্য) ভুঙ্ক্ষ্ব (ভোগ কর) এতে (এই শত্রুগণ) ময়া এব (আমাদ্বারাই) পূর্ব্বম্ এব (পূর্ব্বেই) নিহতাঃ (নিহত হইয়াছে) (হে) সব্যসাচিন (অর্জুন) নিমিত্তমাত্রং ভব (তুমি উপলক্ষ্যমাত্র হও) ॥ ৩৩

অনুবাদ—

তাই বলি উঠ পার্থ কর শত্রুক্ষয়।
নিষ্কণ্টক রাজ্য লভি হও যশোময় ॥
মোর ইচ্ছামাত্র এরা লভেছে মরণ।
তুমি সে নিমিত্ত শুধু সংহার কারণ ॥ ৩৩

ব্যাখ্যা—

পুনরায় স্নেহ ভরে কন কৃষ্ণ পার্থবরে
এইবার উঠ সখা কর শত্রুক্ষয়।
মোর ইচ্ছামাত্র এরা জীবন ত্যজেছে ত্বরা
নিমিত্ত হইয়া মাত্র হও যশোময় ॥
জীব তার কর্মফল ভুঞ্জে জেনো অবিরল
যা হবার আগে হতে হয়ে আছে তাই।
বাঁধা ধরা সে নিয়ম নাহি হয় অতিক্রম
স্থির সে নিয়ম মানি চলিছে সবাই ॥
জীব কর্ম অনুসরি ফলাফল স্থির করি
যার তরে যেই পথ করি নিরূপণ।
সেই পথে চলে যায় ভুল কভু নাহি তায়
এর তরে দ্বিধা শোক সবি অকারণ ॥
তাই বলি উঠ বীর শোক ত্যজি হও স্থির
সম্মুখ সমরে জিনি রাজ্য পুনঃ লও।

মোর ইচ্ছামাত্র এরা জীবন ত্যজেছে ত্বরা
মিছে তুমি ধর্ম যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হও ॥ ৩৩

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণং তথাঽন্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্॥ ৩৪

শব্দার্থ—

ময়া (আমার দ্বারা) হতান্ (হত) দ্রোণং (দ্রোণ) ভীষ্মং চ (ও ভীষ্ম) জয়দ্রথং চ (ও জয়দ্রথ) কর্ণং চ (ও কর্ণ) তথা (এবং) অন্যান্ (অন্যান্য) যোধবীরান্ অপি (যুদ্ধবীরগণকেও) ত্বং (তুমি) জহি (বধ কর) মা ব্যথিষ্ঠাঃ (ভীত হইওনা)। রণে (যুদ্ধে) সপত্নান্ (শত্রুদিগকে) জেতাসি (জয় করিবে)। ধ্যস্ব (যুদ্ধ কর)॥ ৩৪

অনুবাদ—

আমারি ইচ্ছায় হত ভীষ্ম জয়দ্রথ;
কর্ণ দ্রোণ আদি যারা অন্য মহারথ ॥
নাশিতে তাদের রণে হয়ো না ব্যথিত।
যুদ্ধ কর শত্রু সনে জয় সুনিশ্চিত ॥ ৩৪

সঞ্জয় উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫

শব্দার্থ—

সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন) কেশবস্য (শ্রীকৃষ্ণের) এতৎ (এই) বচনং (বাক্য) শ্রুত্বা (শুনিয়া) বেপমানঃ (কম্পমান) কিরীটী (কিরীটধারী অর্জুন) কৃত-অঞ্জলিঃ (বদ্ধাঞ্জলি হইয়া) কৃষ্ণং (কৃষ্ণকে) নমস্কৃত্বা (নমস্কার করিয়া) ভীতঃ ভীতঃ (ভয়ে ভয়ে, অতি ভীত হইয়া) প্রণম্য (প্রণাম করিয়া) ভূয়ঃ এব (পুনরায়) সগদ্গদম্ (গদ্গদভাবে) আহ (বলিলেন)॥ ৩৫

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা—

শুনি কথা শ্রীহরির ব্যাকুল অধীর বীর
কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁরে করে নিবেদন।
প্রণমি ও চরণেতে কহে পার্থ বিধিমতে
করে দেবে নানারূপে স্তব আলাপন॥ ৩৫

অর্জুন উবাচ

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ॥ ৩৬

শব্দার্থ—

(হে) হৃষীকেশ (শ্রীকৃষ্ণ) তব প্রকীর্ত্ত্যা (তোমার নাম কীর্ত্তন করিলে) জগৎ প্রহৃষ্যতি (জগৎ আনন্দিত হয়) অনুরজ্যতে চ (এবং তোমাতে অনুরক্ত হয়) রক্ষাংসি (রাক্ষসগণ) ভীতানি (ভীত হইয়া) দিশঃ দ্রবন্তি (চারিদিকে পলায়ন করে) চ (এবং) সর্ব্বে সিদ্ধসঙ্ঘাঃ (সকল সিদ্ধিপ্রাপ্ত জীবগণ) নমস্যন্তি (নমস্কার করে) [ইহা] স্থানে (যুক্তিযুক্ত)॥ ৩৬

অনুবাদ—

হে কৃষ্ণ তোমার নাম করিলে কীর্ত্তন।
সমগ্র জগৎ হয় পুলকে মগন॥
রক্ষগণ ভয়ে দূরে পলাইয়া যায়।
সিদ্ধ ঋষি মুনিগণ প্রণমে ও পায়॥ ৩৬

ব্যাখ্যা—

কন পার্থ করজুড়ি কমললোচন হরি
যেথা তব সুমধুর নামগান হয়।
সব দুঃখ যায় দূরে পাপ তাপ যায় সরে
শুনিয়া তোমার গুণ সবি মধুময়॥

ওই রাম নাম স্মরে বাল্মীকি যাইল তরে
শোকদগ্ধ প্রাণে নাম শান্তির নিদান।
তৃষিত তাপিত চিত সে অমৃতে হয় প্রীত
মন্দাকিনী ধারা পান করে পুণ্যবান॥
হতভাগ্য ভ্রান্ত জন ইহা হতে সরে রণ
অমৃতের স্বাদ হতে বঞ্চিত সে জন॥

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ॥ ৩৭

শব্দার্থ—

জগৎ-নিবাস (হে জগদাশ্রয়) ব্রহ্মণঃ অপি (ব্রহ্মা হইতেও) গরীয়সে (গরীয়ান) আদিকর্ত্রে চ (ও আদি কারণ) তে (আপনাকে) কস্মাৎ (কেন) ন নমেরন্ (নমস্কার না করিবেন)? সৎ (ব্যক্ত) অসৎ (অব্যক্ত) পরং ([এই উভয়ের] অতীত) যৎ (যে) অক্ষরং (পরব্রহ্ম) তৎ (তাহা) ত্বম্ (আপনি)॥ ৩৭

অনুবাদ—

ব্রহ্মা হতে শ্রেষ্ঠ তুমি অনাদি কারণ।
তোমায় প্রণাম তাই নহে অকারণ॥
স্থূল সূক্ষ্ম কিংবা যাহা আছে পারে তার।
তুমি সেই পরব্রহ্ম জগৎ আধার॥ ৩৭

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥ ৩৮

শব্দার্থ—

ত্বম্ (তুমি) আদিদেবঃ (দেবতাদের আদি) পুরাণঃ পুরুষঃ (অনাদি পুরুষ) ত্বম্ (তুমি) অস্য বিশ্বস্য (এই বিশ্বের) পরং (পরম) নিধানং (লয়ের স্থান) বেত্তা অসি (তুমি সকলই জান) বেদ্যং চ (এবং তুমি জ্ঞাতব্য) চ (এবং) পরং ধাম (শ্রেষ্ঠ বাসস্থান) অনন্ত-

রূপ (অনন্তরূপযুক্ত) ত্বয়া (তোমার দ্বারা) বিশ্বং ততং (বিশ্ব পরিব্যাপ্ত) ॥ ৩৮

অনুবাদ—

তুমি সেই আদিদেব পুরুষপ্রধান।
তুমি এই জগতের আশ্রয়ের স্থান ॥
এ জগৎ পরিব্যাপ্ত অনন্ত রূপেতে।
শ্রেষ্ঠ গতি জ্ঞাতা জ্ঞেয় এই ধরণীতে ॥ ৩৮

ব্যাখ্যা—

তুমি আদিদেব হরি এই সারা বিশ্ব ভরি
অনাদি অনন্ত রূপ বর্ণিবার নয়।
জগতে যা কিছু আছে সবি তো তোমারি মাঝে
প্রলয় কালেতে সব তোমারি আশ্রয় ॥
মানুষের বুদ্ধি জ্ঞান সেও তো তোমারি দান
অনাদি পুরুষ তুমি শ্রেষ্ঠ যে সবার।
তোমা হতে সৃষ্টি হয় তোমাতেই পায় লয়
তুমিই পরমগতি জ্ঞানের আধার ॥
প্রিয় হতে প্রিয়তম কামনার ধন মন
ওই রূপ আঁকিবার সাধ্য মম নাই।
হৃদয়-কমলে যদি রহিয়াছ নিরবধি
প্রকাশি বলিতে তাহা মনে ভয় পাই ॥
তুমি চির বিদ্যমান বিশ্বের আশ্রয় স্থান
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি আছ মাঝে।
তুমিই পুরুষ-শ্রেষ্ঠ তুমিই অনন্ত রূপ
সর্ব্বময় তুমি হরি আছ কত সাজে ॥
তুমিই আনন্দধাম তুমি পূর্ণ মনস্কাম।
জ্ঞানী পুনঃ হৃদয়েতে তুমি জ্ঞানদাতা।

তুমি সত্য তুমি নিত্য জগতের শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব
সুখে দুখে শিবময় তুমিই বিধাতা ॥ ৩৮

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯

শব্দার্থ—

ত্বং (আপনি) বায়ুঃ (বায়ু) যমঃ (যম) অগ্নিঃ (অগ্নি) বরুণঃ (বরুণ) শশাঙ্কঃ (চন্দ্র) প্রজাপতিঃ ([কশ্যপাদি] প্রজাপতিরূপ লোকপিতা) প্রপিতামহশ্চ (ও পিতামহ ব্রহ্মার জনক) তে (আপনাকে) সহস্রকৃত্বঃ (সহস্র বার) নমঃ অস্তু (নমস্কার করি) পুনঃ চ (পুনর্বারও) নমঃ (নমস্কার) ভূয়ঃ অপি (আবারও) তে (আপনাকে) নমঃ নমঃ (পুনঃ পুনঃ নমস্কার) ॥ ৩৯

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা—

তুমিই বরুণ বসু চন্দ্র সূর্য্য প্রাণ বায়ু
তুমি যম ইন্দ্র আদি ব্রহ্মা প্রজাপতি।
ব্রহ্মার জনমস্থান তব মাঝে বিগুমান
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি করি আমি নতি ॥

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব।
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ ॥ ৪০

শব্দার্থ—

সর্ব (হে সর্বাত্মা) তে (আপনাকে) পুরস্তাৎ (সম্মুখে) অথ (এবং) পৃষ্ঠতঃ (পশ্চাতে) নমঃ (নমস্কার করি) তে (আপনার) সর্বতঃ এব (সর্বদিকেই) নমঃ অস্তু (নমস্কার করি) অনন্তবীর্য্য (হে অনন্তশক্তি) অমিতবিক্রম (অসীমবিক্রমশালী) ত্বং (আপনি) সর্বং (সমগ্র বিশ্ব) সমাপ্নোষি (ব্যাপিয়া আছেন) ততঃ) সেই হেতু (সর্বঃ (সর্বস্বরূপ) অসি (হন) ॥ ৪০

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা—

সকল পৃথিবী জুড়ে অথ অন্ত সব ভরে।
তোমার অনন্ত বীর্য্য রয়েছে ব্যাপিয়া।
সর্ব্বময় ওহে দেব বিশ্বব্যাপী রূপ তব
প্রণমিছি চতুর্দ্দিকে বিস্মিত হইয়া ॥ ৪০

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১

শব্দার্থ—

তব (আপনার) মহিমানম্ (মাহাত্ম্য) ইদম্ চ (এবং এই বিশ্বরূপ) অজানতা (না জানিয়া) ময়া (আমার দ্বারা) প্রমাদাৎ (চিত্তের বিক্ষেপ বশতঃ) প্রণয়েন বা অপি (অথবা প্রণয় বশতঃ) সখা (সখা) ইতি মত্বা (মনে করিয়া) হে কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ) হে যাদব (হে যাদব) হে সখে (সখা হে) ইতি (এইরূপ) প্রসভং (অবিনয়ে) যৎ (যাহা) উক্তং (উক্ত হইয়াছে) ; ৪১ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা—

মায়ামোহে চিনি নাই তাই প্রভু ক্ষমা চাই
বন্ধু সখা বলি কত অপরাধ করি।
অসংযত বাক্য কত কভু পরিহাসরত
নিজগুণে দয়াময় ক্ষমা করো হরি ॥ ৪১

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২

শব্দার্থ—

অচ্যুত (হে অচ্যুত) বিহার-শয্যা-আসন-ভোজনেষু (বিহার শয়ন উপবেশন ও ভোজনকালে) একঃ (একাকী) অথবা (বা) তৎ-সমক্ষম্ (অপরের সাক্ষাতে) অবহাস-অর্থম্ (পরিহাসচ্ছলে) অহম্ (আমি)

অপ্রমেয়ম্ (প্রমাণাতীত) ত্বাম্ (আপনাকে) তৎ (তাহার জন্য) ক্ষাময়ে (ক্ষমা প্রার্থনা করি)। ৪২॥

অনুবাদ—

বিহারে শয়নে কভু ভোজনের কালে,
তোমার সাক্ষাতে যদি পরিহাসচ্ছলে।
না বুঝে মর্য্যাদা যদি না দিই তোমার।
ক্ষমা কর অপরাধ এ ভিক্ষা আমার॥ ৪২

ব্যাখ্যা—

মায়ামোহে চিনি নাই তাই প্রভু ক্ষমা চাই
বন্ধু সখা বলি কত অপরাধ করি।
অসংযত বাক্য কত কভু পরিহাসরত
নিজগুণে দয়াময় ক্ষমা কর হরি॥ ৪২

পিতাহসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোহস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহন্যো লোকত্রয়েহপ্যপ্রতিমপ্রভাব॥ ৪৩

শব্দার্থ—

অপ্রতিম-প্রভাব (হে অতুলশক্তি) ত্বম্ (আপনি) অস্য (এই) চর-অচরস্য (স্থাবর ও জঙ্গম) লোকস্য (লোকের) পিতা (স্রষ্টা) পূজ্য (পূজনীয়) গুরুঃ (গুরু) গরীয়ান্ চ (এবং গুরুর ও গুরু) অসি (হন) লোকত্রয়ে অপি (ত্রিজগতেও) ত্বৎসমঃ (আপনার সমান) ন অস্তি (কেহ নাই) অভ্যধিকঃ (অধিকতর) অন্যঃ (অন্য) কুতঃ (কোথায়)?॥ ৪৩

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা—

গুরু হতে গুরু তুমি হে প্রভু জগৎস্বামী
সবসৃষ্টি নারায়ণ তোমা হতে হয়।
তুমি পিতা পূজনীয় গুরুশ্রেষ্ঠ দয়াময়
ত্রিভুবনে তুমি ছাড়া কোন কিছু নয়॥

অসীম শকতি তব তুলনা কাহারে দিব
তব যোগ্য কোনখানে কোথায়'ত নাই।
অতি অভাজন আমি হে প্রভু পৃথিবীস্বামী
প্রণমিয়া পদযুগে কৃপা ভিক্ষা চাই ॥ ৪৩

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্ ॥ ৪৪

শব্দার্থ—

দেব (হে দেব) তস্মাৎ (সেই হেতু) অহম্ (আমি) কায়ং (দেহকে) প্রণিধায় (নত করিয়া) প্রণম্য (প্রণামপূর্ব্বক) ঈড্যম্ (বন্দনীয়) ঈশম্ (ঈশ্বর) ত্বাম্ (আপনাকে) প্রসাদয়ে (প্রসন্ন করিতেছি) পিতা ইব (পিতা যেমন) পুত্রস্য (পুত্রের) সখা ইব (সখা যেমন) সখ্যু (সখার) প্রিয়ঃ ইব (প্রিয় যেমন) প্রিয়ায়াঃ (প্রিয়ার) [অপরাধ ক্ষমা করে আপনি ও সেইরূপ আমার অপরাধ] সোঢ়ুম্ (ক্ষমা করিতে) অর্হসি (সমর্থ) । ৪৪

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা—

পিতা যথা পুত্রদোষে স্নেহভরে ক্ষমে রোষে
বন্ধু যথা অপরাধে বন্ধুরে না দোষে।
প্রিয় যথা স্নেহভরে প্রিয়া-ত্রুটি ক্ষমা করে
হাসি মুখে সহজেই নিজ স্নেহ বশে।
তেমনি হে তুমি হরি দয়াময় কৃপা করি
এই অপরাধ মম না কর গ্রহণ ॥
সখা বলি দয়া যদি করিয়াছ নিরবধি
জ্ঞানহীন মোর প্রতি ওহে নারায়ণ ॥ ৪৪

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেবরূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫

শব্দার্থ—

দেব (হে দেব) অদৃষ্টপূর্ব্বং (অদৃষ্টপূর্ব) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) হৃষিতঃ

(আনন্দিত) অস্মি (হইয়াছি) ভয়েন চ (এবং ভয়ে) মে (আমার) মনঃ (মন) প্রব্যথিতং (ভীত হইয়াছে) দেবেশ (হে দেবেশ) জগন্নিবাস (হে জগৎ নিবাস) তৎ (সেই) রূপম্ এব (পূর্বরূপই) মে (আমাকে) দর্শয় (দেখান) প্রসীদ (প্রসন্ন হউন) ।। ৪৫

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা--

দয়া করি বিশ্বরূপ দেখাইলে মোরে প্রভু
জনমে তা স্বপনেও কভু দেখি নাই।
দেখে পাইলেও জ্ঞান ভয়ে প্রাণ কম্পমান
মনে যেন কণামাত্র শান্তি নাহি পাই ॥ ৪৫

কিরীটিং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈবঃ।
তেনৈব রূপেন চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে ॥ ৪৬

শব্দার্থ—

অহং (আমি) ত্বাং (আপনাকে) তথা এব (পূর্ব্বের ন্যায়) কিরীটিনিং (কিরীটধারী গদিনং (গদাধারী) চক্রহস্তম্ (চক্রধারী) দ্রষ্টুম্ (দেখিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি) সহস্রবাহো (হে সহস্রবাহু) বিশ্বমূর্তে (হে বিশ্বমূর্তি), তেন্ (সেই) চতুর্ভুজেন রূপেন এব (চতুর্ভূজ মূর্তিই) ভব (হউন, ধারণ করুন) ।। ৪৬

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা—

কিরীটশোভিত আর গদাচক্রধারী।
জাগিছে বাসনা মোর সেরূপ নেহারী ॥
হে সহস্রবাহো ! পুনঃ চতুর্ভূজ হও।
বিশ্বরূপ সম্বরিয়া পূর্ব্বমূর্তি লও ॥ ৪৬

শ্রীভগবানুবাচ

ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥ ৪৭

শব্দার্থ—

শ্রীভগবান .(শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বলিলেন) অর্জুন (হে অর্জুন) প্রসন্নেন (প্রসন্ন হইয়া) ময়া (আমার দ্বারা) আত্মযোগাৎ (স্বীয় যোগ প্রভাবে, সামর্থ্যবশতঃ) তব (তোমাকে) ইদং (এই) তেজোময় (তেজঃপূর্ণ) বিশ্বম্ (সমগ্র) অনন্তম্ (অন্তশূন্য) আদ্যং (আদিভূত) পরং (উত্তম) রূপং (রূপ) দর্শিতম্ (প্রদর্শিত হইল) যৎ (যেরূপ) ত্বৎ-অন্যেন (তুমি ভিন্ন অন্যের দ্বারা) ন দৃষ্টপূর্বম্ (পূর্বে দৃষ্ট হয় নাই) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা—

ধীরে কন নারায়ণ কেন সখা ক্ষুব্ধ মন
জেন তুমি আপনার বহু ভাগ্য ফলে।
ধ্যানের অতীত যাহা দেখে নাই কেহ তাহা
সেই বিশ্বরূপ মোর চক্ষেতে হেরিলে ॥ ৪৭

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্নতপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮

শব্দার্থ—

কুরুপ্রবীর (হে কুরুশ্রেষ্ঠ) ন বেদ-যজ্ঞ-অধ্যয়নৈঃ (না চতুর্বেদ) অধ্যয়ন বা না যজ্ঞ (বিজ্ঞান দ্বারা) ন দানৈঃ (না দানের দ্বারা) ন চ ক্রিয়াভিঃ (না অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা) ন উগ্রৈঃ (না কঠোর) তপোভিঃ (তপস্যা-দ্বারা) এবং রূপঃ (এই বিশ্বরূপবিশিষ্ট) অহং (আমি) ত্বৎ-অন্যেন (তুমি ভিন্ন অন্য কর্তৃক) নৃলোকে (নরলোকে) দ্রষ্টু (দৃষ্ট হইতে) শক্যঃ (যোগ্য হই) ॥ ৪৮

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা—

অগ্নিহোত্র দানধ্যান তপস্যা ও নাম গান
করে যেই মহাতপ যোগী ঋষিগণ।

তাঁরাও পায় না যাহা স্বচক্ষে দেখিলে তাহা
তব ভাগ্য প্রিয়সখা না যায় কথন ॥ ৪৮

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্ মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯

শব্দার্থ—

ঈদৃক্ (এই প্রকার) মম (আমার) ঘোরম্ (ঘোর) ইদম্ (এই) রূপং (বিশ্বরূপ) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) তে (তোমার) ব্যথা (ভয়) মা (না হউক) বিমূঢ়ভাবঃ চ (ব্যাকুল চিত্ততা) মা (না হউক) ব্যপেতভীঃ (বিগতভয়) প্রীতমনাঃ (ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া) পুনঃ (পুনরায়) ত্বং (তুমি) মে (আমার) ইদং (এই) তৎ (সেই) রূপম্ এব (পূর্বরূপই) প্রপশ্য (দেখ) ॥ ৪৯

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা—

আমার এ বিশ্বরূপ দেখিয়া নয়নে।
ভয় পাইয়াছ কত তুমি নিজ মনে ॥
আর ভয় নাই সখা দেখ আঁখি তুলি।
সম্মুখেতে পরিচিত বন্ধু বনমালী ॥ ৪৯

ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥ ৫০

শব্দার্থ—

সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন) বাসুদেবঃ (শ্রীকৃষ্ণ) অর্জুনম্ অর্জুনকে) ইতি (এইরূপ) উক্ত্বা (বলিয়া) ভূয়ঃ (পুনর্ব্বার) তথা (সেই প্রকার) স্বকং (স্বীয় বাসুদেবজাত) রূপং (পূর্ব্বের চতুর্ভুজরূপ) দর্শয়ামাস (দেখাইলেন) চ (এবং) মহাত্মা (শ্রীকৃষ্ণ) সৌম্যবপুঃ প্রসন্নমূর্ত্তি) ভূত্বা (হইয়া) পুনঃ (পুনরায়) ভীতম্ (ভীত) এনং (অর্জুনকে) আশ্বাসয়ামাস (আশ্বস্ত করিলেন) ॥ ৫০

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা—

হের বন্ধু তব তরে ত্যজি রূপ ভয়ঙ্করে
ধরি শান্ত সমুজ্জ্বল মোহন মূরতি।
এত বলি নারায়ণ চতুর্ভুজ রূপ ধরি
দিলেন পার্থরে তবে নিজে মহামতি ॥ ৫০

অর্জ্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১

শব্দার্থ—

অর্জুনঃ (অর্জুন) উবাচ (বলিলেন) জন-অর্দন (হে অসুরনাশক) তব (আপনার) ইদং (এই) সৌম্য মানুষং (মানুষ) রূপং (রূপ) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) ইদানীম্ (এখন) [অহং] (আমি) সচেতাঃ (প্রসন্নচিত্ত) সংবৃত্তঃ (সংজাত) প্রকৃতিং গতঃ (প্রকৃতিস্থ) অস্মি (হইয়াছি) ॥ ৫১

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা—

অর্জুন কহেন হরি এইবার প্রাণ ধরি
কি সৌম্য সুন্দর মুখ কমললোচন।
বিরাট সে বিশ্বরূপ দেখে ভয়ে কাঁপে বুক
এই মোর প্রিয়তম সখা নারায়ণ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫২

শব্দার্থ—

শ্রীভগবানুবাচ (শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) মম (আমার) ইদং (এই) সুদুর্দর্শম্ (দুর্লভদর্শন) যৎ (যে) রূপং (বিশ্বরূপ) দৃষ্টবান্ অসি (দেখিলে) দেবাঃ অপি (দেবতাগণও) অস্য রূপস্য (এই বিশ্বরূপের) নিত্যং (সর্ব্বদা) দর্শন-আকাঙ্ক্ষিণঃ (দর্শনাকাঙ্ক্ষী) ॥ ৫২

ব্যাখ্যা—

ভকত বৎসল তারে কন তবে ধীরে ধীরে
মুখে তাঁর কি অপূর্ব্ব সুমধুর হাসি।
যেরূপ দেখিয়া আগে তব প্রাণে ভয় জাগে
পুণ্যবান দেবতারা তারি অভিলাষী ॥ ৫২

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩

শব্দার্থ—

যথা (যেরূপ) মাং (আমাকে) দৃষ্টবান্ অসি (দেখিলে) এবং-বিধ (এইরূপ) অহং (আমি) ন বেদৈঃ (না বেদপাঠের দ্বারা) ন তপসা (না তপস্যার দ্বারা) ন দানেন (না দানের দ্বারা) ন চ ইজ্যয়া (এবং না যজ্ঞ বা পূজা দ্বারা) দ্রষ্টুং (দৃষ্ট হইতে) শক্যঃ (যোগ্য হই) ॥ ৫৩

অনুবাদ—

যজ্ঞ দান বেদ পাঠ কিংবা তপস্যায়।
তব দৃষ্ট এই রূপ দেখা নাহি যায় ॥ ৫৩

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥ ৫৪

শব্দার্থ—

পরন্তপ (হে শত্রুতাপন) অর্জুন (হে অর্জুন) তু (কেবল মাত্র) অনন্যয়া ভক্ত্যা (অনন্যা ভক্তির দ্বারা) এবংবিধ অহং (এই প্রকারে আমাকে) তত্ত্বেন (পরমার্থভাবে) জ্ঞাতুং (জানিতে) দ্রষ্টুং চ (এবং দেখিতে) প্রবিষ্টুং চ [ও আমাতে প্রবেশরূপ] (মুক্তিলাভ করিতে (শক্যঃ (সমর্থ হয়) ॥ ৫৪

অনুবাদ—

হে অর্জুন ঐকান্তিক ভক্তি আছে যার।
সেই দেখিবারে পায় স্বরূপ আমার ॥

পরমার্থ ভাবে মোরে জানে যেই জন।
মোর তথ্য জানি হয় আমাতে মগন ॥ ৫৪

ব্যাখ্যা—

পার্থে কন দয়াময় মন যার আমাময়
মোর প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি আছে যার।
বেদ যজ্ঞ অধ্যয়ন দান ক্রিয়া আচরণ
করিতে না পারিলেও জানে তথ্য সার ॥
তারে যা দিয়েছি কাজ নাহি তাহে দ্বিধা লাজ
আপন কর্ত্তব্য যেই সাধে প্রাণপণে।
সবেতে আসক্তিহীন হৃদি পাদপদ্মে লীন
সুখে দুখে সর্ব্বক্ষণ চিন্তে নারায়ণে ॥
সকলের ভালো চায় নিজ স্বার্থে মগ্ন নয়
তার সেই ভালোবাসা মোর প্রতি রয়।
নাহি কর্মে প্রয়োজন ধন্য জেনো সেই জন
জীবে শিব জানি সেই সত্য আমাময় ॥
যাগ যজ্ঞ দান ধ্যান পূজা পাঠ বলিদান
কিছুতেই নাহি মেলে যাহা দরশন।
শুধু ঐকান্তিক ভক্তি সবচেয়ে বড় শক্তি
ভক্তিতেই মেলে জেন এই মহাধন ॥

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫

শব্দার্থ—

হে পাণ্ডব (হে অর্জ্জুন) যঃ মৎকর্মকৃৎ (যে আমার জন্য কাজ করে) **মৎপরমঃ** (যে আমাকে পাওয়া জীবনের উদ্দেশ্য মনে করে) **মদ্ভক্তঃ** (যে আমার ভক্ত) **সঙ্গবর্জ্জিতঃ** (যে আসক্তি বর্জ্জন করিয়াছে) **সর্ব্বভূতেষু**

নির্বৈরঃ (সকল প্রাণীর প্রতি যে শত্রুতাহীন) স মাম্ এতি (সে আমাকে প্রাপ্ত হয়)॥ ৫৫

অনুবাদ—

যেইজন কর্ম করে আমার লাগিয়া।
আমারে ভজনা করে নিষ্কাম হইয়া॥
বিষয়ে আসক্তিহীন ক্রোধহিংসাহীন।
অর্জুন সেজন হয় আমাতেই লীন॥

ব্যাখ্যা—

যেই জন কর্ম করে তাঁরে পাইবার তরে
বিষয় আসক্তি হতে মুক্ত সেই হয়।
মন ওই পদে লীন হয়ে ক্রোধ হিংসা হীন
নিরমল হৃদি তার শুধু হরিময়॥
যাহা করিবার তার জানে সে আদেশ তাঁর
দ্বিধা শঙ্কা অনুযোগ নাই সেই মনে।
হাতে তাঁর কাজ করি চলে সেই মুখ স্মরি
তাঁর কাজ পূজা সম ধায় ও চরণে॥
সেই শান্ত হৃদাকাশে হরি মুখ চাঁদ হাসে
নেহারি তৃপ্ত সে প্রাণ অন্য নাহি চায়।
সুখ দুঃখ যাহা পায় সবি তাঁরে সঁপে দেয়
পূজা উপচার সম শোভে তাঁর পায়॥
প্রাণ যার আমাময় ফলে আশা নাহি রয়
কামনারহিত মন সত্য যোগী সেই।
মোহমুক্ত মন যার জীবে দয়া জানে সার
যথাকালে আপনিই তারে দেখা দিই॥

দ্বাদশ অধ্যায়

ভক্তিযোগ

অর্জুন উবাচ

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্যুপাসতে।

যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥ ১

অর্জুন উবাচ (অর্জুন বলিলেন) এবং (এইরূপে) সততযুক্তাঃ (নিরন্তর পূজাদিতে নিরত) যে (যে সকল) ভক্তাঃ (ভক্ত) ত্বাং (আপনার) পর্যুপাসতে [যথাদর্শিত বিশ্বরূপের] (উপাসনা করেন) যে চ অপি (এবং যাঁহারা) অব্যক্তম্ (ইন্দ্রিয়াতীত) অক্ষরং (ব্রহ্মকে) উপাসতে (উপাসনা করেন) তেষাং (তাহাদের মধ্যে) যোগবিৎ-তমাঃ (যোগীশ্রেষ্ঠ) কে (কাহারা)?॥ ১

অনুবাদ—

বিনয় বচনে পার্থ শ্রীহরিরে কন।
শ্রেষ্ঠতর ভক্ত তব হন কোন জন॥
অব্যক্ত অক্ষর কিংবা সগুণ ঈশ্বর।
যুক্তযোগী কারে ভজি হয় শ্রেষ্ঠতর॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।

শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ ২

শব্দার্থ—

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বলিলেন) (যে যাঁহারা) ময়ি (আমাতে) মনঃ (চিত্ত) আবেশ্য (নিবেশ করিয়া) নিত্যযুক্তাঃ (নিত্য সমাহিত হইয়া) পরয়া (পরা) শ্রদ্ধয়া (বিশ্বাস) উপেতাঃ (যুক্ত হইয়া) মাং (আমাকে) উপাসতে (উপাসনা করেন) তে (তাঁহারা) যুক্ততমাঃ (শ্রেষ্ঠযোগী) মে (আমার) মতাঃ (অভিপ্রেত)॥ ২

অনুবাদ—

ঈশ্বর ভজন দ্বারা জীবের উদ্ধার।
এই কথা সত্য বলি মনে আছে যার ॥
আমার এ বিশ্বরূপে ঢালি প্রাণমন।
যেই জন দিবারাত্র করেন ভজন ॥
আমার ঈশ্বর রূপে নিত্যযুক্ত যারা।
জানিও অর্জ্জুন মম শ্রেষ্ঠ যোগী তারা ॥ ২

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩

শব্দার্থ—

তু (কিন্তু) যে (যাহারা) অক্ষরম্ (নির্গুণ ব্রহ্ম) অনির্দ্দেশ্যম্ (শব্দের অগোচর) অব্যক্তং (অপ্রমেয়) সর্ব্বত্রগম্ [আকাশের মত] (সর্ব্বব্যাপী) অচিন্ত্যং (মনের অতীত) কূটস্থম্ (মায়াধিষ্ঠানরূপে স্থিত) অচলং (অচ্যুতস্বরূপ) ধ্রুবম্ (শাশ্বতকে) পর্য্যুপাসতে (উপাসনা করেন) ॥ ৩

অনুবাদ—

মনের অতীত যাহা বলা নাহি যায়।
আকাশের মত সব আচ্ছাদিত যায় ॥
মায়া অধিষ্ঠান রূপে স্থিত যেই জন।
অচল ধ্রুবের যেই করে আরাধন ॥ ৩

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪

শব্দার্থ—

যে (যাঁহারা) সর্ব্বত্র (সর্ব্বদা) সমবুদ্ধয়ঃ (সমবুদ্ধি) সর্ব্বভূতহিতে (সকল প্রাণীর কল্যাণে) রতাঃ (নিযুক্ত) চ ইন্দ্রিয়গ্রামং (এবং ইন্দ্রিয়সকল) সংনিয়ম্য (সংযত করিয়া) [আমাকে উপাসনা করে] তে এব (তাঁহারাই) মামেব (আমাকেই) প্রাপ্নুবন্তি (প্রাপ্ত হয়) ॥ ৪

অনুবাদ—

ইন্দ্রিয় সংযত আর সমবুদ্ধি যার।
যে জন নিয়ত সদা কল্যাণে সবার॥
সে জন পাইবে মোরে সন্দেহ কি তায়।
সবার মধ্যেতে আমি তাই মোরে পায়॥ ৪

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ ৫

শব্দার্থ—

তেষাম্ (সেই সকল) অব্যক্ত-আসক্ত-চেতসাম্ (নির্গুণ ব্রহ্মে সংযুক্তচিত্ত যোগীর) অধিকতরঃ (অধিকতর) ক্লেশঃ (কষ্ট) হি (যেহেতু) দেহবদ্ভিঃ (দেহবানগণ) অব্যক্তা (নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়া) গতিঃ (গতি, নিষ্ঠা) দুঃখম্ (দুঃখে) অবাপ্যতে (প্রাপ্ত হন)॥ ৫

অনুবাদ—

নির্গুণ ব্রহ্মেতে যুক্ত চিত্ত যে যোগীর।
দুঃখে তিনি পান মোরে জেন পার্থবীর॥ ৫

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥ ৬

শব্দার্থ—

তু (কিন্তু) যে (যাঁহারা) সর্ব্বাণি (সমস্ত) কর্ম্মাণি (কর্ম্ম) ময়ি (আমাতে) সংন্যস্য (সমর্পণ করিয়া) মৎপরাঃ (মৎপরায়ণ হইয়া) অনন্যেন (অনন্যা) যোগেন এব (যোগের দ্বারাই) মাং (আমাকে) ধ্যায়ন্ত) (ধ্যান করিতে করিতে) উপাসতে (উপাসনা করেন)॥ ৬

অনুবাদ—

যাহারা সকল কাজ মোরে সমর্পিয়া।
অনন্য যোগেতে ধ্যানে মোরে উপাসিয়া॥

তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭

শব্দার্থ—

তেষাম্ (সেই সকল) ময়ি (আমাতে) আবেশিত-চেতসাম্ (প্রবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণের) মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ (মৃত্যুময় সংসার-সাগর হইতে) ন চিরাৎ (অচিরে, শীঘ্রই) সমুদ্ধর্তা (উদ্ধারকর্তা) অহং (আমি) ভবামি (হই) ॥ ৭

অনুবাদ—

আমাতে প্রবিষ্টচিত্ত ধন্য জীবগণে।
মৃত্যুময় এ সংসারে উদ্ধারি সে জনে ॥ ৭

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮

শব্দার্থ—

ময়ি এব (আমাতেই) মন আধৎস্ব (মন স্থাপন কর) ময়ি এব (আমাতে) বুদ্ধিং নিবেশয় (বুদ্ধি নিবিষ্ট কর) অতঃ ঊর্দ্ধং (ইহার পরে, দেহান্তে) ময়ি এব (আমাতেই) নিবসিষ্যসি (বাস করিবে) [ইহাতে] ন সংশয়ঃ (সন্দেহ নাই) ॥ ৮

অনুবাদ—

অতএব মন প্রাণ আমাতে সঁপিয়া।
আমাতে নির্ভর কর নিঃসংশয় হৈয়া ॥
জেনো মনে হলে পরে এই দেহ নাশ।
নিশ্চয় করিবে তুমি আমাতেই বাস ॥ ৮

ব্যাখ্যা—

মনেতে সংকল্প করি পাইতেই হবে হরি
অন্য কোন সাধ চিত্তে না হবে উদয়।

সর্ব্বক্ষণ মনে মনে পূজ সেই নারায়ণে
জানিহ মিলিবে তাঁরে তিনি দয়াময় ॥
এ জগতে সেই সত্য এই যে পরম তথ্য
সর্ব্বক্ষণ রেখো মনে চাও যদি তাঁরে।
জেনো কভু বৃথা নয় হলে বিশ্ব হরিময়
কি আনন্দ সবা মাঝে তারি লীলা হেরে ॥
তার পর এলে দিন হবে সেই পায়ে লীন
কি অমৃতে অভিষিক্ত হবে এ পরাণ।
যাবে শোক তাপ দুঃখ নিমেষে হইবে সুখ
দাঁড়াবে শিয়রে আসি নিজে ভগবান ॥

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯

শব্দার্থ—

ধনঞ্জয় (হে অর্জুন) অথ (যদি) ময়ি (আমাতে) চিত্তং (চিত্ত, মন) স্থিরম্ (স্থিরভাবে) সমাধাতুং (সমাহিত করিতে) ন শক্নোষি (সমর্থ না হও) ততঃ (তবে) অভ্যাসযোগেন (অভ্যাস-যোগের দ্বারা) মাম্ (আমাকে) আপ্তুম্ (পাইতে) ইচ্ছ (ইচ্ছা কর) ॥ ৯

অনুবাদ—

আমাতেই চিত্ত যদি নাহি হয় স্থির
অভ্যাস যোগেতে পেতে ইচ্ছ পার্থবীর ॥ ৯

ব্যাখ্যা—

অভ্যাসে সকলি হয় জেনো মনে সুনিশ্চয়
ক্রমে ক্রমে বাকি সব দূরে চলে যাবে।
হবে সব হরিময় হরি ছাড়া কিছু নয়
হৃদিপদ্ম আলোকিয়া তাঁরে বুকে পাবে ॥৯

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০

শব্দার্থ—

অভ্যাসে অপি (অভ্যাসেও) অসমর্থঃ (অক্ষম) অসি (হও) মৎ-কর্ম-পরমঃ (আমার কর্মপরায়ণ) ভব (হও)। মৎ-অর্থম্ (আমার জন্য) কর্মাণি (সকলকর্ম) কুর্বন্ অপি (করিতে করিতেই) সিদ্ধিম্ (মোক্ষ) অবাপ্স্যসি (লাভ করিবে) ॥ ১০

অনুবাদ—

অভ্যাসেও যদি পার্থ সমর্থ না হও।
মোর তরে কর্ম করি মম যুক্ত রও ॥
মোর তরে কর্ম করি সিদ্ধি পায় নরে।
অভ্যাসে অশক্ত হয়ে যদি কর্ম করে ॥
ক্রমে চিত্তশুদ্ধি লভি মোক্ষ লাভ হয়।
মোরে স্মরি যাই কর বৃথা কিছু নয় ॥ ১০

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ১১

শব্দার্থ—

অথ (আর যদি) এতৎ অপি (ইহাও) কর্তুম্ (করিতে) অশক্তঃ (অসমর্থ) অসি (হও) ততঃ (তবে) যত-আত্মবান্ (সংযতেন্দ্রিয় হইয়া) মদ্-যোগম্ (আমাতে সর্বকর্ম অর্পণরূপ যোগ) আশ্রিতঃ (আশ্রয় করিয়া) সর্বকর্মফলত্যাগং (সকল কর্মের ফলত্যাগ) কুরু (কর) ॥ ১১

অনুবাদ—

এতেও অক্ষম হলে ওহে ধনঞ্জয়।
সর্ব কর্ম সমর্পণ কর যোগাশ্রয় ॥

কর্ম কর ফল লাভে না করি কামনা।
কর্মফল ত্যজি কর আমারে যাচনা ॥ ১১

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌জ্ঞানাদ্‌ ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্‌ ॥ ১২

শব্দার্থ—

অভ্যাসাৎ ([অবিবেক পূর্বক] অভ্যাস অপেক্ষা) জ্ঞানম্‌ হি (জ্ঞানই) শ্রেয়ঃ (প্রশস্ততর) জ্ঞানাৎ ([শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারা] আত্ম নিশ্চয় অপেক্ষা) ধ্যানং (নিদিধ্যাসন) বিশিষ্যতে (শ্রেষ্ঠ হয়) ধ্যানাৎ (নিদিধ্যাসন অপেক্ষা) কর্মফলত্যাগঃ (কর্মফলে আসক্তি পরিহার) [শ্রেষ্ঠ] ত্যাগাৎ (ত্যাগের) অনন্তরম্‌ (অব্যবহিত পরে) শান্তিঃ (সংসারের উপশম) [হয়] ॥ ১২

অনুবাদ—

অভ্যাসের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান জ্ঞানাপেক্ষা ধ্যান।
ধ্যানাপেক্ষা ফলত্যাগ তাহে শান্তি দান ॥ ১২

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩

শব্দার্থ—

[যিনি] সর্ব্বভূতানাং অদ্বেষ্টা (সর্ব্বজীবে যে দ্বেষরহিত) মৈত্রঃ করুণঃ এব চ (বন্ধুভাবযুক্ত ও কৃপালু) নির্ম্মমঃ নিরহঙ্কারঃ (যে মমতাহীন ও অহঙ্কারহীন) সম-দুঃখ-সুখঃ (সুখে দুঃখে যার সমজ্ঞান) ক্ষমী (ক্ষমাশীল) ॥ ১৩

অনুবাদ—

অহিংস সবার বন্ধু পর দুঃখে দুঃখী।
অহঙ্কারহীন জন সততই সুখী ॥
সুখে দুঃখে সমজ্ঞান ক্ষমাশীল যেই।
প্রিয়তম ভক্তবর জেনো মোর সেই ॥ ১৩

ব্যাখ্যা—

যারা বড় ধনে মানে অথবা বিদ্যায় জ্ঞানে
তাহাদের প্রতি দ্বেষ রেখোনাকো মনে।
যাহারা নিজের সম জেনো তারে মিত্রসম
হীন যারা ভালোবেসো তাদেরও যতনে ॥
পুত্র কন্যা পরিবার গৃহ ধন অলঙ্কার
কিছুই আমার বলি কোরোনা বিশ্বাস।
দত্তধন এ সকলি দাতারে যেওনা ভুলি
তাঁর দেয়া কাজ করি জেনো নিজে দাস ॥
কিসের বা অহঙ্কার মোরা শুধু বহি ভার
রক্ষা করিবার যদি কণা শক্তি নাই ॥
অপরে করিলে দোষ মনে যাঁর নাহি রোষ
শ্রীহরির প্রিয় ভক্ত সেই জেনো ভাই ॥ ১৩

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪

শব্দার্থ—

সততং সন্তুষ্টঃ (সর্ব্বদা সন্তুষ্ট) **যোগী** (যে যোগ অভ্যাস করে) **যতাত্মা** (যাহার মন সংযত) **দৃঢ়নিশ্চয়ঃ** (যে দৃঢ়ভাবে নিশ্চয় করিয়াছে) **ময়ি-অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ** (যে আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিয়াছে) **যঃ মৎ-ভক্তঃ** (যে আমার ভক্ত) **সঃ মে প্রিয়ঃ** (সে আমার প্রিয়) ॥ ১৪

অনুবাদ—

সর্ব্বদা সন্তুষ্ট যেই যোগাভ্যাস করে।
মন বুদ্ধি সমর্পিত যার মোর পরে ॥
সংযত দৃঢ় চিত্ত যেই জন হন।
অতি প্রিয় ভক্ত মোর জেন সেই জন ॥ ১৪

ব্যাখ্যা—

তাঁর প্রিয় ভক্তগণ সতত সন্তুষ্ট মন
মন বুদ্ধি শ্রীহরিরে অর্পণ করিয়া।
সমাহিত চিত্ত তার মনে নাহি অহঙ্কার
দেহাতীত আত্মারেই স্বরূপ জানিয়া ॥
সুখ দুঃখ মিছে সব অকারণ কলরব
গভীর প্রশান্তি ভরা পূর্ণ তাঁর মন।
শুধুই তাঁহারে চায় দ্বিধা ভ্রান্তি লোপ পায়
জানে শুধু সর্ব্বসার কমললোচন ॥
জানি এ পরম তথ্য যেই জন মানে সত্য
শ্রীহরির কাছে নাই অবিচার কভু।
নাই মনে কোন ক্ষোভ ত্যজি হিংসা মোহ লোভ
তাঁরি মনে বিরাজেন নারায়ণ প্রভু। ১৪

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫

শব্দার্থ—

যস্মাৎ (যাঁহার নিকট) লোকঃ ন উদ্বিজতে (কোনও লোক ভয়ে, সন্ত্রস্ত হয় না) যঃ চ (এবং যে) লোকাৎ (কোনও লোকের নিকট) ন উদ্বিজতে (ভয় পায় না) যঃ (যে) হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ মুক্তঃ (হর্ষ, অমর্ষ ভয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত) সঃ চ (সেও) মে প্রিয়ঃ (আমার প্রিয়) ॥ ১৫

অনুবাদ—

যিনি কভু নন কারো উদ্বেগ কারণ।
ভিন্ন ব্যবহারে যিনি বিচলিত নন ॥
আনন্দ ক্রোধ ও ভয়শূন্য যেই জন।
সে মোর পরম ভক্ত শুনহ কথন ॥ ১৫

ব্যাখ্যা—

যাঁর কোনো ব্যবহারে ব্যথা নাহি পায় পরে
যিনি নাহি হন কারো উদ্বেগ কারণ।
মান অপমান যার পেলে সম ভাব তাঁর
ভিন্ন ব্যবহারে যিনি বিচলিত নন॥
আনন্দ ও ক্রোধ ভয় হলে আশঙ্কিত নয়
জান সে অনিত্য সব তিনি সর্ব্বসার!
পাইয়া অমূল্য ধন পরিপূর্ণ যার মন
মনে জানে হরি ছাড়া কাম্য নাহি আর।
দুঃখ বা বেদনা পেলে মানে কর্ম্মফল বলে
অপরেরে হেতু মনে করেনা সে জন॥
তাঁর সারা বিশ্ব ভরি কমললোচন হরি
রাজেন অতুল রূপে নিজে নারায়ণ॥ ১৫

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৬

শব্দার্থ—

যঃ মদ্ভক্তঃ (যে আমার ভক্ত) অনপেক্ষঃ (যে কোন বস্তু চাহে না) **শুচিঃ** (যাহার দেহ ও মন পবিত্র) দক্ষঃ (যে অলস নহে) গতব্যথঃ (যাহার মনে কোন কষ্ট নাই) সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী (যে সকল সকাম কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে) সঃ মে প্রিয়ঃ (সে আমার প্রিয়)। ১৬

অনুবাদ—

বাহিরে অন্তরে সুখী ভোগস্পৃহা নাই।
পক্ষপাতদোষশূন্য তৎপর সদাই॥
মোরে ছাড়া অন্য কিছু কামনা না করে।
সেই মোর প্রিয় ভক্ত অন্তরে বাহিরে॥ ১৬

ব্যাখ্যা—

শুদ্ধ বুদ্ধ সেই জন ভোগে রত নহে মন
যার মনে পক্ষপাত দোষ কভু নাই।
অন্তরে বাহিরে যাঁর সবি শুচি পরিষ্কার
সৎ কর্ম্মে তৎপর জানি যে জন সদাই।
অন্য বস্তু নাহি চায় সেই নারায়ণে পায়
অন্যধনে প্রলোভিত নহে যেই জন ॥
তাঁর হৃদাকাশ মাঝে হরি মুখ চাঁদ রাজে
ভিন্ন মেঘে ঢাকা তাহা না পড়ে কখন।
তাঁর সখা নিজে হরি লন তাঁরে কোলে করি
জীবন পথেতে তাঁর সারথি যে প্রভু ॥
সেই ভাগ্যবান জন সদা সুখে নিমগন
নিশ্চিন্ত জীবন পথ শঙ্কা নাহি কভু ॥

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি না কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭

শব্দার্থ—

যঃ (যে) ন হৃষ্যতি (যে হর্ষ লাভ করে না) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করে না) ন শোচতি (শোক করে না) ন কাঙ্ক্ষতি (যে আকাঙ্ক্ষা করে না) শুভাশুভ-পরিত্যাগী (পাপ ও পুণ্য উভয়ই পরিত্যাগ করে) ভক্তিমান্ (যার ভক্তি আছে) সঃ মে প্রিয়ঃ (সে আমার প্রিয়)। ১৭

অনুবাদ—

যার মনে হর্ষ নাই দ্বেষ নাহি যার।
শোক ও আকাঙ্ক্ষাহীন হৃদয় যাহার ॥
শুভ ও অশুভ কর্ম্মে নাহি অনুষ্ঠান।
হেন ভক্ত প্রিয় মোর অতি ভাগ্যবান ॥ ১৭

ব্যাখ্যা—

হর্ষ নাই মনে যার ত্যজে হিংসা অহঙ্কার
শোকের কালিমা যারে স্পর্শ নাহি করে।
পুণ্য পাপ ত্যাগে যেই মনেতে কামনা নেই
ঐকান্তিক ভক্তি যার শুধু হরি পরে ॥
বন্ধন নাহিক যার পাপ পুণ্য দুই ভার
দোঁহারে সমান জানে বন্ধন কারণ।
ফলভোগ আশ হলে পুনর্জন্ম হয় ফলে
স্বর্গ ও নরক ভোগ হয় অকারণ।
শোক তাঁর নাহি হয় জানে হরি দয়াময়
তাঁর ইচ্ছা ছাড়া বিশ্বে কিছুই না হয়।
কঠিন বেদনা পেলে তাও সহে অবহেলে
মনে জানে তিনি শিব মঙ্গলময় ॥ ১৭

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮

শব্দার্থ—

শত্রৌ চ মিত্রে চ (শত্রু এবং মিত্র) তথা মানাপমানয়ো (মান এবং অপমানে) সমঃ (সমান জ্ঞানসম্পন্ন) শীতোষ্ণ-সুখদুঃখেষু সমঃ (শীত উষ্ণ সুখ ও দুঃখে সমজ্ঞানসম্পন্ন) সঙ্গ-বিবর্জ্জিত (আসক্তি-শূন্য) ॥ ১৮

অনুবাদ—

শত্রু মিত্রে সমজ্ঞান মান অপমানে।
শীত গ্রীষ্ম সুখ দুঃখ হেরে তুল্য জ্ঞানে ॥
প্রিয় ও অপ্রিয় দুই সঙ্গ বিবর্জ্জিত।
সকল বিষয়ে যেই আসক্তি রহিত ॥ ১৮

ব্যাখ্যা—

শত্রু মিত্র দুই যার মনমাঝে একাকার
মান অপমানে যার হয় সমজ্ঞান।
শীত গ্রীষ্ম যার কাছে দুই এক হয়ে আছে
ভালোবাসে কভু নাহি চাহে প্রতিদান॥
স্থির সেই মতিমান আমাতেতে নহে ম্লান
ঐশ্বর্য্য বা খ্যাতি হলে দোঁহে এক সেই।
কিছুতেই স্পৃহা নেই আত্মভোলা যে সদাই
শ্রীহরির প্রিয়তম ভক্ত জেনো সেই॥
থেকেও জগত মাঝে সদা যুক্ত হয়ে রাজে
সব জ্ঞান সব ধ্যান দেয় সে চরণে।
কার গৃহ পরিবার তুমি কার কে আমার
এই জ্ঞানে সর্ব্বক্ষণ চিন্তে জনার্দ্দনে॥ ১৮

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥ ১৯

শব্দার্থ—

তূল্য-নিন্দা-স্তুতিঃ (নিন্দা ও বন্দনার সমভাব) মৌনী যেন কেনচিৎ সন্তুষ্টঃ (সংযতবাক্, কিঞ্চিৎ লাভেই তুষ্ট) অনিকেতঃ (নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাসশূন্য) স্থিরমতিঃ (যাহার মতি স্থির হইয়াছে) ভক্তিমান্ (ভক্তিযুক্ত) নরঃ মে প্রিয়ঃ (মানুষ আমার প্রিয়)॥ ১৯

অনুবাদ—

নিন্দা স্তুতি এই দোঁহে সমজ্ঞান যার।
স্থির বুদ্ধি হইয়াছে সংযত যাহার॥
যাহা পায় তাহে খুশী গৃহ নাহি যার।
বন্ধনহীন সে ভক্ত প্রিয় সে আমার॥ ১৯

ব্যাখ্যা—

নিন্দা স্তুতি যার কাছে সমান হইয়া গেছে
আত্মমগ্ন স্থির বুদ্ধি হয় যেই জন।
পরিমিত বাক্য যার, সদা তৃপ্ত মন তার
গৃহ পরিবার নহে বন্ধন কারণ ॥
যাহা যেথা পাইয়াছে তাহাতেই খুসী আছে
মনে যার কণাটুকু অনুযোগ নাই।
পাইয়া পরশমণি সেইজন মহাধনী
শ্রীহরিরে পেয়ে হৃদে তৃপ্ত যে সদাই ॥
সে হরির প্রিয়তম সবা হতে শ্রেয়তম
অভেদ হইয়া মিশে হয়ে যায় লয়।
ভুলিয়া সকল দুঃখ পায় অনুপম সুখ
হেরে প্রতি জীবে শিব কেহ ভিন্ন নয় ॥

যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০

শব্দার্থ—

যে তু (যে সকল) ভক্তাঃ (ভক্ত) শ্রদ্দধানাঃ (শ্রদ্ধাবান্) মৎপরমাঃ (মৎপরায়ণ হইয়া) যথা-উক্তম্ (উক্ত প্রকার) ইদং (এই) ধর্ম্ম-অমৃতম্ (অমৃতত্বপ্রাপক—মোক্ষদায়ক ধর্ম্ম) পর্য্যুপাসতে (সাধনা করেন) তে (তাঁহারা) মে (আমার) অতীব (অত্যন্ত) প্রিয়াঃ (প্রিয়) ॥ ২০

অনুবাদ—

মোর প্রতি ভক্তি প্রেম যেই পরায়ণ।
শ্রদ্ধাভরে করে যেই ধর্ম্ম আচরণ ॥
সে আমার অতি প্রিয় জেন সুনিশ্চয়।
জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি মধ্যে ভক্ত শ্রেষ্ঠ হয় ॥ ২০

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

অর্জুন উবাচ

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব ॥ ১

শব্দার্থ—

অর্জুনঃ (অর্জুন) উবাচ (বলিলেন) কেশব (হে কৃষ্ণ) প্রকৃতিং (প্রকৃতি) পুরুষং চ (ও পুরুষ) ক্ষেত্রং (ক্ষেত্র) ক্ষেত্রজ্ঞম্ এব চ (ও ক্ষেত্রজ্ঞ) জ্ঞানং (জ্ঞান) জ্ঞেয়ম্ এব চ (ও জ্ঞেয়) এতৎ (এই সকল) বেদিতুম্ (জানিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি) ॥ ১

অনুবাদ—

প্রকৃতি পুরুষ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ যে আর।
জ্ঞান জ্ঞেয় সহ সব চাহি জানিবার ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥ ২

শব্দার্থ—

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বলিলেন) কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র) শরীরম্ (ভোগায়তন দেহরূপী) ইদং (এই দৃশ্যটি) ক্ষেত্রম্ (ক্ষেত্র) ইতি (এই নামে) অভিধীয়তে (অভিহিত হয়) যঃ (যিনি) এতৎ (ইহাকে) বেত্তি (জানেন) তদ্-বিদঃ (তাঁহার বেত্তাগণ) তং (তাঁহাকে) ক্ষেত্রজ্ঞঃ (ক্ষেত্রজ্ঞ) ইতি (এইরূপ) প্রাহুঃ (বলিয়া থাকেন) ॥২

অনুবাদ—

ক্ষেত্রনামে এই দেহ হয় অভিহিত।
এই তত্ত্ব জ্ঞাত হলে ক্ষেত্রজ্ঞ বিদিত ॥ ২

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্ জ্ঞানং মতং মম ॥ ৩

শব্দার্থ—

ভারত (হে অর্জুন) সর্বক্ষেত্রেষু অপি (সকলক্ষেত্রেই) মাং (আমাকে) ক্ষেত্রজ্ঞং চ (ক্ষেত্রজ্ঞ) বিদ্ধি (জানিবে) ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের) যৎ (যে) জ্ঞানং (জ্ঞান) তৎ (তাহাই) জ্ঞানং (জ্ঞান) মম (আমার) মতং (অভিমত) ॥ ৩

অনুবাদ—

সকল ক্ষেত্রেতে আমি ক্ষেত্রজ্ঞ যে হই।
এই তত্ত্ব জানা হলে তারে জ্ঞাতা কই ॥ ৩

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ৪

শব্দার্থ—

তৎ (সেই পূর্বোক্ত) ক্ষেত্রং (ক্ষেত্র) যৎ চ (যাহা) যাদৃক্ চ (এবং যাদৃশ, যে ধর্মযুক্ত) যৎ বিকারি (যেরূপ বিকারযুক্ত) যতঃ চ (ও যাহা হইতে) যৎ (যেভাবে) সঃ চ (এবং তাহা, সেই ক্ষেত্রজ্ঞ) যঃ (যে স্বরূপ) যৎ প্রভাবঃ চ (ও যেরূপ প্রভাববিশিষ্ট উপাধিকৃত শক্তিশালী) তৎ (তাহা) সমাসেন (সংক্ষেপ) মে (আমার নিকট) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ৪

অনুবাদ—

কিবা ক্ষেত্র ধর্ম আর সৃষ্টি ও বিকার।
কেবা তিনি কি প্রভাব কহি তত্ত্বসার ॥ ৪

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৫

শব্দার্থ—

ঋষিভিঃ (ঋষিগণ কর্তৃক) বহুধা (বহুপ্রকারে) গীতং (ব্যাখ্যাত

হইয়াছে) বিবিধৈঃ ছন্দোভিঃ (বিবিধ ছন্দের দ্বারা) পৃথক্ (পৃথকরূপে) বিনিশ্চিতৈঃ (অসন্দিগ্ধ, সংশয়শূন্য) হেতুমদ্ভিঃ (যুক্তিযুক্ত) ব্রহ্মসূত্র-পদৈঃ এব চ (এবং ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদক বেদবাক্যসমূহের দ্বারা) [বর্ণিত হইয়াছে] ।। ৫

অনুবাদ—

বিভিন্ন ছন্দেতে বেদে গায় ঋষিগণ ।
ব্রহ্মসূত্রে সুনিশ্চয় বাক্যেতে বর্ণন ।। ৫

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ।। ৬

শব্দার্থ—

মহাভূতানি (পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চ সূক্ষ্মমহাভূত) অহঙ্কার (যাহা মহাভূতের কারণ, অহং প্রত্যয়রূপ) বুদ্ধিঃ [অহঙ্কারের কারণ] (অধ্যবসায়-রূপ বুদ্ধি) অব্যক্তম্ এব চ (এবং মূলা প্রকৃতি, অব্যাকৃত ঈশ্বরশক্তি) দশ-ইন্দ্রিয়াণি (পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়) একং চ (এবং এক [মন] চ পঞ্চ (ও শব্দাদি পঞ্চ) ইন্দ্রিয়-গোচরাঃ (ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় স্থূল পঞ্চভূত) ।। ৬

অনুবাদ—

পঞ্চভূত অহংকার অব্যক্ত প্রকৃতি ।
দশেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি আর দ্বেষ ইতি ।। ৬

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ।। ৭

শব্দার্থ—

ইচ্ছা (সুখস্পৃহা) দ্বেষঃ (বিদ্বেষ) সুখং (সুখ) দুঃখং (দুঃখ) সংঘাত (দেহেন্দ্রিয় সংহতি) চেতনা (তাহাতে অভিব্যক্ত বুদ্ধিবৃত্তি) ধৃতিঃ (ধৈর্য্য) সবিকারং (বিকারের সহিত) ক্ষেত্রং (ক্ষেত্র) সমাসেন (সংক্ষেপে) উদাহৃতম (কথিত হইল) ।। ৭

অনুবাদ—

সুখ দুঃখ ক্ষেত্র আর ইন্দ্রিয় বিষয়।
সংঘাত চেতনা বিকার কহি সুনিশ্চয় ॥ ৭

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৮

শব্দার্থ—

অমানিত্বং (নিজেকে খুব গুণবান বলিয়া শ্লাঘা না করা) অদম্ভিত্বম্ (দম্ভ না করা) অহিংসা (কোন জীবকে কষ্ট দিতে না চাওয়া) ক্ষান্তিঃ (ক্ষমা, অন্যে অনিষ্ট করিলেও মনে প্রতিহিংসার ভাব না রাখা) আর্জবম্ (সরলতা, কায়, মন ও বাক্য এক্‌রূপ রাখা)। আচার্য্যোপাসনং (গুরুকে পূজা করা) শৌচং (শুদ্ধি) [দেহের শুদ্ধি জল ও মনের শুদ্ধি কাম ক্রোধ বর্জন] স্থৈর্য্যম্ (স্থিরতা, ধর্ম্মপথে নিষ্ঠা) আত্ম-বিনিগ্রহঃ (শরীর সংযম) ॥ ৮

অনুবাদ—

আত্মশ্লাঘা নাহি করে, দম্ভ নাহি যার।
ভালো কাজ করে নাহি করিয়া প্রচার ॥
অহিংস, হলেও ক্ষতি প্রতিহিংসা নাই।
তাঁর হৃদে বিরাজিত আমি যে সদাই ॥ ৮

ব্যাখ্যা—

অমানিত্ব তারে কয় নিজ গর্ব্ব নাহি রয়
অদম্ভিত অর্থ মনে দম্ভ নাহি যার।
কোরে সৎ অনুষ্ঠান প্রশংসা যিনি না চান
ভালো কাজ করে নাহি করিয়া প্রচার ॥
ব্যথা নাহি দেয় কারে অনিষ্ট হলেও পরে
তবু প্রতিহিংসা মনে নাহি যার রয়।
যার দেহ বাক্য মন এক রহে অনুক্ষণ
গুরুপদে ভক্তি যার স্বতঃ ধীর বয় ॥

দেহ শুদ্ধ মাটি জলে মন শুদ্ধ স্থির হলে
কাম ক্রোধ লোভ মোহ করিলে বর্জন।
আত্ম বিনিগ্রহ সেই শরীর সংযম যেই
স্থৈর্য্যাই স্থিরতা ধর্ম্ম নিষ্ঠা অনুক্ষণ ॥

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৯

শব্দার্থ—

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্ (ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহে বৈরাগ্য) অনহঙ্কারঃ এব চ (এবং অহঙ্কারের অভাব) জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ (জন্ম, মৃত্যু, বার্দ্ধক্য ও ব্যাধিতে যে দুঃখ হয় সেই দোষ পুনঃ পুনঃ আলোচনা) [এই সকল দোষ অপরিহার্য্য মনে করিয়া সংসার ও ভোগে আসক্তি ত্যাগ করা] ॥ ৯

অনুবাদ—

জন্মমৃত্যু বার্দ্ধক্যেতে যেই দুঃখ হয়।
সকল সময় মনে তাহা যার রয় ॥
আপনি নিবৃত্তি আসে ইন্দ্রিয়-ভোগেতে।
অহঙ্কারহীন যেই নিস্পৃহ সবেতে ॥ ৯

ব্যাখ্যা—

জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে?
এই কথা সদা মনে যে করে স্মরণ।
ব্যাধি ও বার্দ্ধক্য এলে ভোগ সুখ যায় চলে
একথা জানিয়া তায় না হয় মগন ॥
পদ্ম পত্রে যথা নীর অনিত্য জানিও স্থির
কিসের বা অহঙ্কার কেহ মোর নয়।
তাঁর ধন এ সকল কামনায় কিবা ফল
তিনি যা করান করি তিনি ইচ্ছাময় ॥

তাঁর দানে অহঙ্কারি   পেয়ে মোরা মত্ত ভারি
দত্তধন পেয়ে ভুলি দাতারে যখন।
সেই বৃথা অহঙ্কার   কিছু নাহি দাম যার
বুঝাইতে দয়াময় হরি লন ধন ॥

অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥ ১০

শব্দার্থ—

পুত্রদারগৃহাদিষু (পুত্র পত্নী গৃহ প্রভৃতিতে) অসক্তি (আসক্তির অভাব) অনভিষ্বঙ্গঃ (তাহাদের সুখ দুঃখ নিজের সুখ দুঃখ বলিয়া মনে না করা) ইষ্টানিষ্টোপত্তিষু (ইষ্ট বা অনিষ্ট ঘটনা হইলে) নিত্যং সমং চিত্তত্বং (সর্ব্বদা মনকে নির্বিকার রাখা)॥ ১০

অনুবাদ—

পুত্রকন্যা পরিবার গৃহ পরিজন।
এসব অনিত্য মনে জানে যেই জন ॥
তাহাদের ভালো মন্দে নির্বিকার যেই।
তত্ত্বজ্ঞানী সেই জন সত্য মুক্ত সেই ॥

ব্যাখ্যা—

এই জগতের মাঝে   যত প্রিয়জন আছে
সবাকার মূল জেনো প্রিয়তম সেই।
যাহারে আমার বলি   বুক দিয়ে ঢেকে চলি
সহসা হারায়ে তারে দেখি যে সে নেই ॥
তবে কেন ভুল করি   আমার বলিয়া ধরি
যাহাদের পরে কণাটুকু দাবী নাই।
কিসের বা দুঃখ সুখ   কেন মিছে ম্লান মুখ
কে জানে বা কতক্ষণ কেবা কার ভাই?

তার চেয়ে শ্রেয় যেই যাতে কণা ভুল নেই
সবাকার চিরতরে আপন যে জন।
চল পথ তাঁরে স্মরে সেই পদ দুটি ধরে
ইহকাল পরকালে আশ্রয় যে জন॥ ১০

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি॥ ১১

শব্দার্থ—

অনন্যযোগেন (বাসুদেব ছাড়া আর কিছু নাই এইরূপ নিশ্চিত বুদ্ধি-দ্বারা) ময়ি (আমাতে) অব্যভিচারিণী ভক্তিঃ (একান্ত ভক্তি) বিরক্তদেশসেবিত্বম্ (নির্জন দেশে বাস করা) জনসংসদি অরতিঃ (লোকসভার প্রতি আসক্তির অভাব)॥ ১১

অনুবাদ—

আমা ছাড়া অন্যে যেই অনুরক্ত নয়।
স্থির ভক্তি অবিচল মোর প্রতি রয়॥
নানা দেশে নাহি যায় নির্জ্জনেতে বাস।
আপনারে প্রচারিতে নাহি যার আশ॥ ১১

ব্যাখ্যা—

আমা ছাড়া অন্য প্রতি মনে যার নাই প্রীতি
স্থির ভক্তি হয়ে রয় আমাতে মগন।
সবেতেই হেরে মোরে চলে মোরে হৃদে স্মরে
সুখে দুঃখে করে সদা আমারে স্মরণ॥
নানা দেশে নাহি যায় নিরজনে মোরে চায়
লোকসভা প্রতি যার নাহি অনুরাগ।
আপনার যশ গান প্রচারিতে নাহি চান
তার জেনো প্রয়োজন নাহি যজ্ঞ যাগ॥

ভোলে যেই আপনারে সব সমর্পণ করে
শুধু মোরে ডাকি যার মিটে মনসাধ।
ধন্য ভক্ত সেই জন তুচ্ছ যার সর্ব্বধন
পেয়েছে সেজন মোর পূর্ণ আশীর্ব্বাদ ॥

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্‌ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১২

শব্দার্থ—

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বম্ (দেহ ভিন্ন আত্মা সম্বন্ধে নিত্য জ্ঞান রাখা) তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ (তত্ত্ব জ্ঞানের প্রয়োজনের উপলব্ধি) এতৎ (এই সকলকে) জ্ঞানম্ ইতি প্রোক্তম্ (জ্ঞানের সাধন এইরূপ বলা হইয়াছে) যদ্ (যাহা) অতঃ অন্যথা (ইহার বিপরীত) অজ্ঞানম্ [তাহা] (জ্ঞানসাধনের বিরোধী) ॥ ১২

অনুবাদ—

দেহ আত্মা ভিন্ন দুই রেখো সদা মনে।
তত্ত্বজ্ঞান আলোচনা করিও যতনে ॥
ইহাই সত্য ও নিত্য জানিও নিশ্চয়।
বাকি যাহা সবি জেনো অজ্ঞানতা নয় ॥ ১২

ব্যাখ্যা—

দেহ আত্মা এই দুই এক কভু নহে ভাই
এ দোঁহে পার্থক্য মনে সদা যেন রয়।
জন্ম মৃত্যু ব্যাধি শত এ পথে কাঁটার মত
প্রতি পদে করে বহু দুঃখের উদয় ॥
দেহ হতে যত সুখ করে নাশ দেয় দুঃখ
এ সকল হতে তুমি মুক্তি চাও যদি।
তত্ত্ব জ্ঞান রেখে মনে ডাকো সেই কাম্য ধনে
আনন্দ আধার সেই জেনো নিরবধি ॥

সে আনন্দ অতুলন মুগ্ধ তাহে হৃদি মন
বাহ্য কষ্ট দুঃখ হতে পাবে পরিত্রাণ।
পাইলে সে দয়ানিধি কি যে সুখে ভরে হৃদি
অমৃত পরশে স্নিগ্ধ তাপিত পরাণ॥

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে॥ ১৩

শব্দার্থ—

যৎ (যাহা) জ্ঞেয়ং (জ্ঞাতব্য বিষয়) যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) অমৃতম্ (অমরত্ব) অশ্নুতে (লাভ করে) তৎ (তাহা) প্রবক্ষ্যামি (বলিব)। তৎ (সেই) অনাদিমৎ (আদিহীন) পরংব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) ন সৎ (সৎ শব্দ ও সৎ প্রত্যয়ের গোচর নহেন) ন অসৎ (অসৎ শব্দ ও অসৎ প্রত্যয়ের গোচর নহেন) [এইরূপ] উচ্যতে (বলা হয়)॥ ১৩

অনুবাদ—

স্থূল সূক্ষ্ম রূপাতীত পরব্রহ্মরূপ।
জ্ঞেয় ও জ্ঞাতব্য তিনি অমৃতস্বরূপ॥ ১৩

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ১৪

শব্দার্থ—

সর্ব্বতঃ (সর্বত্র) পাণিপাদং (যাঁহার হস্ত ও পদ) সর্বতঃ (সর্ব্বত্র অক্ষিঃ-শিরঃ-মুখম্ (যাঁহার চক্ষু, মস্তক ও মুখ) সর্বতঃ (সর্ব্বত্র) শ্রুতিমৎ (যাঁহার কর্ণ) তৎ (তিনি ব্রহ্ম) লোকে (ইহলোকে) সর্বম্ (সমস্ত) আবৃত্য (ব্যাপিয়া) তিষ্ঠতি (অবস্থান করেন)॥ ১৪

অনুবাদ—

হস্ত পদ নেত্র মুখ শির সর্ব দিকে।
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া স্থিত কর্ণ দিকে দিকে॥

(সে দুটি চরণ চাহি ব্যাকুল এ মন
দেখিনা ত চেয়ে আছে তাঁহারো নয়ন) ॥ ১৪

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্ ।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৫

শব্দার্থ—

[তিনি] সর্ব-ইন্দ্রিয়-গুণ-আভাসং (সকল অন্তঃ ও বহিরিন্দ্রিয় ব্যাপারের দ্বারা অবভাসিত) সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়-বিবর্জিতম্ (সকল ইন্দ্রিয়বিহীন) অসক্তং (সংশ্লেষবর্জিত) সর্বভৃৎ (সকলের আস্পদ) নির্গুণং চ এব (এবং সত্ত্বরজঃতমোগুণরহিত) গুণভোক্তৃ চ (সুখ দুঃখ ও মোহরূপ গুণ পরিণামের উপলব্ধা) ॥ ১৫

অনুবাদ—

ইন্দ্রিয় অতীত সেই ইন্দ্রিয় আশ্রয় ।
নির্লিপ্ত নির্গুণ কর্ত্তা গুণভোক্তা হয় ॥

সুখ দুঃখ মোহ গুণ উপলব্ধি যেই
সবেতে থাকিয়া সবে নির্লিপ্ত যে সেই ॥ ১৫

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৬

শব্দার্থ—

ভূতানাম্ (জীবগণের) বহিঃ অন্তঃ চ (অন্তর ও বাহির) অচরং (স্থাবর) চরম্ এব চ (এবং জঙ্গম দেহসমূহ) তৎ চ (তিনিই) সূক্ষ্মত্বাৎ (সূক্ষ্মতা হেতু) তৎ (তাহা) অবিজ্ঞেয়ং (অবিজ্ঞেয়) তৎ চ (এবং তিনি) দূরস্থং (বিষয়বুদ্ধি হইতে দূরে স্থিত) চ অন্তিকে (এবং [শুদ্ধবুদ্ধির] অতি নিকটে) ॥ ১৬

অনুবাদ—

বহির্মধ্য সর্বজীবে বিশ্ব চরাচরে ।
অবিজ্ঞেয় সূক্ষ্ম তিনি দূরে ও অদূরে ॥

সর্বজীবে সর্বভাবে হরি বিদ্যমান।
তিনি কাছে তিনি দূরে তিনি সর্ব্বস্থান॥
স্থূলে যদি নাহি দেখ আছে সূক্ষ্ম হয়ে।
শুদ্ধবুদ্ধি জানে সবে শ্রীহরিই রহে॥ ১৬

অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥ ১৭

শব্দার্থ—

তৎ (সেই) জ্ঞেয়ং (জ্ঞেয় ব্রহ্ম) ভূতেষু (সর্বভূতে) অবিভক্তং চ (অবিভক্ত হইয়াও) বিভক্তম্ ইব চ (যেন বিভক্তরূপে) স্থিতম্ (অবস্থিত) ভূতভর্তৃ চ (ও সর্বভূতের পালক) গ্রসিষ্ণু (গ্রাসকর্ত্তা, সংহর্তা) প্রভবিষ্ণু চ (ও সৃষ্টিকর্তা)। ১৭

অনুবাদ—

এক ব্রহ্ম সর্বভূতে দৃষ্ট বহুরূপে।
সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা তিনি সর্বরূপে॥
তিনি করেন গ্রাস তিনিই পালক।
তারি সৃষ্ট যত জীব তিনিই রক্ষক॥ ১৭

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্॥ ১৮

শব্দার্থ—

তৎ (তিনি) জ্যোতিষাম্ অপি (জ্যোতিঃসমূহেরও) জ্যোতিঃ (জ্যোতিঃ) তমসঃ পরম্ (অজ্ঞানরূপ তমের অতীত) উচ্যতে (বলা হয়)। জ্ঞানং (জ্ঞান) জ্ঞেয়ং (জ্ঞেয়) জ্ঞানগম্যং (ও জ্ঞানগম্য) সর্ব্বস্য (সকলের) হৃদি (হৃদয়ে) বিষ্ঠিতম্ (অধিষ্ঠিত)॥ ১৮

অনুবাদ—

সকল জ্যোতির জ্যোতি তমসার পার।
জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞানগম্য হৃদয়ে সবার॥

হৃদয়েতে অধিষ্ঠিত জ্ঞান রূপ ধরে।
অন্ধকার দূর করি আলোকিত করে॥

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্ বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥ ১৯

শব্দার্থ—

ইতি (এইরূপে) ক্ষেত্রং (ক্ষেত্র) তথা (এবং) জ্ঞানং (জ্ঞান) জ্ঞেয়ং চ (ও জ্ঞেয়) সমাসতঃ (সংক্ষেপে) উক্তং (উক্ত হইল)। মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত) এতৎ (ইহা, এই তিনটি তত্ত্ব) বিজ্ঞায় (জানিয়া) মদ্ভাবায় (আমার স্বরূপ লাভে) উপপদ্যতে (সমর্থ হন) ॥ ১৯

অনুবাদ—

ক্ষেত্র জ্ঞান জ্ঞেয় অর্থ করেছি বর্ণনা।
বুঝিতে ক্ষমতা তার মোর ভক্ত জনা॥
তিনের যথার্থ তত্ত্ব হয়ে অবগত।
ব্রহ্মভাব লাভে তিনি হন যে সমর্থ॥ ১৯

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥ ২০

শব্দার্থ—

প্রকৃতিং (মায়া) পুরুষম্ এব চ (এবং পুরুষ) উভৌ অপি (উভয়েই) অনাদী (আদিরহিত) বিদ্ধি (জানিবে) বিকারান্ চ (ও বিচারকসকল) গুণান্ এব চ (এবং গুণসমূহ) প্রকৃতি সম্ভবান্ (প্রকৃতিজাত, মায়িক) বিদ্ধি (জানিব) ॥ ২০

অনুবাদ—

প্রকৃতি পুরুষ দোহে অনাদি জানিবে।
গুণ ও বিকার যত প্রকৃতি সম্ভবে॥
এসব উৎপত্তি হয় হইতে ইন্দ্রিয়।
সুখ দুঃখ শোক তাপ যত কিছু মোহ॥ ২০

কার্য্যকরণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ২১

শব্দার্থ—

কার্য্য-করণ-কর্ত্তৃত্বে [কার্য্য ও করণরূপ] (শরীর ও ইন্দ্রিয়ের উৎপাদন বিষয়ে) প্রকৃতিঃ (মায়াশক্তি) হেতুঃ (কারণ) উচ্যতে (কথিত হয়)। পুরুষঃ (পুরুষ) সুখদুঃখানাং (সুখদুঃখসমূহের) ভোক্তৃত্বে (ভোগবিষয়ে) হেতুঃ (কারণ) উচ্যতে (উক্ত হয়) ॥ ২১

অনুবাদ—

কার্য্য কারণের হয় প্রকৃতিই হেতু।
সুখ দুঃখ ভোক্তারূপে প্রকৃতিই সেতু ॥ ২১

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥ ২২

শব্দার্থ—

হি (যেহেতু) পুরুষঃ (ভোক্তা) প্রকৃতিস্থঃ (প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া) প্রকৃতিজান্ গুণান্ (প্রকৃতিজাত গুণ সুখ দুঃখ সমূহ) ভুঙ্‌ক্তে (ভোগ করে) অস্য (ইহার) সৎ-অসৎ-যোনিজন্মসু (সৎ জন্ম, অসৎ জন্ম এবং সদসৎযোনি মনুষ্য জন্ম গ্রহণে) গুণসঙ্গঃ (ত্রিগুণে আসক্তি) কারণং (হেতু) ॥ ২২

অনুবাদ—

প্রকৃতিস্থ পুরুষই গুণ ভোগ করে।
উচ্চ নীচ জন্ম লাভ গুণসঙ্গে ধরে ॥ ২২

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২৩

শব্দার্থ—

অস্মিন্ (এই) দেহে (শরীরে) পুরুষঃ (পরম পুরুষ) পরঃ (স্বতন্ত্র) উপদ্রষ্টা (সাক্ষী) অনুমন্তা (অনুগ্রাহক) ভর্ত্তা চ (ও পালক) ভোক্তা

(ভোগকর্তা) মহেশ্বরঃ (পরমেশ্বর) পরমাত্মা চ (ও পরমাত্মা) ইতি অপি (রূপেই) উক্তঃ (উক্ত হন) ॥ ২৩

অনুবাদ—

ভর্তা ভোক্তা অনুমন্তা দ্রষ্টা মহেশ্বর।
পরমাত্মা রূপে দেহে জ্ঞাত চরাচর॥
দেহ মন ইন্দ্রিয়ের সাক্ষী সেই জন।
পুরুষ উত্তম রূপে এ দেহেই রন ॥ ২৪

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ২৪

শব্দার্থ—

যঃ (যিনি) পুরুষং (পরম পুরুষকে) চ (এবং) গুণৈঃ সহ (গুণের সহিত) প্রকৃতিম্ (অবিদ্যারূপে প্রকৃতিকে) এবম্ (এইরূপ) বেত্তি (জানেন) সঃ (তিনি) (সর্বথা সর্বপ্রকারে) বর্তমানঃ অপি (বিদ্যমান হইয়াও) ভূয়ঃ (পুনরায়) ন অভিজায়তে (দেহধারণ করেন না) ॥ ২৪

অনুবাদ—

গুণ সহ প্রকৃতির জ্ঞান হয় যার।
যে ভাবেই থাকুক সে জন্ম নাহি তার॥
ব্রহ্মকেই আত্মভাবে জানে যেই জন।
প্রকৃতিরে মিথ্যা জানি জন্ম নাহি লন ॥ ২৪

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে ॥ ২৫

শব্দার্থ—

কেচিৎ (কেহ কেহ) ধ্যানেন (ধ্যানের দ্বারা) আত্মনি (বুদ্ধিতে) আত্মনা (শুদ্ধ মনের সাহায্যে আত্মানম্ (আত্মাকে) পশ্যন্তি (দেখেন)। অন্যে (অপর অন্য কেহ) সাংখ্যেন (সাংখ্য যোগের দ্বারা) অপরে চ (আবার কেহ বা) কর্মযোগেন (কর্মযোগ দ্বারা) [আত্মার সাক্ষাৎ লাভ করেন] ॥ ২৫

অনুবাদ—

বিশুদ্ধ মনের দ্বারা ধ্যান মাঝে মাঝে কেহ।
কেহবা জ্ঞানের দ্বারা কর্মযোগে কেহ॥
এই দেহ মাঝে সেই দরশন পায়।
দেবেরও আরাধ্য যাহা বিনা তপস্যায়॥ ২৫

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বাঽন্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥ ২৬

শব্দার্থ—

অন্যে তু (অন্য কেহ কেহ) এবম্ (এইরূপে, উক্ত প্রকারে) [আত্মাকে] অজানন্তঃ (না জানিয়া) অন্যেভ্যঃ (অন্যের বা গুরুর নিকট হইতে) শ্রুত্বা (শুনিয়া) উপাসতে (উপাসনা করেন) তে অপি চ (এবং তাঁহারাও) শ্রুতিপরায়ণাঃ (গুরুর উপদেশনিষ্ঠ হইয়া) মৃত্যুমেব (মৃত্যুময় সংসারই) অতিতরন্তি (অতিক্রম করেন)॥ ২৬

অনুবাদ—

জ্ঞানহীন হইলেও শুনি গুরুমুখে।
অনুসরি গুরুবাক্য মুক্ত হয় সুখে॥
গুরু মহিমা দেখ কিবা চমৎকার।
জ্ঞানহীনে করে পার হয়ে কর্ণধার॥ ২৬

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥ ২৭

শব্দার্থ—

ভরত-ঋষভ (হে ভরতশ্রেষ্ঠ) যাবৎ (যাহা) কিঞ্চিৎ (কিছু) স্থাবরজঙ্গমম্ (চরাচর) সত্ত্বং (পদার্থ) সঞ্জায়তে (উৎপন্ন হয়) তৎ (তাহা) ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগাৎ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে) বিদ্ধি (জানিবে)॥ ২৭

অনুবাদ—

স্থাবর জঙ্গম আদি যাহা কিছু হয়
ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্রযোগে হয় সমুদয় ॥ ২৭

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্‌।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৮

শব্দার্থ—

যঃ (যিনি) পরমেশ্বরম্ (পরমাত্মাকে) সর্ব্বেষু ভূতেষু (সর্ব্বভূতে) সমং (সমানভাবে) তিষ্ঠন্তং (অবস্থিত) বিনশ্যৎসু (বিনাশশীল বস্তুর মধ্যে) অবিনশ্যন্তং (অবিনাশী) পশ্যতি (দর্শন করেন) সঃ পশ্যতি (তিনিই প্রকৃত দেখেন) ॥ ২৮

অনুবাদ—

সর্ব্বজীবে পরমাত্মা দেখে যেই জন।
সবশেষ হইলেও অশেষ সে জন ॥
জানিও প্রকৃত দৃষ্টি হইয়াছে তার।
সর্ব্বজীবে সমভাবে রাজে সারাৎসার ॥ ২৮

সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্‌।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্‌ ॥ ২৯

শব্দার্থ—

হি (যেহেতু) সর্ব্বত্র সমং সমবস্থিতম্ (সমানভাবে অবস্থিত) ঈশ্বরং পশ্যন্ (দেখিয়া ঈশ্বরকে) আত্মনা আত্মানং ন হিনস্তি (নিজ আত্মা দ্বারা অপর কোনো আত্মাকে অর্থাৎ কাহাকেও হিংসা বা নষ্ট করেন না) ততঃ (তাহা হইতে অর্থাৎ তাহার ফলে) পরাং গতিং যাতি (.শ্রেষ্ঠ গতি বা মোক্ষ লাভ করেন) ॥ ২৯

অনুবাদ—

নিজ সাথে সবাকারে এক যেই জানে।
এক পরমাত্মা রাজে সবাকার প্রাণে॥

এ কথা রাখিয়া যেই হিংসামুক্ত রয় ।
কখন কাহার ক্ষতি কভু না করয় ॥
সেই লভে শ্রেষ্ঠ গতি মোক্ষ লাভ তার ।
জানে যেই সবামাঝে নিবাস তাঁহার ॥ ২৯

প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥ ৩০

শব্দার্থ—

যঃ চ (এবং যিনি) কর্মাণি [কায়মনোবাক্য দ্বারা কৃত] (সকলকার্য্য) প্রকৃত্যা এব [মহাদাদি কার্য্য ও কারণাকারে পরিণত] (মায়াশক্তির দ্বারাই) সর্ব্বশঃ (সকল প্রকারে) ক্রিয়মাণানি (সম্পাদিত) তথা (এবং) আত্মানম্ (আত্মাকে) অকর্তারং (কর্তৃত্বরহিত, সর্ব্বোপাধি-বর্জিত) পশ্যতি (দেখেন) সঃ (তিনি) পশ্যতি (যথার্থদর্শী) ॥ ৩০

অনুবাদ—

প্রকৃতিই করে কর্ম আত্মা কভু নয় ।
এই তত্ত্ব জানিলেই সত্যদ্রষ্টা হয় ॥
সকল উপাধি তিনি করেন বর্জন ।
সর্ব্ব জীবে মেলে তাই তাঁহারি দর্শন ॥
এরূপ সম্যগ্‌দর্শী জ্ঞান যাঁর হয় ।
সেইত শ্রীহরি লভে অন্য জন নয় ॥ ৩০

যদাভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি ।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩১

শব্দার্থ—

যদা (যখন) ভূতপৃথক্-ভাবং (ভূতগণের বিভিন্ন ভাব) একস্থং (এক আত্মাতেই অবস্থিত) ততঃ এব চ (এবং এক পরমাত্মা হইতেই) বিস্তারং (উৎপত্তি) অনুপশ্যতি (দর্শন করেন) তদা (তখন) তিনি ব্রহ্ম সম্পদ্যতে (ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন) ॥ ৩১

অনুবাদ—

আত্মদর্শী যেই জন সবে তারে দেখে।
অভিন্ন সকল জীব এই কথা শেখে॥
পরমাত্মা হতে সৃষ্টি আত্মা তাহে লয়।
একথা জানিয়া সেই ব্রহ্মত্ব লভয়॥
আত্মা হতে বিস্তারিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাব।
আত্মাতেই হেরি তাহা হয় ব্রহ্ম লাভ॥ ৩১

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মাঽয়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥ ৩২

শব্দার্থ—

কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র) অনাদিত্বাৎ (আদিরহিত) নির্গুণত্বাৎ (ত্রিগুণসম্বন্ধশূন্য বলিয়া) অয়ম্ (এই) অব্যয়ঃ (অক্ষয়) পরমাত্মা (পরমাত্মা) শরীরস্থঃ অপি (শরীরে অবস্থিত হইয়াও) ন করোতি (কিছু করেন না) ন লিপ্যতে (কর্মফলে লিপ্ত হন না)॥ ৩২

অনুবাদ—

গুণহীন আদিহীন পরম অব্যয়।
দেহে স্থিত সেই আত্মা কর্মে লিপ্ত নয়॥
অপার মহিমা তাঁর বর্ণিবারে হায়।
ভাষা হার মানে হায় তুলনা না পায়॥ ৩২

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥ ৩৩

শব্দার্থ—

যথা (যেমন) সর্ব্বগতম্ (সর্ব্বব্যাপী) আকাশং (আকাশ) সৌক্ষ্ম্যাৎ (সূক্ষ্মতা-হেতু) ন উপলিপ্যতে (লিপ্ত হন না) তথা (তদ্রূপ) সর্বত্র (সকল প্রকার) দেহে (শরীরে) অবস্থিতঃ (অবস্থিত হইয়াও) আত্মা (আত্মা) ন উপলিপ্যতে (লিপ্ত হন না)॥ ৩৩

অনুবাদ—

সর্ব্বব্যাপী সূক্ষ্মাকাশ যথা লিপ্ত নয়।
সর্ব্বদেহে স্থিত আত্মা সেই মত হয়॥
মুক্ত নীলাকাশ মত আত্মা শুদ্ধে স্থিত।
দৈহিক দোষ ও গুণে নহে আত্মা রত॥ ৩৩

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥ ৩৪

শব্দার্থ—

হে ভারত (অর্জুন) যথা (যেমন) একঃ রবিঃ (এক সূর্য্য) ইমং কৃৎস্নং লোকং (এই সমস্ত জগৎ) প্রকাশয়তি (আলোকিত করে) তথা (তেমনি) ক্ষেত্রী (ক্ষেত্রের অধীশ্বর অর্থাৎ পরমাত্মা) কৃৎস্নং ক্ষেত্রং (সমস্ত বিশ্বকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশিত করেন)॥ ৩৪

অনুবাদ—

এক সূর্য্য করে যথা জগৎ প্রকাশ।
পরমাত্মা করে সর্ব্ব দেহের বিকাশ॥
আধার করিয়া নাশ উদে দিনমণি।
তেমনি করিয়া আলো রহেন আপনি॥ ৩৪

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ৩৫॥

শব্দার্থ—

যে (যাঁহারা) এবম্ (এই প্রকারে) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের) অন্তরং (প্রভেদ) ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ (এবং ভূতসমূহের প্রকৃতির মিথ্যাত্ব) জ্ঞানচক্ষুষা (জ্ঞানরূপ চক্ষুর দ্বারা) বিদুঃ (জানেন) তে (তাঁহারা) পরম্ (পরব্রহ্মকে) যান্তি (প্রাপ্ত হন)॥ ৩৫

অনুবাদ—

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ ভেদ জানে যেই জন।
প্রকৃতির মায়া মোহে বদ্ধ যিনি নন॥
জ্ঞান চক্ষু লভি লভে সেই মোক্ষধন।
পরব্রহ্ম লভি লভে পরশ রতন॥ ৩৫

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥

———

চতুর্দশ অধ্যায়

শ্রীভগবান্ উবাচ

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্‌জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ॥ ১

শব্দার্থ—

(ভগবান্ বলিলেন) জ্ঞানানাং উত্তমং (সকল জ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) পরং জ্ঞানং (পরম জ্ঞান) ভূয়ঃ (পুনরায়) প্রবক্ষ্যামি (বলিতেছি) যৎ জ্ঞাত্বা (যাহা জানিয়া) সর্ব্বে মুনয়ঃ (সকল মুনিগণ) ইতঃ (এই সংসার হইতে অর্থাৎ দেহবন্ধন হইতে) পরাং সিদ্ধিং (পরম সিদ্ধি, মোক্ষ) গতাঃ (লাভ করেন)॥ ১

অনুবাদ—

শ্রীহরি অর্জুনে কন শুন দিয়ে মন।
শ্রেষ্ঠ পরমার্থ জ্ঞান আমার বচন॥
যাহা জানি মুনিগণ মোক্ষ লাভ করে।
এ দেহ বন্ধন হতে মুক্তি পায় নরে॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান পুনঃ কহি ধনঞ্জয়।
যেই জ্ঞানে মুনিগণ ব্রহ্ম পদে লয়॥ ১

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥ ২

শব্দার্থ—

ইদং (এই) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) উপাশ্রিত্য (আশ্রয় বা অনুষ্ঠান করিয়া) মম (আমার) সাধর্ম্যম্ (মৎস্বরূপতা) আগতাঃ (প্রাপ্ত হন) সর্গে অপি (সৃষ্টিকালেও) ন উপজায়ন্তে (জন্ম গ্রহণ করেন না) প্রলয়ে চ (প্রলয় কালেও) ন ব্যথন্তি (ব্যথিত হন না)॥ ২

অনুবাদ—

এই জ্ঞান হয় যার হলেও প্রলয়।
মনে জানে সেও এই আমারি আশ্রয়॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়েতে আমি সর্ব্বময়।
এই কথা মনে জানি পায় সে অভয়॥ ২

মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥ ৩

শব্দার্থ—

ভারত (হে অর্জুন) [ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি যাহা] মম (আমার) যোনিঃ (সর্বজীবের উৎপত্তির কারণ) মহদ্ব্রহ্ম (মহৎ নামক ব্রহ্ম) তস্মিন্ (তাহাতে) অহম্ (আমি) গর্ভং (সৃষ্টির বীজ) দধামি (নিক্ষেপ করি) তত (তাহা হইতে, সেই গর্ভাধান হইতে) সর্ব্বভূতানাং (সকল ভূতের) সম্ভবঃ (জন্ম) ভবতি (হয়)॥ ৩

অনুবাদ—

মহৎ নামেতে খ্যাত প্রকৃতি আমার।
তাহা হতে সর্ব্ব জীব উৎপত্তি আধার॥
প্রকৃতিতে গর্ভ বীজ আমি নিজে দিই।
হিরণ্যগর্ভাদি রূপে রহি তাহাতেই॥
মম যোনি মহদ্ব্রহ্ম করি গর্ভাধান।
তাতে জন্মে সর্ব্ব জীব শোন মতিমান॥ ৩

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥ ৪

শব্দার্থ—

কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র) সর্বযোনিষু (সকল যোনিতে) যাঃ (যে-সকল) মূর্তয়ঃ (দেহ) সম্ভবন্তি (সম্ভূত হয়) মহৎ ব্রহ্ম (প্রকৃতি) তাসাং

(তাহাদের) যোনি (জননী, বা কারণ) অহং (আমি) বীজপ্রদঃ (গর্ভাধানকারী) পিতা (কর্তা বা জনক) ॥ ৪

অনুবাদ—

যোনিজ দেহের হই বীজপ্রদ পিতা।
মহদ্ব্রহ্ম যোনি তার প্রকৃতিই মাতা ॥ ৪

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫

শব্দার্থ—

সত্ত্বং রজস্তম্ ইতি (সত্ত্ব রজো তম এই) গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ (গুণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন) অব্যয়ম্ (নিষ্ক্রিয়) দেহিনম্ (দেহীকে) দেহে (শরীরে) নিবধ্নন্তি (আবদ্ধ করে)॥ ৫

অনুবাদ—

সত্ত্ব রজ তম এই ভিন্ন তিন গুণ।
আত্মাকে দেহেতে বাঁধে শুন হে অর্জ্জুন ॥
প্রকৃতি হইতে এই তিন গুণ হয়।
আত্মা দেহমধ্যে সেতু জানিহ নিশ্চয় ॥ ৫

ব্যাখ্যা—

প্রকৃতি নামেতে যাহা শ্রীহরির শক্তি তাহা
ইহা হতে সত্ত্বরজ তমের উদয়।
সত্ত্ব রজ তম গুণ সহজে বর্ণিব কোনো
প্রকাশ ও চঞ্চলতা অজ্ঞানতাময় ॥
সমান হইয়া যবে এই তিনগুণ রবে
যেইরূপ হয় জেনো প্রলয়ের কালে।
কমবেশী হয় যেই সৃষ্টির আরম্ভ সেই
আত্মা দেহে বদ্ধ হয় সেই মোহ জালে
সত্যজ্ঞান লাভ হলে মোহ মায়া যায় চলে
মনে জানে আমি সেই অংশ দেবতার ॥

মিছে এই শোক দুঃখ মিছে এ অনিত্য সুখ
এতে নাহি ক্ষতি বৃদ্ধি হয় সে আত্মার ॥ ৫

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্ ।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬

শব্দার্থ—

হে অনঘ (নিষ্পাপ) তত্র (তথায়, এই গুণ তিনটির মধ্যে) নির্মলত্বাৎ (নির্মলতাহেতু) সত্ত্বম্ (সত্ত্বগুণ) অনাময়ম্ (নিরুপদ্রব) প্রকাশকম্ (প্রকাশক) সুখসঙ্গেন (সুখের আসক্তির দ্বারা) জ্ঞান-সঙ্গেন চ (ও জ্ঞানের আসক্তির দ্বারা) [আত্মাকে] বধ্নাতি (আবদ্ধ-করে) ।। ৬

অনুবাদ—

এই তিন গুণ মধ্যে সত্ত্ব গুণ বড় ।
নির্ম্মল নিষ্পাপ বলি এরে মনে করো ॥
উপদ্রবশূন্য ইহা শান্ত অতিশয় ।
জ্ঞানাসক্তি দিয়া আত্মা করে সুখময় ॥ ৬

ব্যাখ্যা—

ত্রিগুণের গুণকথা পূর্বে বলিয়াছি যথা
ইহাদের মধ্যে জেনো সত্ত্বগুণ বড় ।
শ্রীহরির বক্ষ মাঝে যেমন কৌস্তুভ রাজে
পবিত্র উজ্জ্বল ইহা অতি শুদ্ধতর ॥
ত্রিগুণের শ্রেষ্ঠ সত্ত্ব গুণ তাহা জেনো সত্য
এ আসক্তি জ্ঞান সুখ শান্তির আধার ।
এ বন্ধন শক্ত নয় সহজেই ছিন্ন হয়
ত্রিগুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলি আর বার ॥
স্বচ্ছ শান্ত মধুময় করে হৃদি সুখময়
জ্ঞানের আশক্তি দিয়ে আত্মারে এ বাঁধে ॥

ত্রিগুণ অতীত হলে তারে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে
তার বুক পূর্ণ হয় হরি মুখ চাঁদে ॥ ৬

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্॥ ৭

শব্দার্থ—

কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র) রজঃ (রজোগুণকে) রাগাত্মকং (কামস্বরূপ) তৃষ্ণা-আসঙ্গ-সমুদ্ভবম্ (তৃষ্ণা ও আসক্তি উৎপাদক) বিদ্ধি (জানিবে) তৎ (তাহা, রজোগুণ) কর্ম্মসঙ্গেন [দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফলের জন্য] কর্ম্মে আসক্তি দ্বা: দেহিনম্ (দেহীকে) নিবধ্নাতি (আবদ্ধ করে) ॥ ৭

অনুবাদ—

রাগাত্মক বলি রজো গুণেরে জানিবে।
ইহা হতে কর্ম্ম তৃষ্ণা আসক্তি মানিবে॥
কর্ম্মে অনুরাগ এই রজো গুণে হয়।
আত্মাকে কর্ম্মের মোহে বন্ধন করয়॥ ৭

ব্যাখ্যা—

রাগ কিবা অনুরাগ যাহার যা স্বভাব
রজোগুণ হতে হয় উৎপত্তি তাহার।
ভোগের আকাঙ্ক্ষা তায় তীব্র হয়ে ইচ্ছা যায়
যাহা পাওয়া যায় নাই তাহা পাইবার॥
বিষয় আসক্তি হয় জেনো রজোগুণময়
এই তৃষ্ণা হতে হয় কর্মের প্রবৃত্তি।
রজোগুণে এরকম কারো বেশী কারো কম
সংসারে থাকিলে এতে কঠিন নিবৃত্তি॥
ফলআশাহীন কর্ম্ম করে যেই মহাধর্ম্ম
ত্রিগুণ অতীত সেই, কর্ম্ম পূজা তাঁর।

তাঁর কর্ম্ম সত্য ধন্য নাহি তাহে মত অন্য
সেই কর্ম্ম হয় হরি পূজা উপচার ॥ ৭

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥ ৮

শব্দার্থ—

ভারত (হে অর্জ্জুন) তু (কিন্তু) তমঃ (তমোগুণ) অজ্ঞানজং (অজ্ঞানজাত) সর্বদেহিনাম (সকল দেহধারীর) মোহনং (মোহজনক) বিদ্ধি (জানিবে) তৎ (তাহা) প্রমাদ-আলস্য-নিদ্রাভিঃ (প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা) (আত্মাকে) নিবধ্নাতি (আবদ্ধ করে) ॥ ৮

অনুবাদ—

অজ্ঞান হইতে তমো গুণের উদয়।
ইহাতে সকল আত্মা হয় মোহময় ॥
প্রমাদ আলস্য নিদ্রা এই তিন রূপে।
দেহীরে বন্ধন করে এরা চুপে চুপে ॥ ৮

ব্যাখ্যা—

ঈশ্বরের শক্তি যাহা প্রকৃতি রূপেতে তাহা
তারি এক অংশ জেনো আবরণময়।
তমোগুণ বলে তায় আলস্য প্রমাদময়
নিদ্রা ও অমনোযোগ মূর্ত এতে হয় ॥
সময় চলিয়া যায় জলের স্রোতের প্রায়
তাহারে হারালে পরে ফিরিয়া না পায়।
তমোগুণযুক্ত যারা তারা হয় পথহারা
আলস্যে কাটায়ে শেষে কাঁদে হায় হায় ॥
মোহের এ আবরণ সদা করে প্রলোভন
লঘুচিত্ত নর তাহে হয় জ্ঞানহারা।
ভুলিওনা এতে মন সময় অমূল্যধন
প্রতিটি মুহূর্ত্ত তার ভরি লও ত্বরা ॥ ৮

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯

শব্দার্থ—

ভরত (হে অর্জুন) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) সুখে (সুখে) সঞ্জয়তি (সংশ্লিষ্ট করে) উত (এবং) রজঃ (রজোগুণ) কর্মণি (সাধ্যকর্মে) তু (কিন্তু) তমঃ (তমোগুণ) জ্ঞানম্ (জ্ঞানকে) আবৃত্য (আবৃত করিয়া) প্রমাদে (অনবধনে) সঞ্জয়তি (সংশ্লিষ্ট করে) ॥ ৯

অনুবাদ—

সত্ত্ব সুখে রজ কর্মে তম সত্ত্বে ছায়।
তমতে আসক্ত হলে বুদ্ধি লোপ পায়। ৯

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০

শব্দার্থ—

ভারত (হে অর্জুন) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) রজঃ (রজোগুণ) তমঃ চ (ও তমোগুণ) অভিভূয় (অভিভূত করিয়া) ভবতি (প্রবল হয়) রজঃ (রজোগুণ) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) তমঃ এব (তমোগুণকেই) তথা (এবং) তমঃ (তমোগুণ) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) রজঃ চ (রজোগুণকেও) [অভিভূত করিয়া প্রবল হয়] ॥ ১০

অনুবাদ—

কভু সত্ত্ব রজ তম করে পরাভূত।
কভু তম রজ সত্ত্ব করে অভিভূত ॥
কভু রজ সত্ত্ব তম করে পরাভব।
প্রকাশিছে স্বীয় সত্ত্বা নিজের বৈভব ॥ ১০

সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১

শব্দার্থ—

যদা (যখন) অস্মিন্ (এই) দেহে (শরীরে) সর্ব্বদ্বারেষু (সকল ইন্দ্রিয়দ্বারে) জ্ঞানং (বুদ্ধিবৃত্তিরূপ) প্রকাশঃ (প্রকাশ) উপজায়তে (উৎপন্ন হয়) তদা উত (তখনই) সত্ত্বম্ (সত্ত্বগুণ) বিবৃদ্ধং (বর্ধিত হইয়াছে) ইতি (ইহা) বিদ্যাৎ (জানিবে)॥ ১১

অনুবাদ—

সর্বদেহ দ্বারে যবে জ্ঞানের উদয়।
সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি বলি করহ নিশ্চয়॥
বুদ্ধি দ্বারা উদ্ভাসিত যবে নর হয়।
তখনই যা কিছু সৎ প্রকাশিত হয়॥

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ॥ ১২

শব্দার্থ—

ভরত-ঋষভ (হে ভরতশ্রেষ্ঠ) লোভঃ (লোভ) প্রবৃত্তি (কর্মে প্রবৃত্তি) কর্মণাম্ (কর্মের) আরম্ভঃ (উদ্যম) অশমঃ (অশম) স্পৃহা (কর্মাকাঙ্ক্ষা) এতানি (এই সকল) রজসি (রজোগুণ) বিবৃদ্ধে (বর্দ্ধিত হইলে) জায়ন্তে (উৎপন্ন হয়)॥ ১২

অনুবাদ—

কামনা বাসনা লোভ কর্ম চেষ্টা আর
অশান্তিতে রজবৃদ্ধি জানিবে সবার॥
লোভ:কাম কর্মফলে আসক্তি যা হয়।
সবি জেন রজোগুণ হতে সৃষ্ট হয়॥
নিবৃত্তি হীনতা সাথে রাগ অনুরাগ।
ভোগে স্পৃহা বাড়ে এই রজোগুণ জাত॥ ১২

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥ ১৩

শব্দার্থ—

কুরুনন্দন (হে কুরুপুত্র) অপ্রকাশঃ (অবিবেক) অপ্রবৃত্তিঃ চ (ও অনুত্তম) প্রমাদঃ (কর্ত্তব্যে উদাসীনতা) মোহঃ এব চ (এবং মূঢ়তা ও) এতানি (এই সকল) তমসি (তমোগুণ) বিবৃদ্ধে (বর্দ্ধিত হইলে) জায়ন্তে (জন্মে) ॥ ১৩

অনুবাদ—

অপ্রকাশ অপ্রবৃত্তি ভ্রান্তি মোহ যত।
তম বৃদ্ধি হলে হয় জেনো কুন্তিসুত ॥
তম ভাব বৃদ্ধি হলে কভু ভাল নয়।
মন মাঝে যত কিছু খারাপ উদয় ॥
ভুল ভ্রান্তি অন্যায় যা সব তম করে।
তম হতে সাবধানে থেক সদা দূরে ॥ ১৩

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪

শব্দার্থ—

তু (কিন্তু) যদা (যখন) সত্ত্বে (সত্ত্বগুণ) প্রবৃদ্ধে (বৃদ্ধিকালে) দেহভৃৎ (দেহধারী মানুষ) প্রলয়ং (মৃত্যু) যাতি (লাভ করে) তদা (তখন) উত্তমবিদাম্ (মহদাদি উপাসকদিগের) অমলান্ (মলরহিত সুখের উপভোগ স্থান) লোকান্ (লোকসমূহ) প্রতিপদ্যতে (প্রাপ্ত হয়) ॥ ১৪

অনুবাদ—

সত্ত্ব গুণে যত কিছু মঙ্গল উদয়।
বিবেক চালিত সেই পথভ্রষ্ট নয় ॥
সত্ত্ববৃদ্ধি কালে যদি দেহত্যাগও হয়।
শুদ্ধসত্ত্ব ব্রহ্ম লোকে গতি সুনিশ্চয় ॥ ১৪

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫

শব্দার্থ—

রজসি (রজোগুণবৃদ্ধিকালে) প্রলয়ং (মৃত্যু) গত্বা (হইলে) কর্ম-সঙ্গিষু (কর্মাসক্তিযুক্ত মনুষ্যলোকে) জায়তে (জন্ম হয়) তথা (এবং) তমসি (তমোগুণবৃদ্ধিকালে) প্রলীনঃ (মৃত্যু হইলে) মূঢ়যোনিষু (পশ্বাদি-যোনিতে) জায়তে (জন্ম হয়) ৷৷ ১৫

অনুবাদ—

রজোবৃদ্ধি কালে নাশে নরলোকে যায়।
তমোবৃদ্ধি কালে নাশে পশুযোনি পায় ৷৷

কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬

শব্দার্থ—

সুকৃতস্য (সাত্ত্বিক) কর্মণঃ (কর্মের) নির্মলং (নির্মল) সাত্ত্বিকং (সাত্ত্বিক, সুখময়) ফলম্ (ফল) [শিষ্টগণ] আহুঃ (বলেন) রজসঃ তু (রাজসিক কর্মের) ফলম্ (ফল) দুঃখম্ (দুঃখ) তমসঃ (তামসিক কর্মের) ফলম্ (ফল) অজ্ঞানম্ (মূঢ়তা) অজ্ঞান ॥ ১৬

অনুবাদ—

সাত্ত্বিকে নির্মল সুখ দুঃখ রাজসেতে।
তামসে অজ্ঞান পার্থ কর্ম বিজ্ঞানেতে ॥
সাত্ত্বিক কর্মের ফল স্বস্থ নিরমল।
রাজসিক কর্মে যেন দুঃখই প্রবল ॥
তামসিক মূঢ়তায় সব অন্ধকার।
তমসে নিবিষ্ট হলে সার হাহাকার ॥ ১৬

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭

শব্দার্থ—

সত্ত্বাৎ (সত্ত্বগুণ হইতে) জ্ঞানং (সকল ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান জন্মে)

সঞ্জায়তে (জন্মে) রজসঃ (রজোগুণ হইতে) লোভঃ এব (লোভেই) [জন্মে] তমসঃ চ (এবং তমোগুণ হইতে) অজ্ঞানম্ (অজ্ঞান) প্রমাদ-মোহৌ এব চ (এবং অসাবধানতা ও মূঢ়তাই) ভবতঃ (জন্মে) ॥ ১৭

অনুবাদ—

সত্ত্বগুণে লভে জ্ঞান লোভ রজোগুণে।
প্রমাদে অজ্ঞান শুধু লভে মোহগুণে ॥ ১৭

ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮

শব্দার্থ—

সত্ত্বস্থাঃ (সত্ত্বগুণে স্থিত ব্যক্তিগণ) ঊর্ধ্বে (দেবলোকে) গচ্ছন্তি (গমন করে) রাজসাঃ (রাজসিক বৃত্তিতে স্থিত ব্যক্তিগণ) মধ্যে মধ্যলোকে (মনুষ্যলোকে) তিষ্ঠন্তি (জাত হন) ও জঘন্যগুণ-বৃত্তস্থাঃ (নিকৃষ্ট গুণবৃত্তস্থ) তামসাঃ (তামসিক লোকেরা) অধঃ (নিম্নে, পশুলোকে) গচ্ছন্তি (গমন করে) ॥ ১৮

অনুবাদ

সত্ত্বগুণে স্বর্গে গতি মর্ত্ত্যে রজগুণে।
তম গুণে অধোগতি কেবা নাহি জানে ॥ ১৮

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টাঽনুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥ ১৯

শব্দার্থ—

যদা (যখন) দ্রষ্টা (দর্শক, জীব) গুণেভ্যঃ (গুণত্রয় হইতে) অন্যং (অপর) কর্ত্তারং (কর্তাকে) ন অনুপশ্যতি (না দেখেন) গুণেভ্যঃ চ পরং (গুণাতীত, ত্রিগুণব্যতিরিক্ত ও তাহাদের ব্যাপারের সাক্ষী) বেত্তি [আত্মাকে] (জানেন) তদা (তখন) সঃ (তিনি) মদ্ভাবম্ (আমার স্বরূপ) অধিগচ্ছতি (অধিগত হন) ॥ ১৯

অনুবাদ—

গুণেতেই করে কর্ম হেরে দ্রষ্টা যবে।
গুণাতীত আত্মা জ্ঞানে আমাকেই পাবে ॥ ১৯

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ২০

শব্দার্থ—

দেহ-সমুদ্ভবান্ (দেহোৎপত্তির কারণ) এতান্ (এই) ত্রীন্ (তিন) গুণান্ (গুণ) অতীত্য (অতিক্রম করিয়া) জন্ম-মৃত্যুজরা-দুঃখৈঃ (জন্ম মৃত্যু জরা ও দুঃখ হইতে) বিমুক্তঃ (মুক্ত) দেহী (জীব) অমৃতম্ (অমৃতত্ব) অশ্নুতে (লাভ করে) ॥ ২০

অনুবাদ—

দেহজাত গুণত্রয় করিলে বিজয়।
জন্ম মৃত্যু জরা মুক্ত ব্রহ্মগতি হয় ॥ ২০

অর্জুন উবাচ

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ততে ॥ ২১

পদার্থ—

অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বলিলেন) প্রভো (হে ভগবান) কৈঃ (কি কি) লিঙ্গৈঃ (লক্ষণের দ্বারা) এতান্ (এই) ত্রীন্ (তিনটি) গুণান্ (গুণের) অতীতঃ (অতীত, মুক্ত) ভবতি (হয়) [তাঁহার] কিমাচারঃ ('আচরণ কি প্রকার ?) কথং চ (কি উপায়ে) এতান্ (এই) ত্রীন্ (তিন) গুণান্ (গুণকে) অতিবর্ত্ততে (অতিক্রম করে) ॥ ২১

অনুবাদ—

অর্জুন বলেন তবে বিনয় বচন।
কি আচারে গুণাতীত হন নারায়ণ ॥ ২১

শ্রীভগবান্ উবাচ

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২

শব্দার্থ—

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বলিলেন) পাণ্ডব (হে পাণ্ডুপুত্র) প্রকাশং (সত্বগুণের ধর্ম) প্রবৃত্তিং চ (ও রজো গুণের ধর্ম) মোহম্ এব চ (এবং তমোগুণের ধর্ম) সম্প্রবৃত্তানি (আবির্ভূত হইলে) সঃ (যিনি) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না) নিবৃত্তানি চ (ও উহারা নিবৃত্ত হইলে) ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না) ॥ ২২

অনুবাদ—

প্রকাশ প্রবৃত্তি মোহ হইলে উদয়।
বিদ্বেষ নিবৃত্তি ইচ্ছা যাহার না হয় ॥ ২২

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩

শব্দার্থ—

যঃ (যিনি) উদাসীনবৎ (উদাসীনের ন্যায়) আসীনঃ (অবস্থিত হইয়া) গুণৈঃ (তিন গুণের দ্বারা) ন বিচাল্যতে (বিচলিত হন না) [তিনি] গুণাঃ (গুণত্রয়) বর্তন্তে [তাহাদের কার্যে] (প্রবৃত্ত) ইতি এবম্ (এইরূপ জানিয়া) অবতিষ্ঠতি (অবস্থান করেন) ন ইঙ্গতে (চঞ্চল হন না) ॥ ২৩

অনুবাদ—

গুণেতেই করে কর্ম এই বুদ্ধি যার।
বিচলিত নহে গুণে উদাসীন আর ॥ ২৩

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ২৪

শব্দার্থ—

যঃ (যিনি) সমদুঃখসুখঃ (সুখে ও দুঃখে সমজ্ঞান) স্বস্থঃ (আত্ম স্বরূপে অবস্থিত) সম-লোষ্ট-অশ্ম-কাঞ্চনঃ (মৃৎখণ্ড, প্রস্তর ও সুবর্ণে সমজ্ঞান) তুল্য-প্রিয়-অপ্রিয়ঃ (প্রিয় ও অপ্রিয়ে তুল্যজ্ঞান) তুল্য-নিন্দা-আত্ম-সংস্তুতিঃ (স্তুতি ও নিন্দাতে তুল্যজ্ঞান) [তিনিই] ধীরঃ (ধীমান) ॥ ২৪

অনুবাদ—

সুখে দুখে সম জ্ঞান প্রস্তরে কাঞ্চনে।
প্রিয় বা অপ্রিয় দোঁহে এক বলি গণে ॥
আত্মার স্বরূপ জানি সত্ত্ব রজো তম।
ত্রিগুণ অতীত তিনি ধন্য সেই জন ॥ ২৪

ব্যাখ্যা—

ত্রিগুণ অতীত যিনি ভুবন বন্দিত তিনি
তার কাছে সমভাব প্রস্তর কাঞ্চনে।
প্রিয় ও অপ্রিয় জনে সম ভাব তাঁর মনে
তার কাছে এক মূল্য বলি সবে জানে ॥
পর্ব্বতের মত স্থির পৃথিবীর মত ধীর
নিন্দা ও বন্দনা এক হইয়াছে যার।
পাইলে বা হারাইলে চিত্ত তাঁর নাহি টলে
মনে হয় যেন শ্বাস প্রশ্বাস ব্যাপার ॥
আত্মা যে সদাই মুক্ত শুদ্ধ ও সত্যই বুদ্ধ
তারে ভুলি হই মোরা ইন্দ্রিয়ে মগন।
সুখেতে উৎফুল্ল হই দুখে ম্রিয়মাণ রই
ইন্দ্রিয় অতীত আত্মা ভুলিবে তখন ॥ ২৪

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫

শব্দার্থ—

যঃ (যিনি) মান-অপমানয়োঃ (সম্মান ও অপমানে) তুল্যঃ (নির্বিকার) মিত্র-অরি-পক্ষয়োঃ (মিত্রপক্ষে ও শত্রুপক্ষে) তুল্যঃ (অনুগ্রহ ও নিগ্রহশূন্য) সর্ব-আরম্ভ-পরিত্যাগী (সকল সকাম কর্ম্মত্যাগী) সঃ (তিনি) গুণ-অতীতঃ (ত্রিগুণাতীত) উচ্যতে (কথিত হন) ॥ ২৫

অনুবাদ—

মান অপমান দুই এক কাছে যার।
শত্রু মিত্রে সমজ্ঞানে কর্ম্ম পরিহার॥
ফল আশা লাভে লুব্ধ নহে যাঁর মন।
গুণাতীত বলি তাঁরে বলে জ্ঞানীজন॥ ২৫

ব্যাখ্যা—

মান অপমানে যার হইয়াছে এক একাকার
শত্রু মিত্র দুই জনে এক কাছে যাঁর।
ফল লাভ আশে মন লুব্ধ কভু যিনি নন
ইন্দ্রিয়েরে তুচ্ছ মানি করে পরিহার॥
দেহ ও ইন্দ্রিয় তরে মোরা আয়োজন ক'রে
সুখ লাভ দুঃখ দূর করিবারে চাই।
সত্য জ্ঞানী জন সেই তার এ ব্যস্ততা নেই
দেহ ও ইন্দ্রিয় বোধ তুচ্ছ জানে তাই॥
সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করি লক্ষ্য তার আত্মাপরি
ইন্দ্রিয়েরে তুচ্ছ করি আত্মজ্ঞ সে জন।
সকলের পূজ্য সেই তাঁহার তুলনা নেই
মরতেতে থেকে করে স্বর্গ আস্বাদন॥ ২৫

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ২৬

শব্দার্থ—

যঃ (যিনি) মাং (আমাকে, নারায়ণকে) অব্যভিচারেণ (ঐকান্তিক)

ভক্তিযোগেনঃ (ভক্তিযোগ দ্বারা) সেবতে (সেবা করেন) সঃ (তিনি) এতান্ (এই) গুণান্ (গুণসকলকে) সমতীত্য (সম্যকরূপে অতিক্রম করিয়া) ব্রহ্ম-ভূয়ায় (ব্রহ্মত্বলাভে) কল্পতে (সমর্থ হন) ॥ ২৬

অনুবাদ—

অনন্য ভক্তিতে যদি আমাকেই সেবে।
গুণাতীত হয়ে যোগ্য হয় ব্রহ্মলাভে ॥

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ ২৭

শব্দার্থ—

হি (যেহেতু) অহম্ (আমি) অব্যয়স্য চ (বিকাররহিত) অমৃতস্য (অবিনাশী) শাশ্বতস্য (নিত্য) ধর্ম্মস্য চ (এবং জ্ঞান-যোগ-রূপ ধর্ম-প্রাপ্য) ঐকান্তিকস্য (অব্যভিচারী) সুখস্য চ (সুখ-স্বরূপ) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়) ॥ ২৭

অনুবাদ—

ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা আমি অমৃত অব্যয়।
ঐকান্তিক সুখ আমি ধর্মের আশ্রয় ॥
আমি সত্য আমি নিত্য আমি অবিনাশী।
অমৃত আধার আমি আমি দুঃখনাশি ॥ ২৭

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ

ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১

শব্দার্থ—

শ্রীভগবানুবাচ (শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) ঊর্ধ্বমূলম্ (ঊর্ধ্বদিকে মূল, ব্রহ্ম যাহার মূল) অধঃশাখম্ (নিম্ন দিকে অহঙ্কারাদি যার শাখা) সেই অব্যয়ম্ (অনাদি) সংসারকে অশ্বত্থং (অশ্বত্থ, ক্ষণস্থায়ী, মায়াবৃক্ষ) প্রাহুঃ (বলিয়া থাকেন) ছন্দাংসি (কর্মকাণ্ডরূপ বেদসমূহ) যস্য (যাহার) পর্ণানি (পর্ণ, পত্র) তৎ (তাহাকে সমূল সংসার-বৃক্ষকে) যঃ (যিনি) বেদ (জানেন) সঃ (তিনি) বেদবিৎ (বেদজ্ঞ) ॥ ১

অনুবাদ—

সংসার রূপ এই অশ্বত্থ বৃক্ষের।
মায়াময় রূপ তাহা ধরি রহে ঘোর ॥
অহঙ্কার আদি তার শাখা হয়ে রয়।
ছন্দ কর্ম কাণ্ড রূপ ধরি জেন হয় ॥
সংসারের এই রূপ ক্ষণস্থায়ী যথা।
যেজন সেকথা জানে বেদজ্ঞ সে তথা ॥ ১

অধশ্চোর্ধ্বং প্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২

শব্দার্থ—

তস্য (তাহার, সেই সংসার-রূপ অশ্বত্থের) শাখা (শাখাসমূহ, চিন্তা ও কর্মের ফলরূপ লোকসমূহ) গুণপ্রবৃদ্ধাঃ (সত্ত্ব রজ তমঃ তিন গুণ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত) বিষয়-প্রবালাঃ (বিষয়রূপ পল্লব-বিশিষ্ট) অধঃ

(অধোদেশে) উর্ধ্বং চ (ও উর্ধ্বদেশে) প্রসৃতাঃ (বিস্তৃত) অধঃ চ (এবং নিম্নে) মনুষ্যলোকে (নরলোকে) কর্ম-অনুবন্ধীনি (ধর্ম ও অধর্ম্ম-জনক) মূলানি (মূল-সমূহ) অনুসন্ততানি (প্রসারিত হইয়াছে) ॥ ২

অনুবাদ—

অধঃ উর্ধ্বে শাখা তার হয়েছে বিস্তৃত।
গুণ দ্বারা সদা তাহা হতেছে বর্দ্ধিত ॥
বিষয়-পল্লব তার ধর্মাধর্ম মূল।
নিম্নদিকে গতি যার দেখিতে অতুল ॥ ২

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥ ৩

শব্দার্থ—

ইহ (ইহলোকে, সংসার-বাসিগণ কর্তৃক) অস্য (ইহার, অশ্বত্থের) রূপম্ (স্বরূপ) তথা (উক্ত প্রকারে) ন উপলভ্যতে (উপলব্ধ হয়না) ন অন্তঃ (না অন্ত) ন চ আদিঃ (না আদি) ন চ সম্প্রতিষ্ঠা (না মধ্য, না সম্যকস্থিতিও) উপলভ্যতে (উপলব্ধ হয়) এনং (এই) সুবিরূঢ়-মূলম্ (বদ্ধমূল) অশ্বত্থম্ (অশ্বত্থকে, ক্ষণস্থায়ী সংসারকে) দৃঢ়েন (দৃঢ়) অসঙ্গশস্ত্রেণ (অনাসক্তি-রূপ শস্ত্র দ্বারা) ছিত্ত্বা (ছেদন করিয়া) ॥ ৩

অনুবাদ—

সংসার বৃক্ষের রূপ দেখা নাহি যায়।
স্থিতি তার অন্তহীন আদি নাহি তায় ॥
সেই বৃক্ষ দৃঢ়-মূল কিবা কব আর।
অনাসক্তি অস্ত্রে তায় কাট অনিবার ॥ ৩

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪

শব্দার্থ—

ততঃ (তৎপরে) তৎ (সেই) পদং (ব্রহ্মপদ) পরিমার্গিতব্যং (অন্বেষণ করা উচিৎ) যস্মিন্ (যে স্থানে) গতাঃ (গমন করিলে) ভূয়ঃ (পুনঃ) ন নিবর্তন্তি (প্রত্যাগমন করেন না) যতঃ (যাহা হইতে) এষা (এই) পুরাণী (চিরন্তনী) প্রবৃত্তিঃ (সংসার প্রবাহ) প্রসৃতা (নিঃসৃত) তম্ এব চ (সেই) আদ্যং (আদি) পুরুষ (ব্রহ্ম-পুরুষকে) প্রপদ্যে (আশ্রয় করি) ॥ ৪

অনুবাদ—

সেই আদি বিষ্ণুপদ কর অন্বেষণ।
লভি যাহা সংসারেতে না হয় পতন ॥
যাহা হতে সংসারের চির প্রবর্ত্তন।
তাঁহার শরণ মন মাগ অনুক্ষণ ॥ ৪

নির্ম্মাণমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫

শব্দার্থ—

নির্ম্মাণমোহাঃ (অহঙ্কারশূন্য) জিত-সঙ্গ-দোষাঃ (আসক্তি দোষ জয়ী) অধ্যাত্ম-নিত্যাঃ (পরমাত্ম-জ্ঞাননিষ্ঠ) বিনিবৃত্তকামাঃ (বাসনাহীন) সুখ-দুঃখ-সংজ্ঞৈঃ (সুখ দুঃখরূপ) দ্বন্দ্বৈঃ (দ্বন্দ্ব হইতে) বিমুক্তাঃ (বিমুক্ত) অমূঢ়াঃ (মোহশূন্য ব্যক্তিগণ) তৎ (সেই) অব্যয়ং (অক্ষয়) পদম্ (ব্রহ্মপদ) গচ্ছন্তি (গমন করেন) ॥ ৫

অনুবাদ—

আসক্তি সহিত আর মান মোহ হীন।
সদা আত্মনিষ্ঠ যিনি কামনা বিহীন ॥
সুখ দুঃখ মুক্ত যিনি দ্বন্দ্ব নাহি যার।
অব্যয় সে বিষ্ণু পদে গতি হয় তার ॥ ৫

ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্‌গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬

শব্দার্থ—

যৎ (যাহাতে, যে পদে) গত্বা (গমন করিয়া) ন নিবর্তন্তে (প্রত্যাগমন করে না) তৎ (তাহা) সূর্যঃ (রবি) ন ভাসয়তে (প্রকাশ করিতে পারে না) ন শশঃ-অঙ্কঃ (না চন্দ্র) ন পাবকঃ (না অগ্নি) তৎ (তাহা) মম (আমার) পরমং (শ্রেষ্ঠ) ধাম (ব্রহ্মধাম) ॥ ৬

অনুবাদ—

পুনর্জন্ম নাহি হয় পাইলে যাঁহারে।
চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি যাঁরে প্রকাশিতে নারে ॥
অতুল বিক্রম যার অমিত প্রকাশ।
সেই মোর ব্রহ্ম পদ মনে অভিলাষ ॥ ৬

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭

শব্দার্থ—

মম এব (আমারই) সনাতনঃ (পুরাতন) অংশঃ (অবয়ব, একদেশ) জীবলোকে (সংসারে) জীবভূতঃ (কর্তা-ভোক্তারূপে প্রসিদ্ধ জীব) মনঃষষ্ঠানি (মনের সহিত ছয়) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়-সকলকে) প্রকৃতিস্থানি (প্রকৃতিতে স্থিত) কর্ষতি (আকর্ষণ করে) ॥ ৭

অনুবাদ—

জীবলোকে জীব মোর অংশ সনাতন।
প্রকৃতিস্থ ইন্দ্রিয়াদি করে আকর্ষণ ॥ ৭

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮

শব্দার্থ—

শরীরম্ (অন্যদেহ) অবাপ্নোতি গ্রহণ করে [illegible] বায়ুঃ (বায়ুর

দ্বারা) আশয়াৎ (আধার হইতে) গন্ধান্ ইব (গন্ধসমূহ গ্রহণের ন্যায়) এতানি (এই সকল, এই ইন্দ্রিয়গুলিকে) গৃহীত্বা (গ্রহণ করিয়া) সংযাতি (গমন করে) ঈশ্বরঃ (দেহাদি-সংঘাতস্বামী সেই জীব) উৎক্রামতি (দেহত্যাগ করে) ॥ ৮

অনুবাদ—

ইন্দ্রিয়ের সহ জীব জন্ম মৃত্যুকালে।
দেহান্তর লাভ করে ইহ পরকালে ॥
পুষ্পগন্ধ বায়ু যথা করয়ে গ্রহণ।
জীব তথা ইন্দ্রিয়াদি করে আকর্ষণ ॥ ৮

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯

শব্দার্থ—

অয়ং (এই জীবাত্মা) শ্রোত্রং (কর্ণ) চক্ষুঃ (চক্ষু) স্পর্শনং (ত্বক) রসনং চ (ও জিহ্বা) ঘ্রাণম্ চ (নাসিকা) মনঃ এব চ (এবং মনকেও) অধিষ্ঠায় (আশ্রয়-পূর্ব্বক) বিষয়ান্ (বিষয়-সকল) উপসেবতে (উপভোগ করে) ॥ ৯

অনুবাদ—

চক্ষুকর্ণ নাসা জিহ্বা ত্বক মন সহ।
বিষয়ের ভোক্তা জীব হয় অহরহ ॥ ৯

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০

শব্দার্থ—

উৎক্রামন্তং (দেহান্তরে গমনশীল) স্থিতং (শরীরে অবস্থিত) ভুঞ্জানং বা (অথবা বিষয়-ভোগে রত) বা গুণান্বিতম্ অপি (বা ত্রিগুণের পরিণাম সুখদুঃখ-মোহ-যুক্ত) বিমূঢ়াঃ (মূঢ় ব্যক্তিগণ) ন অনুপশ্যন্তি

(দেখিতে পায় না) জ্ঞান-চক্ষুষঃ (জ্ঞান-চক্ষু-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ) পশ্যন্তি (দেখিতে পান) ॥ ১০

অনুবাদ—

দেহ হতে দেহান্তরে জীবাত্মা যখন।
যায় সবে মৃত্যু বলে করেন ক্রন্দন ॥
অজ্ঞানীরা মৃত্যু ভাবে কিন্তু জ্ঞানিগণ।
জানে তাহা দেহান্তর প্রাপ্ত জীব হন ॥

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১

শব্দার্থ—

যতন্তঃ যোগিনঃ চ (সচেষ্ট, সমাহিত-চিত্ত যোগিগণও) এনম্ আত্মনি অবস্থিতম্ পশ্যন্তি (এই আত্মাকে নিজ আত্মায় অবস্থিত দেখেন) যতন্তঃ অপি অকৃতাত্মনঃ অচেতসঃ (অশুদ্ধ-চিত্ত অজ্ঞানী যত্নবান হইয়াও) এনং ন পশ্যন্তি (ইহাকে দেখিতে পায় না) ॥ ১১

অনুবাদ—

যত্নশীল যোগী দেখে আত্মা দেহে স্থিত।
অজ্ঞানীর সযত্নেও নহে লক্ষ্য-ভূত ॥ ১১

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ ১২

শব্দার্থ—

যৎ আদিত্য-গতং তেজঃ (সূর্য্যের মধ্যে যে তেজ) অখিলং জগৎ ভাসয়তে (সমস্ত জগৎকে যে উদ্ভাসিত করিতেছে) চন্দ্রমসি চ অগ্নৌ চ যৎ তৎ তেজঃ মামকং বিদ্ধি (চন্দ্রের যে তেজ এবং অগ্নিরও যে তেজ তাহা আমারই তেজ বলিয়া জানিবে) ॥ ১২

অনুবাদ—

তপনে আমারি তেজ করে বিকিরণ।
চন্দ্রে আমি জোছনায় ভাসাই ভুবন ॥

অগ্নিতে আমারই দীপ্তি নাশয়ে আঁধার।
যেখানে যা কিছু দীপ্তি প্রকাশ আমার ॥ ১২

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ। ১৩

শব্দার্থ—

চ (এবং) অহম্ (আমি) ওজসা (ওজঃ দ্বারা, ঐশ্বরিকশক্তি দ্বারা) গাম (পৃথিবীতে) আবিশ্য চ (প্রবেশ করিয়া) ভূতানি (ভূত-সকল) ধারয়ামি (ধারণ করি) চ (এবং) রস-আত্মকঃ (রসময়) সোমঃ (সোম, চন্দ্র) ভূত্বা (হইয়া) সর্বাঃ (সকল) ওষধীঃ (ব্রীহি-যবাদি) পুষ্ণামি (পুষ্ট করি) ॥ ১৩

অনুবাদ—

স্বীয় শক্তিবলে পৃথ্বী ক'রয়া ধারণ।
চন্দ্র তেজে সর্ব্বৌষধি করি যে পোষণ॥
পৃথিবীতে যাহা কিছু সব আমি করি।
চন্দ্র মাঝে রস হয়ে শস্য পুষ্টিকারী ॥ ১৩

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্ ॥ ১৪

শব্দার্থ—

অহং চ (আমিই) বৈশ্বানরঃ (উদরাগ্নি) ভূত্বা (হইয়া) প্রাণিনাং (প্রাণিগণের) দেহম্ (দেহ) আশ্রিতঃ (আশ্রয় করিয়া) প্রাণ-অপান-সমাযুক্তঃ (প্রাণ অপান বায়ু সংযুক্ত হইয়া) চতুর্বিধং ([চর্ব চূষ্য লেহ্য পেয়] এই চারি প্রকার) অন্নং (অন্ন) পচামি (পরিপাক করি) ॥ ১৪

অনুবাদ—

দেহেতে জঠরাগ্নি হয়ে আমি রই
বায়ু মধ্যে প্রাণাপনে আমিই ত হই ॥

চতুর্বিধ অন্ন আমি পরিপাক করি।
সর্ব্ব প্রাণীদেহে আমি সর্ব্বত্র বিহরি ॥ ১৪

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বৈদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্‌ বেদবিদেব চাহম্‌॥ ১৫

শব্দার্থ—

অহং সর্ব্বস্য হৃদি সন্নিবিষ্টঃ (আমি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছি) চ মত্তঃ স্মৃতিঃ জ্ঞানং (আমা হইতে স্মৃতি ও জ্ঞান) অপোহনং চ (ও উহাদের বিলোপ) সর্ব্বৈঃ বেদৈঃ চ অহম্‌ চ এব বেদ্যঃ (সকল-বেদের আমিই জ্ঞাতব্য;) বেদ-অন্ত-কৃৎ বেদবিৎ চ অহম্‌ এব (আমিই বেদ বেদান্তের কর্ত্তা ও জ্ঞাতা)॥ ১৫

অনুবাদ—

সকলের হৃদয়েতে আমি আছি জেন;
আমা হতে স্মৃতি জ্ঞান ইহা মনে মেন ॥
আমাহতে বিলোপ ও নষ্ট সব হয়।
বেদের জ্ঞাতব্য আমি আমি বেদময় ॥ ১৫

ব্যাখ্যা—

যেখানে যা কিছু আছে আমারই মূরতি রাজে
আমি ছাড়া জগতেতে কোন কিছু নয়।
আমি স্মৃতি আমি জ্ঞান আমি সবাকার প্রাণ
যেখানে যা কিছু আছে সবি আমাময়।
হৃদয় কমল মাঝে সেই সারাৎ-সার রাজে
বেদ ও বেদান্ত সব সবাকার প্রভু ॥
সেই নিত্য সেই সত্য সেই আদি সেই অন্ত
মেধা বুদ্ধি স্মৃতি জ্ঞান সবি সেই বিভু ॥ ১৫

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥ ১৬

ক্ষরঃ (ক্ষর) **অক্ষরঃ চ** (ও অক্ষর) ইমৌ (এই) দ্বৌ (দুইটি) পুরুষৌ এব (পুরুষই) লোকে (এই জগতে) প্রসিদ্ধ আছে। **ক্ষরঃ** (বিনাশী পুরুষ) সর্বাণি (সকল) ভূতানি (ভূত, বিকার কার্য) **অক্ষরঃ** (অবিনাশী পুরুষ) কূটস্থঃ (কূট-রূপে স্থিত, অনেক মায়াবন্ধনাদিরূপে, স্থিত) উচ্যতে (উক্ত হয়)। ১৬

অনুবাদ—

ক্ষরাক্ষর পুরুষ যে জগতে বিখ্যাত।
কূটস্থ অক্ষর জেনো ক্ষর সর্ব্বভূত ॥ ১৬

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭

শব্দার্থ—

অন্যঃ তু উত্তমঃ পুরুষঃ পরমাত্মা ইতি উদাহৃতঃ (পরমাত্মা বলিয়া কথিত অন্য এক উত্তম পুরুষ আছেন ক্ষর ও অক্ষর হইতে ভিন্ন) যঃ অব্যয়ঃ ঈশ্বরঃ (সেই অক্ষর ঈশ্বর) লোক-ত্রয়ম্ আবিশ্য বিভর্ত্তি (তিনলোকে আবিষ্ট হইয়া সমস্ত জগৎ পালন করিতেছেন) ॥ ১৭

অনুবাদ—

পরমাত্মা নামে সেই উত্তম যে জন।
সেই জন করে এই জগত পালন ॥
ত্রিভুবন-ধারী হয়ে ত্রিভুবনে রয়।
অপূর্ব্ব তাঁহার কথা বলে শেষ নয় ॥ ১৭

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮

শব্দার্থ—

যস্মাৎ (যেহেতু) অহম্ (আমি) ক্ষরম্ (ক্ষরের, অশ্বত্থ নামক সংসার-রূপ মায়া-বৃক্ষের) অতীতঃ (অতীত) চ অক্ষরাৎ অপি (অক্ষর

বা সংসার-বীজ-ভূত শক্তি হইতেও) উত্তম (উৎকৃষ্টতম) অতঃ (সেইহেতু) লোকে (ইহলোকে) বেদে চ (বেদেও) পুরুষোত্তমঃ (পুরুষোত্তম বলিয়া) প্রথিতঃ (প্রসিদ্ধ) অস্মি (হই) ॥ ১৮

অনুবাদ—

অক্ষরের শ্রেষ্ঠ আমি ক্ষরের অতীত
উত্তম পুরুষ তাই ত্রিলোক বিদিত।
বেদেতে পুরুষোত্তম নামে আমি খ্যাত
জ্ঞানী ভক্ত সুধী সবে এ বিষয় জ্ঞাত ॥ ১৮

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ববিদ্ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥ ১৯

শব্দার্থ—

ভারত (হে অর্জুন) এবম্ (এইরূপে ক্ষরাক্ষরের অতীতরূপে) যঃ (যিনি) অসংমূঢ়ঃ (মোহমুক্ত) পুরুষ-উত্তমম্ (পরব্রহ্ম) মাম্ (আমাকে) জানাতি (জানেন) সর্ববিৎ (সর্বজ্ঞ) সঃ (তিনি) সর্ব-ভাবেন (সর্বতোভাবে, সর্বাত্মা আমাতে সমাহিত হইয়া) মাং (আমাকে) ভজতি (ভজনা করেন) ॥ ১৯

অনুবাদ—

আমাকে পুরুষোত্তম জেনে মোহহীন।
সর্ববেত্তা হয়ে মোর ভজনেতে লীন ॥
স্থূল সূক্ষ্ম বুদ্ধি আদি ছেড়ে দিয়ে সব।
যে জন আমায় পূজে জেনে আমি সব ॥
সেজন সকল জানি মোর পূজা করে।
একান্ত সঁপিয়া প্রাণ মোরে শুধু স্মরে ॥ ১৯

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্‌বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০

শব্দার্থ—

ভারত (হে অর্জুন) অনঘ (হে নিষ্পাপ) ময়া (আমাকর্তৃক) ইতি গুহ্যতমং (এই গুহ্যতম) ইদং শাস্ত্রম্ (এই শাস্ত্র) উক্তং (কথিত হইল) এতৎ বুদ্ধা (ইহা জানিলে) বুদ্ধিমান্ (জ্ঞানী, ব্রহ্মবিদ্) কৃতকৃত্যঃ চ (এবং কৃতার্থ) স্যাৎ (হয়) ॥ ২০

অনুবাদ—

অর্জুনের প্রতি ভবে ভগবান কন।
গূঢ় শাস্ত্র এই বলি যে বচন ॥
একথা জানিলে যত সুধী ভক্তজন।
ধন্য ও কৃতার্থ হয় শোন দিয়ে মন ॥ ২০

পঞ্চদশ অধ্যায় শেষ

ষোড়শ অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ ॥ ১

শব্দার্থ—

শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বলিলেন) অভয়ং (অভীরুতা) সত্ত্ব-সংশুদ্ধিঃ (অন্তঃকরণের শুদ্ধি) জ্ঞানযোগ-ব্যবস্থিতিঃ (জ্ঞান ও যোগে নিষ্ঠা) দানং (দান, অন্নাদির সংবিভাগ) দমঃ চ (বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম) যজ্ঞঃ (শ্রৌত ও স্মার্ত যজ্ঞ) স্বাধ্যায়ঃ (ঋগ্বেদাদি অধ্যয়ন, বেদপাঠ, ব্রহ্মযজ্ঞ) তপঃ (তপস্যা) আর্জবম্ (সরলতা) ॥ ১

অনুবাদ—

মনে যার নাই ভয় হৃদি নিরমল ।
আত্মজ্ঞান সাধনায় নিষ্ঠা অবিচল ॥
দাতা সেই ইন্দ্রিয়ের সংযমে যে ব্রত ।
সরল মনেতে করে জপ তপ ব্রত ॥ ১

ব্যাখ্যা—

পবিত্র নির্ভয় মনে নিরমল নিষ্ঠা সনে
আত্মজ্ঞান সাধনায় রত যেই হয় ।
সংযত ইন্দ্রিয় যার পূজা, তপ, ব্রত সার
দৈবী সম্পদের গুণে সেই গুণময় ॥
মোক্ষলাভ হয় তার সেই সর্ব্ব গুণাধার
এই কথা মন মাঝে জানিহ নিশ্চয় ।
যা কিছু কর্ত্তব্য কাজ সাধে নাহি দ্বিধা লাজ
মনে জানে প্রভু ইচ্ছা পূর্ণ যেন হয় ॥

নিষ্কাম ভাবে যে জন কর্ম্ম করে অনুক্ষণ
তার চিত্ত শুদ্ধ জেন কষিত কাঞ্চন।
সাধারণ সব জীবে সেবা করে ভেবে শিবে
জানে মনে ভিন্ন নয় নর-নারায়ণ॥ ১

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষলোলুপ্তং মার্দবং হ্রীরচাপলম্॥ ২

শব্দার্থ—

অহিংসা (প্রাণী-পীড়ন ত্যাগ) সত্যম্ (অপ্রিয় ও মিথ্যা বর্জ্জন করিয়া ঠিক কথা) অক্রোধঃ (রাগ না করা) ত্যাগঃ (সন্ন্যাস) শান্তিঃ (অন্তঃকরণের উপশম) অপৈশুনম্ (পরের দোষ না দেখা) ভূতেষু (জীবের প্রতি) দয়া (কৃপা) অলোলুপ্তং (ইন্দ্রিয়ের অবিক্রিয়া) মার্দবং (মৃদুতা) হ্রীঃ (কুকর্ম্মে ও কুচিন্তায় লজ্জা) অচাপলম্ (অপ্রয়োজনে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার ত্যাগ)॥ ২

অনুবাদ—

অহিংস উদার মন ক্রোধ নাহি যার।
অসাক্ষাতে নিন্দা নয় স্বভাব যাঁহার॥
সর্ব্ব জীবে দয়া যার শান্তিপ্রিয় যেই।
ধীর ও নির্লোভী যাঁর চপলতা নেই॥ ২

ব্যাখ্যা—

হিংসা নাই মনে যার ক্রোধ করে পরিহার
অসাক্ষাতে নিন্দা কারো করে না যে জন।
সর্ব্বজীবে দয়া যার চপলতা পরিহার
ধীর স্থির লোভহীন হয় যার মন।
ছাড়ে বৃথা বাক্য কাজ ছাড়ে মিছে লোক লাজ
মিথ্যা ভাষ পরপীড়া যে করে বর্জন।

শুচি যাঁর দেহ মন সত্য যাঁর নিত্যধন
সেই জনে কৃপা করে কমললোচন ॥
দৈবী সম্পদের গুণে নর মেশে নারায়ণে
সব তুচ্ছতার ঊর্দ্ধে উঠে সেই যায়।
সংসারের যত কালো সে পরশে হয় আলো
দিন শেষে মেশে সেই হরিপদ ছায় ॥ ২

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ৩

শব্দার্থ—

তেজঃ (দৃঢ়তা) ক্ষমা (দুর্ব্ব্যবহার পাইলেও মনের অবিক্রিয়া) ধৃতিঃ (ধৈর্য্য) শৌচম্ (বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচ) অদ্রোহঃ (মিত্রভাব) ন অতি-মানিতা (নিজের সম্বন্ধে বড় করে না ভাবা) দৈবীম্ (দেব-যোগ্য) সম্পদম্ (সম্পদ) অভিজাতস্য (ভাবী কল্যাণযুক্ত ব্যক্তির) ভবন্তি (লাভ হয়) ॥ ৩

অনুবাদ—

হে অর্জ্জুন দৈবী সম্পদ লয়ে জন্মে যেই।
এই গুণ ছাড়া জেনো আরো লভে সেই ॥
ক্ষমা তেজ ধৈর্য্য ধৃতি ভূষণ তাঁহার।
বাহির ভিতর শুচি নাহি অহঙ্কার ॥ ৩

ব্যাখ্যা—

কমললোচন কন শুন সখা দিয়ে মন।
দৈবী সম্পদের মাঝে জন্ম লভে যেই ॥
ক্ষমা সহ তেজ থাকে দুষ্টে ভয় করে তাকে।
দুঃখ বিপদেতে নাহি ভেঙ্গে পড়ে সেই।
পর দ্রব্যে নাহি লোভ নিজ দুখে নাহি ক্ষোভ।
ত্যাগ শান্তি প্রেম প্রীতি ভূষণ তাঁহার ॥

জপ তপ দান ধ্যান এই সবে মতিমান।
কায় মন বাক্য তিন শুদ্ধ রহে যার ॥
জীবে হেরি নারায়ণ সেবা করে প্রাণপণ।
পর দুখে ঝরে যার আঁখি জলধারা ॥
সেই তো আমায় চায় মোর সাথে মিশে যায়।
আমি তার সে আমার যেন আঁখিতারা ॥ ৩

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেবচ।
অজ্ঞানঞ্চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪

শব্দার্থ—

পার্থ (হে অর্জ্জুন) দম্ভঃ (ধর্ম্মধ্বজিত্ব) দর্প (অর্থ ও আত্মীয় স্বজনের জন্য অহঙ্কার) চ অভিমানঃ (অহঙ্কার) ক্রোধঃ (ক্রোধ) পারুষ্যম্ (বাক্যে ও ব্যবহারে কর্কশতা) চ অজ্ঞানম্ (কর্ত্তব্য-বিষয়ে জ্ঞানহীনতা) চ আসুরীম্ (অসুর-স্বভাব-যুক্ত) সম্পদম্ (অবস্থা) অভিজাতস্য এব এব [অভিমুখে জাত ব্যক্তিরই] লাভ হয় ॥ ৪

অনুবাদ—

লইয়া আসুরী ভাব সেই জন্ম লয়।
দম্ভ দর্প ক্রূরতার মূর্ত্তি সেই হয় ॥
ক্রোধ অভিমান তার অবজ্ঞা অপরে।
অন্তরেতে নাই ভক্তি ধর্ম্ম ভাণ করে ॥ ৪

ব্যাখ্যা-

পূর্ব্বজন্মে যেই জন পাপ কর্ম্মে রত রন
আসুরী স্বভাব লয়ে জন্ম লয় সেই।
দম্ভ দর্প অপমান ক্রোধ দ্বেষ ও অজ্ঞান
আত্মগর্ব্বে মত্ত পরে অবজ্ঞা সদাই ॥
মনে নাহি ধর্ম্ম তার শুধু ভাণ জেনো সার
অহং ভাবেতে মত্ত যাহা খুসী করে।

নির্ম্মম নিষ্ঠুর মন কুচক্রী কুটিল জন
আপনি পাপেতে ডুবি ডুবায় সে পরে ॥
বিচারেতে কাজ নাই নিজ মন বাঁধ তাই
দম্ভ দর্প ক্রোধ ঘেষে দিও নাকো ঠাঁই।
সরল পবিত্র মনে পুজ সেই নারায়ণে
কায় মন বাক্যে ডাকো শুধু তাঁরে চাই ॥ ৪

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥ ৫

শব্দার্থ—

দৈবী (সাত্ত্বিক) সম্পৎ (সম্পদ) বিমোক্ষায় (সংসার বন্ধন হইতে মুক্তির হেতু), আসুরী (অসুরযোগ্য) নিবন্ধায় (সংসার বন্ধনের হেতু) মতা (কথিত হয়)। পাণ্ডব (হে অর্জ্জুন) মা শুচঃ (শোক করিও না) দৈবীম্ (দৈবা) সম্পদম্ (সম্পদের) অভিজাতঃ অসি (যোগ্য হইয়া জন্মিয়াছ) ॥ ৫

অনুবাদ—

সাত্ত্বিক স্বভাবে হয় মুক্তি সুনিশ্চয়।
আসুরী স্বভাবে মুক্তি কখন না হয় ॥
হে পার্থ ত্যজহ শোক তুমি বীরবর।
দৈবী সম্পদেতে জন্ম হয় যে তোমার ॥ ৫

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬

শব্দার্থ—

হে পার্থ! অস্মিন লোকে দৈবঃ আসুরঃ চ এব দ্বৌ ভূতসর্গৌ (হে পার্থ! এই পৃথিবীতে দেব-স্বভাব ও আসুরিক-স্বভাব এই দুই প্রকার লোক আছে) দৈবঃ বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ (দেবস্বভাব বা প্রকৃতি পুর্ব্বেই

বিস্তারিতভাবে বলিয়াছি) আসুরং মে শৃণু (অসুর ভাবের কথা আমার নিকট শোনো) ॥ ৬

অনুবাদ—

হে পার্থ দৈব ও আসুর দুই ভাব হয়।
দেব প্রকৃতির কথা বলেছি তোমায় ॥
এবার আসুর কথা বলি শোন তাহা।
আসুরী বলিয়া সবে বলে লোকে যাহা ॥
দেবতা অসুর দুই সব প্রাণী মাঝে।
ভাল ও খারাপ হয়ে সতত বিরাজে ॥ ৬

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ৭

শব্দার্থ—

আসুরাঃ (অসুর-স্বভাববিশিষ্ট) জনাঃ (ব্যক্তিগণ) প্রবৃত্তিং চ (ধর্ম্মে প্রবৃত্তি) নিবৃত্তিং চ (ও অধর্ম্মে নিবৃত্তি) ন বিদুঃ (জানে না) তেষু (তাহাদের) ন শৌচং (না শুচিভাব) ন আচারঃ অপি (না সৎ আচার) ন.চ সত্যং (এবং না সত্য) বিদ্যতে (বিদ্যমান আছে) ॥ ৭

অনুবাদ—

আসুরী স্বভাবে জেনো সত্যে নাহি মানে।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দোঁহে ভেদ নাহি জানে ॥
দেহে ও মনেতে যার শুচি জ্ঞান নাই।
আচার বিচার জ্ঞান রহিত সদাই ॥ ৭

ব্যাখ্যা—

আসুরী স্বভাব যারা হিতাহিত জ্ঞান হারা
ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ পুণ্য বিবেচনা নাই।
নাই পূত সদাচার সত্যহীন মিথ্যাসার
নিবৃত্তি প্রবৃত্তি জ্ঞান বর্জ্জিত সদাই ॥

আপাত মধুর যাহা সর্বক্ষণ করে তাহা
বোঝে না সে কুকাজেতে কত মন্দ ফল।
কুবাসনা অনুগত রহে সেই অবিরত
অমৃত ভাবিয়া পান করে হলাহল॥
ধ্রুব সত্য শ্রীহরিরে পূজা যেই নাহি করে
পূত নিরমল নহে জীবন তাহার।
পরিণাম বিষময় মনে হ'লে হয় ভয়
যবনিকা অন্তরালে দুখের আগার॥ ৭

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥ ৮

শব্দার্থ—

তে (তাহারা, অসুরগণ) আহুঃ (বলে) জগৎ (জগৎ) অসত্যম্ (সত্যশূন্য) অপ্রতিষ্ঠম্ (ধর্ম্মাধর্ম্মের ব্যবস্থাশূন্য) অনীশ্বরম্ (ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলদাতা ঈশ্বরশূন্য) কামহৈতুকম্ (কামবশতঃ) অপরঃ-পর-সম্ভূতং (স্ত্রীপুরুষসম্ভূত) কিম্ (কি) অন্যৎ (অন্য) [কারণ কি থাকিতে পারে])॥ ৮

অনুবাদ—

আসুরি স্বভাব যেই অল্পবুদ্ধি জন।
বলে কাম দ্বারা হয় জগৎ সৃজন॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারের ঈশ্বরই ত নাই।
ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন ভুল বলে তাই॥ ৮

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥ ৯

শব্দার্থ—

এতাং দৃষ্টিম্ অবষ্টভ্যঃ (এই দৃষ্টির আশ্রয় লইয়া) নষ্ট-আত্মানঃ (মলিন-চিত্ত) উগ্রকর্ম্মাণঃ অহিতাঃ অল্পবুদ্ধয়ঃ (দুষ্টমতি নিষ্ঠুরপ্রকৃতি

অনিষ্টকারী অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ) জগতঃ ক্ষয়ায় প্রভবন্তি (জগতের ধ্বংসের জন্যই জন্মে)॥ ৯

অনুবাদ—

নষ্টবুদ্ধি উগ্রকর্ম্মা নির্ব্বোধ যে হয়।
জগৎ ধ্বংসের তরে তাদের উদয়॥ ৯

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥ ১০

শব্দার্থ—

দুষ্পূরং (দুষ্পূরণীয়) কামম্ (কাম, বাসনা) আশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) দম্ভ-মান-মদ-অন্বিতাঃ (দম্ভ, অভিমান ও মদযুক্ত হইয়া) মোহাৎ (মোহনিমিত্ত) অসদ্গ্রাহান্ (অশুভ-নিচয়) গৃহীত্বা (গ্রহণ করিয়া) অশুচি-ব্রতাঃ (অশুদ্ধব্রত ব্যক্তিগণ) প্রবর্তন্তে (প্রবর্তিত হয়)॥ ১০

অনুবাদ—

মদমত্ত দম্ভ মানে হয়ে বশীভূত।
অন্তহীন কামনায় হয়ে সমন্বিত॥
মোহবশে অশুচিতে হয়ে নিমগন।
অশুচি অশুভব্রত করে আচরণ॥ ১০

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥ ১১

শব্দার্থ—

চিন্তাম্ (চিন্তাকে) উপাশ্রিতাঃ (আশ্রয় করিয়া) কাম-উপভোগ-পরমাঃ (কামভোগপরায়ণ) এতাবৎ (ইহাই, কামভোগই যাহাদের পরম পুরুষার্থ) ইতি (এইরূপ) নিশ্চিতাঃ (নিশ্চয় করিয়া)॥ ১১

অনুবাদ—

চিন্তাকে আশ্রয় করে কাম ভোগ রত।
মন্দবুদ্ধি যারা সব সতত নিরত॥ ১১

আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২

শব্দার্থ—

আশাপাশশতৈঃ (শত আশার রজ্জুতে) বদ্ধাঃ (বদ্ধ হইয়া) কাম-ক্রোধ-পরায়ণাঃ (কাম ক্রোধের অধীন হইয়া) কাম-ভোগ-অর্থম্ (বিষয় ভোগের জন্য) অন্যায়েন (অসৎ উপায়ে) অর্থসঞ্চয়ান্ (ধন সঞ্চয়ের) ঈহন্তে (চেষ্টা করে) ॥ ১২

অনুবাদ—

কত শত আশাবদ্ধ ক্রোধে হতচিত।
ভোগ হেতু অর্থ লাভে অন্যায়েতে রত ॥ ১২

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৩

শব্দার্থ—

অদ্য (আজ) ময়া (আমার দ্বারা) ইদম্ (ইহা) লব্ধম্ (লাভ হইয়াছে) ইদং (এই) মনোরথম্ (মনস্তুষ্টিকর) প্রাপ্স্যে (পাইব) ইদম্ (এই ধন) অস্তি (আছে) পুনঃ (আবার) মে (আমার) ইদম্ (এই) ধনম্ অপি (ধনও) ভবিষ্যতি (হইবে) ॥ ১৩

অনুবাদ—

সিদ্ধ মোর মনোরথ পুনঃ সিদ্ধ হবে।
পেয়েছি যে ধন পুনঃ পাব তাহা ভবে ॥ ১৩

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪

শব্দার্থ—

অসৌ (এই) শত্রুঃ (শত্রু) ময়া (আমার দ্বারা) হতঃ (হত হইয়াছে) অপরান্ অপি চ (এবং অন্য শত্রুসকলও) হনিষ্যে (বিনাশ

করিব) অহম্ (আমি) ঈশ্বরঃ (সমর্থ, ঐশ্বর্য্যশালী) অহং (আমি) ভোগী (ভোগ্যবস্তুযুক্ত) অহং (আমি) সিদ্ধঃ (পুরুষার্থসম্পন্ন) বলবান্ (বলযুক্ত) সুখী (সুখশালী) ॥ ১৪

অনুবাদ—

বধেছি শত্রুকে মোর বধিব আবার।
সিদ্ধ ভোগী বলবান্ কেবা আছে আর ॥ ১৪

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞান-বিমোহিতাঃ ॥ ১৫

শব্দার্থ—

আঢ্যঃ (ধনী) অভিজনবান্ (উচ্চবংশজাত) অস্মি (হই) ময়া সদৃশঃ (আমার তুল্য) অন্যঃ (অপর) কঃ (কে) অস্তি (আছে) যক্ষ্যে (যজ্ঞ করিব) দাস্যামি (দান করিব) মোদিষ্যে (আনন্দ করিব) ইতি (এইরূপ) অজ্ঞান-বিমোহিতাঃ (অবিবেক-মুগ্ধ ব্যক্তিগণ) ॥ ১৫

অনুবাদ—

ঈশ্বর কুলীন আমি সুখী ধনবান।
যজ্ঞ দান করি সদা কে মোর সমান ॥
(যা কিছু আনন্দ সুখ ভোগ করিবারে।
একচ্ছত্র অধিপতি আমি এ সংসারে) ॥ ১৫

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬

শব্দার্থ—

অনেক-চিত্ত-বিভ্রান্তাঃ (বহু সংকল্প দ্বারা বিক্ষিপ্তচিত্ত) মোহজাল-সমাবৃতাঃ (মোহজালে বিজড়িত) কামভোগেষু (বিষয় বাসনা ভোগে) প্রসক্তাঃ (আসক্ত) অশুচৌ (কুৎসিত, অপবিত্র) নরকে (নরকে) পতন্তি (পতিত হয়) ॥ ১৬

অনুবাদ—

এই ভাবে অজ্ঞানেতে হইয়া মোহিত।
কামাসক্ত মোহে বদ্ধ নরকে পতিত ॥ ১৬

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৭

শব্দার্থ—

আত্ম-সম্ভাবিতাঃ (আত্মাভিমানী বা অহঙ্কারী) স্তব্ধাঃ (উদ্ধত প্রকৃতি) ধনমানমদান্বিতাঃ (ধনের নিমিত্ত মান ও মদগর্ব্বিত) তে দম্ভেন (তাহারা দম্ভের সহিত) নামযজ্ঞৈঃ (নামমাত্র যজ্ঞের দ্বারা) অবিধিপূর্ব্বকম্ যজন্তে (শাস্ত্রবিধি না মানিয়া যজ্ঞ করে) ॥ ১৭

অনুবাদ—

অহংকৃত ধনে মত্ত দম্ভ সহকারে।
নামে মাত্র যজ্ঞ কার্য্য অনুষ্ঠান করে ॥ ১৭

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮

শব্দার্থ—

অভ্যসূয়কাঃ (সন্মার্গবর্ত্তীদের নিন্দক) অহঙ্কারং (অভিমান) বলং (পরপীড়াদায়ক শক্তি) দর্পং (ধর্ম্মলঙ্ঘনের কারণ দর্প) কামং (রতি) ক্রোধং চ (ও প্রতিহত ইচ্ছাজনিত ক্রোধ) সংশ্রিতাঃ (সম্যকরূপে আশ্রয় করিয়া) আত্মপরদেহেষু (স্বদেহে ও পরদেহে) মাম্ (আমাকে) প্রদ্বিষন্তঃ (দ্বেষকারী) [হয়] ॥ ১৮

অনুবাদ—

বলদর্প কামক্রোধ দ্বেষ অহংকারে।
জীবে শিব নাহি বুঝে বিদ্বেষ যে করে ॥ ১৮

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ১৯

শব্দার্থ—

অহং (আমি) দ্বিষতঃ (সাধু-বিদ্বেষী) ক্রূরান্ (ক্রূর, হিংসাপর নর-অধমান্ (নরাধম, নিকৃষ্ট নর) অশুভান্ (অশুভকারীদিগকে) সংসারেষু (সংসারে) আসুরীষু (আসুর) যোনিষু এব (যোনিতে) অজস্রম্ (পুনঃ পুনঃ) ক্ষিপামি (নিক্ষেপ করি) ॥ ১৯

অনুবাদ—

দ্বেষী ক্রূর নরাধম এই নরগণ।
হিংস্র-যোনিতে সবে করি নিক্ষেপণ ॥ ১৯

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০

শব্দার্থ—

কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র) মূঢ়াঃ (মূঢ়গণ) জন্মনি জন্মনি (জন্মে জন্মে) আসুরীং (আসুরী) যোনিম্ (জন্ম) আপন্না (প্রাপ্ত হইয়া) মাম্ (আমাকে) অপ্রাপ্য এব (না পাইয়াই) ততঃ (পূর্ব্বাপেক্ষা আরও) অধমাং গতিম্ (অধোগতি) যান্তি (গমন করে) ॥ ২০

অনুবাদ—

লভিয়া অসুরগতি নাহি পায় মোরে।
সেই হেতু অধোগতি লভে বারে বারে ॥ ২০

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১

শব্দার্থ—

কামঃ ক্রোধঃ-তথা লোভঃ (কাম ক্রোধ এবং লোভ) ইদং ত্রিবিধং নরকস্য দ্বারম্ (এই তিনটি নরকের দ্বারস্বরূপ) আত্মনঃ নাশনং (এরা আত্মার অধোগতিরূপ বিনাশের কারণ)। তস্মাৎ এতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ (সেইজন্য এই তিনটি পরিত্যাগ করিবে) ॥ ২১

অনুবাদ—

কাম ক্রোধ লোভ জেনো নরকের দ্বার।
ইহারাই অবনতি করে বার বার ॥
ইহাদের প্রভাবেতে আত্মা লুব্ধ হয়।
সমূহ ক্ষতির মূল জানিহ নিশ্চয় ॥ ২১

ব্যাখ্যা—

কাম ক্রোধ আর লোভ বাড়ায় চিত্তের ক্ষোভ
নরকের দ্বার বলি ইহাদের মেনো।
এ তিনের একে যেই সেবে তার মুক্তি নাই
পাপ পঙ্কে চিত্ত তার লিপ্ত সদা জেনো ॥
রিপু সেবা অবিরত অনর্থ ঘটায় শত
ক্রমে ক্রমে জীব আত্মা অধোগতি হয়।
অতি ক্রোধ লোভ কাম যে জন্তুতে বিদ্যমান
তাহাদের কুলে জেন জন্ম সেই লয় ॥
এ তিন উন্মুক্ত দ্বার প্রশস্ত সম্মুখে তার
সাবধান কেহ যেন প্রবেশ না করে।
প্রবেশিলে সর্ব্বনাশ অনন্ত নরক বাস
হতে পারে নরদেহ বহু জন্ম পরে ॥ ২১

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২

শব্দার্থ—

কৌন্তেয় এতৈঃ ত্রিভিঃ তমোদ্বারৈঃ (হে কুন্তীপুত্র! এই তিনটি নরকের দ্বার হইতে) বিমুক্তঃ নরঃ (মুক্ত পুরুষ) আত্মনঃ শ্রেয়ঃ আচরতি (আপনার কল্যাণ সাধনে রত হয়) ততঃ পরাং গতিং যাতি (তাহার ফলে শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করে) ॥ ২২

অনুবাদ—

ত্রিবিধ নরক দ্বার হতে মুক্ত যারা।
সাধিয়া কল্যাণ স্বীয় মুক্ত হয় তারা॥ ২২

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ ২৩

শব্দার্থ—

যঃ শাস্ত্রবিধিং (যে শাস্ত্রের বিধান) উৎসৃজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) কামকারতঃ (কামনার অধীন হইয়া) বর্ত্ততে (কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়) স সিদ্ধিং ন অবাপ্নোতি (সে পুরুষার্থলাভের যোগ্যতা বা সিদ্ধি পায় না) ন সুখং ন পরাং গতিম্ (সত্যকার সুখ বা শ্রেষ্ঠ গতি পায় না)॥ ২৩

অনুবাদ—

শাস্ত্রের বিধান ত্যজি রত কামনায়।
হয়ে যেই করে কর্ম্ম শ্রেয়রে না পায়॥
সিদ্ধি বা পরমাগতি মোক্ষ আশা ছেড়ে।
বারে বারে জন্মে এই দুঃখের আগারে॥ ২৩

ব্যাখ্যা—

পরম কল্যাণময় শাস্ত্র গ্রন্থ সমুদয়
ইচ্ছা বশে তুচ্ছ ভাবি না মানে যে জন।
তার শুভ নাহি হয় নাহি হয় জ্ঞানোদয়
বৃথা নরজন্ম তার বৃথা বুদ্ধি মন॥
যত শাস্ত্র শ্রুতি স্মৃতি বেদ পুরাণ গ্রন্থাদি
অষ্টাদশ পুরাণের প্রশংসা নিশ্চয়।
মহাভারতের কথা রামায়ণ ও সংহিতা
শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা পবিত্রতাময়।
শাস্ত্রের বিধান ছাড়ি যাহা ইচ্ছা তাহা করি
ইহলোকে সুখও তার নাহি হয় কভু।

পরলোকে সিদ্ধি নাই   মিথ্যা মুক্তি আশা ভাই
কখনো না মিলে ফল তপোলব্ধ প্রভু ॥ ২৩

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্তুমিহার্হসি ॥ ২৪

শব্দার্থ—

তস্মাচ্ছাস্ত্রং (অতএব শাস্ত্রই) প্রমাণং (প্রমাণ হয়) তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ (তোমার করণীয় ও অকরণীয় স্থির করিতে) জ্ঞাত্বা (অবগত হইয়া) শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম (শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম) কর্তুমিহার্হসি (করিবার যোগ্য হও) ॥ ২৪

অনুবাদ—

শাস্ত্র মত মানি যেই চলে সর্ব্বক্ষণ।
সহজ তাহার হয় পথ নিরূপণ ॥
শাস্ত্রের বিহিত কর্ম্মে শুভ যে নিশ্চয়।
মহাজন পথ ধরি চল নাহি ভয় ॥ ২৪

ব্যাখ্যা—

মোরা অল্প বুদ্ধি ধরি   যখন যা কাজ করি
উচিত বা অনুচিত কেবা তাহা জানে।
যত মত তত পথ   নানারূপ অভিমত
সহজ জীবন তার শাস্ত্র যেই মানে ॥
সিদ্ধ ঋষি মুনিগণ   করে যেই নিরূপণ
তার চেয়ে বেশী জ্ঞান আমাদের নাই।
মিছে তর্কে লাভ নাই   মহাজন পথে যাই
সাধারণ জন তরে শাস্ত্র মত তাই।
বিকৃত অর্থ না করো   সহজ সে পথ ধরো
সত্য ন্যায় ধর্ম্ম পথ ধরি যেই চলে ॥
আলোকিত পথ তার   ভারবাহী বহে ভার
বিরাজেন হরি তাঁর চিত্ত শতদলে ॥ ২৪

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত

সপ্তদশ অধ্যায়

অর্জুন উবাচ

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ। ১

শব্দার্থ—

অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বলিলেন) কৃষ্ণ (হে ভগবান্) যে (যাঁহারা) শাস্ত্রবিধিম্ (শাস্ত্রের বিধান) উৎসৃজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) তু (কিন্তু) শ্রদ্ধয়া (আস্তিক্যবুদ্ধির সহিত) অন্বিতাঃ (যুক্ত হইয়া) যজন্তে (দেব-পূজা করেন) তেষাং (তাহাদের) নিষ্ঠা (নিষ্ঠা) কা (কিরূপ) সত্ত্বম্ (সাত্ত্বিক) রজঃ (রাজসিক) আহো (অথবা) তমঃ (তামসিক) ? ।। ১

অনুবাদ—

অর্জুন বলেন কহ হরি দয়াময়।
পূজাবিধি জানি যারা তেয়াগিয়া রয় ॥
সত্ত্ব রজ তম নিষ্ঠা বল তুমি মোরে।
কিসে যুক্ত হয়ে তারা পূজে ভক্তি ভরে ॥ ২

শ্রীভগবানুবাচ

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২

শব্দার্থ—

দেহিনাং (দেহিগণের) সাত্ত্বিকী (সত্ত্বগুণ প্রধান) রাজসী (রজ-গুণপ্রধান) তামসী (তমোগুণ-প্রধান) ইতি (এই) ত্রিবিধা এব (তিনপ্রকার) শ্রদ্ধা (আস্তিক্য বুদ্ধি) ভবতি (হয়) [কারণ] সা (সেই শ্রদ্ধা) স্বভাবজা (সংস্কারজাত) তাং (তাহা) শৃণু শ্রবণ কর) ।। ২

অনুবাদ—

জীবের ত্রিবিধ শ্রদ্ধা স্বভাবত হয়।
সত্ত্ব রজ তম এরা শোন ধনঞ্জয় ॥ ২

সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩

শব্দার্থ—

ভারত (হে অর্জুন) সর্বস্য (সকল মানুষের) শ্রদ্ধা (আস্তিক্য বুদ্ধি) সত্ত্ব-অনুরূপা (বিশিষ্ট সংস্কারযুক্ত অন্তঃকরণ অনুযায়ী) ভবতি (হয়)। অয়ং (এই) পুরুষঃ (জীব) শ্রদ্ধাময়ঃ (শ্রদ্ধাপূর্ণ) যঃ (যিনি) যৎ-শ্রদ্ধঃ (যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত) সঃ (তিনি) সঃ এব (তাদৃশই) ॥ ৩

অনুবাদ—

মনোবৃত্তি অনুরূপ হয় শ্রদ্ধা যত
শ্রদ্ধাময় জীব সব হয় শ্রদ্ধামত।
সত্ত্ব রজ তম গুণ এ তিন প্রকার
যার মন যেই মত ধরে সে আকার ॥ ৩

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪

শব্দার্থ—

সাত্ত্বিকাঃ (সাত্ত্বিকগণ) দেবান্ (দেবগণকে) যজন্তে (পূজা করে) রাজসাঃ (রাজসিকগণ) যক্ষরক্ষাংসি (যক্ষরাক্ষসগণকে) অন্যে (অপরে) তামসাঃ (তামসিক) জনাঃ (লোকেরা) প্রেতান্ (প্রেত-গণকে) ভূতগণান্ চ (ও ভূতকে) পূজা করে ॥ ৪

অনুবাদ—

সাত্ত্বিকের দেবপূজা রজে রক্ষ যক্ষ।
তামসিক ভূত প্রেত পূজে লক্ষ লক্ষ ॥ ৪

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫

শব্দার্থ—

দম্ভ-অহঙ্কার-সংযুক্তাঃ (দম্ভ ও অহঙ্কারযুক্ত মানুষেরা) কামরাগ-বলান্বিতাঃ (কামনা ও আসক্তিকৃত বলযুক্ত হইয়া) যে (যে সকল) অশাস্ত্র-বিহিতং (শাস্ত্রবিরুদ্ধ) ঘোরং (নিজের ও পরের পীড়াপ্রদ) তপঃ (তপস্যা) তপ্যন্তে (অনুষ্ঠান করে) ॥ ৫

অনুবাদ—

অহঙ্কার যুক্ত হয়ে যেই নর গণ।
শাস্ত্রের বিরুদ্ধে যেই তপে নিমগন ॥ ৫

কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬

শব্দার্থ—

যে অচেতসঃ জনাঃ (যে সকল অজ্ঞান ব্যক্তি) [কামনা ও আসক্তির বশীভূত হইয়া] শরীরস্থং ভূতগ্রামম্ (শরীরের ইন্দ্রিয়সকলকে) [এবং] অন্তঃশরীরস্থং মাং চ কর্ষয়ন্তঃ (এবং অন্তরাত্মা আমাকেও কষ্ট দিয়া) [তপস্যা করে] তান্ অসুরনিশ্চয়ান্ বিদ্ধি (তাহাদিগকে অসুরবুদ্ধি-বিশিষ্ট জানিবে) ॥ ৬

অনুবাদ—

অজ্ঞান সে কামনার বশীভূত হয়ে।
শরীরস্থ আমাকেও বেদনা দানিয়ে ॥
কঠোর তপস্যা করে নিজ জয় তরে।
স্থির জেনো অসুরের বুদ্ধি সেই ধরে ॥ ৬

আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭

শব্দার্থ—

আহারঃ তু অপি (আহারও) সর্বস্য (সকলের, উক্ত তিন প্রকার লোকের) ত্রিবিধঃ (তিন প্রকার) প্রিয়ঃ (ইষ্ট, প্রীতিকর) ভবতি (হয়) তথা (এবং) যজ্ঞঃ (যজ্ঞ) তপঃ (তপস্যা) দানং চ (ও দান) [তিন প্রকার প্রিয় হয়] তেষাম্ (তাহাদের) ইমং (এই) ভেদম্ (প্রভেদ) শৃণু (শ্রবণ কর) ।। ৭

অনুবাদ—

আহারের ত্রিবিধত্ব আছে ধনঞ্জয় ।
যজ্ঞ দান তপস্যাও সেই মত হয় ।। ৭

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ।। ৮

শব্দার্থ—

আয়ু-সত্ত্ব-বল-আরোগ্য-সুখ-প্রীতি-বিবর্ধনাঃ (জীবন, উত্তম, শক্তি, রোগ-রাহিত্য, চিত্তপ্রসাদ ও অভিরুচিবর্ধক) রস্যাঃ (সরস) স্নিগ্ধাঃ (স্নেহযুক্ত) স্থিরাঃ (স্থায়ী, পুষ্টিকর) হৃদ্যাঃ (হৃদয়প্রিয়) আহারাঃ (ভক্ষ্যবস্তু) সাত্ত্বিক-প্রিয়াঃ (সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয় হয় ।) ।। ৮

অনুবাদ—

আয়ু সত্ত্ব বল রুচি বর্দ্ধক স্বাস্থ্যের ।
রসাল সুস্নিগ্ধ বস্তু প্রিয় সাত্ত্বিকের ।। ৮

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ।। ৯

শব্দার্থ—

কটু-অম্ল-লবণ-অতি-উষ্ণ-রুক্ষ-বিদাহিনঃ (অতি তিক্ত, অতি টক, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, অতি ঝাল, অতি শুষ্ক, অতি প্রদাহকর) আহারাঃ (আহারসকল) দুঃখশোক-আময়-প্রদাঃ (দুঃখ, শোক ও রোগপ্রদ) রাজসস্য (রাজসিকগণের) ইষ্টাঃ (প্রিয়) ।। ৯

অনুবাদ—

শোক দুঃখ রোগপ্রদ যে যে খাদ্য হয়।
রজোগুণী ভালবাসে জানিবে নিশ্চয় ॥ ৯

যাতযামং গতরসং পূতি পর্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০

শব্দার্থ—

যৎ (যে) ভোজনং (আহার) যাতযামং (ঠাণ্ডা খাদ্য) গতরসং (শুষ্ক) পূতি (দুর্গন্ধময়) পর্যুষিতং (বাসি) উচ্ছিষ্টম্ (ভুক্তাবশিষ্ট) অমেধ্যং (যজ্ঞে নিষিদ্ধ, অভক্ষ্য) তৎ (তাহা) তামসপ্রিয়ম্ (তামসিক-গণের প্রিয়) [হয়] ॥ ১০

অনুবাদ—

ঠাণ্ডা বাসি গতরস অখাদ্য যে হয়।
দুর্গন্ধি উচ্ছিষ্ট ভোজ্য তমোগুণী খায় ॥ ১০

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১

শব্দার্থ—

অফল-আকাঙ্ক্ষিভিঃ (ফলাকাঙ্ক্ষাহীন ব্যক্তিগণ দ্বারা) যষ্টব্যম্ এব ইতি মনঃ সমাধায় (নিষ্কাম যজ্ঞ কর্ত্তব্য এইরূপ মনে করিয়া) যঃ বিধিদিষ্টঃ যজ্ঞঃ ইজ্যতে সঃ সাত্ত্বিকঃ (যে শাস্ত্রবিধি সম্মত যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় তাহাই সাত্ত্বিক) ॥ ১১

অনুবাদ—

শাস্ত্রের নির্দ্দেশে যজ্ঞ ফল নাহি গণি।
যতচিত্তে কৃতকার্য্য সাত্ত্বিক যে জানি ॥ ১১

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১২

শব্দার্থ—

তু ('কিন্তু') ফলম্ (স্বর্গাদি ফল) অভিসন্ধায় (আকাঙ্ক্ষা করিয়া) দম্ভার্থম্ অপি এব চ (দম্ভ প্রকাশের জন্যই) যৎ (যাহা) ইজ্যতে (অনুষ্ঠিত হয়) ভরতশ্রেষ্ঠ (হে অর্জুন) তং (সেই) যজ্ঞং (যজ্ঞকে) রাজসম্ (রাজসিক) বিদ্ধি (জানিও)॥ ১২

অনুবাদ—

ফলাকাঙ্ক্ষী দম্ভকামী যজ্ঞ অনুষ্ঠানে।
রাজসিক বলি তারে সবাই বাখানে॥ ১২

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥ ১৩

শব্দার্থ—

বিধিহীনম্ (শাস্ত্রবিধিশূন্য) অসৃষ্ট-অন্নং (অন্নদানবিহীন) মন্ত্রহীনম্ (মন্ত্রবর্জিত) অদক্ষিণম্ (দক্ষিণারহিত) শ্রদ্ধা-বিরহিতং (শ্রদ্ধাহীন) যজ্ঞং (যজ্ঞকে) তামসং (তামসিক) পরিচক্ষতে (বলা হয়)॥ ১৩

অনুবাদ—

মন্ত্রবিধি শ্রদ্ধাহীন অন্নদান নয়।
দক্ষিণাবিহীন যজ্ঞ তামসিক হয়॥ ১৩

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥ ১৪

শব্দার্থ—

দেব-দ্বিজ-গুরু-প্রাজ্ঞ-পূজনং (দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও জ্ঞানীকে পূজা করা) শৌচমার্জবম্ (দেহের ও মনের শুচিতা ও সরলতা) ব্রহ্মচর্য্যম্-অহিংসা (ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা) চ শারীরং তপ উচ্যতে (একে শারীরিক তপস্যা বলিয়া বলা হয়)॥ ১৪

অনুবাদ—

দেব দ্বিজ গুরু আর জ্ঞানীরে পূজন।
শুদ্ধ ও সরল চিত্ত অহিংস যে জন॥

দৃঢ় হয়ে ব্রহ্মচর্য্য পালন যে করে।
শারীরিক তপে রত জেন সেই নরে ॥ ১৪

ব্যাখ্যা—

দেব দ্বিজ গুরুজন পূজে যেই অনুক্ষণ
শুদ্ধচিত্ত শরীরেতে সাধে নিজ ব্রত।
ব্রহ্মচর্যে হয়ে দৃঢ় অহিংসা সংযম করো
ইহাকেই বলে শারীরিক তপে রত ॥
পবিত্র ফুলের মত মন যার অবিরত
বিকাশে সৌরভরাশি করিয়া আকুল।
মুগ্ধ জীব ছুটে আসে মুক্তি আশে তারি পাশে
বৃক্ষচ্যুত গন্ধময় শুভ্র সে বকুল ॥
আপনি শুখায়ে যাবে তবু না বিকৃত হবে
তবু তার গন্ধে সুধা ছড়াইয়া যায়।
ধন্য জন্ম জেনো তার কৃষ্ণপদ শোভা সার
সব তুচ্ছতার উর্দ্ধে গন্ধ তার ধায় ॥ ১৪

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫

শব্দার্থ—

অনুদ্বেগকরং (যাহাতে কাহারো উদ্বেগ না হয়) সত্যং প্রিয়হিতং (সত্য, প্রিয় ও হিতকর) চ যৎ বাক্যং (যে বাক্য) স্বাধ্যায়াভ্যসনং (বেদাভ্যাসে যে বাক্য ব্যবহার হয়) চ এব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে (তাহাকে বাচনিক তপস্যা বলে) ॥ ১৫

অনুবাদ—

যাঁহার কথায় কেহ উদ্বেগ না পান।
সত্য প্রিয় মনোরম যাঁহার বচন ॥
সকলের হিতকারি বাক্য হয় যাঁর।
বাচনিক তপস্যায় সিদ্ধিলাভ তাঁর ॥ ১৫

ব্যাখ্যা—

বাক্যেতে সংযম যার ইষ্ট লাভ সোজা তার
বাচনিক তপস্যার অর্থ এই জেনো।
করো চেষ্টা হবে জয় অপ্রিয় বচন নয়
মনে ক্লেশ দিয়া বাক্যে মহা পাপ মেনো॥
অযথা কথা না বলা শ্রেষ্ঠ সেই পথে চলা
সে কথা বলিবে যাহে কারো শুভ হয়।
কিন্তু গেলে সভাস্থলে স্পষ্ট সত্য যেও বলে
মিথ্যা বলিলেও জেন পাপ কম নয়॥
বচন সার্থক করো শুধু হরি নাম করো
বৃথা বাক্য মুখে নাহি করো উচ্চারণ।
মিটিবে সকল ক্ষোভ দূরে যাবে মোহ লোভ
নিজে আসি দিবে ধরা কমললোচন॥ ১৫

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে॥ ১৬

শব্দার্থ—

মনঃপ্রসাদঃ (চিত্তের প্রসন্নতা) সৌম্যত্বং (সৌম্যভাব) মৌনং (বাক্‌সংযম) আত্মবিনিগ্রহঃ (চিত্তনিরোধ) ভাব-সংশুদ্ধিঃ (ব্যবহারে মায়াশূন্য) ইতি-এতৎ মানসং তপঃ উচ্যতে (এই সকল মানস তপস্যা বলিয়া কথিত হয়)॥ ১৬

অনুবাদ—

প্রসন্ন মনেতে যার পরহিত ব্রত।
ব্যবহারে সাধুভাব বাক্যেতে সংযত॥
বশীভূত মন যার মায়া-মুগ্ধ নয়।
মানসিক তপস্যার এই ব্যাখ্যা হয়॥ ১৬

ব্যাখ্যা—

পূত নিরমল মন পরহিতে রত জন
ব্যবহার যে জনার সাধু ভাব হয়।
মন যার বশীভূত বাক্য যার সুসংযত
কোনরূপ মায়া মোহে মুগ্ধ যেই নয় ॥
ভিন্ন ব্যবহার পেলে যেই জন নাহি টলে
চঞ্চলতা ত্যজি রহে স্থির মৌন ভাব।
শুদ্ধ বুদ্ধ সেই জন আত্মাতে নিমগ্ন রন
মানসিক তপস্যার এই ত স্বভাব ॥
এ জগতে থাকিলেও জগতের নহে কেহ
শ্রীহরি পদেতে লীন হয়ে সেই রয়।
পুণ্যময় হৃদি শোভা সবাকার মনোলোভা
স্থিতপ্রজ্ঞ সেই জন হৃদি হরিময় ॥ ১৬

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭

শব্দার্থ—

অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ (ফলাকাঙ্ক্ষারহিত) যুক্তৈঃ (সমাহিত) নরৈঃ (ব্যক্তিগণ দ্বারা) পরয়া (পরা, পরম) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধার সহিত) তপ্তং (অনুষ্ঠিত) তৎ (তাহা) ত্রিবিধং (কায়িক; বাচিক ও মানসিক) (তিন প্রকার) তপঃ (তপস্যাকে) সাত্ত্বিকং (সাত্ত্বিক) পরিচক্ষতে (বলে) ॥ ১৭

অনুবাদ—

কামনাবিহীন তপ সশ্রদ্ধ ত্রিবিধ।
সাত্ত্বিক বলিয়া তাহা হয় অভিহিত ॥ ১৭

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥ ১৮

শব্দার্থ—

সৎকার-মান-পূজা-অর্থং (সৎকার অর্থাৎ সাধু বলিয়া নাম, সম্মান ও পূজার আশায়) দম্ভেন এবচ (দম্ভের সহিত) যৎ (যে) তপঃ (তপস্যা) ক্রিয়তে (কৃত হয়) ইহ (ইহলোকে) চলম্ (অল্পকাল স্থায়ী) অধ্রুবম্ (অনিশ্চিত) তৎ (তাহা) রাজসং (রাজসিক) প্রোক্তম্ (বলে) ॥ ১৮

অনুবাদ—

মান অর্থ যশ চাহি তপ অনুষ্ঠিত।
অস্থায়ী অধ্রুব তাহা রাজসিক খ্যাত ॥ ১৮

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯

শব্দার্থ—

মূঢ়গ্রাহেণ (দুরাকাঙ্ক্ষাবশতঃ) আত্মনঃ (নিজের শরীরের) পীড়য়া (পীড়ার দ্বারা) বা পরস্য (বা অপরের) উৎসাদন-অর্থং (উচ্ছেদের নিমিত্ত) যৎ (যে) তপঃ (তপস্যা) ক্রিয়তে (করা হয়) তৎ (তাহা) তামসম্ (তামসিক) উদাহৃতম্ (কথিত হয়) ॥ ১৯

অনুবাদ—

দুরাকাঙ্ক্ষা-বশে যেই আত্ম পীড়াময়।
অথবা পরের নাশে পূজারত হয়।
সে পূজা তমসাবৃত ঘোর অন্ধকার।
পরের ক্ষতিতে করে নিজ অপকার ॥ ১৯

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০

শব্দার্থ—

দেশে (উপযুক্ত স্থানে) কালে চ (ও উপযুক্ত কালে) পাত্রে চ (ও উপযুক্ত পাত্রে) দাতব্যম্ (দান করা উচিত) ইতি (এইভাবে) ন

উপকারিণে (প্রত্যুপকারে সমর্থ বা অসমর্থকে, প্রত্যুপকারের আশা না করিয়া) যৎ (যে) দানং (দান) দীয়তে (দেওয়া হয়) তৎ (সেই) দানং (দান) সাত্ত্বিকং (সাত্ত্বিক) স্মৃতম্ (কথিত হয়) ॥ ২০

অনুবাদ—

স্থান কাল পাত্র দেখে প্রতিদান নাই।
উচিৎ জ্ঞানেতে দান সাত্ত্বিক যে তাই ॥
ডান হাত দেয় তার বাম নাহি জানে।
সেই দাতা শ্রেষ্ঠ দাতা পুরাণে বাখানে ॥ ২০

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১

শব্দার্থ—

তু (কিন্তু) যৎ (যাহা, যে দান) প্রত্যুপকার-অর্থং (প্রত্যুপকারের-আশায়) বা ফলম্ চ (বা পারলৌকিক ফল) উদ্দিশ্য (কামনা করিয়া) পুনঃ (ও) পরিক্লিষ্টং (চিত্তক্লেশে, অনিচ্ছার সহিত) দীয়তে (দেওয়া হয়) তৎ (সেই) দানং (দান) রাজসং (রাজসিক) স্মৃতম্ (কথিত হয়) ॥ ২১

অনুবাদ—

উপকার ফল আশে কষ্টসাধ্য হলে।
সেই দান খ্যাত হয রাজসিক বলে ॥
মনে প্রতিদান আশা দৃঢ় যার রয়।
হাতে দান হইলেও পূর্ণ দান নয় ॥ ২১

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২

শব্দার্থ—

অদেশকালে (অশুচিস্থানে ও অশুভ সময়ে) অপাত্রেভ্যঃ চ (ও অনুপযুক্ত পাত্রে) অসৎকৃতম্ (সৎকারশূন্য) অবজ্ঞাতং (অবজ্ঞার

সহিত) যৎ (যে) দানং (দান) দীয়তে (দেওয়া হয়) তৎ (তাহা, সেই দান) তামসম্ (তামসিক) উদাহৃতম্ (কথিত হয়) ॥ ২২

অনুবাদ—

অসম্মান অবহেলা সহ করে দান।
তামসিক দান নাহি বুঝে কাল স্থান ॥
এ দানে দানের নামে মিথ্যা আড়ম্বর।
দান যজ্ঞ মহা-যজ্ঞ নাহি আত্মপর ॥ ২২

ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥ ২৩

শব্দার্থ—

ওঁ তৎ সৎ (ওঁ তৎ সৎ) ইতি (এই) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) ত্রিবিধঃ (তিন প্রকার) নির্দেশঃ (নাম) স্মৃতঃ (বলা হয়) তেন (তাহার দ্বারা) ব্রাহ্মণাঃ (ব্রাহ্মণগণ) চ বেদাঃ (ও বেদসমূহ) চ যজ্ঞাঃ (ও যজ্ঞসমূহ) পুরা (প্রাচীনকালে) বিহিতাঃ (বিহিত, সৃষ্ট) ॥ ২৩

অনুবাদ—

ওম্ তৎ সৎ নামে ব্রহ্মকেই কয়।
বেদ যজ্ঞ দ্বিজ সৃষ্টি এ হতেই হয় ॥ ২৩

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ২৪

শব্দার্থ—

তস্মাৎ (সেই হেতু) ওম্ ইতি (ওঁ এই শব্দ) উদাহৃত্য (উচ্চারণ করিয়া) ব্রহ্মবাদিনাম্ (বেদবাদিগণের) বিধান-উক্তাঃ (শাস্ত্র-কথিত) যজ্ঞ-দান-তপঃ ক্রিয়াঃ (যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি কর্ম) সততং (সর্বদা) প্রবর্ত্তন্তে (অনুষ্ঠিত হয়)। ২৪

অনুবাদ—

ব্রহ্মবাদী আচার্য্যেরা তপ যজ্ঞ দান।
ওঁ শব্দ উচ্চারণে করেন বিধান ॥ ২৪

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ॥ ২৫

শব্দার্থ—

তৎ ইতি (তৎ এই ব্রহ্মবাচক শব্দ উচ্চারণ করিয়া) ফলম্ (ফলের) অনভিসন্ধায় (আকাঙ্ক্ষা না করিয়া) মোক্ষ-কাঙ্ক্ষিভিঃ (মুক্তিকামী) বিবিধাঃ (নানাবিধ) যজ্ঞ-তপঃ-ক্রিয়াঃ (যজ্ঞকর্ম ও তপঃকর্ম) দানক্রিয়াঃ চ (ও দানকর্ম) ক্রিয়ন্তে (অনুষ্ঠিত হয়) ।। ২৫

অনুবাদ—

তৎ শব্দ উচ্চারণে মুক্তিকামী যাঁরা।
যজ্ঞ দান তপ ক্রিয়া করে থাকে তাঁরা ।। ২৫

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥ ২৬

শব্দার্থ—

পার্থ (হে অর্জুন) সদ্ভাবে সাধুভাবে চ ('আছে' এই ভাবে আর শ্রেষ্ঠভাবে এই দুই অর্থে) সৎ ইতি (সৎ এই) এতৎ (পদটি) (প্রযুক্ত হয়) তথা (এবং) প্রশস্তে (মাঙ্গলিক) কর্মণি (কর্মে) সৎ (সৎ এই ব্রহ্মবাচক শব্দ) যুজ্যতে (যুক্ত হয়)॥ ২৬

অনুবাদ—

অস্তিত্বে সাধুত্বে আর মঙ্গল কর্মেতে।
সৎ শব্দ সদাকাল হয় উচ্চারিতে॥ ২৬

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে॥ ২৭

শব্দার্থ—

যজ্ঞে (যজ্ঞে) তপসি (তপস্যায়) দানে চ (ও দানে) স্থিতিঃ (নিষ্ঠা, তৎপরভাবে অবস্থিতি) সৎ ইতি (সৎ এই শব্দ) উচ্যতে

(কথিত হয়) চ তৎ-অর্থীয়ং (এবং ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য) কর্ম চ এব (কর্মও) সৎ ইতি এব (সৎ এই শব্দে) অভিধীয়তে (অভিহিত হয়) ।। ২৭

অনুবাদ—

যজ্ঞ দান তপে নিষ্ঠা সৎ নামে জ্ঞাত।
ভগবৎকর্ম যত সৎ নামে খ্যাত ।। ২৭

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ।। ২৮

শব্দার্থ—

অশ্রদ্ধয়া (অশ্রদ্ধা দ্বারা) যৎ (যে) হুতং (হোম কৃত) দত্তং (দান) তপঃ (তপস্যা) তপ্তং (অনুষ্ঠিত হয়) চ (এবং স্তুতি নমস্কারাদি অন্য যাহা) কৃতম্ (করা হয়) [সেই সকল] অসৎ ইতি (অসৎ বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়)। পার্থ (হে পৃথাতনয়) তৎ (তাহা) ন চ প্রেত্য (না পরলোকে) নো ইহ (না ইহলোকে) [ফলপ্রদ হয়] ।। ২৮

অনুবাদ—

হোম দান তপ ক্রিয়া শ্রদ্ধাহীন হলে।
অসৎ নামেতে খ্যাত ব্যর্থ উভকালে ।। ২৮

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত

অষ্টাদশ অধ্যায়

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিষূদন ॥ ১

শব্দার্থ—

অর্জুন উবাচ (হে মহাবাহো হৃষীকেশ) কেশিনিষূদন (কেশিনামক অসুরহন্তা শ্রীকৃষ্ণ) সন্ন্যাসস্য ত্যাগস্য চ (সন্ন্যাস ও ত্যাগের) তত্ত্বং পৃথক্ (মর্ম্ম ও অর্থ পৃথকভাবে) বেদিতুম্ ইচ্ছামি (জানিতে ইচ্ছা করি)। ১

অনুবাদ—

পার্থ কন করজোড়ে কহ কহ দয়া করে
সন্ন্যাস ও জ্ঞান তত্ত্ব বুঝাইয়া দাও।
জানিবারে ইচ্ছা হয় তুমি প্রভু দয়াময়
ইহার প্রকৃত তথ্য বলি জ্ঞান দাও ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২

শব্দার্থ—

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) কবয়ঃ (পণ্ডিতগণ) কাম্যানাং কর্ম্মণাং (সকল কাম্য কর্মের) ন্যাসং (ত্যাগকে) সন্ন্যাসং বিদুঃ (সন্ন্যাস বলিয়া জানেন) বিচক্ষণাঃ (জ্ঞানিগণ) সর্বকর্ম-ফল-ত্যাগং (সমস্ত কর্মের ফলমাত্র পরিত্যাগকে) ত্যাগং প্রাহুঃ (ত্যাগ (বলেন)। ২

অনুবাদ—

সব কাম্য কর্ম যবে মনে পরিত্যাগ হবে
তাহারে সন্ন্যাস বলি পণ্ডিতেরা কয়।
কিন্তু তাহা সত্য নয় ফল শুধু ত্যাগ হয়
কর্মফল আশা জ্ঞানী করেনা নিশ্চয় ॥ ২

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩

শব্দার্থ—

একে (কোন কোন) মনীষিণঃ (মনীষী) কর্ম (কর্ম) দোষবৎ (দোষযুক্ত, বন্ধনের কারণ) ইতি (এই হেতু) ত্যাজ্যং (ত্যাগকরা উচিত) প্রাহুঃ (বলেন) অপরে চ (ও অপর কেহ কেহ, মীমাংসকগণ) যজ্ঞ-দান-তপঃ-কর্ম (যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম) ন ত্যাজ্যম্ (ত্যাজ্য নহে) ইতি (এইরূপ) [বলেন]। ৩

অনুবাদ—

কেহ বলে দোষবৎ কর্ম ত্যাজ্য হয়।
অন্য মতে যজ্ঞ দান তপ ত্যাজ্য নয় ॥
কর্ম ফল আশে হয় বন্ধন কারণ।
আশা ত্যজি কর্ম করা নহেক বন্ধন ॥ ৩

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্তিতঃ ॥ ৪

শব্দার্থ—

ভরতসত্তম (হে ভরতশ্রেষ্ঠ) তত্র (সেই) ত্যাগে (ত্যাগবিষয়ে) মে (আমার) নিশ্চয়ং (সিদ্ধান্ত) শৃণু (শ্রবণ কর) পুরুষব্যাঘ্র (হে পুরুষপ্রবর) ত্যাগঃ হি (ত্যাগই) ত্রিবিধঃ (তামসাদি গুণ ভেদে তিন প্রকার) সম্প্রকীর্তিতঃ (কথিত হইয়াছে) ॥ ৪

অনুবাদ—

শোন পার্থ ত্যাগ তত্ত্ব বলি সুনিশ্চয়।
ত্রিবিধ ত্যাগের তত্ত্ব জ্ঞানিগণ কয়॥ ৪

যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥ ৫

শব্দার্থ—

যজ্ঞ-দান-তপঃ-কর্ম্ম (যজ্ঞ দান তপস্যাদি কাজ) ন ত্যাজং (ত্যাগ করা উচিত নয়) তৎ কার্য্যং এব (তাহা করাই কর্ত্তব্য) যজ্ঞঃ দানং তপঃ চ এব (যজ্ঞ, দান ও তপস্যা) মনীষিনাং পাবনানি (মনাষি-গণের চিত্তশুদ্ধিকর)। ৫

অনুবাদ—

যাগ যজ্ঞ ব্রত আদি পুণ্য অনুষ্ঠান
পূজা পাঠ হোম দান দেবতার ধ্যান।
মনীষি গণেরও এতে চিত্তশুদ্ধি হয়
এসব ত্যজিলে তার ফল শুভ নয়॥ ৫

ব্যাখ্যা—

কমললোচন কন শুন পার্থ দিয়ে মন
যাগ যজ্ঞ ব্রত আদি পুণ্য অনুষ্ঠান।
ইহা কভু ত্যাজ্য নয় এতে চিত্তশুদ্ধি হয়
পূজা পাঠ হোম দান দেবতার ধ্যান॥
হৃদয় কমলে যদি পূজ মোরে নিরবধি
নিশ্চয় জানিহ সেথা করি আমি বাস।
পাপেতে না যাবে মতি শুন পার্থ মহামতি
আমারে হেরিলে দূরে যাবে ভয় ত্রাস॥
বৃথা জন্ম নাহি ধরো সকল সার্থক করো
একটি মুহূর্ত্ত বৃথা কোরো না গো ক্ষয়।

পূজ তাঁরে মনে প্রাণে ডাকো তাঁরে স্তবে ধ্যানে
পরিপূর্ণ হোক মন শুধু হরিময় ॥ ৫

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬

শব্দার্থ—

পার্থ (হে অর্জুন) অপি তু এতানি কর্ম্মাণি সঙ্গং ফলানি চ (কিন্তু এই সকল কাজ আসক্তি ও ফল কামনা) ত্যক্ত্বা কর্ত্তব্যানি (ত্যাগ করিয়া করা কর্ত্তব্য) ইতি মে নিশ্চিতং উত্তমম্ মতম্ (ইহা আমার স্থির ও উৎকৃষ্ট মত) । ৬

অনুবাদ—

এ সকল কর্ম্মে যেই আসক্তি না করে।
ফল আশা ত্যাগ করি করিবারে পারে ॥
ইহাই উত্তম মত ভালো সব চেয়ে।
নিষ্কাম কর্ম্মের গুণ বলিবার নহে ॥ ৬

ব্যাখ্যা—

যদিও কর্ম্মের ফলে আত্মা চিত্ত শুদ্ধি হবে
তাই বলে কর্ম্মে কভু আসক্ত না হবে।
কর্ত্তব্য করিয়া স্থির কর কাজ হয়ে ধীর
ফলের আসক্তি মন হতে সরে যাবে ॥
দ্বিধা লাজ পরিহরি সেই মুখ চাঁদ স্মরি
তাঁর দেয়া কাজ বলি কর্ম্ম যাও করে।
মনেতে না হবে ভয় নাহি ক্ষতি নাহি ক্ষয়
চলিবে নির্দ্দিষ্ট পথে তাঁরে শুধু স্মরে ॥
কর্ম্মফল যেই জন করে তাঁরে সমর্পণ
মনের কোণেও ফলে আশা নাহি রয়।

নিষ্কাম কর্ম্মের ফল স্বচ্ছ পূত নিরমল
স্বতঃ প্রবাহিনী সম সে চরণে বয় ॥ ৬

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭

শব্দার্থ—

নিয়তস্য কর্ম্মণঃ তু সন্ন্যাসং (কিন্তু নিত্য কর্ত্তব্য কর্মের ত্যাগ) ন উপপদ্যতে (উচিত নয়) মোহাৎ তস্য পরিত্যাগঃ তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ (অজ্ঞানবশতঃ তাহার পরিত্যাগ তামসিক বলা হয়)। ৭

অনুবাদ—

নিত্য কর্ম ত্যাগ কভু উচিত না হয়।
মোহবশে সেই ত্যাগ তামস যে কয় ॥
নিত্যকর্মে দেবতারে করি আবাহন।
আপনার শুদ্ধ কর্ম করে নিবেদন ॥ ৭

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮

শব্দার্থ—

যৎ (যিনি) কর্ম (কর্ম) দুঃখম্ এব (দুঃখকরই) ইতি (এইরূপ) [মনে করিয়া] কায়ক্লেশভয়াৎ (দৈহিক কষ্টের ভয়ে) ত্যজেৎ (ত্যাগ করেন) সঃ (তিনি) রাজসং (রাজসিক) ত্যাগং (ত্যাগ) কৃত্বা (করিয়া) ত্যাগফলং (ত্যাগের ফল, মোক্ষ) ন এব লভেৎ (লাভ করেন না)। ৮

অনুবাদ—

কায়ক্লেশ ভয়ে কর্ম যদি হয় ত্যাগ
রাজস তাহার নাম নাহি ফলভাগ ॥ ৮

কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥ ৯

হে অর্জ্জুন, সঙ্গং (আসক্তি) ফলং চ এব ত্যক্ত্বা (এবং ফলের আশা ত্যাগ করিয়া) কার্য্যম্ ইতি (কর্ত্তব্যবোধে) এব যৎ নিয়তং কর্ম (যে বিহিত কর্ম) ক্রিয়তে (করা হয়) সঃ ত্যাগঃ (আসক্তি ও ফলত্যাগকে) সাত্ত্বিকো মতঃ (সাত্ত্বিক বলা হয়)। ৯

অনুবাদ—

কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে কর্ম ফলাশক্তি নাই।
সাত্ত্বিক বলিয়া তাহা বলে যে সবাই॥ ৯

ব্যাখ্যা—

কর্ম করিতেই হবে ফলেতে আশা না রবে
সেই কর্ম শ্রেষ্ঠ সুনিশ্চয়।
কর্ম তরে জন্ম লয় কর্ম হতে রত নয়
কর্ম কর আশা করি লয়॥ ৯

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ॥ ১০

শব্দার্থ—

সত্ত্ব-সমাবিষ্টঃ (সত্ত্বগুণবিশিষ্ট) ছিন্নসংশয়ঃ (সংশয়শূন্য) মেধাবী (আত্মজ্ঞানী) ত্যাগী (কর্মে আসক্তিহীন) অকুশলং (অশুভ কাম্য কাজ) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না) কুশলে (শুভ কর্মে) ন অনুষজ্জতে (আসক্ত হন না)। ১০

অনুবাদ—

সাত্ত্বিক মেধাবী ত্যাগী স্থিরবুদ্ধি জন।
সুখে অনুরাগী তিনি কভু নাহি হন॥
দুঃখেতে ব্যথিত নন একভাবে রয়।
অনাসক্ত সেই জন জ্ঞানী জেন হয়॥ ১০

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥ ১১

শব্দার্থ—

দেহভৃতা (দেহধারী) অশেষতঃ কর্ম্মাণি (সম্পূর্ণরূপে সর্বকর্ম) ত্যক্তুং ন হি শক্যং (ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না) যঃ তু কর্মফলত্যাগী (কিন্তু যে কর্মফলত্যাগী) সঃ ত্যাগী ইতি অভিধীয়তে (সেই প্রকৃত ত্যাগী বলিয়া অভিহিত হয়)। ১১

অনুবাদ—

দেহধারী প্রাণী পক্ষে কর্ম ত্যাগ করা।
সম্ভব নহে ত কভু, দেহে কর্মধরা॥
কর্ত্তব্য কর্মেতে রত রবে অবিরত।
কর্মের ফলেতে নাহি হবে বিচলিত॥
দেহীর ত সর্ব কর্ম ত্যাগ নাহি হয়।
কর্ম-ফল ত্যাগী হলে তারে ত্যাগী কয়॥ ১১

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং কচিৎ॥ ১২

শব্দার্থ—

অনিষ্টম্ (পশুজন্মাদি) ইষ্টং (দেব জন্মাদি) মিশ্রং চ (মনুষ্যজন্ম) ত্রিবিধং (তিন প্রকার) কর্মণঃ (ধর্মাধর্মাদি কর্মের) ফলম্ (ফল) অত্যাগিনাং (অজ্ঞদিগের) প্রেত্য (মৃত্যুর পর) ভবতি (হয়) তু (কিন্তু) সন্ন্যাসিনাং (সন্ন্যাসিগণের) ন কচিৎ (কখনই হয় না)। ১২

অনুবাদ—

ইষ্ট ও অনিষ্ট ফল ইষ্টানিষ্ট ভোগা।
দেহান্তে সকামী কিন্তু নাহি ভোগে ত্যাগী॥
দেহাত্মরহিত বুদ্ধি জ্ঞানী জনে হয়।
কোন কর্ম ফল জেন তার তরে নয়॥ ১২

পঞ্চৈমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্॥ ১৩

শব্দার্থ—

মহাবাহো (হে অর্জুন) কৃত-অন্তে (কর্মকাণ্ডের অন্তরূপ) সাংখ্যে (বেদান্তে) সর্বকর্ম্মণাম্ (সকল কর্মের) সিদ্ধয়ে (সম্পাদনজন্য) প্রোক্তানি (কথিত) ইমানি (এই) পঞ্চ (পাঁচটি) কারণানি (কারণ) মে (আমার নিকট) নিবোধ (জ্ঞাত হও)। ১৩

অনুবাদ—

সাংখ্য ও বেদান্ত মতে কর্ম সিদ্ধি তরে।
কারণ পাঁচটি যাহা কহিব তোমারে॥ ১৩

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথগ্‌বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্॥ ১৪

শব্দার্থ—

অধিষ্ঠানং (দেহ) তথা (এবং) কর্তা (অহঙ্কার) পৃথক্‌বিধম্ চ (ও ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপারবিশিষ্ট) করণং (মন বুদ্ধি এবং দশ ইন্দ্রিয়) বিবিধাঃ চ (নানা প্রকার) পৃথক্ চেষ্টাঃ (পৃথক পৃথক প্রাণাদিকার্য্য) অত্র (ইহাদের মধ্যে) পঞ্চমম্ (পঞ্চম) দৈবম্ এব চ (ও আদিত্যাদি দেবতা)। ১৪

অনুবাদ—

দেহ অহং দৈব আর চেষ্টা নানাবিধ।
ইন্দ্রিয়ের সাহচর্য্য এই পঞ্চবিধ॥ ১৪

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥ ১৫

শব্দার্থ—

নরঃ (মানুষ) শরীর-বাক্-মনোভিঃ (শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা) যৎ (যে) ন্যায্যং বা (ধর্ম্য, শাস্ত্রীয়) বিপরীতং বা (অধর্ম্য) কর্ম (কার্য্য)

প্রারভতে (আরম্ভ করে) এতে (এই) পঞ্চ (পাঁচটি) তস্য (তাহার, সেই কর্মের) হেতবঃ (হেতু, কারণ)। ১৫

অনুবাদ—

কায় মন বাক্যদ্বারা যে যে কর্ম হয়।
ন্যায় কিংবা নহে ন্যায় পঞ্চেতেই হয় ॥ ১৫

তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ॥ ১৬

শব্দার্থ—

তত্র (উক্ত বিষয়ে) এবং (এইরূপ) সতি (হইলেও) তু (কিন্তু) যঃ (যিনি) কেবলম্ (শুদ্ধ) আত্মানং (অকর্ত্তা আত্মাকে) কর্তারম্ (কর্তারূপে) পশ্যতি (দেখেন) অকৃত-বুদ্ধিত্বাৎ (অবিবেক হেতু) সঃ (সেই) দুর্মতিঃ (দুর্বুদ্ধি) ন পশ্যতি (সম্যক্ দর্শন করেন না)। ১৬

অনুবাদ—

এতত্ত্ব না জানিয়া আত্মা কর্ত্তা মানে।
দুষ্টবুদ্ধি অজ্ঞানী সে সত্য নাহি জানে ॥ ১৬

যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥ ১৭

শব্দার্থ—

যস্য (যাঁহার) অহঙ্কৃত (অহঙ্কারযুক্ত) ভাবঃ (ভাবনা) ন (নাই) যস্য (যাঁহার) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হয় না) সঃ (তিনি) ইমান্ (এই) লোকান্ (জগতের সকল প্রাণী) হত্বা অপি (বধ করিয়াও) ন হন্তি (বধ করেন না) ন নিবধ্যতে (হত্যার ফলরূপ অধর্মে নিবদ্ধ হয় না)। ১৭

অনুবাদ—

কর্মেতে কর্ত্তৃত্বহীন নির্লিপ্ত যে হয়।
সর্বলোক বধিয়াও হন্তা বদ্ধ নয় ॥ ১৭

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা।
করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮

শব্দার্থ—

জ্ঞানং (জ্ঞান) জ্ঞেয়ং (যা জ্ঞাতব্য) পরিজ্ঞাতা (ও ভোক্তা) ত্রিবিধা (তিন প্রকার) কর্ম-চোদনা (কর্মের প্রবর্ত্তক) করণং (ইন্দ্রিয় মন, বুদ্ধি) কর্ম (ক্রিয়া) কর্তা (ও কর্তা) ইতি (এই) ত্রিবিধঃ (তিন প্রকার) কর্মসংগ্রহঃ (ক্রিয়ার আশ্রয়)। ১৮

অনুবাদ—

করণ কর্ম ও কর্তা কর্মের আশ্রয়।
জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা তিন কর্মমূল হয় ॥
ইন্দ্রিয় কাম ও কর্তা তিনে মিল হলে।
তবে যাহা হয় জেন কাজ তারে বলে ॥
এ কাজের হেতু কভু আত্মা জেন নয়।
তিনি যা করান করি হেতু মাত্র হয় ॥ ১৮

জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥ ১৯

শব্দার্থ—

গুণ-সংখ্যানে (সাংখ্যশাস্ত্রে) জ্ঞানং (জ্ঞান) কর্ম চ (ও ক্রিয়া) কর্তা চ (ও কর্তা) গুণভেদতঃ (সত্ত্বাদি গুণ ভেদে) ত্রিধা এব (তিন প্রকারই) প্রোচ্যতে (উক্ত হয়) তানি অপি (সেই সকল ও তাহাদের ভেদসমূহ) যথাবৎ (যথার্থরূপে) শৃণু (শ্রবণ কর)। ১৯

অনুবাদ—

গুণভেদে ত্রিবিধিত্ব সাংখ্য মতে কয়।
জ্ঞান কর্ম কর্তা ভেদ কহি সুনিশ্চয় ॥ ১৯

সর্বভুতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্‌ ॥ ২০

শব্দার্থ—

যেন (যাহা দ্বারা) বিভক্তেষু (বিভক্ত) সর্বভূতেষু (সকলভূতে) অবিভক্তম্ (অভিন্নভাবে স্থিত) একম্ (এক) অব্যয়ম্ (অক্ষয়) ভাবম্ (সত্তা) ঈক্ষতে (দর্শন করেন) তৎ (সেই) জ্ঞানং (আত্ম-দর্শন, জ্ঞান) সাত্ত্বিকম্ (সাত্ত্বিক) বিদ্ধি (জানিবে)। ২০

অনুবাদ—

সবেতেই সেই একে দেখিবারে পায়।
সে জনই সাত্ত্বিক মনে জানিহ নিশ্চয়॥
ভেদেতে অভেদ জ্ঞান অব্যয় স্বরূপ।
সাত্ত্বিক জ্ঞানেতে হয় নহে অন্যরূপ॥ ২০

পৃথক্‌ত্বেন যজ্‌ জ্ঞানং নানাভাবান্‌ পৃথগ্বিধান্‌।
বেত্তি সর্বেষু ভুতেষু তজ্‌ জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্‌॥ ২১

শব্দার্থ—

তু (কিন্তু) যৎ (যে) জ্ঞানং (জ্ঞান দ্বারা) পৃথক্‌ত্বেন (প্রতি শরীরে ভিন্ন) সর্বেষু (সকল) ভূতেষু (জীবে স্থিত) পৃথক্‌-বিধান্ (পরস্পর বিলক্ষণ) নানাভাবান্ (ভিন্ন ভিন্ন আত্মা) বেত্তি (জানে) তৎ (সেই) জ্ঞানং (জ্ঞান) রাজসম্ (রাজসিক) বিদ্ধি (জানিবে)। ২১

অনুবাদ—

প্রতিদেহে ভিন্ন জনে দেখে যেই জন।
রাজসিক বুদ্ধি তার জানিবে তখন॥
জীব মধ্যে ভিন্ন ভাব দৃষ্ট যদি হয়।
সত্য বলি মনে হলে রজ জ্ঞান কয়॥ ২১

যৎ তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্‌ কার্যে সক্তমহৈতুকম্‌।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্‌॥ ২২

শব্দার্থ—

তু (কিন্তু) যৎ (যে জ্ঞান) একস্মিন্ (কোন একটি) কার্য্যে

(ভূতকার্যদেহে) কৃৎস্নবৎ (সমগ্ররূপে) সক্তম্ (আসক্ত) অহৈতুকম্ (অর্যৌক্তিক) অতত্ত্বার্থবৎ (অযথার্থ) অল্পংশ্চ (এবং ক্ষুদ্র) তৎ (সেই জ্ঞান) তামসম্ (তামসিক) উদাহৃতম্ (কথিত হয়)। ২২

অনুবাদ—

তামস জ্ঞানের ফল কহিতেছি এবে।
তুচ্ছ কর্মে গুরুবোধ যুক্তি নাহি রবে॥ ২২

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥ ২৩

শব্দার্থ—

অফলপ্রেপ্সুনা (ফলাকাঙ্ক্ষা যিনি না করেন তাঁহার দ্বারা) নিয়তং সঙ্গরহিতং (কর্ত্তব্য বা বিহিত কর্মে আসক্তিশূন্যভাবে) অরাগদ্বেষতঃ কৃতং (অনুরাগ বা বিদ্বেষের বশবর্তী না হইয়া নিষ্পন্ন) যৎ কর্ম (যেকর্ম) তৎ সাত্ত্বিকম্ উচ্যতে (তাহা সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হয়)। ২৩

অনুবাদ—

অনাসক্ত ভাবে যেই ফল নাহি চায়।
আপন নির্দ্দিষ্ট কর্ম করে যেই যায়॥
সেকাজ সাত্ত্বিক বলে বলে সব জন।
ফল না চাহিয়া যেই কাজেতে মগন॥ ২৩

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্॥ ২৪

শব্দার্থ—

তু (কিন্তু) পুনঃ (পাদপূরণার্থ) কাম-ঈপ্সুনা (ফলকামনাযুক্ত) স অহংকারেণ বা (বা অহংকারযুক্ত হইয়া) বহুল-আয়াসং (বহুকষ্ট-সাধ্য) যৎ (যে) কর্ম (যাগাদি) ক্রিয়তে (কৃত হয়) তৎ (তাহা) রাজসম্ (রাজসিক) উদাহৃতম্ (কথিত হয়)॥ ২৪

অনুবাদ—

ফলের কামনা যুক্ত অহংকার সহ।
বহু কষ্ট সাধ্য যোগে রাজসিক কহ॥
অহংকারে পরিশ্রমে সকামীর কর্ম।
রাজস বলিয়া খ্যাত কহি তার মর্ম॥ ২৪

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম যৎ তত্তামসমুচ্যতে॥ ২৫

শব্দার্থ—

অনুবন্ধং (ভাবী শুভাশুভ ফল) ক্ষয়ং (শক্তিক্ষয়) হিংসাম্ (প্রাণিপীড়া) পৌরুষম্ চ (ও সামর্থ্য) অনপেক্ষ্য (অপেক্ষা না করিয়া) মোহাৎ (মোহহেতু) যৎ (যে) কর্ম (যাগাদি কর্ম) আরভ্যতে (আরম্ভ হয়) তৎ (তাহা) তামসম্ (তামসিক) উচ্যতে (কথিত হয়)॥ ২৫

শব্দার্থ—

শুভাশুভ না ভাবিয়া করে শক্তি ক্ষয়।
হিংসা ভরে প্রাণী পীড়া অপেক্ষা না সয়॥
মোহ ভরে করে কাজ তামসিক জন।
বৃথা তার বুদ্ধি জ্ঞান সব বিসর্জ্জন। ২৫

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥ ২৬

শব্দার্থ—

মুক্তসঙ্গঃ (ফলাসক্তিশূন্য) ন-অহংবাদী (অহংকারশূন্য) ধৃতি-উৎসাহ-সমন্বিতঃ (ধৃতি ও উদ্যমযুক্ত) সিদ্ধি-অসিদ্ধ্যোঃ (সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে) নির্বিকারঃ (হর্ষবিষাদশূন্য) কর্তা (কারক) সাত্ত্বিকঃ (সাত্ত্বিক) উচ্যতে (উক্ত হন)॥ ২৬

অনুবাদ—

উত্তমী ও ধৃতিযুক্ত ফলে নির্বিকার।
অহংরাগহীন কর্ত্তা সাত্ত্বিক যে আর ॥
ফল আশা নাহি যার ধৃতিশীল যাহা।
সিদ্ধি ও অসিদ্ধি মনে সদা এক তাহা ॥
আনন্দ ও হর্ষহীন কর্ত্তৃত্ববিহীন।
সাত্ত্বিক বলিয়া খ্যাত তাঁরা চিরদিন ॥ ২৬

রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ২৭

শব্দার্থ—

রাগী (বাসনাকুলচিত্ত) কর্মফলপ্রেপ্সুঃ (কর্মফলাকাঙ্ক্ষী) লুব্ধঃ (পরদ্রব্যে লোভী ও স্বদ্রব্যদানে অসমর্থ) হিংসাত্মকঃ (পরপীড়া-স্বভাব) অশুচিঃ (বাহ্যও আন্তর শৌচরহিত) হর্ষশোক-অন্বিতঃ (ইষ্ট প্রাপ্তিতে হর্ষ ও ইষ্ট বিয়োগে শোকযুক্ত) কর্তা (কারক) রাজসঃ (রাজসিক) পরিকীর্তিতঃ (কথিত হয়) ॥ ২৭

অনুবাদ—

লুব্ধ হিংস্র শুচিহীন ফলকামী যিনি।
হর্ষ শোক ভোক্তা হলে রাজসিক তিনি ॥
বাসনাব্যাকুল চিত্ত পরধনে লোভ।
ইষ্ট হলে সুখী আর অনিষ্টেতে ক্ষোভ ॥ ২৭

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে। ২৮

শব্দার্থ—

অযুক্তঃ (অসমাহিত) প্রাকৃতঃ (বালকবৎ অত্যন্ত অসংস্কৃতবুদ্ধি) স্তব্ধঃ (অনম্র) শঠঃ (মায়াবী) নৈষ্কৃতিকঃ (স্বার্থবশতঃ পরবৃত্তিচ্ছেদনকারী) অলসঃ (কর্ত্তব্যে প্রবৃত্তিহীন) বিষাদী (সর্বদা অবসন্নস্বভাব) দীর্ঘ

সূত্রী চ (ও মন্থরস্বভাব) কর্ত্তা (কারক) তামসঃ (তামসিক) উচ্যতে (উক্ত হয়)॥ ২৮

অনুবাদ—

কর্ত্তব্যে প্রবৃত্তিহীন খেয়ালেতে রত।
অবসন্ন ভাব সদা বঞ্চক অহিত॥
উন্মনা ইতর শঠ উদ্ধত অলস।
বিদ্বেষ বিষাদী লোকে জানিও তামস॥ ২৮

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্‌ত্বেন ধনঞ্জয়।২৯

শব্দার্থ—

ধনঞ্জয় (হে অর্জুন) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) ধৃতেঃ চ (ও ধৃতির) গুণতঃ এব (ত্রিগুণানুসারেই) ত্রিবিধং (তিন প্রকার) ভেদং (প্রভেদ) পৃথক্‌ত্বেন (পৃথকরূপে) অশেষেণ (নিঃশেষরূপে) প্রোচ্যমানম্ (বক্ষ্যমাণ) শৃণু (শ্রবণ কর)। ২৯

অনুবাদ—

ধৃতি ও বুদ্ধির ভেদ ত্রিবিধ নির্দ্দেশ।
গুণভেদে সেই ভেদ কহিব বিশেষ॥ ২৯

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী।৩০

শব্দার্থ—

পার্থ (হে অর্জুন) প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ (ধর্মে প্রবৃত্তি এবং অধর্মে নিবৃত্তি) কার্য্যাকার্য্যে (কি কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য) ভয়াভয়ে (কিসে ভয় কিসে অভয়) বন্ধং মোক্ষঞ্চ (কিসে আত্মার বন্ধন হয় কিসে মুক্তি হয়) যা বেত্তি সা বুদ্ধিঃ সাত্ত্বিকী (এই সকল যে বুদ্ধি দ্বারা জানা যায় তাহা সত্ত্বপ্রধানা)। ৩০

অনুবাদ—

ধর্ম্মেতে প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি অধর্ম্মে।
কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বোধ যার মর্ম্মে॥
অভয় ও ভয়ে সে জানে সাত্ত্বিক সে জন।
সেই বুদ্ধি দিয়ে জানে মুক্তি ও বন্ধন॥ ৩০

যয়া ধর্মমধর্মঞ্চ কার্যঞ্চাকার্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী। ৩১

শব্দার্থ—

পার্থ (হে অর্জুন) যয়া (যাহার দ্বারা) ধর্মম্ (শাস্ত্রবিহিত কর্ম অধর্মং চ (ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম) কার্যম্ (কর্ত্তব্য) অকার্যম্ এব চ (ও অকর্ত্তব্য) অযথাবৎ (অযথার্থরূপে) প্রজানাতি (জানা যায়) সা বুদ্ধিঃ (সেই বুদ্ধি) রাজসী (রাজসিক)। ৩১

অনুবাদ—

নাহি জানে ধর্মাধর্ম কার্য্য ও অকার্য।
অযথা দর্শকবুদ্ধি রাজসিক ধার্য্য॥
কিবা করণীয় আর কি অকরণীয়।
এই জ্ঞান নাহি যার রাজসিক কহ॥ ৩১

অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥ ৩২

শব্দার্থ—

পার্থ (হে পার্থ) যা (যে বুদ্ধি) অধর্মং ধর্মম্ ইতি মন্যতে (অধর্মকে ধর্ম মনে করে) সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ (সকল বিষয় বিপরীতভাবে গ্রহণ করে) তমসা (অজ্ঞান দ্বারা) আবৃতা (আচ্ছন্ন) সা বুদ্ধিঃ (সেই বুদ্ধি) তামসী (তামসিক)। ৩২

ধর্মেতে অধর্ম জ্ঞান বুদ্ধি মোহাবৃত।
বিপরীতদর্শী বুদ্ধি তামসিক খ্যাত॥ ৩২

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থসাত্ত্বিকী ॥ ৩৩

শব্দার্থ—

পার্থ (হে অর্জুন) যোগেন (ব্রহ্মে সমাধি দ্বারা) অব্যভিচারিণ্যা (নিত্য সমাধি-অনুগতা) যয়া (যে) ধৃত্যা (ধৃতি দ্বারা) মনঃ-প্রাণ-ইন্দ্রিয়-ক্রিয়াঃ (মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াসমূহ) ধারয়তে (ধারণ করে) সা (সেই) ধৃতিঃ (ধৃতি) সাত্ত্বিকী (সাত্ত্বিক) । ৩৩

অনুবাদ—

প্রাণাদি ইন্দ্রিয় কর্ম যাহে নিয়ন্ত্রিত।
যোগযুক্ত সেই ধৃতি সাত্ত্বিক কথিত ॥ ৩৩

যয়া তু ধর্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪

শব্দার্থ—

পার্থ (হে অর্জুন) তু (কিন্তু) যয়া (যে) ধৃত্যা (ধৃতি দ্বারা) ধর্ম-কাম-অর্থান্ (ধর্ম, অর্থ ও কাম) ধারয়তে (ধারণ করে, নিত্য কর্ত্তব্যরূপেগ্রহণ করে) প্রসঙ্গেন (প্রসঙ্গক্রমে) ফলাকাঙ্ক্ষী (ফলকামী) সা (সেই) ধৃতিঃ (ধৃতি) রাজসী (রাজসিক) ॥ ৩৪

অনুবাদ—

ধর্ম অর্থ কামে বদ্ধ যেই ধৃতি হয়।
ফলাকাঙ্ক্ষী সেই জনে রাজসিক কয় ॥ ৩৪

যথা স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫

শব্দার্থ—

পার্থ (হে অর্জুন) দুর্মেধাঃ (দুর্বুদ্ধি ব্যক্তি) যয়া (যাহার দ্বারা, যে ধৃতি দ্বারা) স্বপ্নং (নিদ্রা) ভয়ং (ভয়) শোকং (শোক) বিষাদ (দুঃখ)

মদম্ এব চ (এবং বিষয়সেবা) ন বিমুঞ্চতি (পরিত্যাগ করেনা) সা (সেই) ধৃতিঃ (ধৃতি) তামসী (তামসিক)। ৩৫

অনুবাদ—

নিদ্রা ভয় শোক দুঃখ যাহে দৃঢ় হয়।
সেই ধৃতি তামসিক সর্ব্বলোকে কয়॥ ৩৫

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি॥ ৩৬

শব্দার্থ—

ভরত-ঋষভ (হে ভরতশ্রেষ্ঠ ইদানীং তু (এখন) [তুমি] ত্রিবিধং সুখং (তিন রকম সুখের বিষয়) শৃণু (আমার কাছে শোন)। যত্র অভ্যাসাৎ (যে সুখে পরিচয়বশতঃ) [মানুষ] রমতে দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি (তাহাতে তৃপ্তি লাভ করে এবং সংসার ক্লেশের অবসান প্রাপ্ত হয়)॥ ৩৬

অনুবাদ—

ত্রিবিধ সুখের কথা শোন তবে বলি।
সাধুজন চলে পথ বিচারিয়া ধরি॥
সত্য সুখ লাভ তরে যেই চেষ্টা করে।
দুঃখ অতিক্রমি তবে আনন্দে বিহরে॥৩৬

ব্যাখ্যা—

ত্রিবিধ সুখের কথা শোন তবে বলি যথা
পথ বিচারিয়া তবে চলে জ্ঞানীগণ।
সত্যসুখ লাভ করে যেই জন চেষ্টা করে
দুঃখ অতিক্রমি হয় আনন্দে মগন।
পেতে যদি চাও ফল আগে রোপ তরুদল
জল দিয়ে যত্ন করি বড় কর তাকে।

প্রচণ্ড রোদের তাপে আড়াল করিবে তাকে
সে পুনঃ দানিবে ছায়া তুমি দিলে যাকে ॥
সত্য সুখ সেই মত বহু যত্নে অবিরত
নীরস সে ব্যাকরণ করি অধ্যয়ন।
তবেতো সে কাব্য-সুধা মিটায় সুধীর ক্ষুধা
অবর্ণিত সুখে তার তৃপ্ত প্রাণ মন ॥ ৩৬

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥ ৩৭

শব্দার্থ—

যৎ তৎ অগ্রে বিষং ইব (যে সুখের আরম্ভে বিষের ন্যায় জ্বালা) পরিণামে অমৃতোপমং (পরিণামে অমৃততুল্য আনন্দ) আত্মবুদ্ধি-প্রসাদজং (যাহা আত্মতত্ত্ব হইতে জাত) তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তম্ (সেই নির্ম্মল সুখকে সাত্ত্বিক সুখ বলে)। ৩৭

অনুবাদ—

যে সুখ আরম্ভে জ্বালা শেষেতে অমৃত।
বিদ্যা জ্ঞান অভ্যাসের ক্লেশ যেই মত ॥
পরিণামে লাভ হয় অচঞ্চল সুখ।
সাত্ত্বিক বর্ণিত জ্ঞানে ভরে যায় বুক ॥ ৩৭

ব্যাখ্যা—

কমললোচন কন শুন পার্থ দিয়ে মন
যাহাতে জীবনে হয় অচঞ্চল সুখ।
প্রথমেতে তিক্ত যাহা মধুর নহে ত তাহা
পরিণামে তাহাতেই মুছে সব দুখ ॥
আপাত মধুর যাহা কষ্টকর নহে তাহা
কিন্তু পরিণামে তাহে ভালো নাহি হয়।

সকলি ত বৃথা তবে কেমন করিয়া সবে
শেষ ক্ষণে দেখিবে যে তাহা শুভ নয় ॥
বাহ্য বস্তু যা সকলি সবারে অনিত্য বলি
আত্মারেই সত্য বলি মনে জেনো সার ;
বুদ্ধি হতে রজঃ তমঃ দূর করি শত্রু সম
নিরমল পথে চলো ভয় কিবা আর ॥ ৩৭

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্ ।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮

শব্দার্থ—

বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগাৎ (বিষয় ও ইন্দ্রিয় সংযোগ হইতে) যৎ (যে সুখ) তৎ অগ্রে (তাহা আগে) অমৃতোপমং (অমৃতের ন্যায়) পরিণামে (পরে) বিষং ইব (জ্বালাময় বিষের তুল্য)। তৎ সুখং (সেই সুখ) রাজসম্ স্মৃতম্ (রাজসিক বলিয়া কথিত হয়)। ৩৮

অনুবাদ—

বিষয় ইন্দ্রিয় হতে যেই সুখ হয়।
রাজসিক বলি তারে জ্ঞানীজনে কয় ॥
প্রথমে অমৃত তুল্য আস্বাদ তাহার।
পরিণামে বিষময় দুখের আধার ॥ ৩৮

ব্যাখ্যা—

ইন্দ্রিয়ের সুখ যত জেনো মনে সেই মতো
সে সুখের পরিণাম ভালো কভু নয়।
জ্ঞানী গুণী সুধী জন তাহা হতে দূরে রন
রাজসিক বলি তারে সর্ব লোকে কয় ॥
ইহাদের মোহে ভুলি যেন কভু নাহি চলি
নিজ গম্য পথ যেন ভুল নাহি করি।

পথ মাঝে অবিরত দেখা দিবে বিঘ্ন শত
কণ্টক সরায়ে তবে কমলেরে ধরি ॥
যে দ্রব্য করিবে ক্রয় মূল্য তার দিতে হয়
সেইরূপ পেতে হলে প্রভু নারায়ণ।
তুচ্ছ এ ইন্দ্রিয় সুখ ইহাতে ফিরায়ো মুখ
তবে তো মিলিবে সেই তপোলব্ধ ধন ॥ ৩৮

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্‌। ৩৯

শব্দার্থ—

যৎ (যে) সুখং (সুখ) অগ্রে চ অনুবন্ধে চ (আরম্ভে ও পরিণামে) আত্মনঃ মোহনং (আত্মার মোহকর) [এবং] নিদ্রালস্য প্রমাদোত্থং (নিদ্রা, আলস্য ও অনবধানতা হইতে উৎপন্ন) তৎ তামসং উদাহৃতম্‌ (সেই সুখ তামসিক বলিয়া কথিত হয়)। ৩৯

অনুবাদ—

যে সুখ আরম্ভ হতে করে মোহময়।
আলস্য প্রমাদ নিদ্রা যাহে উপজয় ॥
কর্ত্তব্য জ্ঞানের বোধ যায় যাতে চলে।
তামসিক বলি তারে কহে যে সকলে ॥ ৩৯

ব্যাখ্যা—

তামসিক সুখ যাহা আবরণময় তাহা
করণীয় বোধ যত যায় তাহে চলে।
ক্ষণিক সুখেতে মাতি কাটে তার দিবারাতি
বিপদ প্রমাদ যত আসে তার ফলে ॥
মোহ মেঘ সরাইয়ে বারেক দেখনা চেয়ে
সম্মুখে উদিত রবি পূত নিরমল।

স্থির ধ্রুব তারা সম জীবনের প্রিয়তম
করুণাভরা সে আঁখি করে ছলছল ॥
ভুল পথে গিয়ে মোরা কাঁদি যবে আত্মহারা
তখন যে হৃদে বহে জননীর স্নেহ ।
তবে কেন মোহ ভরে কাজ হতে যাই সরে
তাঁর মত ভালো আর বাসিবেনা কেহ ॥ ৩৯

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ ।৪০

শব্দার্থ—

পৃথিব্যাং (পৃথিবীতে) দিবি বা (বা স্বর্গে) দেবেষু বা পুনঃ (অথবা দেবগণের মধ্যে) তৎ (সেই এমন) সত্ত্বং (প্রাণী) ন অস্তি (নাই) যৎ (যাহা) এভিঃ (এই) প্রকৃতিজৈঃ (মায়াজাত) ত্রিভিঃ গুণৈঃ ([বন্ধনের কারণ (ত্রিগুণকর্তৃক) মুক্তং (মুক্ত) স্যাৎ (হয়) । ৪০

অনুবাদ—

গুণমুক্ত স্বর্গে মর্ত্ত্যে কেহ নাহি হয় ।
ত্রিগুণেতে বদ্ধ জীব জানিবে নিশ্চয় ॥ ৪০

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ৪১

শব্দার্থ—

পরন্তপ (হে শত্রুতাপন) ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের) শূদ্রানাং চ (ও শূদ্রগণের) কর্মাণি (কর্মসমূহ) স্বভাব-প্রভবৈঃ (প্রকৃতিজাত) গুণৈঃ (গুণসমূহ দ্বারা) প্রবিভক্তানি (বিভক্ত হইয়াছে) । ৪১

অনুবাদ—

স্বভাবজ গুণে হয় কর্ম্মের বিভাগ ।
ব্রহ্ম ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র এই চারি ভাগ ॥ ৪১

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্‌॥ ৪২

শব্দার্থ—

শমঃ (অন্তর-ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ) দমঃ (বহিরিন্দ্রিয়নিগ্রহ) তপঃ (তপস্যা) শৌচ (বাহ্যও আভ্যন্তর শৌচ) ক্ষান্তিঃ (ক্ষমা) আর্জ্জবং (সরলতা) জ্ঞানং (সাধারণ জ্ঞান) বিজ্ঞানং (বিশেষ জ্ঞান) আস্তিক্যং এব চ (শাস্ত্র ও ভগবানে বিশ্বাস) স্বভাবজং ব্রহ্মকর্ম্ম (স্বভাবজাত ব্রাহ্মণের কাজ)। ৪২

অনুবাদ—

অন্তরে বাহিরে শুচি সবেতে সংযম।
কষ্টসাধ্য তপ ক্ষমা সরল যে মন॥
জ্ঞানক্ষমা শ্রদ্ধা পূর্ণ হৃদয় যাহার।
স্বভাব ব্রাহ্মণ সেই নহে সংস্কার॥ ৪২

ব্যাখ্যা—

সাত্বিক রূপের গুণ বলি শোন্ দিয়ে মন
জ্ঞান ক্ষমা শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয় যাহার।
কষ্টসাধ্য তপ করি যেই জন লভে হরি
অন্তর বাহির শুচি সংযত তাহার॥
সাত্বিক ব্রাহ্মণ সেই এই গুণ লভে যেই
জেনো তার আর কোন নাই পথ ভয়।
আপনি দয়াল হরি চলে তার হাত ধরি
সংসার সমুদ্র তার তুচ্ছ বোধ হয়॥
সত্য জ্ঞান হলে বোধ দূরে যায় লোভ ক্রোধ
অকথিত সুখে তার ভরে যায় মন।
ছুয়ে সে পরশ মণি দূরে যায় কালি গ্লানি
সব কালো আলো করি রাজে নারায়ণ॥ ৪২

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥ ৪৩

শব্দার্থ—

শৌর্য্যং (পরাক্রম) তেজঃ (শক্তি) ধৃতিঃ (ধৈর্য) দাক্ষ্যং (কার্য্য-কুশলতা) যুদ্ধে চ অপি অপলায়নং (যুদ্ধে পলায়ন না করা) দানং (দানকরা) ঈশ্বরভাবঃ (প্রভুত্ব বা কর্ত্তৃত্বভাব) স্বভাবজং ক্ষাত্রকর্ম্ম (স্বভাবিক ক্ষত্রিয়ের কর্ম)। ৪৩

অনুবাদ—

শৌর্য্য ধৈর্য্য তেজ আর কর্ম্মকুশলতা।
যুদ্ধে বা বিপদে যার মনের স্থিরতা ॥
প্রভুত্ব কর্ত্তৃত্ব ময় দানের স্বভাব।
রজোগুণে সত্ত্বগুণে ক্ষত্রিয় প্রভাব ॥ ৪৩

ব্যাখ্যা—

সত্যকার যেই বীর বিপদেতে রহে স্থির
আপনি প্রতিভা পূর্ণ স্বভাব যাহার।
পাইলে পরশ তাঁর ঘুচে যায় কর্ম্ম ভার
সত্ত্ব আর রজগুণে মিলিত আধার ॥
প্রভুত্ব কর্ত্তৃত্ব ভার হলেও স্বভাব তার
আশ্রিতের তরে যেন মুক্ত হাত দুটি।
স্বভাব ক্ষত্রিয় সেই জেনো তাহে ভুল নেই
দীপ্ত রবি সম রহে বিশ্বপটে ফুটি ॥
ক্ষত্রিয় জেনো সে জন নহে নত নহে ন্যূন
আপনার প্রভু জেন আপনি সেজন।
চরিত্র বৈশিষ্ট্যে তার পরিচিত সবাকার
শৌর্য্য আর ধৈর্য্যে মেশা ক্ষত্রিয়ের মন ॥ ৪৩

কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্ ।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪

শব্দার্থ—

কৃষি (চাষ) গৌরক্ষ্যং (গরু পালন) বাণিজ্যং (ব্যবসা) স্বভাবজং (স্বভাব হইতে উৎপন্ন) বৈশ্যকর্ম্ম (বৈশ্যের কাজ) শূদ্রস্য অপি (শূদ্রের ও)। স্বভাবজম্ পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম (দ্বিজগণের সহায়তা রূপ সেবা কার্য্য স্বাভাবিক)। ৪৪

অনুবাদ—

বাণিজ্য বিস্তার কৃষি গোধন পালন।
যে সকল কর্ম্মে হয় সৃষ্টি সংরক্ষণ ॥
এ সকল কাজ সনে সেবা ভাব যার।
হীন কভু নহে শূদ্র সেবা ব্রত তাঁর ॥ ৪৪

ব্যাখ্যা—

রাজসূয় যজ্ঞে হরি নিজে পরিচর্য্যা করি
অতিথি সবার করে পদ প্রক্ষালন।
দেখাতে সেবার রূপ ভৃত্য সাজে বিশ্ব ভূপ
ভৃঙ্গার ব্যজন হাতে কমল লোচন ॥
ধন্য যজ্ঞে রত জন সখা যাঁর নারায়ণ
শৃঙ্খলার ব্রত সাথে সমাধান হয়।
তাই দ্বারে নিজে দ্বারী ভুবন বন্দিত হরি
যজ্ঞেশ্বর নিজে সেথা সকল সময় ॥
প্রতিজীবে নারায়ণ জানে মনে যেই জন
তাঁর সেবা পূজা সম পূত নিরমল।
মুছায়ে দুখীর দুখ আনন্দেতে ভরে বুক
সেবা ব্রত সুখে মন পূর্ণ টলমল ॥ ৪৪

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫

শব্দার্থ—

স্বে স্বে কর্ম্মণি অভিরতঃ (নিজ নিজ স্বভাব অনুযায়ী কর্ম্মে নিরত থাকিয়াও) নরঃ সংসিদ্ধিং লভতে (মানুষ পরম পদ লাভ করে)। স্বকর্ম্ম-নিরতঃ (নিজের কর্ম্মে তৎপর ব্যক্তি) যথা সিদ্ধিং বিন্দতি তৎ শৃণু (যেরূপ সিদ্ধিলাভ করে তাহা শোনো)। ৪৫

অনুবাদ—

নিজ নিজ কর্ম্মে রত থাকিয়াও নরে।
কেমন করিয়া তারা ইষ্ট লাভ করে।।
পাইয়া পরম পদ লভে মহাজ্ঞান।
সেই কথা বলি আজ কর অবধান ॥ ৪৫

ব্যাখ্যা—

তিনি প্রভু মোরা ভৃত্য জানি এই কথা সত্য
সর্ব্ব আগে নিজকর্ম্ম করি সমাপন।
যে ভার দেছেন তিনি হৃষ্ট মনে তাহা মানি
যেই জন কর্ম্ম করে নীরবে পালন ॥
হলে কর্ম্মে অবসর পুজে তাঁরে অতঃপর
কহে হরি যা করাও করি আমি তাই।
যা যা মোরে দিলে কাজ করি ছাড়ি দ্বিধা লাজ
সাধ্যমত করিবারে ক্রটী করি নাই।।
মোরা যবে কর্ম্ম তরে দাস দাসী রাখি ঘরে
তারা যদি কাজ কর্ম্মে নাহি দেয় মন।
শুধু কোলাহল করে আমারেই স্তুতি করে
তার প্রতি তুষ্ট মোরা হই কি কখন ? ৪৫

যতঃ প্রবৃত্তিভূ´তানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ ৪৬

শব্দার্থ—

যতঃ ভূতানাং প্রবৃত্তিঃ (যাহা হইতে প্রাণিগণের উৎপত্তি) যেন ইদং সর্ব্বং ততম্ (যাহা দ্বারা এই সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত) মানবঃ স্বকর্ম্মণা (মানুষ নিজের কর্ম্মের দ্বারা) তম্ অভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি (সেই পরমেশ্বরকে আরাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করে) । ৪৬

অনুবাদ—

যাঁহা হতে এই সব উৎপত্তি প্রাণীর।
ব্যাপ্ত যিনি বিরাজিত এই ধরণীর ॥
নিজ কর্ম্ম দ্বারা তাঁর করিলে পূজন।
সিদ্ধি লাভ যায় করা সহজ কথন ॥ ৪৬

ব্যাখ্যা—

যাঁর কণারূপ নিয়ে এ জগৎ সৃষ্টি দিয়ে
তাঁরি শক্তি করে এই জগত পালন।
অনাথের নাথ যিনি ব্যাপ্ত সকলেতে তিনি
জগতের আদি অন্ত সবের কারণ ॥
বর্ণিতে তাঁহার রূপ মুগ্ধ আমি স্তব্ধ চুপ
অতুলন রূপ তাঁর বর্ণিবার নয়।
উপমা দিবার নয় কি সে রূপ জ্যোতির্ম্ময়
বিভাসিত রূপ তাঁর সারা বিশ্বময় ॥
আমাদের কাজ যাহা সমাপন করি তাহা
পূজা উপচার সম দাও পায়ে তাঁর।
মুছে যাবে শোক গ্লানি আপনারে ধন্য মানি
অভয় পরশে পাবে করুণা তাঁহার ॥ ৪৬

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ৪৭

শব্দার্থ—

বিগুণঃ (অঙ্গহীনভাবে অনুষ্ঠিত) স্বধর্ম্মঃ (নিজের বর্ণ ও আশ্রম-বিহিত ধর্ম) সু-অনুষ্ঠিতাৎ (সুসম্পন্ন) পরধর্ম্মাৎ (পরধর্ম হইতে) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ)। স্বভাবনিয়তং (স্বাভাবিক) কর্ম্ম কুর্ব্বন্ (করিয়া) কিল্বিষং (পাপ) ন আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয় না)। ৪৭

অনুবাদ—

নিজধর্ম ভাল ভাবে সুসম্পন্ন নয়।
তবু পরধর্ম হতে শ্রেষ্ঠ তাহা হয়॥
সুসম্পন্ন পরধর্ম শ্রেষ্ঠ তবু নয়।
স্বধর্মের বিগুণেতে পাপ নাহি হয়॥ ৪৮

সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধুমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥ ৪৮

শব্দার্থ—

কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র) সদোষম্ অপি (দোষযুক্ত হইলেও) সহজং কর্ম (স্বধর্ম, সহজাত কর্ম) ন ত্যজেৎ (ত্যাগ করিবে না) হি (যেহেতু) সর্বে আরম্ভাঃ (সকলকর্ম) ধূমেন (ধূমের দ্বারা) অগ্নিঃ ইব (অগ্নির ন্যায়) দোষেণ (দোষের দ্বারা) আবৃতাঃ (আবৃত)। ৪৮

অনুবাদ—

দোষ যুক্ত স্বীয় কর্ম্ম ত্যাজ্য কভু নয়।
ধূমাবৃত অগ্নিসম কর্ম দোষ ময়॥

অসক্ত বুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগত স্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধি গচ্ছতি॥ ৪৯

শব্দার্থ—

সর্ব্বত্র অসক্তবুদ্ধিঃ (সকল বিষয়ে আসক্তিশূন্য) জিতাত্মা (সংযত-

চিত্ত) বিগতস্পৃহঃ (স্পৃহাশূন্য ব্যক্তি) সন্ন্যাসেন (সন্ন্যাস দ্বারা) পরমাং নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিম্ অধিগচ্ছতি (কর্মবন্ধন মুক্ত হইয়া পরম সিদ্ধি লাভ করেন)। ৪৯

অনুবাদ—

আসক্তি বিহীন যিনি সকল সময়।
সংসার বন্ধন মাঝে বদ্ধ সেই নয়॥
আত্মাতে সংযম আর স্পৃহাশূন্য মন।
সন্ন্যাসের দ্বারা তিনি মোক্ষলাভী হন॥ ৪৯

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধমে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা॥ ৫০

পদার্থ—

হে কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র) সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ (সিদ্ধিপ্রাপ্ত পুরুষ) যথা (যে উপায়ে) ব্রহ্ম আপ্নোতি (ব্রহ্মকে লাভ করেন) তথা (তাহা) সমাসেন মে নিবোধ (সংক্ষেপে আমার নিকট শোন) যা জ্ঞানস্য পরা নিষ্ঠা (যে ব্রহ্মপ্রাপ্তি জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা)। ৫০

অনুবাদ—

সিদ্ধিপ্রাপ্ত মানুষের ব্রহ্মলাভ হয়।
উপায় যে মোর কাছে শুনহ নিশ্চয়॥
যাহারে করিলে লাভ শেষ সব চাওয়া।
কেমন করিয়া যায় সেই জনে পাওয়া॥ ৫০

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥ ৫১

শব্দার্থ—

বিশুদ্ধয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ (বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা যুক্ত হইয়া) ধৃত্যা আত্মানং নিয়ম্য চ (ও ধৈর্য্যসহকারে আত্মসংযম করিয়া) শব্দাদীন বিষয়ান্ ত্যক্ত্বা

(শব্দাদি রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহ ত্যাগ করিয়া) রাগদ্বেষৌ চ বুদস্য (আসক্তি ও বিদ্বেষ মন হইতে দূর করিয়া দিয়া)। ৫২

অনুবাদ—

বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা যুক্ত যার মন।
আত্মার সংযম যেই করেন পালন॥
ইন্দ্রিয় বিষয় ভোগ তুচ্ছ যেই করে।
আসক্তি বিদ্বেষ মন হতে দূরে সরে॥ ৫১

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্‌কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥ ৫২

শব্দার্থ—

বিবিক্তসেবী (নির্জন স্থানবাসী) লঘু-আশী (মিতভোজী) যতবাক্-কায়-মানসঃ (বাক্য, মন ও শরীরের সংযম করিয়া) নিত্যং ধ্যান-যোগপরঃ (সর্ব্বদা ধ্যানযোগ-পরায়ণ হইয়া) বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ (বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া)। ৫২

অনুবাদ—

নির্জনেতে থাকে যেই মিত ভোজী জন।
বাক্য মন শরীরের সংযম সাধন॥
সর্ব্বদা ধ্যানেতে রত শ্রীহরি স্মরিয়া।
সর্ব্ব ভোগ ছাড়ি থাকে বৈরাগ্যে ধরিয়া॥ ৫২

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ৫৩

শব্দার্থ—

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহং বিমুচ্য (অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও দানগ্রহণ পরিত্যাগ করিয়া) নির্মমঃ (মমতাশূন্য) শান্তঃ (প্রশান্তচিত্ত হইয়া) ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে (ব্রহ্মভাব লাভের যোগ্য হন)। ৫৩

অনুবাদ—

অহংকার বল দর্প করি পরিহার।
কাম ক্রোধ পরদানে নহে লোভ যার॥
মমতাবিহীন যেই প্রশান্ত হৃদয়।
জেন মনে ব্রহ্মলাভ তারি শুধু হয়॥ ৫৩

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ ৫৪

শব্দার্থ—

ব্রহ্মভূতঃ (যিনি ব্রহ্মে অবস্থিত) প্রসন্ন-আত্মা (প্রসন্ন চিত্ত) ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি (শোক করেন না বা আকাঙ্ক্ষা করেন না) সর্ব্বেষু ভূতেষু সমঃ (সকল জীবকে সমান দেখেন) পরাং মদ্ভক্তিং লভতে (তিনি আমার প্রতি পরমা ভক্তি লাভ করেন)। ৫৪

অনুবাদ—

সদা ব্রহ্মে স্থিত যার প্রসন্ন হৃদয়।
শোক ও আকাঙ্ক্ষা মুক্ত যেই জন হয়॥
সর্ব্ব জীবে সমভাব সমদর্শী জন।
আমাতে পরমা ভক্তি লভে সেই জন॥ ৫৪

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ ৫৫

শব্দার্থ—

ভক্ত্যা (ভক্তি দ্বারা) অহং যাবান্ যঃ চ অস্মি (আমি যেরূপ এবং যাহা হই) মাং তত্ত্বতঃ অভিজানাতি (আমাকে প্রকৃতরূপে জানেন) ততঃ মাং তত্ত্বতঃ জ্ঞাত্বা তদনন্তরং মাং বিশতে (এবং তারপর আমার প্রকৃত স্বরূপ জানিয়া আমাতে প্রবেশ করেন)॥ ৫৫

অনুবাদ—

ভক্তি দ্বারা আমারে যে জানে নিরন্তর।
আমার প্রকৃত রূপ তাহার গোচর॥

জানিয়া আমার রূপ প্রবেশে আমায়।
তার মাঝে নিজ ভাব লোপ পেয়ে যায়॥ ৫৫

সর্ব্বকর্ম্মণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎ প্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥ ৫৬

শব্দার্থ—

সদা সর্ব্বকর্ম্মাণি কুর্ব্বাণঃ অপি (সর্ব্বদা সকল কর্ম করিয়াও) মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ (আমাতে শরণাপন্ন) মৎপ্রসাদাৎ (আমার অনুগ্রহে) শাশ্বতং অব্যয়ং পদম্ (শাশ্বত অক্ষয় পদ) অবাপ্নোতি (লাভ করেন)॥ ৫৬

অনুবাদ—

সর্ব্বদা সকল কাজে যুক্ত হইয়াও।
যে জন সর্ব্বদা চায় আমারি আশ্রয়॥
আমারি দয়ায় লভে মোক্ষ পদ তার।
শাশ্বত অব্যয় পদে গতি হয় তার॥ ৫৬

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥ ৫৭

শব্দার্থ—

চেতসা (বুদ্ধি দ্বারা) সর্বকর্মাণি (সমস্ত কর্ম) ময়ি সংন্যস্য (আমাতে সমর্পণ করিয়া) মৎপরঃ (আমা পরায়ণ) [হইয়া] বুদ্ধিযোগং (বুদ্ধি) উপাশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) সততং (সকল সময়) মচ্চিত্তঃ (মদ্গতচিত্ত) ভব (হও)। ৫৭

অনুবাদ—

আমায় হৃদয় মনে স্মরণ করিয়া।
সব কাজ সব বুদ্ধি আমাতে সঁপিয়া॥

আমারে হৃদয় মাঝে রাজে যেই জন।
সব কাজে আমি যার স্মরণ মনন ॥ ৫৭

মচ্চিত্তঃ সর্ব্ব দুর্গানি মৎ প্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮

শব্দার্থ—

মচ্চিত্ত (আমাময় চিত্ত হইলে) মৎ প্রসাদাৎ (আমার কৃপায়) সর্ব্বদুর্গানিতরিষ্যসি (তুমি সকল দুঃখ অতিক্রম করিবে) অথ চেৎ (আর যদি) ত্বং অহঙ্কারাৎ ন শ্রোষ্যসি (নিজের অহঙ্কারে অভিভুত হইয়া না শোন) বিনঙ্ক্ষ্যসি (তাহা হইতে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে)। ৫৮

অনুবাদ—

মোর প্রতি চিত্ত দিয়া লইলে শরণ
আমার দয়ায় দুঃখে হইবে তারণ।
নিজ অহঙ্কারে যদি একথা না শোন
নিশ্চয় বিনাশ হবে স্থির ইহা জেন। ৫৮

ব্যাখ্যা—

শ্রীহরি অর্জুনে কন শোন-পার্থ দিয়ে মন
মোর প্রতি চিত্ত যেই সমর্পিয়া দেয়।
আমার শরণ নিলে সহজেতে মুক্তি মেলে
নাহি এতে দ্বিধা ভ্রান্তি জানিহ নিশ্চয় ॥
নিজ অহঙ্কারে যদি মত্ত থাকি নিরবধি
এই ধ্রুব সত্য কথা যেই নাহি মানে।
নিশ্চয় বিনাশ তার পরে মিছে হাহাকার
মোর ভক্তজন সবে তাহা জানে ॥
তাই বলি তাঁর করে সর্ব্ব সমর্পন করে
নিশ্চিন্ত নির্ভয় হও জীবনের পথে

নির্ভয়ে অতুল সুখ কেন মিছে পাও দুখ
হাতধরি লবে হরি ভুল ভ্রান্তি হতে। ৫৮

যদহঙ্কার মাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥ ৫৯

শব্দার্থ—

অহঙ্কারম্ (অহঙ্কার) আশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) ন যোৎস্যে (যুদ্ধ করিব না) ইতি (এইরূপ) যৎ (যাহা) মন্যসে (মনে করিতেছ) তে (তোমার) এবঃ (এই) ব্যাবশায়ঃ (নিশ্চয়) মিথ্যা (ভ্রমমূলক) প্রকৃতিঃ (ক্ষেত্রে স্বভাব) ত্বাং (তোমাকে) নিযোক্ষ্যতি (নিযুক্ত করিবে)। ৫৯

অনুবাদ—

আমার আমিত্বে মুগ্ধ হইয়া অর্জুন
যুদ্ধ করিবে না তুমি বলিলে তখন।
ইহা ভুল জেন মনে তুমি কেহ নয়
যা হবার হইবেই জানিহ নিশ্চয় ॥ ৫৯

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা।
কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ। ৬০

শব্দার্থ—

কৌন্তেয় (হে অর্জুন) মোহাৎ (মোহ হেতু) যৎ (যাহা) কর্তুং (করিতে) ন ইচ্ছসি (ইচ্ছা করিতেছ না) স্বভাবজেন (স্বভাব জাত) স্বেন (স্বকীয়) কর্মণা (কর্মদ্বারা) নিবদ্ধঃ (আবদ্ধ হইয়া) অবশঃ (অনিচ্ছা সত্ত্বেও) তৎ অপি (তাহাও) করিষ্যসি (করিবে)। ৬০

অনুবাদ—

যা করিতে ইচ্ছা নেই অজ্ঞানের বশে
স্বভাব তাহাই জেন করাইবে শেষে ॥ ৬০

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ৬১

শব্দার্থ—

অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন) ঈশ্বরঃ (নারায়ণ) মায়য়া (মায়াদ্বারা) সর্বভূতানি ([দেহাভিমানী] সর্বজীবকে) যন্ত্র-আরূঢ়ানি [ইব] (যন্ত্রে আরূঢ় পুতুলের ন্যায়) ভ্রাময়ন্ (চালিত করিয়া) সর্বভূতানাং (সকল জীবের) হৃদ্দেশে (হৃদয়ে) তিষ্ঠতি (অবস্থান করিতেছেন)। ৬১

অনুবাদ—

এই সব জীবে গুণময়ী মায়া দিয়ে
ঈশ্বর চালান সবে নিজ সাথে নিয়ে।
প্রাণীগণ ইতস্তত যেখানেই যায়
হৃদে তার বিরাজেন নিজে দয়াময়॥ ৬১

ব্যাখ্যা—

মেলার পুতুল নাচে লুকান মানুষ আছে
সুতা টানি পুতুলেরে নাচায় যেমন।
তেমনি দয়াল হরি আছেন মোদের ধরি
তিনি যা করান মোরা যে করি তেমন॥
যন্ত্রী তিনি মোরা যন্ত্র নহিতো কেহ স্বতন্ত্র
হৃদয় কমল মাঝে রাজিছেন হরি।
তাঁরি দেয়া বুদ্ধি জ্ঞান মোরা দেহ তিনি প্রাণ
প্রতি পদে চলি যেন সেই জনে স্মরি॥
মায়ের অধিক স্নেহ দিয়ে পালিছেন দেহ
কি করুণা কি মমতা ভরা ওই বুকে।
স্মরিয়া সে চাঁদ মুখ হৃদয়ে উথলে সুখ
ভরে যায় সারা মন অকথিত সুখে॥ ৬১

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥ ৬২

শব্দার্থ—

ভারত (হে অর্জুন) সর্ব্বভাবেন (সর্ব্বান্তঃকরণে) তম্ এব (তাঁহাকেই) শরণং গচ্ছ (আশ্রয় কর) তৎপ্রসাদাৎ (তাঁহারি দয়ায়) পরাং শান্তিং (পরমশান্তি) শাশ্বতং স্থানং (চিরমুক্তি) প্রাপ্স্যসি (পাইবে বা লাভ করিবে)। ৬২

অনুবাদ—

হে অর্জ্জুন সঁপি তাঁহে সকল হৃদয়।
তাঁরি কাছে চাহ যদি চরণ আশ্রয়॥
তাঁহারি দয়ায় শান্তি লভিবে পরম।
পাবে সেই চির মুক্তি সুখের চরম॥ ৬২

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥ ৬৩

শব্দার্থ—

ইতি (এই) গুহ্যাৎ (গুহ্য হইতে) গুহ্যতরং (গুহ্যতর) জ্ঞানম্ (গীতা শাস্ত্র) তে (তোমাকে) ময়া (আমার দ্বারা) আখ্যাতম্ (কথিত-হইল)। অশেষেণ (নিঃশেষরূপে) এতৎ (ইহা) বিমৃশ্য (বিবেচনা-করিয়া) যথা (যাহা) ইচ্ছসি (ইচ্ছা কর) তথা (তাহা) কুরু (কর)॥ ৬৩

অনুবাদ—

সর্বজ্ঞাতা তুমি বিজ্ঞ পরম ঈশ্বর।
গুহ্য কথা বলিলাম তোমার গোচর॥
নিঃশেষে বিচার করি যা উচিত হয়।
কর তুমি যা উচিত কর মহাশয়॥ ৬৩

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্‌॥ ৬৪

শব্দার্থ—

সর্বগুহ্যতমং (সকল রহস্যের সার) মে পরমং বচঃ (আমার শেষ শ্রেষ্ঠ কথা) ভূয়ঃ শৃণু (পুনর্ব্বার শোন) মে দৃঢ়ম্‌ ইষ্টঃ অসি (তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়) ততঃ তে হিতং বক্ষ্যামি (তোমার মঙ্গলের জন্য তাই বলিব)। ৬৪

অনুবাদ—

সর্ব্ব সার শেষ কথা শুনহ এখন।
তুমি মোর বড় প্রিয় তাই বলি শোনো॥
তোমার মঙ্গল চাহি বলি পুনর্ব্বার।
এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কথা জেন নাহি আর॥ ৬৪

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ ৬৫

শব্দার্থ—

[তুমি] মন্মনাঃ (আমাগত প্রাণ) মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত) মদ্‌যাজী (আমার কাজে নিযুক্ত) ভব (হও) মাং নমস্কুরু (আমাকে নমস্কার কর) মাম্‌ এব এষ্যসি (আমাকেই পাবে) তে সত্যং প্রতিজানে (তোমাকে সত্য প্রতিশ্রুতি দিতেছি) মে প্রিয়ঃ অসি ([কারণ] তুমি আমার প্রিয় হও)। ৬৫

অনুবাদ—

আমাতে হৃদয় মন সকলি সঁপিয়া।
মোর ভক্ত হও শুধু আমাগত হিয়া॥
আমার কাযেতে নিজে যুক্ত তুমি হও।
নিশ্চয় আমায় পাবে প্রিয় তুমি হও॥

আমাকে সঁপিয়া চিত্ত আমাকে পূজিবে।
যজ্ঞ আর প্রণামেতে আমাকেই পাবে ॥ ৬৫

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬

শব্দার্থ—

সর্ব্বধর্ম্মান্ (সকল ধর্ম, যাহা নামে মাত্র ধর্ম কিন্তু প্রকৃত ধর্ম নয়) পরিত্যজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) মামেকং (একমাত্র আমাকে) শরণং (আশ্রয়) ব্রজ (কর বা গ্রহণ কর) অহং (আমি) ত্বাং (তোমাকে) সর্ব্বপাপেভ্যঃ (সকল পাপ হইতে) মোক্ষয়িষ্যামি (মুক্ত করিব) মা শুচঃ (শোক করিও না)। ৬৬

অনুবাদ—

সকল ধর্মকে ছাড়ি লওগো শরণ।
এজগতে সর্ব্ব সার আমার চরণ ॥
যে আশ্রয়ে মুক্ত হবে হইতে যা পাপ।
লভিবে পরম মোক্ষ ঘুচে যাবে তাপ ॥
ধর্মাধর্ম বিচারের নাহি প্রয়োজন।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হবে লইলে শরণ ॥ ৬৬

ইদং তে নাহতপস্কায় নাহভক্তায় কদাচন।
ন চাহশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যসূয়তি ॥ ৬৭

শব্দার্থ—

ইদম্ (এই গীতা শাস্ত্র) অতপস্কায় (তপোরহিত ব্যক্তিকে) তে (তোমার) কদাচন (কখনও) ন বাচ্যম্ (বলা উচিত নয়) ন অভক্তায় (তপস্বী হইলেও গুরু-দেবতা-ভক্তিরহিত ব্যক্তিকেও না) ন চ অশুশ্রূষবে (শ্রবণে অনিচ্ছুককেও না)। যঃ (যে) মাং (ভগবান-

বাসুদেব আমাকে) [প্রাকৃত মনুষ্য মনে করিয়া] অভ্যসূয়তি (অসূয়া করে, দ্বেষ করে) ন চ (তাহাকেও না)। ৬৭

অনুবাদ—

ধর্মভক্তি সেবাহীন আমায় বিদ্বেষ।
বলিবে না কভু তাকে এই উপদেশ ॥ ৬৭

য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮

শব্দার্থ—

যঃ (যিনি) ইদং (এই) পরমং (অতি) গুহ্যং (গুহ্য) মদ্ভক্তেষু (আমার ভক্তগণকে) অভিধাস্যতি (পাঠ ও ব্যাখ্যা করিবেন) সঃ (তিনি) ময়ি (আমাতে) পরাং (পরা) ভক্তিং (ভক্তি) কৃত্বা (করিয়া) মাম্ (আমাতেই) এষ্যতি এব (আসিবেনই) অসংশয়ঃ (সংশয় নাই)। ৬৮

অনুবাদ—

এই গীতা দ্বারা হয় ঈশ্বর বর্ণন।
এই জ্ঞানে যেই করে ইহার পঠন।
আমাতে লভিয়া জ্ঞান মুক্ত সেই হয়
ভক্তি দিয়া মুক্তি লভে নাহিক সংশয় ॥ ৬৮

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯

শব্দার্থ—

মনুষ্যেষু (মানুষের মধ্যে) তস্মাৎ চ (তাহা হইতে, গীতাব্যাখ্যাতা অপেক্ষা) ভুবি (পৃথিবীতে) কশ্চিৎ (কেহ) মে (আমার) প্রিয়কৃত্তমঃ (অধিক প্রিয়কারী) ন (নাই) তস্মাৎ (তাহা হইতে) অন্যঃ (অন্য কেহ) মে (আমার) প্রিয়তরঃ চ (প্রিয়তর) ন ভবিতা (হইবে না)। ৬৯

অনুবাদ—

গীতা পাঠ গীতা ব্যাখ্যা করে যেই জন।
সেই মোর সর্ব্ব-প্রিয় সত্য এ কথন ॥
মোরে জানি সবামাঝে বলে মোর কথা।
আমি তার ধ্যান জ্ঞান রহি আমি তথা ॥
তাহাকেই গণি আমি সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়।
সে আমার আমি তার মনে জেনে নিও ॥ ৬৯

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০

শব্দার্থ—

যঃ চ (এবং যিনি) অধ্যেষ্যতে (অধ্যয়ন করিবেন) আবয়োঃ ইমং ধর্ম্মসংবাদং (আমাদের মধ্যে আলোচিত ধর্ম্মসমন্বিত এই বার্ত্তা) তেন অহং (তাঁর দ্বারা আমি) জ্ঞানযজ্ঞেন ইষ্টঃ স্যাম্ (জ্ঞানরূপ যজ্ঞে পূজিত হইব)। ৭০

অনুবাদ—

যেই জন ভক্তিযুক্ত হয়ে শুদ্ধ মন।
শোনে এই ধর্ম্মময় কথোপকথন ॥
এই তথ্য অধ্যয়ন করে যেই নরে।
জ্ঞান যজ্ঞ দ্বারা মোর পূজা সেই করে ॥ ৭০

ব্যাখ্যা—

এই জগতের মাঝে কত ক্লেশ দুঃখ আছে।
প্রতি পদে বিফলতা ব্যর্থ শ্রম শত।
ফল লাভ আশা করি শেষে মোরা দুঃখে মরি
দয়াল শ্রীহরি তাই বুঝালেন কত।
নিষ্কাম আদর্শ ভাই ইহার তুলনা নাই
সুখ দুখ মন মাঝে এক হয়ে যাবে ॥

সংশয় দ্বিধায় মন হলে ক্ষুব্ধ অকারণ
এরি মাঝে সহজেতে উত্তর মিলিবে।
তাই বলি সবে শোন হয়ে ভক্তিযুক্ত মন ॥
এই গ্রন্থ অধ্যয়ন যেই জন করে।
পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয় শোকে বিচলিত নয়
শ্রীহরি আশিস্ তাঁর শিরোপরে ঝরে ॥ ৭০ ॥

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্ ॥ ৭১

শব্দার্থ—

শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্ধাযুক্ত) ন অসূয়ঃ চ (ও অসূয়াশূন্য) যঃ (যে) নরঃ (ব্যক্তি) শৃণুয়াৎ অপি (অর্থবোধ না হইলেও কেবলমাত্র শ্রবণ করেন) সঃ অপি (তিনিও) মুক্তঃ (পাপমুক্ত হইয়া) পুণ্যকর্মণাম (পুণ্যকর্মকারিগণের) শুভান্ (পুণ্য) লোকান্ (লোকসকল) প্রাপ্নুয়াৎ (প্রাপ্ত হন)। ৭১

অনুবাদ—

নাবুঝেও গীতা পাঠ যে করে শ্রবণ।
মোক্ষ লাভ হয় তার নিশ্চয় বর্ণন ॥
ভক্তি ভরে যেই স্মরে মহিমা আমার।
চির পুণ্যময় লোকে স্থান হয় তার ॥
দোষমুক্ত শ্রদ্ধাবান করিয়া শ্রবণ।
পাপে মুক্ত পুণ্য লোকে করেন গমন ॥

কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২

শব্দার্থ—

পার্থ (হে অর্জুনঃ) ত্বয়া (তোমা কর্তৃক) একাগ্রেণ (একাগ্র) চেতসা (চিত্তে) এতৎ (ইহা) কচ্চিৎ (কি) শ্রুতং (শ্রুত হইল) ?

ধনঞ্জন (হে অর্জ্জুন) তে (তোমার) অজ্ঞান-সম্মোহঃ (অজ্ঞানজনিত মোহ) কচ্চিৎ (কি) প্রনষ্টঃ (প্রনষ্ট হইল) ?

অনুবাদ—

শুনিলে যে রতচিত্তে মোর বাক্যচয়।
অজ্ঞানজনিত মোহ হইল কি ক্ষয় ? ৭২

অর্জুন উবাচ।

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥ ৭৩

শব্দার্থ—

অর্জুন উবাচ (অর্জুন বলিলেন) অচ্যুত (হে কৃষ্ণ) ত্বৎপ্রসাদাৎ (তোমার কৃপায়) মোহঃ নষ্টঃ (মোহ দূর হয়েছে) ময়া স্মৃতিঃ লব্ধা (আমি চৈতন্য লাভ করেছি) গতসন্দেহঃ (সন্দেহ দূর হয়েছে) স্থিতঃ অস্মি (এবং স্থির হয়েছি) তব বচনং করিষ্যে (তোমার আজ্ঞা পালন করিব)। ৭৩

অনুবাদ—

তোমার কৃপায় মোহ হল অপনীত।
স্মৃতিলাভ সুস্থ আমি সন্দেহ যে গত॥
তব বাক্য এবে আমি করিব পালন।
প্রসন্ন প্রশান্ত মনে জগৎ শরণ॥ ৭৩

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্।। ৭৪

শব্দার্থ—

সঞ্জয়ঃ (সঞ্জয়) উবাচ (বলিলেন) অহম্ (আমি) ইতি (এইরূপ) মহাত্মনঃ (মহাত্মা) বাসুদেবস্য (বাসুদেবের) পার্থস্য চ (ও অর্জুনের

ইমম্ (এই) রোমহর্ষণম্ (রোমাঞ্চকর) অদ্ভুতং (অদ্ভুত) সংবাদং (কথোপকথন) অশ্রৌষম্ (শ্রবণ করিলাম)। ৭৪

অনুবাদ—

সঞ্জয় বলেন তবে শুনহ বচন।
বাসুদেব অর্জুনের কথোপকথন॥
অদ্ভুত সংবাদ আমি করিয়ে শ্রবণ।
রোম হর্ষণেতে মোর শিহরে এখন॥ ৭৪

ব্যাসপ্রসাদাচ্চ শ্রুতবানেতদ্ গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্।৭৫

শব্দার্থ—

অহং (আমি) ব্যাসপ্রসাদাৎ (ব্যাসদেবের প্রসাদে) [দিব্যচক্ষুর লাভের দ্বারা] এতৎ (এই) পরম (অতীব) গুহ্যম্ (গোপনীয়) যোগং (যোগতত্ত্ব) কথয়তঃ (কথক) স্বয়ম্ (সাক্ষাৎ) যোগেশ্বরাৎ (যোগেশ্বর) কৃষ্ণাৎ (কৃষ্ণের মুখ হইতে) সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষভাবে) শ্রুতবান্ (শুনিয়াছি)। ৭৫

অনুবাদ—

ব্যাসের কৃপায় আমি অতি গুহ্য যোগ।
যোগেশ্বর কৃষ্ণ মুখে করি উপভোগ॥ ৭৫

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ॥ ৭৬

শব্দার্থ—

রাজন্ (হে মহারাজ) হরেঃ (হরির) তৎ (সেই) অত্যদ্ভুতং (অতি অদ্ভুত) রূপম্ [একাদশ অধ্যায়োক্ত] (বিশ্বরূপ) সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য চ (পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া) মুহুঃ মুহুঃ (প্রতিক্ষণ) হৃষ্যামি (হৃষ্ট হইতেছি)। ৭৬

অনুবাদ—

হে রাজা শ্রীহরি কথা করিয়া শ্রবণ।
পুনঃ পুনঃ হৃষ্ট মোর হয় প্রাণ মন॥
অতি অপরূপ সেই বিশ্বরূপ স্মরি।
স্মরিতেছি অপরূপ অর্জুন শ্রীহরি॥ ৭৬

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ॥ ৭৭

শব্দার্থ—

রাজন্ (হে মহারাজ) হরেঃ (শ্রীহরির) তৎ (সেই) অত্যদ্ভুতং (অতি অদ্ভুত) রূপম্ (বিশ্বরূপ) সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য চ (পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া) মে (আমার) মহান্ (মহা) বিস্ময়ঃ (বিস্ময়) [হইতেছে] পুনঃ পুনঃ চ (এবং পুনঃ পুনঃ) হৃষ্যামি (হৃষ্ট হইতেছি)। ৭৭

অনুবাদ—

অপরূপ রূপ তাঁর করিয়া দর্শন।
পুনঃ পুনঃ পুলকিত মোর প্রাণমন॥
আনন্দে হৃদয়ে মোর হল ভরপুর।
পুণ্যময় এই কথা পাপ করে দূর॥ ৭৭

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥ ৭৮

শব্দার্থ—

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ (যেখানে যোগের ঈশ্বর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ) যত্র পার্থ ধনুর্ধরঃ (ও যেখানে ধনুর্ধর অর্জ্জুন বিদ্যমান) তত্র শ্রীর্বিজয়ঃ ভূতিঃ ধ্রুবা নীতিঃ (ইতি) মম মতিঃ (সেইখানে রাজলক্ষ্মী, বিজয়, ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি ও নিশ্চয় ন্যায়-নীতিও বিদ্যমান. ইহাই আমার স্থির.বিশ্বাস।) [যে নিয়মে কার্য্যে সফলতা লাভ করা যায় তাহাকে নীতি বলে। যে নিয়মে নিশ্চয় সফলতা লাভ করা যায় তাহাকে ধ্রুব নীতি বলে।] ৭৮

অনুবাদ—

সর্ব্ব যোগেশ্বর কৃষ্ণ যেথা বিরাজিত।
ধনুর্দ্ধর পার্থ সাথে ভুবন বন্দিত॥
সেখানে বিজয় লক্ষ্মী ধ্রুব সুনিশ্চয়।
সর্ব্ব শুভ সমাবেশ নিত্য সেথা জয়॥ ৭৮

ব্যাখ্যা—

গোলোকবিহারী হরি ভূলোকেতে অবতরি
পার্থ-সারথীর রূপে দেন দরশন।
তাঁহারে সম্মুখে করি পিছনে গাণ্ডীবধারী
মায়ামোহে মুগ্ধ হয়ে ব্যাকুলিত মন॥
শ্রীহরির সাথে সাথে লক্ষ্মীর চরণ পাতে
দিকে দিকে মঙ্গলের হইল উদয়।
যেথা ধর্ম্ম সেথা জয় কহেন গান্ধারী মায়
সখা যাঁর নিজে হরি তার কিবা ভয়?
এ সংসার রণাঙ্গনে ক্লান্ত অবসন্ন প্রাণে
প্রতি পদক্ষেপে মনে দ্বিধা ভয় কত।
হৃদয় রথের পরি হরিরে সারথি করি
চলিলে নির্ভয়ে পূর্ণ হবে মনোরথ॥ ৭৮

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত এবং শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ও সমাপ্ত॥

ওঁ তৎ সৎ

——*——

অথ শ্রীগীতামাহাত্ম্যম্

ধরোবাচ

ভগবন্ পরমেশান ভক্তিরব্যভিচারিণী।
প্রারব্ধং ভুঞ্জমানস্য কথং ভবতি হে প্রভো॥ ১

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ

প্রারব্ধ ভুঞ্জমানো হি গীতাভ্যাসরতঃ সদা।
স মুক্তঃ স সুখী লোকে কর্ম্মণা নোপলিপ্যতে॥ ২
মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যানং করোতি চেৎ।
ক্বচিৎ স্পর্শং ন কুর্ব্বন্তি নলিনীদলমম্বুবৎ॥ ৩
গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র যত্র পাঠঃ প্রবর্ত্ততে।
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদীনি তত্র বৈ॥ ৪
সর্ব্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনঃ পন্নগাদয়ঃ।
গোপালৈর্গোপিকাভিশ্চ নারদোদ্ধব-পার্ষদৈঃ।
সমায়ান্তি তত্র শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ত্ততে॥ ৫
যত্র গীতা বিচারশ্চ পঠনং পাঠনং শ্রুতম্।
তত্রাহং নিশ্চিতং পৃথ্বী নিবসামি সদৈব হি॥ ৬
গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে চোত্তমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানমুপাশ্রিত্য ত্রীন্ লোকান্ পালয়াম্যহম্॥ ৭
গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ।
অর্দ্ধমাত্রাক্ষরা নিত্যা সানির্বাচ্যপদাত্মিকা॥ ৮
চিদানন্দেন কৃষ্ণেন প্রোক্তা স্বমুখতোঽর্জ্জুনম্।
বেদত্রয়ী পরানন্দ তত্ত্বার্থজ্ঞানসংযুতা॥ ৯
যোঽষ্টাদশজপো নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ।
জ্ঞানসিদ্ধিং স লভতে ততো যাতি পরং পদম্॥ ১০

গীতা-মাহাত্ম্য

পৃথ্বী বলে কহ প্রভু হইয়া সদয়।
প্রারব্ধভোগীর ভক্তি কিরূপেতে হয় ॥ ১
প্রভু কহে সদা যেবা গীতাপাঠে রহে।
সুখী, মুক্ত সেইজন কর্ম্মাসক্ত নহে ॥ ২
পদ্মপত্র যথা জলে সিক্ত নাহি হয়।
গীতাধ্যানী মহাপাপে তথা লিপ্ত নয় ॥ ৩
যে যে স্থানে গীতা পাঠ হয়, নিয়মিত।
সর্ব্বতীর্থ প্রয়াগাদি সেথা উপনীত ॥ ৪
সপার্ষদ যোগী-ঋষি নারদ উদ্ধব।
গোপাল গোপীকা আর দেব, সর্প সব ॥
ত্বরিত গমনে আসি মিলে সেই স্থানে।
ভক্তিভরে গীতাব্যাখ্যা হয় যেইখানে ॥ ৫
গীতা পাঠ অধ্যাপন শ্রবণ বিচার।
সেই স্থানে সদা যে গো বসতি আমার ॥ ৬
গীতাশ্রয়ে থাকি আমি শ্রেষ্ঠ গৃহ গীতা।
গীতাজ্ঞানে ত্রিলোকের আমি পালয়িতা ॥ ৭
অর্দ্ধমাত্রা অনির্ব্বাচ্য পরব্রহ্মরূপ।
নিত্যপদরূপা গীতা অক্ষরস্বরূপ ॥
আমার পরমা বিদ্যা গীতাই যে হয়।
অসংশয় এই বাক্য কহি যে নিশ্চয় ॥ ৮
আনন্দস্বরূপ কৃষ্ণ কন অর্জ্জুনেরে।
গীতানন্দ বেদরূপা ভুলোনা তাহারে ॥ ৯
এক মনে সর্ব্বগীতা সদা অধ্যয়ন।
তত্ত্বজ্ঞান লাভ করি পায় মোক্ষধন ॥ ১০

পাঠেঽসমর্থঃ সম্পূর্ণে ততোঽর্দ্ধং পাঠমাচরেৎ।
তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১১

ত্রিভাগং পঠমানস্তু গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ।
ষড়ংশং জপমানস্তু সোমযাগফলং লভেৎ॥ ১২

একাধ্যায়ন্তু যো নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্॥ ১৩

অধ্যায়মেকং পাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে নরঃ।
স যাতি নরতাং যাবন্মন্বন্তরং বসুন্ধরে॥ ১৪

গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্ত পঞ্চ চতুষ্টয়ম্।
দ্বৌ ত্রীনেকং তদর্দ্ধং বা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ
চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতং ধ্রুবম্॥ ১৫

গীতাপাঠসমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ।
গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তিমুত্তমাম্॥ ১৬
গীতেত্যুচ্চারসংযুক্তো ম্রিয়মাণো গতিং লভেৎ॥ ১৭

গীতার্থশ্রবণাসক্তো মহাপাপযুতোঽপি বা।
বৈকুণ্ঠং সমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে॥ ১৮

গীতার্থং ধ্যায়তে নিত্যং কৃত্বা কর্ম্মাণি ভূরিশঃ।
জীবন্মুক্তঃ স বিজ্ঞেয়ো দেহান্তে পরমং পদম্॥ ১৯

গীতামাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ।
নির্ধূতকল্মষা লোকে গীতা যাতাঃ পরং পদম্॥ ২০

সর্ব্বাঙ্গের গীতা পাঠ যদি না সম্ভবে।
গোদানের পুণ্যফল অর্দ্ধপাঠে পাবে ॥ ১১
তৃতীয়াংশ পাঠে হয় গঙ্গাস্নান ফল।
ষষ্ঠাংশের পাঠে লাভ সোমযাগ ফল ॥ ১২
ভক্তিতে অধ্যায় এক নিত্য পাঠ যার।
রুদ্ররূপে রুদ্রলোকে বসতি তাহার ॥ ১৩
প্রতিদিন গীতাপাঠ অধ্যায়ের অংশ।
অথবা শ্লোকের যেবা পড়ে এক অংশ ॥
মন্বন্তরকাল তার মনুষ্য-জীবন।
ইহাতে অন্যথা নাহি হয় কদাচন ॥ ১৪
দশ সাত পাঁচ চার তিন দুই শ্লোক।
অথবা যাহার পাঠ্য নিত্য অর্দ্ধ শ্লোক ॥
অযুত বৎসর তার চন্দ্রলোকে বাস।
না হবে অন্যথা কভু করহ বিশ্বাস ॥ ১৫
গীতাপাঠকালে যদি দেহ ত্যাগ হয়।
মনুষ্য জনম সে যে পুনরায় লয় ॥
এ জনমে পুনরায় গীতা পাঠ যার।
শ্রেষ্ঠ লোক ব্রহ্মপদ লাভ হয় তার ॥ ১৬
গীতা শব্দ উচ্চরিয়া হইলে মরণ।
উত্তম লোকেতে তার হইবে গমন ॥ ১৭
গীতার্থ শ্রবণে পাপী হইলে উৎসুক।
বিষ্ণুসহ বৈকুণ্ঠেতে লভে মহাসুখ ॥ ১৮
বহু কর্ম্মে লিপ্ত তবু গীতার্থ মনন।
জীবন্মুক্ত হয়ে আশু লভে মোক্ষধন ॥ ১৯
জনকাদি ঋষিগণ করি গীতাশ্রয়।
পাপমুক্তি তাঁহাদের মোক্ষ লাভ হয় ॥ ২০

গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ ।
বৃথা পাঠো ভবেৎ তস্য শ্রম এব হ্যুদাহৃতঃ ॥ ২১

এতন্মাহাত্ম্যসংযুক্তং গীতাভ্যাসং করোতি যঃ ।
স তৎফলমবাপ্নোতি দুর্লভাং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ২২

সূত উবাচ

মহাত্ম্যমেতদ্ গীতায়া ময়া প্রোক্তা সনাতনম্ ।
গীতান্তে চ পঠেদ্ যস্তু যদুক্তং তৎ ফলং লভেৎ ॥ ২৩

ইতি শ্রীবরাহ-পুরাণে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-মাহাত্ম্যং

সমাপ্তম্

ওঁ তৎসৎ

মাহাত্ম্য ছাড়িয়া যেবা করে গীতা পাঠ।
বৃথা শ্রম বলে তায় ব্যর্থ সেই পাঠ ॥ ২১

মাহাত্ম্য সহিত যার গীতা অধ্যয়ন।
গীতাপাঠ ফল লভে—লভে মোক্ষধন ॥ ২২

সূত বলে যেই ফল কহিলাম আমি।
গীতার পাঠেতে তাহা লভিবেক তুমি ॥ ২৩

সমাপ্ত

পিতু নির্দ্দেশাৎ বিশ্বহিতপরায়না জগৎন্মাতুঃ প্রতিরূপা হিয়াদেবী
শ্রীশ্রীধ্রুব নারায়ন দেব স্যানুগ্রহাৎ কর্ম্মনা মনসা বাচা তস্য নিত্যং সেবারতা।
"সুমনা" নামধেয়েন পরিকল্পিতা যা দেবী মম মনসি মাতৃরূপেন বিরাজতে
স্নেহাশিষো বর্শণেন হিসাদেবী প্রত্যুহমথাৎ শততং সংরক্ষতু মাম ॥

শ্রীযতীন্দ্র নাথ রায় (শ্রীঅবোধ)
৫নং দয়াল শিরোমনী লেন, কোন্নগর